সাহিত্যপরিষদ্-গ্রন্থাবলী—সং ৮৩

চণ্ডীদাস-পদাবলী

প্রথম খণ্ড

শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়

ও

শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

কর্ত্তৃক সম্পাদিত

আশ্বিন, ১৩৪১

বঙ্গীয় পদাবলী-সাহিত্যের প্রচার ও আলোচনায়

প্রখ্যাতকীর্ত্তি

স্বর্গীয় নীলরতন মুখোপাধ্যায়

তথা

স্বর্গীয় সতীশচন্দ্র রায়

মহাশয়দ্বয়ের স্মৃতির উদ্দেশে

চণ্ডীদাস পদাবলীর

এই সংস্করণ শ্রদ্ধার সহিত নিবেদিত হইল

নিবেদন

"চণ্ডীদাস-পদাবলী"র প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইল। ইচ্ছা ছিল, আমাদের সম্পাদিত সমগ্র পদাবলী একসঙ্গে প্রকাশ করিব। কিন্তু তাহা ব্যয়সাধ্য এবং সময়সাপেক্ষ; সুতরাং পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত থাকিলেও নানা অপরিহার্য্য কারণে পরিষদের কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির নির্দ্দেশমত আমরা চণ্ডীদাস-পদাবলীর এইরূপ খণ্ডশঃ প্রকাশে সম্মত হইয়াছি। অবশিষ্ট অংশ অনধিক দুই খণ্ডে প্রকাশিত হইবে। শেষ খণ্ডে আমাদের সংগৃহীত উপকরণাদির বিচার, চণ্ডীদাস-সমস্যার আলোচনা, এবং পদ-সূচী, শব্দ-সূচী প্রভৃতি থাকিবে। ইতিপূর্ব্বে আমরা পৃথক্ রূপে অথবা মিলিতভাবে কোন কোন সাহিত্য-সভায় বক্তৃতায়, সাময়িক পত্রে প্রবন্ধাদির দ্বারায় এবং বন্ধুগণের সঙ্গে আলাপে ও আলোচনায় এ সম্বন্ধে আমাদের বিচার, বিশ্লেষণ ও অভিমতের কথঞ্চিৎ আভাস দিয়াছি। শেষ খণ্ডে তাহা বিস্তৃতরূপে লিপিবদ্ধ করিবার ইচ্ছা রহিল। তবে যে প্রণালীতে আমরা পদগুলি বাছিয়াছি এবং সাজাইয়াছি, উপস্থিত ক্ষেত্রে তাহার দিগ্‌দর্শনস্বরূপ কিঞ্চিৎ নিবেদন করিতেছি।

চণ্ডীদাসের নামে প্রচলিত পদের বৃহত্তম সংগ্রহ, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ্ হইতে প্রকাশিত স্বর্গীয় নীলরতনবাবুর "চণ্ডীদাস" গ্রন্থে পাওয়া যায়। ইহাতে অনধিক ৮৫০টী পদ আছে। এতদ্ভিন্ন, চণ্ডীদাসের নামের সহিত জড়িত অপরের প্রকাশিত তথা অপ্রকাশিত প্রায় ৩০০ পদ পাওয়া গিয়াছে। মোটের উপর প্রায় বার শত পদ চণ্ডীদাসের নামে চলিতেছে। এতদতিরিক্ত আরও কিছু পাওয়া যাইতে পারে।

সামান্য চেষ্টাতেই বুঝিতে পারা যায়, এই সমস্ত পদ একাধিক কবির রচিত। প্রাচীন পুঁথিতেও দেখা যায় যে কতকগুলি পদে ভিন্ন ভিন্ন পদকর্ত্তার ভণিতা আছে। অন্য বহু কবির পদ যে চণ্ডীদাসের নামে প্রচলিত রহিয়াছে, তাহারও প্রমাণ পাইয়াছি। এই সমস্ত পদ বড়ু-চণ্ডীদাসের বলিয়া অবিসংবাদিতরূপে গ্রহণ করা চলে না। আবার এমন দুই একটী ভণিতাহীন পদ পাওয়া গিয়াছে, যেগুলিকে মহাকবি বড়ু-চণ্ডীদাসেরই রচিত বলিয়া মনে হইয়াছে।

আমরা এ পর্য্যন্ত দুই জন চণ্ডীদাসের পরিচয় পাইয়াছি। একজন শ্রীচৈতন্য-দেবের পূর্ব্ববর্ত্তী বড়ু-চণ্ডীদাস, অন্যজন শ্রীচৈতন্য-পরবর্ত্তী দীন-চণ্ডীদাস। একটু অভিনিবেশ সহকারে আলোচনা করিলেই এই দুই জন কবির পদ পৃথক্ করা যায়। কিন্তু বড়ু ও দীন চণ্ডীদাস ভিন্ন, 'চণ্ডীদাস' এই নামের অন্তরালে যে অন্য কবিদের পদ চলিতেছে, কোনও কোনও ক্ষেত্রে সেগুলিকে চিনিয়া লওয়া একরূপ দুঃসাধ্য ব্যাপার। ভাব ও রূপের পরিবর্ত্তনে বিকৃত হইয়া পড়িয়াছে, এমন পদেরও অভাব নাই। এই সমস্ত বিষয় আলোচনাপূর্ব্বক আমরা বড়ু-চণ্ডীদাসের পদ যথাসম্ভব পৃথক্‌রূপে চিহ্নিত করিয়াছি। ভণিতা নাই, অথচ বড়ু-চণ্ডীদাসের রচিত হওয়া সম্ভব, এইরূপ কয়েকটী পদ বা পদাংশ ইহারই পরিশিষ্টে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। যে সমস্ত পদের রচয়িতার কোন সন্ধান পাওয়া যায় নাই, যেগুলি বড়ু-চণ্ডীদাস অথবা দীন-চণ্ডীদাসের রচিত বলিয়া গ্রহণ করা চলে না, সেগুলি 'চণ্ডীদাস-নামাঙ্কিত' পর্য্যায়ে রক্ষা করিয়াছি; এবং তাহার পরিশিষ্টরূপে বিভিন্ন কবির ভণিতাযুক্ত পদগুলি সাজাইয়া দিয়াছি। বড়ু ও দীনের রচনার স্বরূপ নির্ণয়ের সুবিধার জন্য আমরা এই খণ্ডের মধ্যেই দীন-চণ্ডীদাস ভণিতাযুক্ত শ্রীকৃষ্ণ-জন্মলীলার কয়েকটী অপ্রকাশিত-পূর্ব্ব পদ প্রকাশ করিতে বাধ্য হইলাম। পরবর্ত্তী দুই খণ্ডে দীন-চণ্ডীদাসের পদের শেষে চণ্ডীদাস-ভণিতাযুক্ত সহজিয়া ভাবের পদগুলি সন্নিবেশিত হইবে। কারণ, চণ্ডীদাস-নামের সহিত সংশ্লিষ্ট কোন পদই আমরা বর্জ্জন করিতে পারি না, সে অধিকার আমাদের নাই; আমরা ভ্রম প্রমাদের অতীত নহি। সুতরাং শেষ বিচারভার বিশেষজ্ঞ পাঠকগণের উপর ন্যস্ত রহিল।

বড়ু-চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন গ্রন্থখানিকে আমরা প্রাচীন ও প্রামাণিক বলিয়া মনে করি। এই জন্য চণ্ডীদাস-পদাবলীর উপর্য্যুক্ত শ্রেণীবিভাগে শ্রীকৃষ্ণ-কীর্ত্তনকেই কষ্টিপাথর রূপে গ্রহণ করিয়াছি। পরবর্ত্তী ভূমিকায় তাহার কারণ আলোচনা করিব।

পদের 'পাঠ' নির্ণয়ে আমরা ভিন্ন ভিন্ন পুঁথির সাহায্য লইয়াছি। যে পাঠ সঙ্গত মনে হইয়াছে, তাহাই মূল পদে রাখিয়াছি, অপরাপর পাঠ পাদটীকায় সন্নিবিষ্ট করিয়াছি। কোন পদেই কল্পিত পাঠ গ্রহণ করি নাই। পদগুলি কেমনভাবে রূপান্তরিত হইয়াছে, পাঠের বিভিন্নতায়, সংখ্যা-বাহুল্যে এবং বৈচিত্র্যে তাহার পরিচয় পাওয়া যাইবে।

বিগত পাঁচ শত বৎসর ধরিয়া চণ্ডীদাস-নামের অন্তরালে প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যে যে সমস্যা জটিল হইতে জটিলতর হইয়া উঠিয়াছে, আমরা তাহার বিভিন্ন সূত্রকে পৃথক্ করিবার প্রয়াস পাইয়াছি মাত্র। সাধারণ পাঠকগণ, গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায়, এবং প্রাচীন সাহিত্যে বিশেষজ্ঞ সুধীগণ আমাদের সকল বক্তব্য শুনিয়া, এই প্রয়াসের যৌক্তিকতা বিচার করিবেন, ইহাই বিনীত অনুরোধ।

চণ্ডীদাসের জন্মস্থান-প্রসঙ্গে বীরভূমের নান্নুর ও বাঁকুড়ার ছাতনা লইয়া বিতণ্ডার সৃষ্টি হইয়াছে। মনে হয়, এই উভয় স্থানের সহিত এক এক জন চণ্ডীদাসের স্মৃতি জড়িত আছে। কোন্ চণ্ডীদাস কোন্ স্থানের সহিত সম্পৃক্ত, তাহা পরে আলোচনা করিব। আমরা নান্নুর এবং ছাতনা দেখিয়া আসিয়াছি। আমাদের অনুমান, আদি চণ্ডীদাস বা বড়ু-চণ্ডীদাস শ্রীচৈতন্যদেবের প্রায় দেড় শত বৎসরের পূর্ব্ববর্ত্তী।

চণ্ডীদাস-সম্পাদনের ভার গ্রহণ করিয়া, বীরভূম, বাঁকুড়া, বর্দ্ধমান, নদীয়া, মুর্শিদাবাদ, সাঁওতাল পরগণা, ঢাকা, চট্টগ্রাম, ত্রিপুরা, পুরী, ভুবনেশ্বর, কটক প্রভৃতি বাঙ্গালার ও উড়িষ্যার নানা স্থানে ঘুরিয়াছি। কলিকাতা ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুঁথিশালা, বহু সাধারণ পাঠাগার, এবং অনেক শিক্ষিত ব্যক্তি ও সাধারণ গৃহস্থের অধিকারভুক্ত পদাবলীর পুঁথি দেখিয়াছি। বাঙ্গালার প্রসিদ্ধ-অপ্রসিদ্ধ কীর্ত্তনিয়াগণের সঙ্গে আলোচনা করিয়াছি। ইহার বিবরণ আমাদের ভূমিকায় লিপিবদ্ধ করিব। এই অবকাশে বিশ্ববিদ্যালয়ের ও গ্রন্থাগারসমূহের কর্ত্তৃপক্ষ, পুঁথির স্বত্বাধিকারী ও কীর্ত্তনিয়াগণকে অন্তরের সহিত ধন্যবাদ জানাইতেছি।

ব্যক্তিগত ভাবে যাঁহারা আমাদিগকে সাহায্য করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে শ্রীযুক্ত শিবরতন মিত্র (বীরভূম), রায় শ্রীযুক্ত নির্ম্মলশিব বন্দ্যোপাধ্যায় বাহাদুর (লাভপুর, বীরভূম), শ্রীযুক্ত অনাদিকিঙ্কর রায় (নান্নুর, বীরভূম), শ্রীযুক্ত পরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (বিষ্ণুপুর. বাঁকুড়া), রায় শ্রীযুক্ত সত্যকিঙ্কর সাহানা বাহাদুর, বিদ্যাবিনোদ বী-এ (বাঁকুড়া), শ্রীযুক্ত তিনকড়ি মুখোপাধ্যায় (সোনামুখী, বাঁকুড়া), শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রমোহন বসু এম-এ, শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ, শ্রীযুক্ত সুকুমার সেন এম-এ (কলিকাতা), শ্রীযুক্ত তারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য (বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ), ডাক্তার শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত ভট্টশালী এম-এ, পী-এচ্-ডী, ডাক্তার শ্রীযুক্ত সুশীলকুমার দে এম-এ, বী-এল, ডী-লিট, শ্রীযুক্ত সুবোধচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এম-এ (ঢাকা),

শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এম-এ, শ্রীযুক্ত আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ (চট্টগ্রাম), শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রকৃষ্ণ দেববর্ম্মা, শ্রীযুক্ত কালীচরণ সেন বিদ্যাভূষণ (ত্রিপুরা) মহাশয়গণের নাম কৃতজ্ঞতার সহিত উল্লেখযোগ্য।

পরিশেষে, চণ্ডীদাসের পদের ভূতপূর্ব্ব সংগ্রাহক ও সম্পাদক স্বর্গীয় নীলরতন মুখোপাধ্যায় বী-এ, এবং পদাবলী-সাহিত্য আলোচনায় অগ্রণী স্বর্গীয় সতীশচন্দ্র রায় এম-এ মহাশয়দ্বয়ের উদ্দেশে, বর্ত্তমান "চণ্ডীদাস-পদাবলী" উৎসর্গ করিয়া, তাঁহাদের নাম শ্রদ্ধার সহিত স্মরণ করিতেছি। এতদ্ভিন্ন প্রাচীন পদকর্ত্তৃগণ, তথা প্রাচীন পদের সংগ্রাহক এবং টীকাকারগণকেও আমরা সভক্তি প্রণাম নিবেদন-পূর্ব্বক উপস্থিত আমাদের বক্তব্যের উপসংহার করিতেছি।

অনন্ত চতুর্দ্দশী,
বঙ্গাব্দ ১৩৪১

শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়
শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

পদসূচী

বড়ু-চণ্ডীদাসের পদ

বড়ু-চণ্ডীদাসের পদ (পরিশিষ্ট)

চণ্ডীদাস-নামাঙ্কিত পদ

চণ্ডীদাস-নামাঙ্কিত পদ (পরিশিষ্ট)

দীন-চণ্ডীদাসের পদ

সাঙ্কেতিক শব্দ পরিচয় *

অপ্রঃ প-র—"অপ্রকাশিত পদরত্নাবলী" (সতীশচন্দ্র রায় মহাশয়-গ্রথিত)।

অ-র-ব্যা—পীতাম্বর দাসের অষ্টরসব্যাখ্যা (শ্রীখণ্ডের পুঁথি)।

ক-বি—কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুঁথি।

কী—কীর্ত্তনানন্দ (বহরমপুর সংস্করণ)।

কৃ-কী—শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন (শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ মহাশয়ের সংস্করণ, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ হইতে প্রকাশিত)।

গী-ক—গীতকল্পতরু (বা পদকল্পতরু)—হস্তলিখিত পুঁথি।

গী-চ—গীতচন্দ্রোদয় (ত্রিপুরার রাজকীয় গ্রন্থশালার পুঁথি)।

ঢা, ঢা-পু—ঢাকায় দৃষ্ট পুঁথি।

ঢা-মি—ঢাকা মিউজিয়মের পুঁথি।

ঢা-বি—ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুঁথি।

দৌ—দৌলতপুর হইতে সতীশচন্দ্র রায় মহাশয় কর্ত্তৃক সংগৃহীত পুঁথি।

নী—নীলরতন মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের সংস্করণ "চণ্ডীদাস পদাবলী", (বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ হইতে প্রকাশিত)।

নী-পু—নীলরতন মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের ব্যবহৃত মূল পুঁথি।

প-ক-ত—পদকল্পতরু (সতীশচন্দ্র রায় মহাশয়ের সংস্করণ, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ হইতে প্রকাশিত)।

প-মে—পদমেরু (রতন লাইব্রেরীর পুঁথি)।

প-র—পদরত্নাকর (পুঁথি, ঢাকা, সতীশচন্দ্র রায় মহাশয়ের সংগ্রহ)।

প-সং—পদসংগ্রহ (রতন লাইব্রেরীর পুঁথি)।

প-র-সা—পদরসসার (পুঁথি, ঢাকা, সতীশচন্দ্র রায় মহাশয়ের সংগ্রহ)।

মু—মুকুন্দানন্দ (রতন লাইব্রেরীর পুঁথি)।

মু-শ—ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডাক্তার শ্রীযুক্ত মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ মহাশয়ের সংগৃহীত পুঁথি।

র—রতন লাইব্রেরীর পুঁথি।

র-নি—বৃন্দাবনদাস-কৃত রসনির্য্যাস পুঁথি (শ্রীখণ্ডে প্রাপ্ত)।

---

* আলোচিত পুঁথি প্রভৃতির পরিচয় গ্রন্থের ভূমিকায় প্রদত্ত হইবে।

র-ম—রমণীমোহন মল্লিক মহাশয়ের সংস্করণ (দ্বিতীয় মুদ্রণ)।

ব-সা-প—বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের পুঁথি।

বৃ, বৃ-পু—বৃন্দাবনে দৃষ্ট পুঁথি (প্রভুপাদ শ্রীযুক্ত গৌরগোপাল গোস্বামী ভাগবতভূষণ মহাশয়ের ও ক্ষণদাগীতচিন্তামণি-সম্পাদক স্বর্গগত কৃষ্ণদাস বাবাজীর সংগৃহীত)।

শ্রীখণ্ড—শ্রীখণ্ড হইতে প্রাপ্ত পুঁথি (পীতাম্বরদাসের অষ্টরসব্যাখ্যা, গোপালদাসের রসকল্প-বল্লী ইত্যাদি)।

স-সা—(বাঁকুড়া) রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত সত্যকিঙ্কর সাহানা বিদ্যাবিনোদ মহাশয়ের সংগৃহীত পুঁথি।

সা-কু—(বীরভূম, কুড়মিঠা গ্রাম) সারদাকুটীরের পুঁথি (শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক সংগৃহীত)।

সা-প—(বঙ্গীয়) সাহিত্য-পরিষদের পুঁথি।

চণ্ডীদাস-পদাবলী

বড়ু চণ্ডীদাসের পদ

[১]

শ্রীরাধার পূর্ব্বরাগ ॥ রাধিকার প্রতি বড়ায়ির উক্তি ॥ কামোদ ॥

সোনার নাতিনী কেন আইস যাও পুনঃ পুনঃ,
না বুঝি তোমার অভিপ্রায়।
সদাই কাঁদনা দেখি, অঝরে[১] ঝরয়ে আঁখি,
জাতি কুল সব পাছে যায় ॥ [১]
যমুনার জলে যাও, [২]কদম্ব-তলাতে চাও,
না জানি দেখিলা কোন্ জনে।
[৩]শ্যাম-বর্ণ দেবা-তনু উপমা নাহিক জনু,
সে জন পৈসল বুঝি মনে ॥ [২]
[৪]ঘরে আসি নাহি খাও, সদাই তাহারে[৫] চাও,
[৬]বুঝিল তোমার মন-কথা।
এখনি শুনিলে ঘরে কি বোল বলিবে[৭] তোরে,
বাড়িয়া[৮] ভাঙ্গিবে তোর মাথা ॥ [৩]
একে তুমি কুলনারী কুল আছে তোর[৯] বৈরী
[১০]আর তাহে বড়ুয়ার বধূ।
কহে বড়ু[১১] চণ্ডীদাসে, কুল শীল সব ভাসে,
লাগিল[১২] কালিয়া-প্রেম-মধু ॥ [৪]

নী ৪৯ মূল ॥

১। অঝর ঝরে ঝরে [ব-সা-প ; গী-চ]; অঝরু [নী]; গৃহীত পাঠ [স-সা] ॥

২। কদমতলার পাশে চাও [নী]; কদম্বতলাতে চাও [ব-সা-প]; কদমতলার পানে চাও [র ২৭৭৪]; কদম্বতলা পানে চাও [সা-কু ৩ ; গী-চ]॥

৩। শ্যামল-বরণ হিরণ-পিঁধন বসি থাকে যখন তখন সে জন পড়েছে বুঝি মনে [নী]; শ্যামল বরণ পীত-পিঁধন [গী-চ]; শ্যাম চিকণ হিরণ-পিন্ধন বসিয়া থাকে·····পড়িয়াছে বুঝি মোনে [সা-কু ৩]; শ্যাম-বর্ণ দেবা-তনু উপমা নাহিক জনু সে জন পৈসল বুঝি মনে। যমুনার জলে জাইঞা কদম্বতলাতে চাঞা না জানি দেখিলে কোন জনে [স-সা]॥ এই ত্রিপদীর গৃহীত পাঠ নী ও স-সা অবলম্বনে॥

৪। ঘরেতে আসিয়া যায় [স-সা]॥

৫। তাহা পানে [র ২৭৭৪]; তাহারে চায় [স-সা]॥

৬। বুঝিলাম তোমার মনের কথা [নী]; গৃহীত পাঠ [স-সা]॥

৭। বলিব [স-সা]॥

৮। বাড়িতে [র ২৭৭৪]; বেড়াইয়া [গী-চ]; বাড়িঞা ভাঙ্গিব [স-সা]॥

৯। তোর [স-সা]; তোমার [নী ও অন্যত্র]॥

১০। তাহে তুমি [র ২৭৭৪]; তাহে আর [গী-চ]॥

১১। এই [স-সা]॥

১২। লাগিল [নী]; লাগিলে [গী-চ]॥

কৃ-কী-তে 'নাতিনী' ও 'পরাণ-নাতিনী' আখ্যায় বহু বার বড়ায়ি শ্রীরাধার সম্বন্ধে উল্লেখ বা শ্রীরাধাকে সম্বোধন করিতেছেন।

কৃ-কী-তে শ্রীকৃষ্ণের পূর্ব্বরাগ প্রথম বর্ণিত আছে। রসশাস্ত্র অনুসারে নায়িকার পূর্ব্বরাগ অগ্রে বর্ণিতব্য, সেই রীতি এখানে অনুসৃত হইল। এ সম্বন্ধে ভূমিকা দ্রষ্টব্য।

পদটী মূলতঃ বড়ু চণ্ডীদাসের বলিয়াই মনে হয়—ভাবে কৃ-কী-র বিরোধী কিছুই নাই, এবং ভাবায় আধুনিক হইলেও প্রাচীনত্বের বিরোধী নহে। এই পদটীর অনুকরণে নী ৫০ সংখ্যক পদটী রচিত।

[২]
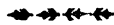
শ্রীরাধা-কর্ত্তৃক সখীগণ-সমীপে স্বপ্নে শ্রীকৃষ্ণ-দর্শন-বর্ণন॥ আশাবরী

চলহ সই জল ভরিতে জাই
জে ঘাটে চন্দন চুয়া ভাসে।
কলসী ভাঙ্গিয়া ঝিকটি খেলিব
জাবত কৃষ্ণ না আইশে॥ [১]

এসহ সকল সখি বৈসহ আমার কাছে
স্বপন কহিএ তোমার আগে।
নিসি দুপহরে[১] সপন দেখিনু
বন্ধুয়া সিয়রে জাগে ॥ [২]
সিয়রে বসিয়া ইসত হাসিয়া
গাএতে বুলায় হাত।
সুতার সঞ্চার দ্বার নাইক নড়ে
কোন পথে গেলা প্রাণনাথ ॥ [৩]
ডাহুকি ডাকএ কোকিল কুহরে
চকর ছাড়এ নিস্বাষ।
বাসুলি চরণ সিরেত বন্দিয়া
কহে বড়ু চণ্ডিদাস ॥ [৪]

নী ১৯৯। এই পদটী নী-র মূল পুঁথি ভিন্ন কেবলমাত্র র-ম-তে [পরিশিষ্ট, পৃঃ ৫২২, তৃতীয় সংস্করণ] আমরা পাইয়াছি। র-ম-র পাঠান্তর বিশেষ নাই। নী-র মূল পুঁথিতে এটী ১৯৫ সংখ্যার পদ, পৃষ্ঠা ৩১ ক; মূলের বানান অবিকৃত রাখিয়া মুদ্রিত হইল। নী-তে ইহার বানান ও শব্দ কিছু কিছু পরিবর্ত্তিত করিয়া মুদ্রিত করা হইয়াছিল। বৈষ্ণব-রসশাস্ত্র-মতে ইহা রসোদ্গারের পদ, এবং র-ম-র সংস্করণে ও নী-র মূল পুঁথিতে ইহাকে 'স্বপ্নরসোদ্গার' (বা 'স্বপ্নরসউদ্গার') পর্য্যায়ের অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে।

'বাসলী-চরণ শিরে বন্দিআঁ গাইল বড়ু চণ্ডীদাস'—শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে ত্রিপদীময় পদের অন্তে ঐরূপ ভণিতা প্রায় সর্ব্বত্র পাওয়া যায়।

১। দ্বিপ্রহরে [র-ম]।

॥ ২ ॥ ঝিকটী—ছিনিমিনি খেলা। খর্পর-খণ্ড বা 'খোলামকুচি' অর্থে শব্দটীর প্রয়োগ—বাঙ্গালা 'ঝিকুড়, ঝিকর' শব্দ (খর্পর, কপাল, বা মস্তক অর্থে) এই শব্দের সহিত অভিন্ন।

॥ ৩ ॥ 'সুতার সঞ্চার দ্বার নাইক নড়ে'—রুদ্ধ কবাটদ্বয় নড়ে না, এমন কি, সূত্র-প্রবেশের পথও পাওয়া যায় না।

[৩]

শ্রীরাধা-কর্ত্তৃক বড়ায়ি-সমীপে স্বপ্নে শ্রীকৃষ্ণদর্শন-বর্ণনা ॥

দেখিলোঁ প্রথম নিশী সপন সুন তোঁ বসী
সব কথা কহিয়ে তোমারে।
বসিআঁ কদম-তলে সে কানু করিল কোলে
চুম্ব দিয়া বদন উপরে ॥ [১]

এ মোর নিফল জীবন এ বড়ায়ি ল।
সে কৃষ্ণ আনিআঁ দেহ মোরে হে ॥ ধ্রু ॥

অঙ্গে দেই চন্দন বোলে মধুর বচন
আড়-বাঁশী বাএ সুমধুরে।
চাহিল মোরে সুরতি, না দিলোঁ মো আনুমতী
দেখিলোঁ মো দুতজ পহরে ॥ [২]

তিঅজ পহর নিশী মোএঁ কৃষ্ণ-কোলে বসী
নেহানিলোঁ তাহার বদনে।
ইসত হাসন করি মন মোর নিল হরী
বেআকুলী ভয়িলোঁ মদনে ॥ [৩]

চউঠ পহরে কাহ্নু করিল আধর-পান
মোর ভৈল রতিরস-আশে।
দারুণ কোকিল-নাদে ভাঁগিল আহ্মার নিন্দে
রস গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে ॥ [৪]

শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন, নী-র মূল পুঁথি, ঢা-বি ২৬৪৮ ও র-ম—এই কয় স্থলে পদটী পাওয়া গিয়াছে। নী (মুদ্রিত পুস্তকে পদসংখ্যা ২০১) মূল পুঁথির যথাযথ অনুসরণ করেন নাই। এই চারিটী পাঠ মিলাইয়া উপরে প্রদত্ত পাঠ স্থির করা গিয়াছে, তবে ইহার মুখ্য আধার শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের পাঠ। এই কয়টী বিভিন্ন পাঠ দৃষ্টে মনে হয়, নী-র মূল পুঁথি, ঢা-বি ২৬৪৮ ও র-ম-ধৃত পাঠ, কৃ-কী-র পুঁথি ভিন্ন অন্য কোনও আদর্শ পুঁথি হইতে গৃহীত। দুই এক স্থলে কৃ-কী-ধৃত পাঠ অপেক্ষা অন্য পাঠগুলি অধিকতর সুষ্ঠু বলিয়া মনে হয়; ইহা হইতে অনুমান করা যায় যে, কৃ-কী-র পুঁথি বড়ু চণ্ডীদাসের সমসাময়িক নহে, ইহা অপেক্ষা প্রামাণিক অন্য পুঁথি ছিল। র-ম-ধৃত পাঠের বিশেষত্ব তেমন কিছুই নাই। নিম্নে কৃ-কী, নী (মূল পুঁথি) ও ঢা-বি ২৬৪৮-এ পদটী যেমন আছে, তেমন উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া হইল—পাঠান্তরগুলি এই ভাবেই প্রদর্শিত হইল।

কৃ-কী-তে পদটী 'রাধা-বিরহ' খণ্ডের অন্তর্ভুক্ত, কিন্তু নী-তে 'স্বপ্ন-রস-উদ্গার' পর্য্যায়ে আছে। রাগ-নির্দ্দেশেও পার্থক্য আছে।

॥ ২ ॥ আড়-বাঁশী=আড় করিয়া, কাঁধের দিকে ধরিয়া যে বাঁশী বাজান হয়। বাএ=বাজায়। দুতজ=দ্বিতীয়, তুলনীয়, 'দোজ-বরিয়া', 'দোজ-ব'রে'।

॥ ৩ ॥ তিঅজ=তৃতীয়; তুলনীয়—'তেজ-বরিয়া', 'তেজ-ব'রে'। নেহানিলোঁ=দেখিলাম।

॥ ৪ ॥ নিন্দে=নিদ্রা।

[ক] বড়ু চণ্ডীদাসের পদ

[শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের পাঠ, প্রথম সংস্করণ, পৃঃ ৩৩৪]

বেলাবলী রাগঃ ॥ কুড়ুক্কঃ ॥

দেখিলোঁ প্রথম নিশী সপন সুন তোঁ বসী

সব কথা কহিআরোঁ তোহ্মারে হে ।

বসিআঁ কদম তলে সে কৃষ্ণ করিল কোলে

চুম্বিল বদন আহ্মারে হে ॥ ১ ॥

এ মোর নিফল জীবন এ বড়ায়ি ল ।

সে কৃষ্ণ আনিআঁ দেহ মোরে হে ॥ ধ্রু ॥

লেপিআঁ তনু চন্দনে বুলিআঁ তবেঁ বচনে

আড়বাঁশী বাএ মধুরে ।

চাহিল মোরে সুরতী না দিলোঁ মো আনুমতী

দেখিলোঁ মো দুঅজ পহরে ॥ ২ ॥

তিঅজ পহর নিশী মোএঁ কাহ্নাঞিঁর কোলে বসী

নেহানিলোঁ তাহার বদনে ।

ঈসত বদন করী মন মোর নিল হরী

বেআকুলী ভয়িলোঁ মদনে ॥ ৩ ॥

চউঠ পহরে কাহ্ন করিল আধর পান

মোর ভৈল রতি রস আশে ।

দারুণ কোকিল নাদে ভাঁগিল আহ্মার নিন্দে

গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥

৩ ॥ 'ঈসত বদন করী'—পাঠান্তর 'হসিত বদন করী' স্থলে লিপিকর-প্রমাদ । মাত্র কৃ-কী-র পাঠে ধুয়ার অংশটুকু মিলে, অন্যত্র ইহা নাই ।

[নী-মূল-পুঁথি ধৃত পাঠ—পত্র-সংখ্যা ৩১ ক, পদ-সংখ্যা ১৯৬]

(আশাবরী রাগ)

প্রথম প্রহর নিসি সুসপন দেখি বসি

সব কথা কহিএ তোমারে ।

বসিয়া কদম্বতলে সে কানু করিছে কোলে

চুম্ব দিয়া বদন উপরে ॥ [১]

অঙ্গে দেই চন্দন বলেন ধর [=বলে মধুর] বচন

আর বায় বাঁসি সুমধুরে ।

চাহিল শুরতি নাহি দিল পাপমতি

দেখিল কৃষ্ণ দোজি পহরে ॥ [২]

তিতিয় পহর নিশি মুঞী কৃষ্ণ কোলে বসী
নেহারিনু সে চান্দ বদনে।
ইসত হাসন করি প্রাণ মোর নিল হরি
বিয়াকুল হইল মদনে॥ [৩]
চতুর্থ প্রহরে কান করিল অধর পান
মোর ভেল বড় আশোআশে।
দারুণ কোকিল নাদে ভাঙ্গিল আমার নিন্দে
রস গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে॥ [৪]

[ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ২৬৪৮ সংখ্যক পদ-সংগ্রহ পুঁথির পাঠ, ১১৭খ পত্র

॥ বিভাস॥

প্রথম প্রহর নিশি সুহ সপন বসি
সব কথা কহিএ তোমারে।
বসিয়ে কদম্ব-তলে সে কানু করিছে কোলে
চুম্ব দিয়ে বদন কমলে॥ [১]
অঙ্গে দেই চন্দন বোলে মধুর বচন
আরে বায় বাশী সুমধুর।
চাহিলেন সুরতি না দেখিলুঁ জে পাপমতি
দেখিলুঁ কৃষ্ণ দোয়জ প্রহরে॥ [২]
তৃতীয় প্রহর নিসী মুঞি শ্যামের কোলে বসি
নেহারিণুঁ সে চাঁদ বদনে।
ইসত হাসন করি প্রাণ মোর নিল হরি
ব্যাকুলি হইলাঙ মদনে॥ [৩]
চতুর্থ প্রহরে কান করিল অধর পান
মোরে ভেল রতি আসোআসে।
দারুণ কোকিল নাদে ভাঙ্গিল মোহার নিদে'
রস গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে॥ [৪]

র-ম-বৃত পাঠে এই পাঠান্তর কয়টী লক্ষণীয় :—
॥ ১ ॥ "প্রথম প্রহর নিশি সুস্বপন রাশি'; 'চুম্ব দিছে বদন কমলে'।
॥ ২ ॥ 'অঙ্গে দেই চন্দন'; 'আর বাঁশী বায়'; 'না দিনু যে পাপমতী'।
॥ ৩ ॥ 'তৃতীয় প্রহর নিশি শ্যামের কোলেতে বসি'; 'বৈয়াকুলি হইনু'।
॥ ৪ ॥ 'রহ গাইল'।

[ক] বড়ু চণ্ডীদাসের পদ

[৪]

শ্রীরাধার বিরহ ॥ শ্রীরাধার উক্তি, সখীর প্রতি ॥ কেদার ॥

কানু নাহি আইল মোর ঘরে।
কাহার লাগিয়া মুঞী সাজ সাজিলাম গো
পরাণ কেমন কেমন করে ॥ ধ্রু ॥
চাঁদ হেরিতে মোর তাপ বাঢ়য়ে গো
বিষ লাগে মলয়েরি বাত।
সরস চন্দন ঘন আগুন লাগয়ে গো
ফুল হেরি ফুলশরাঘাত ॥ [১]
বক্ষের পঞ্জরে মোর বাজ বাজিছে গো
দারুণ কুহু কুহু রা।
কুঞ্জ যেন বন্দী জালে ঘেরিয়া রেখেছে গো
পথ নাহি মিলে এক পা ॥ [২]
আপনা আপনি মুঞী বৈরী বাসিয়ে গো
বাঁচি যদি ছাড়িয়ে পরাণে।
নয়নের জল মোর করিবে কি উপায় গো
বড়ু কহে বাসুলী চরণে ॥ [৩]

বীরভূম নান্নুরনিবাসী শ্রীযুক্ত অনাদিকিঙ্কর রায় দুইটি পদ কতকগুলি পুরাতন কাগজপত্রের মধ্যে পাইয়া নকল করিয়া শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়কে পাঠাইয়া দেন—এই পদটী সেই দুইটির মধ্যে অন্যতর। ইহার প্রথম সাতটী পংক্তি ('ফুলশরাঘাত' পর্য্যন্ত) ভণিতাহীন অবস্থায় পীতাম্বর দাসের রসমঞ্জরীতে পাওয়া গিয়াছে। সম্পূর্ণ পদটী পাওয়াতে ইহা যে বড়ু চণ্ডীদাসের রচিত, তাহা এখন বুঝা যাইতেছে। ভাষায় স্থলে স্থলে অবশ্য কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে।

রসমঞ্জরীর মুদ্রিত সংস্করণের পাঠান্তর নগণ্য (বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ সংস্করণ, পৃঃ ১৯)।

পীতাম্বর দাস উৎকণ্ঠিতার অন্তর্গত মুগ্ধা নায়িকার উদাহরণ-স্বরূপ পদটী উদ্ধার করিয়া দিয়াছেন। কিন্তু বড়ু চণ্ডীদাসের সময়ে প্রচলিত অলঙ্কার-শাস্ত্র অনুসারে ইহাকে 'বিরহ' পর্য্যায়ে ফেলাই সঙ্গত।

[৫]

শ্রীকৃষ্ণের বিরহ ॥ বড়ায়ির প্রতি শ্রীকৃষ্ণের উক্তি ॥ শ্রীরাগ ॥

হাত দিয়া দেখ বড়াই মোর কলেবরে[১] ।
ধান[২] দিলে খই[৩] হয় বিরহ অনলে[৪] ॥ [১]
জিভা খণ্ড খণ্ড হৈল রাধা রাধা বলি ।
[৫]তাহার বিচ্ছেদে মোর বুকে হৈল সলি ॥ [২]
[৬]মইলে মরিব বড়াই তার নাহি দায় ।
রাধা বিনে মোর মনে আন নাহি ভায় ॥ [৩]
মরিলে পোড়াইও বড়াই যমুনার কুলে ।
যে ঘাটে আসিবে রাধা [৭]বিহানে বিকালে ॥ [৪]
[৮]মরিবার বেলে [বড়াই] সোঁওরাইও[৯] রাধা ।
জনমে জনমে যেন মিলায় বিধাতা ॥ [৫]
দ্বিজ চণ্ডীদাসে বলে শুনহ বচন ।
দরশন দিয়া রাধা[১০] রাখহ জীবন ॥ [৬]

না ২৪১, মূল। এই পদ র-ম-তে অত্যন্ত বিকৃত পাঠে পাওয়া যাইতেছে (পৃঃ ৪৯০, তৃতীয় সংস্করণ) ॥

১। কলেবর [নী], কলেবরে [ঢা-বি ১/৪ ২/৩ R] ॥

২। ধান্য [ঢা-বি ১/৪ ২/৩ R] ॥

৩। খৈ [নী] ॥

৪। অনল [নী], অনলে [ঢা-বি ১/৪ ২/৩ R] ।

৫। তাহার বিচ্ছেদে বড়াই কবে জলি মরি [ঢা-বি ১/৪ ২/৩ R] ॥

৬। আমি মৈলে মরিব [নী] ; আমি যেন মরিব [ঢা-বি ১/৪ ২/৩ R] ॥ ছন্দের অনুরোধে 'আমি' শব্দটী গৃহীত পাঠ হইতে বর্জ্জন করা হইয়াছে ও 'মৈলে' স্থলে 'মইলে' বানান করা হইয়াছে ।

৭। জল আনিবারে [নী] ; গৃহীত পাঠ [ঢা-বি ১/৪ ২/৩ R] ।

৮। মরিবার বেলে রাধা [নী] । এই ছত্রে দুইবার 'রাধা' শব্দ আছে ; [১ক], [৩ক] ও [৪ক] ছত্রের নজীরে নী-র পাঠে প্রথম 'রাধা' শব্দের পরিবর্ত্তে গৃহীত পাঠে (বন্ধনীর মধ্যে লিখিয়া) 'বড়াই' শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে ।

৯। সোঁওরাও [নী] ; স্মওরাইও [ঢা-বি ৪/৩ R] ॥

১০। শুনহ বচন [ঢা-বি ১/৪ ২/৩ R] ; গৃহীত পাঠ [নী] ॥

এই পদটীর শেষ দুইটী পয়ারের প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে সন্দেহ আছে ।

১ ॥ তুলনীয়, কৃ-কী—হাথ দিআঁ দেখ বড়ায়ি মোর কলেবরে।
যত বড় উপজিল জরে ॥ (তাম্বুলখণ্ড, পৃঃ ২২)

॥ ২ ॥ 'বুক হৈল সলি'—সলী=শল্য ঃ—তুলনীয়, কৃ-কী—'সব সলি লাগে মোর কানের কুণ্ডল ল' ॥ (দানখণ্ড, পৃঃ ৭৮)
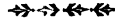
[৬]

দানলীলা ॥ বড়ায়ির প্রতি শ্রীরাধার উক্তি ॥

নিষেধ নিলজ বনমালী।
বাথানে কি ভেটে চন্দ্রাবলী ॥ [১]
তুমি ইহায় পুছহ বড়াই।
কিবা ধন মাগয়ে কানাই ॥ [২]
হেমঘট দেখিয়া পাঁতরে।
চোরার মন সাত-পাঁচ করে ॥ [৩]
মাকড়ের হাতে নারিকল।
খাইতে সাধ ভাঙ্গিতে নাহি বল ॥ [৪]
ফণীর মাথায় মণি জ্বলে।
তাহা কে লইতে পারে বলে ॥ [৫]
বড়ু কহে বাসুলীর বরে।
বাঙন কি চাঁদ ধরে করে ॥ [৬]

এই পদটী সাত স্থানে পাওয়া গিয়াছে। পদটী নিঃসন্দিগ্ধভাবে বড়ু চণ্ডীদাসের। নিম্নে বিভিন্ন পাঠ ও প্রাপ্তিস্থান উল্লিখিত হইল।

এই সমস্ত পাঠের আধারের উপরে আমাদের প্রদত্ত পাঠ প্রস্তুত হইয়াছে।

১। নী-র পরিশিষ্টে প্রদত্ত শ্রীযুক্ত শিবরতন মিত্র মহাশয়ের সংগৃহীত পদ (পদসংখ্যা ১৮, পৃঃ ।০)—

নিসেদ (?) নীলজ বনমালী। বাথানে কি ভেটে চন্দ্রাবলী ॥
হেমঘট দেখিয়া পাথারে। সে রাধার মন সাত পাঁচ করে ॥
মাকড়ের হাতে নারিকল। খাইতে সাধ ভাঙ্গিতে নাহি বল ॥
সাপের মাথায় ফণি জলে। বড়ু কহে বাশুলির বলে ॥

২। পদকল্পতরু (ব-সা-প সংস্করণ) ১৩৯৮—

হেমঘট পাইয়া পাথারে। চোরার মন পাঁচ সাত করে ॥ ১ ॥
তুমি ইহায় পুছহ বড়াই। কিবা ধন মাগয়ে কানাই ॥ ২ ॥
[মাকড়ের হাতে নারিকল। খাইত্যে সাধ ভাঙ্গিতে নাহি বল ॥ ৩ ॥]
তুমি কি না জান বনমালি। রাখালে কি ভজে চন্দ্রাবলি ॥ ৪ ॥
[সাপের মাথা(য়) মণি জলে। বড়ু কহে বাশুলির বলে ॥ ৫ ॥]

প-ক-ত-তে ভণিতার কলিটী ছিল না, স্বর্গীয় সতীশচন্দ্র রায় মহাশয় নী-হইতে কলিটী যোগ করিয়া দিয়াছেন। ৪ সংখ্যক কলিটীও প-ক-ত-তে ছিল না, ইহা পদরত্নাকর-গ্রন্থে রায় মহাশয় পাইয়াছিলেন। পাঠান্তর ও পদটীর প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে রায় মহাশয়ের মন্তব্য দ্রষ্টব্য।

জনমেজয় মিত্র-সঙ্কলিত প-ক-ত-র মূল-পুঁথিতে পরিবর্ত্তিত রূপে ভণিতা-সমেত পদটী এই ভাবে পাওয়া যায়,—

ঐ কি রাখাল বনমালি। উহারে কি ভজে চন্দ্রাবলি ॥
তুমি উহায় সুধাও বড়াই। কিবা ধন মাগয়ে কানাই ॥
হেমঘট দেখিয়া পাথারে। চোরের মন সাত পাঁচ করে ॥
ফণির মাথায় মণি জ্বলে। নিতে চায় ধরিয়ে নিজ বলে ॥
মাকড়ের হাথে নারিকেল। খাইতে চায় ধরিতে নাহি বল ॥
বড়ু কহে বাসুলির বরে। বাওন কি চাঁদ ধরিবারে পারে ॥ ১৩৮৭ ॥

৩। সতীশচন্দ্র রায় মহাশয় পদরসসারেও পদটী পাইয়াছেন, সেখানেও ভণিতা নাই।

৪। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৯৮R সংখ্যক পুঁথিতে পদটী এই আকারে রক্ষিত আছে,—

নিষেধ নিলজ বনমালী। রাখালে কি ভজে চন্দ্রাবলী ॥
হেমঘট দেখিয়া পাতরে। চোরার মন সাত পাঁচ করে ॥
মাকড়ের হাতে নারিকল। খাইতে করয়ে সাধ ভাঙ্গিতে নাহি বল ॥
সাপের মাথায় মণি জ্বলে। তাহা কি লইতে পারে বলে ॥
বড়ু কহে বাশুলীর বরে। চাঁদ কি ধরিতে পারে বলে ॥

৫। বীরভূম জেলার ইলামবাজার পায়র-গ্রামবাসী কীর্ত্তনিয়া শ্রীযুক্ত রসরঞ্জন দাসের গৃহে রক্ষিত পুঁথি হইতে পদটীর এই পাঠ পাওয়া গিয়াছে (অগ্রহায়ণ, ১৩৩৯)—

এই কি রাখাল বনমালী। ইহাকে কি ভজে চন্দ্রাবলী ॥
হেমঘট পাইয়া পাথারে। চোরার মন সাত পাঁচ করে ॥
ফণীর মাথায় মণি জ্বলে। তাহা কে ধরিতে পারে বলে ॥
মাকড়ের হাতে নারিকল। খেতে সাধ ভাঙ্গিতে নাহি বল ॥
বড়ু কহে বাশুলীর বরে। চাঁদ কি ধরিতে পারে করে ॥

৬। শ্রীযুক্ত সুকুমার সেন 'কৃষ্ণপদামৃতসিন্ধু' নামক একখানি পদসংগ্রহ-গ্রন্থে পদটী নিম্নলিখিত রূপে পাইয়াছেন। এই সংগ্রহ-গ্রন্থটীর একটী মুদ্রিত সংস্করণ সুকুমার বাবুর নিকট আছে—ইহার নাম-পত্রটী নষ্ট হইয়া যাওয়ায় কোথায় ও কবে মুদ্রিত, তাহা জানা গেল না; ২৫।৩০ বৎসর পূর্ব্বেকার পুস্তক হইবে, বইখানি আমরা অন্যত্র পাই নাই।

সুবর্ণের ঘট বড়াই ভাসাইলি জলে। তা দেখি দানির মন সাত পাঁচ করে॥
তুমি ইহায় পুছহ বড়াই। কি ধন মাগয়ে কানাই॥
তুমি কিনা জান বনমালী। রাখাল কি ভজে চন্দ্রাবলী॥
ফণীর মাথায় মণি জ্বলে। নিতে চায় ধরিয়ে নিজ বলে॥
মাকড়ের হাতে নারিকেল। খেতে চায় ধরিতে নাহি বল॥
বটু কয় বাসুলির বরে। বাঙন কি চাঁদ ধরিবারে পারে॥

—কৃষ্ণপদামৃতসিন্ধু, পৃঃ ৮০।৮১।

৭। পদরত্নাকরে এই পদটীর অবস্থানের কথা পূর্ব্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে।

কৃষ্ণপদামৃতসিন্ধুর পাঠে দেখা যাইতেছে যে, 'হেমঘট দেখিয়া পাঁতরে (=প্রান্তরে)। চোরার মন সাত পাঁচ করে॥'—এই কলিটী ভাব, ভাষা ও ছন্দে পরিবর্ত্তিত হইয়া একেবারে অন্যরূপ হইয়া গিয়াছে। 'রাখাল' অপেক্ষা 'বাথান' পাঠই সঙ্গততর বলিয়া বোধ হয়—ইহাতে 'পাতর' শব্দের সহিত অর্থের যোগ সুন্দরভাবে হয়।

এই পদের সহিত ভাব ও ভাষার সামঞ্জস্য রক্ষা করে, এমন একাধিক চরণ কৃ-কী-তে পাওয়া যায়। যথা,—

॥ ১ ॥ বাহুড়িআঁ চল সে নিষধ বনমালী॥ (পৃঃ ২০)
নিষধ নিষধ বনমালী। (পৃঃ ৬৪)
রাখোআল কাহ্নাঞিঁ তোতে হেন বোল সাজে।
বড়ার বহুআরী আহ্মে পাইএ বড় লাজে॥ (পৃঃ ৫৬)

॥ ১, ৩ ॥ রাখোআল কাহ্নাঞিঁ তোর রাখোআল মতী।
পাঁতরে একসরী পাইলেঁ নিনাথিতী॥ (পৃঃ ৪৩)

॥ ৪ ॥ আহ্মাকে বল কৈলেঁ তোর নাহিঁ কিছু ফল।
মাকড়ের হাথে যেহ্ন ঝুনা নারীকল॥ (পৃঃ ৭২)
মাকড়ের [হাথে যেহ্ন] ঝুনা নারীকল।
আহ্মাক দেখিআঁ তেহ্ন না হঅ বিকল॥ (পৃঃ ১৭৩)

শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের দানখণ্ডে অক্লেশে এই পদ যাইতে পারে। কৃ-কী পুঁথির দানখণ্ডের দুই স্থান খণ্ডিত; খণ্ডিত অংশে হয়তো এই পদটী ছিল, এরূপ অনুমান করা অসঙ্গত হইবে না।

পদকল্পতরুর ১৩৩৯ সংখ্যার পদটী 'গোবিন্দদাস' (সম্ভবতঃ গোবিন্দদাস চক্রবর্ত্তী) কর্ত্তৃক বড়ু চণ্ডীদাসের এই পদটীর অনুকরণে রচিত হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়। পদটী এইরূপ—

এই ত বৃন্দাবন পথে। নিতি নিতি করি গতায়াতে ॥
যদি হাতে করি লইয়ে সোনা। তুমি কে না কহে কোন জনা ॥
তুমি দেখি পুছহ বড়াই। কিসের দান মাগেন কানাই ॥
সঙ্গে সভে দধির পসার। তাহে কেনে এতেক জঞ্জাল ॥
(সবে আছে ঘৃত দুগ্ধ দধি। ইহাতে পাইবে কোন নিধি ॥)
তুমি ত বরজ-যুবরাজ। তুমি কেনে করিবে অকাজ ॥
দূর কর হাস-পরিহাস। কহব কি গোবিন্দ দাস ॥

পদকল্পতরুর ভণিতা-হীন একটী দানলীলার পদে (১২৬১ সংখ্যক পদে) এই ছত্রটী পাওয়া যায়, ভাবটী বড়ুর পদ হইতে গৃহীত হইতে পারে,—

বাওনেতে চান্দ যেন ধরিতে করয়ে মন সেই দেখি তোমার কাহিনী।
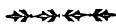
[৭]

বিরহ ॥ শ্রীরাধার উক্তি, বড়ায়ির প্রতি ॥ পঠমঞ্জরী ॥

একে কাল হৈল মোরে[১] নহলি জৌবন।
[২]আর কাল হৈল মোর বাস বৃন্দাবন ॥ [১]
[৩]আর কাল হৈল মোরে[১] কদম্বের তল।
[৪]আর কাল হৈল মোরে[১] যমুনার জল ॥ [২]
[৫]আর কাল হৈল মোর রতন ভূষণ।
আর কাল হৈল মোরে[১] গিরি গোবর্দ্ধন[৫] ॥ [৩]
এত কাল সঞে[৬] [৭]মুঞি বঞো একাকিনী।
[৮]এমন জনেক নাহি কহোঁ জে কাহিনী ॥ [৪]
[৯]দ্বিজ চণ্ডীদাস কহে না কহ এমন।
কার কোন দোষ নাহি সবে[১০] এক জন ॥ [৫]

নী ৩৬০ ॥

১। মোর [নী ; র-ম], মোরে [প-ক-ত ; ঢা-বি ২৬৪৮] ; নহলি জৌবন [ঢা-বি ২৬৪৮], নয়লি যৌবন [নী] ॥

২। আর কাল হৈল তাহে অলিকুলগণ [ঢা-বি ২৬৪৮] ॥

৩। আরে কাল হইলে মোরে গিরি গোবর্দ্ধন [ঢা-বি ২৬৪৮] ॥

৪। আর তাহা কাল হইল যত পিকুগণ [ঢা-বি ২৬৪৮] ॥

৫। ৩ সংখ্যক পয়ার ঢা-বি ২৬৪৮-এ নাই ॥

৬। সনে [নী ও অন্যত্র], সঞ্রে [ঢা-বি ২৬৪৮] ॥

৭। মুঞি বঞ্চো [ঢা-বি ২৬৪৮], আমি থাকি [নী ও অন্যত্র] ॥

৮। এমন ব্যথিত নাই শুনয়ে কাহিনী [নী ; প-ক-ত 'শুনয়ে' স্থলে 'শুনে যে'] ; গৃহীত পাঠ [ঢা-বি ২৬৪৮] ॥

৯। ভণিতার পয়ারটি ঢা-বি ২৬৪৮-এ নাই ; কিন্তু এই অসম্পূর্ণ পয়ারটী শেষে আছে,—

প্রাণ সই নিবেদন করি।
নিশ্চয় কহিলুঁ জলে প্রবেশিয়া মরি ॥

অনুমান হয়, মূল রচনায় এই পয়ারটীই ছিল, উপরে নী-ধৃত ও আমাদের পাঠে প্রদত্ত ভণিতার পয়ারটী পরবর্ত্তী কালের।

১০। সব [প-ক-ত] ॥

এই পদের সহিত তুলনীয়—কৃ-কী (পৃঃ ৩০৪), 'কাল কোকিল রএ (= রবে, রব করে) কাল বৃন্দাবনে। এবেঁ কাল হৈল মোকে নান্দের নন্দনে ॥'

নবাবিষ্কৃত শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের পদময় পুঁথিদ্বয়ের মধ্যে আধুনিকতর (১২৩৭ সালের তারিখযুক্ত, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে রক্ষিত, ক-বি ৫০৯২ সংখ্যক) পুঁথিতে এই পদটী কিঞ্চিৎ পরিবর্দ্ধিত ও পরিবর্ত্তিত রূপে পাওয়া গিয়াছে। শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে প্রাপ্ত অন্য পদের সহিত এই পুঁথিতে আলোচ্য পদটীর অবস্থান হেতু, ইহা মূলে যে বড়ু চণ্ডীদাসের, সে বিষয়ে আমরা অনেকটা নিশ্চিত হইতে পারি। (এ সম্বন্ধে দ্রষ্টব্য—শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রমোহন বসুর প্রবন্ধ, সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ১৩৩৯ বঙ্গাব্দ, তৃতীয় সংখ্যা)। ক-বি ৫০৯২ পুঁথির পাঠে রক্ষিত কতকগুলি অতিরিক্ত পংক্তি অবিসংবাদিত ভাবে বড়ু চণ্ডীদাসের বলিয়া গৃহীত হইতে পারে—এই পাঠে ৪ সংখ্যক পয়ারটী পুনরুক্ত ও রূপান্তরিত হইয়া ৮ সংখ্যক পয়ার হইয়া গিয়াছে। ক-বি ৫০৯২ পুঁথির পাঠ নিম্নে প্রদত্ত হইল—

॥ রাগিনি পঠমঞ্জরি ॥

এক কাল হইল মোর জমুনার জল।
আর কাল হইল মোর কদম্বের তল ॥ [১]
আর কাল হইল মোরে পাসে বিন্দাবন।
আর কাল হইল মোর নহলি জৌবন ॥ [২]
আর কাল হইল মোরে ভ্রমরার বোল।
আর কাল হইল মোরে কানু মাগে কোল ॥ [৩]
আর কাল হইল মোরে তরলিয়া বাঁসি।
আর কাল হইল মোরে কানুমুখের হাসি ॥ [৪]

আর কাল হইল মোরে নঞানের নির।
আর কাল হইল মোরে চিত নহে স্থির ॥ [৫]
আর কাল হইল মোরে কোকিলার স্বর।
আর কাল হইল মোর নিজ পাপ ঘর ॥ [৬]
আর কাল হইল মোরে বড়ায়ের সঙ্গ।
আর কাল হইল দানি করে কত রঙ্গ ॥ [৭]
আর কাল হইল মোরে মোহানিঞা বাসি।
আর কাল হইল মোরে কাল মুখের হাসি ॥ [৮]
আর কাল হইল মোরে নাহিক উপায়ে।
আর কাল হইলা বটু চণ্ডিদাসে গায়ে ॥ [৯]

[৮]

বিরহ ॥ শ্রীরাধার উক্তি, স্বগত-কথনে ॥ সুহই ॥

অমিঞা আনিঞা খাইলুঁ[১] ত্বধে মিশাইয়া।
লাগিল গরল যেন[২] মিঠ তেয়াগিয়া ॥ [১]
তিতায় তিতিল দেহ মিঠ গেল[৩] কেন।
জ্বলন্ত অনলে যেন[৪] পুড়িছে[৫] পরাণ ॥ [২]
বাহিরে অনল জ্বলে[৬] দেখে সব লোকে।
অন্তর জ্বলিয়া[৭] উঠে তাপ লাগে বুকে ॥ [৩]
পাপ দেহে[৮] তাপ হৈল[৯] ঘুচিবেক কিসে।
কানু পরশিলে যাএ[১০] কহে চণ্ডীদাসে ॥ [৪]

নী ৩৫৯ ॥

১। আনিল অমিয়াপানা [নী]; আনিয়া অমিয়া-পানা [র-ম ; র ২৭৭০]; করিলুঁ অমিয়াপান [বৃ]; ধৃত পাঠ [মু-শ] ॥

২। কেন [র ২৭৭০ ; ঢা-বি ১৬/৪৫ R] : গরল হইল কেন [মু-শ] ॥

৩। হবে [নী ; র-ম] : গেল [মু-শ ; ঢা] ॥

৪। মোর [র-ম] ॥

৫। জ্বলিছে [ঢা] ॥

৬। বাহিরের আনল নহে [ঢা] ॥

৭। পুড়িয়া [নী], জ্বলিয়া [র-ম ; র ২৭৭০] ॥

৮। দেহের [নী ; র-ম ; র ২৭৭০] ; দেহে [মু-শ]॥

৯। মোর [র-ম ; নী] ; হৈল [র ২৭৭০ ; মু-শ] ; পাপ দেহে তপ হইল [ঢা-মি ৫]॥

১০। কানুর পরশে যাবে [নী] ; কানু রস পরশে যাবে [ঢা-বি ৳R] ; গৃহীত পাঠ [মু-শ] ; চণ্ডীদাস ভাষে [ক-বি ২৯৮]॥

॥ ৩ ॥ তুলনীয়, কৃ-কী (পৃঃ ২৯৪, বংশীখণ্ড)—

বন পোড়ে আগ বড়ায়ি জগজনে জাণী।
মোর মন পোড়ে যেহ্ন কুম্ভারের পণী॥

[৯]

বিরহ॥ শ্রীরাধার উক্তি, স্বগত-কথনে॥ গান্ধার॥

কেন বা পিরীতি [১]কৈলুঁ কালা কানুর সনে।
ভাবিতে অসার[২] তনু জারিলেক ঘুণে॥ [১]
কত ঘর বাহির হইব[৩] দিবা রাতি।
বিষম হইল কালা কানুর[৪] পিরীতি॥ [২]
না রুচে ভোজন পান, তেজিলুঁ[৫] শয়নে।
বিষ মিশাইল যেন[৬] এ ঘর করণে॥ [৩]
ঘরে গুরু দুরুজন[৭] ননদিনী[৮] আগি।
দু আঁখি মুদিলে বলে কাঁদে কানু[৯] লাগি॥ [৪]
আকাশ জুড়িয়া ফাঁদ, যাইতে[১০] পথ নাই।
কহে বড়ু[১১] চণ্ডীদাস মিলিবে এথাই[১২]॥ [৫]

নী ৩৫৩॥

১। কৈলাম শ্যাম বঁধুর সনে [নী] ; গৃহীত পাঠ [কী ; র ২২৭৪ ; সা-কু ৩]॥

২। রসের [নী] ; অসার [বৃ]॥

৩। হইব [নী ইত্যাদি] ; করিব [র ২২৭৪], করিমু [সা-কু ৩]॥

৪। শ্যাম বন্ধুর [সা-কু ৩] ; গৃহীত পাঠ [নী]॥

৫। কি মোর শয়নে [নী] ; গৃহীত পাঠ [প-র]॥

৬। মোর [নী] ; যেন [প-র ; সা-কু ৩ ; কী]॥

৭। দুষ্ট জন [ঢা] ; দুরুজন [নী]।

৮। ননদি কি [ঢা] ; ননদিনী [নী]॥

৯। শ্যাম [র-ম]॥

১০। যেতে [নী]; যাইতে [র-ম]॥

১১। দ্বিজ [কী]॥

১২। মিলিব এথাই [প-র]; মিলিবে তথাই [ঢা]॥
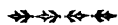
[১০]

বিরহ॥ শ্রীরাধার উক্তি, স্বগত-কথনে॥ সুহই॥

কেন বা কানুর সনে [১]নেহা বাঢ়াইলুঁ
না ঘুচে দারুণ নেহা ঝুরি[২] ঝুরি মৈলুঁ॥ [১]
ঘরে[৩] জ্বালা সহিতে[৪] নারি কত উঠে তাপ।
বচন বিষা'ল[৫] যেন বুকে খাইল[৬] সাপ॥ [২]
জনম হৈতে কুল গেল ধর্ম্ম গেল[৭] দূরে।
দিবানিশি[৮] মোর মন কানু লাগি ঝুরে॥ [৩]
নিষেধিলে নাহি মানে ধরম বিচার।
বুঝিনু নেহার[৯] হয়[১০] স্বতন্ত্র আচার॥ [৪]
করমের দোষ এই[১১] জনমে কি[১২] করে।
কহে বড়ু চণ্ডীদাস বাশুলীর বরে॥ [৫]

নী ৩৬১॥

১। পীরিতি করিলুঁ [নী, র-ম]; গৃহীত পাঠ [বৃ; ঢা-মি ৫]॥

২। নেহা ঝুরিয়া মরিনু [নী; র-ম]; নেহা ঝুরিয়া মরিলুঁ [ঢা-মি]; গৃহীত পাঠ [মু-শ]॥

৩। আর [নী; র-ম]; ধৃত পাঠ [মু-শ; সা-কু ৩; র ২২৭৪]; ঘায়ে জ্বালা সহিতে [ঢা-মি ৫; র ২৭৭০]।

৪। সইতে [নী]; অন্যত্র সহিতে।

৫। নিঃসৃত নহে [নী, র-ম]; গৃহীত পাঠ [সা-ক ৩; মু-শ; র ২২৭৪, ২৭৭০]; বচন বিষানলে [ঢা-মি ৫]॥

৬। গেলে [নী; র-ম]; অন্যত্র খাইল॥

৭। গেল [নী; র-ম]; রইল [সা-কু ৩]; রহিল [র ২২৭৪]; রহি [র ২৭৭০]॥

৮। নিশিদিন [নী]; দিবানিশি [মু-শ; র ২৭৭০]; নিশিদিশি প্রাণ মোর কানু গুণে ঝুরে [র-ম], নিশিদিশি মোর মন কানু লাগি ঝুরে [ঢা-মি], নিশিদিশি মোর মন কানুগুণে ঝুরে [ঢা-বি ২৭৯২R; সা-কু ৩; র ২২৭৪]॥

৯। পীরিতি [নী ইত্যাদি] ; নেহার [বৃ] ॥

১০। 'নেহার হয়' স্থলে 'পীরিতি নহে' [ঢা-মি]।

১১। রে [নী] ; এ [র-ম] ; এই [মু-শ] ; মোর [ঢা-মি ৫] ॥

১২। প্রাপ্ত পাঠে 'কে বা' ; ছন্দের অনুরোধে গৃহীত পাঠ হইতে 'বা' শব্দ পরিত্যক্ত হইল ॥
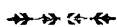
[১১]

বিরহ ॥ শ্রীরাধার উক্তি, স্বগত-কথনে ॥ গান্ধার ॥

ধিক রহু জীবনে [১]পরাধীনী যেহ।
তাহার অধিক ধিক [২]পরবশ নেহ ॥ [১]
এ পাপ কপালে[৩] বিহি [৪]এহি সে লিখিল[৫]।
[৬]সুধার সায়র মোরে গরল হইল ॥ [২]
অমিয়া বলিয়া যদি[৭] ডুব দিনু তায়।
[৮]গরল ভেদিয়া কেন উঠিল হিয়ায় ॥ [৩]
শীতল বলিয়া[৯] যদি পাষাণ করি[১০] কোলে।
পিরীতি[১১] অনল তাপে পাষাণ যে গলে ॥ [৪]
ছায়া দেখি বসি যদি[১২] তরু লতা বনে।
জ্বলিয়া উঠয়ে তরু[১৩] লতাপাতা সনে ॥ [৫]
যমুনার জলে [১৪]যদি দিএ যাঞা ঝাঁপ।
পরাণ জুড়াবে[১৫] কি অধিক উঠে তাপ ॥ [৬]
চণ্ডীদাস কহে দৈবগতি নাহি জান।
[১৬]পিরীতি-অমিয়া-রসে বধএ পরাণ ॥ [৭]

নী ৩৬৭ ॥

১। ধিক্ রহু জীবনে যে পরাধীন জীয়ে [র-ম ; নী ; প-ক-ত] ; পরাধীন যেহ [সা-কু ৩ ; র ২২৭৪ ; র ২৭৭০ ; ক-বি ২৯৮ ; মু-শ ; ঢা-মি ৫] ; গৃহীত পাঠ [ঢা-বি ২১৮R] ॥

২। পরাধীন হয়ে [নী] ; পরবশ হয়ে [র-ম ; প-ক-ত] ; গৃহীত পাঠ [সা-কু ৩ ; র ২২৭৪ ; ঢা-মি ৫ ; ঢা-বি ২১৮R ; মু-শ] ॥

৩। পরাণে [গী-ক (ক)] ; পাপক প্রাণে [গী-ক (খ)] ॥

৪। 'এহি সে' স্থলে 'এমতি' [নী ; র-ম ; প-ক-ত] ॥

৫। এমতি করিল [সা-কু ৩] ; গৃহীত পাঠ [মু-শ]॥

৬। সুধার সাগর মাঝে [ঢা-পু]; সুধা পিবইতে গিয়া গরল ভখিল [সা-কু ৩]; সুধার সাগরে [প-র]; সুধার সাগর মোরে [প-ক-ত]; সায়র মোর [নী]; গৃহীত পাঠ [মু-শ]॥

৭। আমি [ঢা-পু]॥

৮। ভরিয়া যেন [নী ; র-ম]; ভরিয়া কেনে [প-ক-ত]; ধৃত পাঠ [মু-শ ; র ২৭৭০ ; র ২২৭৪ : ঢা-মি ৫]; গরল ভেদিয়া বিষ উঠে মোর গায় [সা-কু ৩]॥

৯। দেখিয়া [সা-কু ৩ ; ঢা-মি ৫]॥

১০। কৈনু [র-ম]; কৈলাম [প-ক-ত]॥

১১। এ দেহ অনল তাপে পাষাণ যে গলে [প-ক-ত ; র-ম]; পাষাণ যে জলে [নী]; পীরিত অনল তাপে পাষাণ যে গলে [সা-কু ৩ ; র ২২৭৪ ; ২৭৭০ ; ক-বি ২৯৮]। 'এ দেহ অনল'—এই পাঠ হইতে অনুমিত হয় যে, আদি পাঠে 'পীরিতি' স্থলে 'নেহ' শব্দ ছিল—'এ নেহ আনল তাপে' ইত্যাদি।

১২। বসি যাই [প-ক-ত]; যাই যদি [র-ম]; বসি যায়্যা [২২৭৪]॥

১৩। তনু [নী ; র-ম] তরু [সা-কু ৩ ; র ২৭৭০ ; র ২২৭৪ ; প-ক-ত ; ক-বি ২৯৮]॥

১৪। যমুনার জলে গিয়া যদি দিই [নী] ; যদি দিয়ে হাম [র-ম ; প-ক-ত]; যদি আমি [সা-কু ৩]; গৃহীত পাঠ [মু-শ]॥

১৫। জুড়ায়ে [মু-শ]; জুড়ায় [সা-কু ৩]; জুড়াবে [নী ; র-ম ; প-ক-ত]॥

১৬। দারুণ পীরিতি মোর বধিল পরাণ [নী ; র-ম]; দারুণ পীরিতি সেই বধয়ে [প-ক-ত]; দারুণ পীরিতি এবে [র ২৭৭৪, ২২৭০]; দারুণ পীরিতি এবে বধল [ক-বি ২৯৮]; গৃহীত পাঠ [মু-শ]॥

রমণীবাবুর ও নীলরতনবাবুর চণ্ডীদাসে এবং পদকল্পতরুতে [৫] ও [৬] সংখ্যক পয়ার-দ্বয়ের মধ্যে নিম্নলিখিত পয়ারটী বা দুইটী কলি আছে,—

অতএব এ ছার পরাণ যাবে কিসে।
নিশ্চয় ভখিমু মুই এ গরল বিষে॥

কিন্তু ঢা-মি ৫, ঢা-বি ১২৮ R, র ২৭৭০ ও মু-শ প্রমুখ প্রামাণিক পুঁথিতে এই পয়ারটী নাই ; এই কারণে, এবং সমগ্র পদটীর সঙ্গে এই পয়ারটীর তাদৃশ সঙ্গতি নাই বলিয়া, অতিরিক্ত বা প্রক্ষিপ্ত বোধে ইহা উপরে দত্ত পাঠ হইতে পরিত্যক্ত হইল।

[১২]

বিরহ ॥ শ্রীরাধার উক্তি, স্বগত-কথনে ॥ গান্ধার ॥

[1]জনম গোঁয়ানু দুখে কত না[2] সহিব বুকে,
[3]কার আশে নিশি পোহাইব।
অন্তরে রহিল ব্যথা কুলশীল গেল কোথা,
কানু লাগি গরল ভখিব ॥ [১]
কুলে[4] দিনু[5] তিলাঞ্জলি, গুরুদিঠে দিনু[6] বালি,
কানু লাগি এমতি করিনু।
ছাড়িনু গৃহের সাধ[7] কানু কৈল[8] পরিবাদ
তাহার উচিত ফল পাইনু ॥ [২]
অবলা [9]না গণে কিছু [10]এমতি হইবে পিছু
তবে কি এমন প্রেম করে[11]।
ভাল মন্দ নাহি জানে[12] পর মুখে যেবা শুনে[13]
তেঁই ত অনলে পুড়ে মরে[14] ॥ [৩]
[15]বড়ু চণ্ডীদাসে কয় প্রেম কি অনল হয়
সুধুই যে সুধাময়[16] লাগে।
ছাড়িলে না ছাড়ে সেহ এমতি দারুণ লেহ
সদাই হিয়ার মাঝে জাগে ॥ [৪]

নী ৩৫৭ ॥

১। জনম গেল পর দুখে [ক-বি ২৯৮ ; র ২২৭৪] ॥
২। বা [নী] ; না [ক-বি ২৯৮ ; র ২২৭৪] ॥
৩। কানু কানু করি কত নিশি পোহাইব [নী] ; কার আশে [বৃ] ॥
৪। কানু [র-ম] ॥
৫। দিলাঙ [ঢা-বি ২১৮/৮৫ R] ; দিলু [ঢা-মি ৫] ॥
৬। দিলাম ধূলি [ক-বি ২৯৮] ; দিলাঙ [ঢা-মি ২১৮/৮৫ R] ; দিলুঁ [ঢা-মি ৫] ॥
৭। কাজ [ঢা-বি ২১৮/৮৫ R] ॥
৮। হৈল [সা-কু ৪ ; র ২২৭৪] ॥
৯। কি জানে [র ২২৭৪] ॥
১০। ভালমন্দ হয় পিছু [সা-কু ৪] ॥
১১। করি [ঢা-মি ৫] ॥

১২। জানি [ঢা-মি ৫]॥
১৩। শুনি [ঢা-মি ৫]॥
১৪। মরি [ঢা-মি ৫]॥
১৫। চণ্ডীদাসেতে কয়ে [ঢা-মি ৫ ; র ২২৭৪]॥
১৬। সুধানিধি [ঢা-বি২৬ R]॥

এই উৎকৃষ্ট পদটীর প্রচলিত পাঠে মূল পাঠের শব্দগুলি বিকৃত হইলেও যথাসম্ভব অপরিবর্ত্তিত আছে।

৫ সংখ্যক ছত্রে—'কুলে দিনু তিলাঞ্জলি':—তুলনীয় কৃ-কী, পৃঃ ২২৭—'লাজে দিআঁ তিনাঞ্জলী'।

৭ সংখ্যক ছত্রে—'ছাড়িনু গৃহের সাধ কানু কৈল পরিবাদ, তাহার উচিত ফল পাইনু':—'আমি গৃহের সাধ ছাড়িলাম, এবং কানু-পরিবাদ করিলাম অর্থাৎ কৃষ্ণসঙ্গ-রূপ কলঙ্ক গ্রহণ করিলাম,—এবং তাহার উচিত ফল পাইলাম'। 'কানু হৈল পরিবাদ' অপেক্ষা গৃহীত পাঠে অষ্টম ছত্রের 'তাহার উচিত ফল পাইনু'-র সহিত অধিকতর সঙ্গতি পাওয়া যায়।

এই পদটীকে পয়ারে রূপান্তরিত করা হইয়াছিল, নী-কৃত সংস্করণে ইহার সংখ্যা ৩৮৯। রমণী-বাবু এই পয়ারের পদটীকে পদসমুদ্র হইতে উদ্ধৃত বলিয়া উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। নীলরতনবাবু কোনও পুঁথির নাম করেন নাই, কোনও পাঠান্তরও দেন নাই; এবং তাঁহার আদর্শ পুঁথিতেও এই পদটী পাওয়া যায় নাই। পদটী নিম্নে যথাযথ উদ্ধৃত হইল:—

৩৮৯

সুহই

জনম গেল পরদুখে কত বা সহিব।
কানু কানু করি কত নিশি পোহাইব॥
অন্তরে রহিল ব্যথা কুলে কি করিবে।
অনুরাগে কোন দিন গরল ভখিবে॥
মনেতে করেছি কুলে দিব তিলাঞ্জলি।
দেশান্তরী হব গুরুদিঠে দিয়া বালি॥
ছাড়িনু গৃহের সাধ কানুর লাগিয়া।
পাইনু উচিত ফল আগে না বুঝিয়া॥
অবলা কি জানে এমত হইবে পাছে।
তবে এমন প্রেম করিব কেন যেচে॥
ভাল মন্দ না জানিয়া সঁপেছি হে মন।
তেঁই সে অনলে পুড়ি যায় দেহ প্রাণ॥
চণ্ডীদাস কয় প্রেম হয় সুধাময়।
কপালক্রমে অমৃতেতে বিষ উপজয়॥

[১৩]

বিরহ ॥ শ্রীরাধার উক্তি, স্বগত-কথনে ॥ শ্রীরাগ ॥

কাহারে কহিব দুখ কে জানে[১] অন্তর।
যাহারে মরমী কহি[২] সে বাসয়ে পর ॥ [১]
আপনা[৩] বলিতে বুঝি নাহিক সংসারে।
এত দিনে বুঝিনু সে ভাবিয়া অন্তরে ॥ [২]
মনের মরম কহি জুড়াবার তরে।
দ্বিগুণ আগুন সেই জ্বালি দেয় মোরে ॥ [৩]
এত দিনে বুঝিলাম মনেত[৪] ভাবিয়া।
এ তিন ভুবনে [৫]নাহি আপন বলিয়া ॥ [৪]
এ দেশে না রব একা যাব দূর দেশে।
সেই সে যুকতি কহে দ্বিজ চণ্ডীদাসে ॥ [৫]

নী ৩৭২ ॥
১। বুঝে [প-ক-ত] ॥
২। বাসি [প-র-সা] ॥
৩। আপনার [প-ক-ত] ॥
৪। মনেতে [নী] ; গৃহীত পাঠ [প-ক-ত] ॥
৫। নাই আপনা [প-ক-ত] ॥

তুলনীয়, কৃ-কী—
॥ ১ ॥ সুখ দুখ পাঁচ কথা কহিতেঁ না পাইল। —(পৃঃ ৩৯৪)।
॥ ৫ ॥ মাথা মুণ্ডিআঁ যোগিনী হআঁ বেড়ায়িবোঁ নানা দেশে।—(পৃঃ ৩৫০)।
কাহ্নু বিণি মোঁ যোগিনী হৈবোঁ ভ্রমিবোঁ সকল দেশে।—(পৃঃ ৩৭৬)।

[১৪]

বিরহ ॥ শ্রীরাধার উক্তি, সখী-সম্বোধনে তথা বিধাতৃ-গঞ্জনে ॥

হা হা প্রাণপ্রিয় সখি কি না হৈল মোরে।
কানু-প্রেম-বিষে মোর তনু মন জারে ॥ [১]
দিবানিশি পোড়ে মন সোয়াথ না পাও।
যথা গেলে কানু পাও তথা উড়ি যাও ॥ [২]

হেদে রে দারুণ বিধি তোরে সে বাখানি।
অবলা করিলি মোরে জনম-দুখিনী ॥ [৩]
ঘরে পরে অন্তরে বাহিরে সদা জ্বালা।
এ পাপ পরাণে কেনে বইরি হৈল কালা ॥ [৪]
অভাগি মরিলে হয় সকলের ভাল।
চণ্ডিদাস কহে ধনি এমতি না বল ॥ [৫]

এই সুন্দর পদটী অবিসংবাদিত ভাবে বড়ু চণ্ডীদাসের; কারণ, ইহার প্রথম চারিটী ছত্র শ্রীচৈতন্যদেবের সমক্ষে গীত হইয়াছিল বলিয়া শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের মধ্যলীলার তৃতীয় পরিচ্ছেদে উল্লেখ আছে। শ্রীমদাচার্য্য অদ্বৈতের মন্দিরে সুগায়ক মুকুন্দ দত্ত ইহা গান করিয়াছিলেন। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে প্রদত্ত চারিটী ছত্র ছাড়া পদটীর আর কিছুই কাহারও জ্ঞাত ছিল না। শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় বীরভূম মূড়ামাঠ-গ্রামের বঙ্কদাস কীর্ত্তনিয়ার বাটীতে কতকগুলি পুঁথি ও কাগজপত্রের মধ্যে একখানি প্রাচীন পুঁথির পাতড়া প্রাপ্ত হন, তাহাতে এই পদটী পূরা বিদ্যমান আছে। (অধুনা ইহা বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদে রক্ষিত আছে)। এই (২৬০০ সংখ্যক) পাতড়াখানিতে 'সন ১১১১ সাল' এই তারিখ লেখা আছে, সম্ভবতঃ উহাই পাতড়া-স্থিত পদটীর লিপিকাল। পূরা পদটী ১৩৩১ সালের ভাদ্র মাসের 'ভারতবর্ষ' পত্রিকায় শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রথম প্রকাশিত হয়।

পাতড়ার পাঠ ও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের পাঠে সামান্য কিঞ্চিৎ পার্থক্য আছে। উপরের প্রথম চারিটী ছত্রের পাঠভেদ এই—

প্রথম ছত্রে—পাতড়ায় 'হৈলো', চরিতামৃতে অন্য বানান।
দ্বিতীয় ছত্রে— „ 'জ্বারে' „ 'জ্বরে'।
তৃতীয় ছত্রে— „ 'দিবানিশি' „ 'রাত্রিদিন';
'পোরে', 'জথা', 'পাই' „ 'পোড়ে', 'যথা', 'পাও'।
চতুর্থ ছত্রে—পাতড়ায় 'জাই' „ 'যাও'।

অবশিষ্ট অংশ মাত্র পাতড়ায় আছে, সেই পাঠ অবিকল দেওয়া হইল।
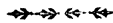
[১৫]

বিরহ ॥ শ্রীরাধার উক্তি, সখী-সম্বোধনে ॥ সিন্ধুড়া ॥

তাহারে [১]বুঝাও সই পাওঁ তার লাগি।
ননদী বচনে যেন বুকে লাগে[২] আগি ॥ [১]
[৩]কাহারে না কহি কথা [৪]থাকি দুখ বাসি।
ননদী দ্বিগুণ[৫] বাদী[৬] এ পোড়া[৭] পড়শী ॥ [২]

[৮]কাহারে কহিব দুখ যাব আমি কোথা।
কার সনে কব আমি[৯] কালা [১০]কানুর কথা ॥ [৩]
[১১]যত দূর যায় আঁখি তত দূরে যাব।
পিরীতি পরাণ ভাগী যথা[১২] গেলে পাব ॥ [৪]
তাহারে কহিব দুখ বিনয় করিয়া।
চণ্ডীদাস কহে তবে জুড়াইবে হিয়া ॥ [৫]

নী ২৯৭ ॥

১। বুঝাঙ সই পাও (পাঙ) [র ২৭৭০]; বুঝাই সই পেলে [নী]; বুঝায়ে সই তার পাই [ক-বি ২৯৮]; বুঝায় অই পাই তার [ঢা-বি ১২৮/৮৫R]; বুঝাই সখি পাই [প-সং]; বুঝাই সই পাই [র ২২৭৪] ॥

২। লাগে [ক-বি ২৯৮ ; ঢা-মি ৫ ; র ২২৭৪ ; ঢা-বি ১২৮/৮৫R]; লাগে বুকে [র ২৭৭০]; উঠে [নী] ॥

৩। বন্ধুরে [ক-বি ২৯৮ ; সা-কু ৪] ॥

৪। গৃহীত পাঠ [র ২৭৭০ ; ক-বি ২৯৮ ; সা-কু ৪]; রহি দুখে ভাসি [নী]; থাকি দুখে ভাসি [প-সং] ॥

৫। কিনিল [ঢা-পু] ॥

৬। জ্বালা [ঢা-মি ৫] ॥

৭। পাড়া [প-ক-ত]; পাপ [প-সং]; পাশ [র ২৭৭০ ; ক-বি ২৯৮]; পাট [ঢা-বি ১২৮/৮৫R] ॥

৮। কার সনে কহি দুখ [র ২৭৭০] ॥

৯। আর [র-ম ; প-ক-ত] ॥

১০। গৃহীত পাঠ [প-সং ; কী ; র-ম ; প-ক-ত]; বন্ধুয়ার কথা [ঢা-পু]; কার সনে কহিব কালা কানু-রসের কথা [নী] ॥

১১। যত দূর যাবে তুমি তত দূর যাব [ঢা-মি ৫ ; ঢা-বি ১২৮/৮৫R ; র ২৭৭০]; যত দূরে যাবে আমি তত দূরে যাব [ক-বি ২৯৮]; 'আঁখি' স্থলে 'মন' [নী]; আঁখি [র ২৭৭০ ; সা-কু ৪] ॥

১২। যথা [প-ক-ত ; র ২৭৭০]; কোথা [নী ; র-ম]; পিরীতি পরাণ লাগি যথা গেলে পাব [প-সং]; পরাণ পিরীতির লাগি [ক-বি ২৯৮] ॥

[১৬]

বিরহ ॥ শ্রীরাধার উক্তি, সখী-সম্বোধনে ॥ তুড়ী ॥

এক জ্বালা ঘর[১] হৈল[২] আর জ্বালা কানু।
জ্বালাতে জ্বলিল[৩] প্রাণ[৪] সারা হৈল তনু ॥ [১]
[৫]কোথা বা যাইব সই[৬] কি হবে উপায়।
গরল সমান লাগে বচন হিয়ায় ॥ [২]
কাহারে কহিব[৭] কেবা যাবে পরতীত।
মরণ অধিক হৈল[৮] কানুর পিরীত ॥ [৩]
জারিলেক তনু মন কি আছে[৯] ঔষধে।
জগত ভরিল এই[১০] কানু পরিবাদে ॥ [৪]
লোক মাঝে[১১] ঠাঁই নাই অপযশ দেশে।
[১২]বাসুলী আগেতে করি কহে চণ্ডীদাসে ॥ [৫]

নী ২৯০ ॥

১। ঘর [প-ক-ত] ; ঘরে [নী ; প-র-সা ; গী-ক (ক, খ, ঘ, চ)] ; ঘরের [র ২৭৭০]; সব [কী] ॥

১-২। 'ঘর হৈল' স্থলে 'ঘরে মোর' [ঢা-প্র] : 'গুরুজন' [র-ম] ॥

৩। জ্বলিল [নী ; ঢা-মি ৫ ; ঢা-বি ১১৮৫ R ; প-ক-ত ; গী-ক (ক, খ, ঘ, চ)] ; জ্বলিছে [প-সং ; মু-শ] ; জ্বলিতে [কী] ; জ্বারিলে [র ২৭৭০] ॥

৪। প্রাণ [প-সং ; মু-শ ; কী ; ঢা-মি ৫ ; ঢা-বি ১১৮৫ R ; প-ক-ত ; র ২৭৭০] ; দে [নী ; র-ম] ; দেহ [গী-ক ; (ক, খ, ঘ, চ)] ॥

৫। গৃহীত পাঠ [প-সং ; কী] ; কোথাকারে যাব [নী] ; কোথায় যাইব [র-ম ; প-ক-ত] ; কি করিব কোথা যাব [ঢা-মি ৫] ॥

৬। সখি [প-সং ; কী] ॥

৭। গৃহীত পাঠ [প-ক-ত ; র-ম ; র ২২৭৪, ২৭৭০ ; প-সং ; কী ; মু-শ] ; 'আমি কে জানে প্রতীত [নী] ॥

৮। হৈল [র ২২৭৪ ; প-র-সা ; গী-ক (খ)] ; ভেল [নী] ; হেন [গী-ক (ক-চ)] ; মরম অধিক হৈল [র ২৭৭০ ; ঢা-মি ৫] ॥

৯। আছে [প-সং ; কী ; র ২২৭৪, ২৭৭০ ; প-ক-ত] ; করে [নী ; র-ম] ॥

১০। এই [নী] ; কালা [র-ম ; প-ক-ত ; প-সং ; কী] ॥

১১। গৃহীত পাঠ [নী ; র-ম ; গী-ক (ক, খ)] ; লাজে [প-সং ; কী ; র ২২৭৪, ২২৭০ ; ঢা-মি ৫ ; ক-বি ২৯৮ ; প-ক-ত] ॥

১২। বাসুলী আগেতে করি কহে চণ্ডীদাসে [ঢা-মি ৫]; বাসুলী আদেশে কহে কবি দ্বিজ চণ্ডীদাসে [নী]; বাসুলী আদেশ পাই কহে চণ্ডীদাসে [ক-বি ২৯৮]; বাসুলী আদেশ করি কহে চণ্ডীদাসে [র ২২৭৪]; বাসুলী আদেশে কহে কবি চণ্ডীদাসে [মু-শ]॥

[১৭]

বিরহ॥ শ্রীরাধার উক্তি, সখী-সম্বোধনে॥ সিন্ধুড়া॥

এ দেশে [১]নহিল বাস, যাব কোন দেশে।
যার লাগি কান্দে[২] প্রাণ তারে পাব কিসে॥ [১]
বোল[৩] না উপায় সই বোল[৩] না উপায়[৪]।
জনম হইতে[৫] দুখ রহিল হিয়ায়॥ [২]
[৬]তিতা কৈল দেহ[৭] মোর[৭] ননদী-বচনে।
কত না[৮] সহিব জ্বালা এ পাপ-পরাণে[৯]॥ [৩]
বিষ খাইলে দেহ যাইবে[১০] রব রহিবে[১১] দেশে।
[১২]বাসুলী আদেশে কহে কবি চণ্ডীদাসে॥ [৪]

নী ২৯১॥

১। নহিল বাস [প-র]; বসতি নাই [নী; প-ক-ত]; বসতি নৈল [র ২৭৭০; র-ম]; বসতি নইল [ঢা-মি ৫; র ২২৭৪; ঢা-বি ১১/৮৫R]॥

২। কান্দে প্রাণ [প-র]; প্রাণ কাঁদে [নী]; পরাণ কান্দে [ঢা-বি ১১/৮৫R]; প্রাণ পোড়য়ে [ঢা-মি ৫]॥

৩। বোল [প-ক-ত]; অন্যত্র 'বল'॥

৪। কি করি উপায় [ঢা-পু]॥

৫। অবধি [র-ম; প-ক-ত; প-সং]; জনম হইতে দুখ মোর [ঢা-বি ১১/৮৫R; র ২৭৭০]; জনম হৈতে দুখ মোর সহিল [র ২২৭৪]; জনম সহিতে [ঢা-মি ৫]॥

৬। তিত [প-ক-ত]; তিত হইল [প-সং]; তিতিলেক [ঢা-পু]॥

৭। তনু মন [সা-কু ৪], মরমে [ঢা-মি ৫]॥

৮। না [র ২৭৭০; র-ম; প-ক-ত]; বা [নী]॥

৯। শাশুড়ীর বোলে [প-র]॥

১০। যাবে [র-ম; প-ক-ত]॥

১১। রবে [র-ম; প-ক-ত]; সমগ্র ছত্র—'বিষ খাইলে দেহ যাবে বৈরী রৈব দেশে' [র ২৭৭০]॥

১২। কলুষ ঘোষিবে লোকে নিষেধিল চণ্ডীদাসে [ঢা-বি '৬৮ R ; র ২২৭৪]; কলঙ্ক ঘুষিবে নিষেধিল চণ্ডীদাসে [ঢা-মি ৫] ; বাসুলী আদেশে কহিব কহে চণ্ডীদাসে [ক-বি ২৯৮]; কবি চণ্ডীদাসে [প-র ; নী] ; দ্বিজ চণ্ডীদাসে [র-ম, প-ক-ত, ও অন্যত্র] ॥

[১৮]

বিরহ ॥ শ্রীরাধার উক্তি, প্রেম-নিন্দনে ॥ সুহই ॥

পিরীতি লাগিয়া দিনু[1] পরাণ নিছনি ।
কানু বিনু[2] দোসর তু কানে নাহি শুনি ॥ [১]
[3]নিরখিয়া রূপ আরতি নাহি টুটে ।
[4]বোল কি বলিতে পারি চিতে যত উঠে ॥ [২]
[5]মনোদুখে হৃদয়ে সদাই সোঙরিয়ে ।
কানু পরসঙ্গ[6] বিনে[7] তিলেক না জীয়ে ॥ [৩]
যাহার লাগিয়া আমি কাঁদি দিবারাতি ।
[8]নিছিয়া লইব তারে করিয়া খেয়াতি ॥ [৪]
আর যত অভিলাষ[9] দিনু[10] বঁধুর পায় ।
[11]বড়ু চণ্ডীদাস কহে যার যেবা ভায় ॥ [৫]

নী ৩৬৭ ॥

১। কৈলাম [ঢা-পু] ॥

২। বিনে [নী] ; বিনু [র-ম] ; কানু বিনে দুকুলে দোসর নাহি শুনি [ক-বি ২৯৮] ; কানু পরসঙ্গ বিনে আন নাহি জানি [ঢা-পু] ॥

৩। গৃহীত পাঠ [বৃ-পু] ; রূপ নিরখিয়া আরতি নাহি ছুটে [নী] ; জে রূপ নিরখিয়া আরতি নাহি টুটে [ঢা-পু] ; আরতি তিলেক নাহি টুটে [ঢা-মি ৪] ; রূপ দেখিয়া যার আরতি নাহি টুটে [ক বি ২৯৮] ॥

৪। নী-র পাঠ অন্য পাঠ অনুসারে ঈষৎ পরিবর্তিত করিয়া গৃহীত পাঠ স্থির হইয়াছে— বোল কি বলিতে পারি যত উঠে চিতে [নী] ; কি বলিতে পারি চিত্তে যত যত উঠে [ঢা-মি ৫] ; বলিতে নারি গো সই চিতে যত উঠে [ঢা-পু] ; বল না কি করি সই চিতে যত উঠে [ক-বি ২৯৮] ॥

৫। মনের মরম দুখ মনে সঙরিয়ে [ঢা-পু] ॥

৬। কানু দরশন [ঢা-পু] ॥

৭। বিনু [নী] ; বিনে [ঢা-পু] ॥

৮। গৃহীত পাঠ [ঢা-পু]; নিছিয়া লয়েছি তারে কুল-শীল-জাতি [নী]; নিছিয়া লয়াছি তারে করিয়া খেয়াতি [ঢা-মি ৫ ; ক-বি ২৯৮]॥

৯। অভিলাষ [ক-বি ২৯৮]; অভিমান [নী ; ঢা-পু]॥

১০। দিলাম [ক-বি ২৯৮]; দিব [ঢা-পু]॥

১১। চণ্ডীদাস বড়ু কহে যার যেবা ভায় [ক-বি ২৯৮]; বড়ু চণ্ডীদাস কহে যেবা যারে ভায় [নী]॥

র-ম-তে তৃতীয় ও চতুর্থ পংক্তি দুইটী (প্রদত্ত পাঠের দ্বিতীয় পয়ারটী) নাই।

[১৯]

বিরহ॥ শ্রীরাধার উক্তি, গুরুজন-নিন্দনে॥ ধানশী॥

ভাদরে দেখিনু নঠ[১] চান্দে।
সেই হৈতে উঠে[২] মোর কানু[৩]-পরিবাদে॥ [১]
[৪]কত আছে যুবতী গোকুলে।
[৫]কলঙ্ক কেবল লেখা মোর সে কপালে॥ [২]
সোআমী[৬] ছায়াতে মারে বাড়ী।
তার আগে কথা[৭] কয় দারুণ শাশুড়ী॥ [৩]
ননদী[৮] দেখয়ে চৌখের[৯] বালী।
[১০]শ্যাম নাগর তোলাই সদাই পাড়ে গালী॥ [৪]
এ দুখে[১১] পাঁজর হৈল কাল।
ভাবিয়া দেখিনু এবে মরণ সে ভাল॥ [৫]
দ্বিজ চণ্ডীদাস পুন কয়।
পরের বচনে কি আপন[১২] পর হয়॥ [৬]

নী ২৫০॥

১। নঠ [প-ক-ত]; নট [র-ম ; নী]; নটচান্দে [শ্রীখণ্ডের পুঁথি]॥

২। সদা [প-র]॥

৩। উঠে [প-র]॥

৪। এতেক যুবতীগণ আছয়ে গোকুলে [র-ম ; নী]; এতেক যুবতি দেখ আছয়ে গোকুলে [শ্রীখণ্ডের পুঁথি]; এতেক যুবতী আছে গোকুলে [প-ক-ত]; এতেক যুবতী আছে গোকুল নগরে [প-র]; কত ধনী আছয়ে গোকুলে [কোনও কীর্ত্তনিয়া কথিত]; ছন্দের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া ও প্রাপ্ত পাঠের মধ্যে সামঞ্জস্য রাখিয়া গৃহীত পাঠ প্রস্তুত হইল॥

৫। কলঙ্ক লেখ্যাছে বিধি আমার কপালে [প-র]॥

৬। *স্বামী [নী ও অন্যত্র]—ছন্দের অনুরোধে 'সোআমী' বানান করা হইল।*

৭। কথা [প-র]; কুকথা [নী ও অন্যত্র]॥

৮। ননদিনী [র-ম ; নী ; শ্রীখণ্ডের পুঁথি]; ননদী [প-ক-ত]॥

৯। চোখের [নী]; চউখের [প-ক-ত]; সমগ্র ছত্র—ননদী দেখয়ে সদা নয়নের বালি [প-র-সা]; ননদিনী দেখয়ে চোখের পালি [শ্রীখণ্ডের পুঁথি]॥

১০। গৃহীত পাঠ [প-ক-ত]; শ্যাম নাগর তোমায় পাড়ে গালি [র-ম ; নী]; শ্যাম নাগর তোলাইয়া সদাই পাড়ে গালি [প-র-সা]; শ্যাম বন্ধুরে সই সদা পাড়ে গালি [বৃ]॥

১১। এত দুখে দুখে মোর [প-র-সা]॥

১২। আপনা [শ্রীখণ্ডের পুঁথি]॥

'কলঙ্ক কেবল লেখা আমার কপালে'—এই ছত্রের পর প-র-সা-র পুঁথিতে নিম্নে প্রদত্ত ছত্র দুইটী অতিরিক্ত আছে—

কখনো যাহারে মুঞি না দেখো স্বপনে।
কলঙ্ক তোলয়ে লোক সে জনার সনে॥

প-র-সা-র পাঠের ভণিতা অন্যরূপ—ঐ পুঁথিতে এই রূপ আছে,—

কাহারে কহিব সই মরমের কথা।
বলরাম দাস বলে কি কৈল বিধাতা॥

ভণিতার শ্লোকটী এবং অতিরিক্ত শ্লোকটী পয়ারে, কিন্তু পদটীর ছন্দ অসমাক্ষর দুই ছত্রে, এক ছত্রে দশ অক্ষর অন্য ছত্রে চৌদ্দ অক্ষর। সুতরাং বলরামদাস-নামাঙ্কিত ভণিতা এই পদের নহে। অপিচ, ১০+১৪ অক্ষরের দুই ছত্রের ছন্দ কৃ-কী-তে আছে, যথা—

ঘৃত দুধে সাজিলোঁ পসারা।
মোএঁ বিকে জাইতেঁ না পাইলো মথুরা॥ (পৃঃ ১১০)

অধিকন্তু এই পদটীর প্রথম ছত্র—

ভাদরে দেখিনু নঠ চাঁদে।

কৃ-কী-র এই দুইটী ছত্রকে স্মরণ করাইয়া দেয়, যথা—

হরিতালী চন্দ্র দেখিলোঁ ভাদ্র মাসে। (পৃঃ ২৮৫)
ভাদর মাসের তিথি চতুথীর রাতী। (পৃঃ ৩২১)।

ছন্দ, অনুরূপ ভাব এবং বিশেষ শব্দের বা ভাবের ঝঙ্কার, এই তিনটী বিষয় ধরিয়া বিচার করিলে, পদটী বড়ু চণ্ডীদাসের বলিয়াই মনে হয়।

শ্রীউজ্জ্বলনীলমণি-গ্রন্থে ভাদ্র মাসের চতুর্থীর চন্দ্র দেখিলে মিথ্যা কলঙ্ক হয়—এইরূপ প্রসিদ্ধির উল্লেখ আছে, যথা—

তারাভিসারকচতুর্থনিশাশশাঙ্ক কামাম্বুরাশিপরিবর্দ্ধনদেব তুভ্যং।
অর্ঘো নমো ভবতু মে সহ তেন যূনা মিথ্যাপবাদবচসাপ্যভিমানসিদ্ধিঃ॥
(স্থায়িভাব-প্রকরণ, ৮৫ শ্লোক।)
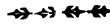
[২০]

বিরহ ॥ শ্রীরাধার উক্তি, গুরুজন-নিন্দনে॥ শ্রী ॥

ছার দেশে [১]বাস হৈল নাহি দোসর জনা।
মরমের মরমী বিনে[২] না জানে বেদনা ॥ [১]
[৩]রহিতে নারিএ ঘরে মন উচাটনে।
[৪]ননদীর বচনে [৫]পাঁজর বিন্ধে ঘুণে॥ [২]
জ্বালার উপরে জ্বালা সহিতে না পারি।
[৬]বন্ধু মোরে বিমুখ ননদী হৈল বৈরী ॥ [৩]
গুরুজন[৭] কুবচন সদা শেলের ঘায়।
কলঙ্কে ভরিল দেশ কি করি[৮] উপায় ॥ [৪]
বাসুলী আদেশে[৯] বলে[১০] চণ্ডীদাস[১১] গীত।
[১২]আপনা আপনি চিত করহ সম্বিত ॥ [৫]

নী ৩৮৩॥

১। বাস হৈল [ক-বি ২৯৮]; বসতি হৈল [সা-কু ৩ ; র ২৭৭০, ২২৭৪; ঢা-বি ২১৯/৮৫ R ; মু-শ]; বসতি হইল [প-ক-ত]; বসতি নৈল [র-ম]; বসতি নাহি [নী]; এ ছার দেশে বসতি [[প-র-সা]; ছাড় দেশে বসতি হৈল [শ্রীখণ্ডের পুঁথি]॥

২। বিনে [র ২৭৭০, ২২৭৪; ক-বি ২৯৮; সা-কু ৩]; মরমের মরমী নহিলে না জানে বেদনা [র-ম ; শ্রীখণ্ডের পুঁথি]॥

৩। গৃহীত পাঠ [মু-শ]; চিত উচাটন করে মন ঝণু ঝুণু [নী]; চিত উচাটন সদা কত উঠে মনে [প-ক-ত ; শ্রীখণ্ডের পুঁথি ; র-ম]; চিত উচাটন করে মন রুণু ঝুণু [র ২৭৭০]; মন ঝুনাঝুন [ক-বি ২৯৭]॥

৪। ননদিনীর কুবচনে বিঁধিলেক ঘুণ [র ২৭৭০]; ননদিনি বচনে পাঁজর বিন্ধে ঘুণে [শ্রীখণ্ডের পুঁথি]; পাঁজরে বিঁধিলেক ঘুণ [র ২২৭৪]॥

৫। গৃহীত পাঠ [র-ম]; পাঁজরে বিঁধে মনু [নী]; পাঁজর কাটে ঘুণে [মু-শ]; পাঁজরে বিন্ধে ঘুণে [প-ক-ত ; ক-বি ২৯৮]; বিন্ধিলেক ঘুণ [ঢা-বি ২১৯/৮৫ R]॥

৬। গৃহীত পাঠ [র ২৭৭০]; বঁধু মোর বিমুখ হৈল ননদিনী বৈরী [নী]; বন্ধু হৈল বিমুখ ননদী হৈল বৈরী [প-ক-ত; শ্রীখণ্ডের পুঁথি; র-ম]; বঁধুয়া বিমুখ ভেল ননদিনী বৈরী [মু-শ]॥

৭। গুরুজনের [প-র-সা]; গুরু দুরু (জন) সে যে শেলের ঘায় [মু-শ]॥

৮। করি [র ২৭৭০; র-ম; শ্রীখণ্ডের পুঁথি; প-ক-ত]; হবে [নী]॥

৯। কহায় [নী]; সহায় [সা-কু ৪]; আদেশে [র-ম; প-ক-ত]॥

১০। কবি [শ্রীখণ্ডের পুঁথি; র-ম; নী]; দ্বিজ [প-ক-ত] ॥

১১। চণ্ডীদাসের [র-ম; প-ক-ত]॥

১২। গৃহীত পাঠ [প-ক-ত; র-ম; র ২৭৭০, ২২৭৪; ক-বি ২৯৮]; আপনার চিত ধনি করহ সম্বিত [নী]॥

॥ ২ ॥ 'পাজর বিন্ধে ঘুণে'—তুলনীয়, কৃ-কী, পৃঃ ১৩২ ঃ—

এ তোর আড় নয়ানে আলো পাঞ্জর বেধিল ঘুনে।
পাঞ্জর বেধিআঁ বুকত লাগিল ঘুনে॥

এই পদটীর ভাব সম্পূর্ণরূপে কৃ-কী-র অনুরূপ, কিন্তু ভাষায় কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে।

[২১]

মাথুর বিরহ॥ শ্রীরাধার উক্তি, সখী-সম্বোধনে॥ সিন্ধুড়া॥

পিয়া গেল দূর দেশে[১] হাম[২] অভাগিনী।
শুনিতে না বাহিরায় এ পাপ পরাণী॥ [১]
পরশ[৩] সোঙরি মোর সদা মন ঝুরে।
এমন গুণের নিধি লয়ে গেল পরে॥ [২]
কাহারে কহিব সই আনি দিবে[৪] মোরে।
রতন ছাড়িয়া গেল ফেলিয়া সাগরে[৫]॥ [৩]
গরল গুলিয়া[৬] দেহ জিহ্বার উপরে।
ছাড়িব পরাণ মোর কি কাজ শরীরে॥ [৪]
চণ্ডীদাস কহে কেন এমতি করিবে।
কানু সে পরাণ নিধি[৭] আপনি মিলিবে॥ [৫]

নী ৬৮৯॥

১। দেশ [র-ম]॥

২। হম [র-ম]॥

৩। পরশি [নী]; পরশে [র-ম]; 'পরশ' সমীচীন পাঠ বলিয়া মনে হয়।

৪। দেহ [ঢা-বি ১১৮/৮৫ R]॥

৫। পাথারে [নী] ; সাগরে [সা-কু ৪]॥

৬। আনিয়া [নী] ; গুলিয়া [সা-কু ৪] ; গলাইয়া [ঢা-বি ১১৮/৮৫ R]

৭। প্রাণের নিধি [র-ম]॥

দ্বিতীয় পয়ারের দ্বিতীয় ছত্রে অক্রুর আসিয়া শ্রীকৃষ্ণকে মথুরায় লইয়া যাইবার ইঙ্গিত আছে। কৃ-কী-তে কিন্তু অন্যরূপ—মিলনের পর শ্রীরাধার নিদ্রিতাবস্থায় তাহাকে বড়ায়ির নিকট সমর্পণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং মথুরায় যান, এইরূপ আছে।

॥ ৪ ॥ তুলনীয়, কৃ-কী, রাধাবিরহ ; (পৃঃ ৩৩৬)

হাথে তুলিআ মো খাইবোঁ গরলে।

[২২]

মাথুর বিরহ ॥ শ্রীরাধার উক্তি, বড়ায়ির প্রতি ॥ সুহই ॥

ওপারে[১] বঁধুর ঘর[২] বৈসে গুণনিধি।
পাখী [৩]হঞা উড়ি জাঙ[৪] পাখা না দেয় বিধি ॥ [১]
[৫]যমুনাতে দেঙ ঝাঁপ, না জানোঁ সাঁতার।
কলসে কলসে সেচোঁ[৬] না ঘুচে[৭] পাথার ॥ [২]
[৮]মথুরার নাম শুনি প্রাণ কেমন করে।
[৯]সাধ করে বড়াই গো কানু দেখিবারে ॥ [৩]
আর কি গোকুল-চাঁদ না করিব কোলে।
হাথের[১০] পরশ-মণি হারাইলুঁ হেলে ॥ [৪]
[১১]আগুনিতে দেঙ ঝাঁপ আগুনি নিভায়[১২]।
পাষাণেতে দেঙ[১৩] কোল পাষাণ মিলায় ॥ [৫]
তরুতলে জাঙ বড়াই[১৪] সেহ না দেয় ছায়া।
যার লাগি [১৫]মুঞি মরোঁ সে হইল নিদয়া ॥ [৬]
কহে বড়ু চণ্ডীদাস বাসুলীর বরে[১৬]।
ছটফট করে প্রাণ বন্ধু নাহি ঘরে[১৭] ॥ [৭]

নী ৬৮৭। পীতাম্বরদাসের 'অষ্টরসব্যাখ্যা' (শ্রীখণ্ডে প্রাপ্ত পুঁথি), ও ঢা-বি ২৬৪৮-তে পদটীর উৎকৃষ্ট পাঠ আছে,—কিন্তু উভয় স্থলেই ভণিতার পয়ারটী নাই। কিন্তু নী, ঢা-বি ২৬৫৬ ও সা-কু ৪ পুঁথিতে চণ্ডীদাসের ভণিতা পাওয়া যাইতেছে।

১। ও না পারে [ঢা-বি ২৬৫৬]; ও কূলে আপন ঘর [প-র ; ঢা-বি ২৬৪৮]; উ কুলে বন্ধুর ঘর [পীতাম্বরদাসের অষ্টরসব্যাখ্যা]; ও কুলে বঁধুয়ার ঘর [প-র-সা] ॥

২। মধ্যে খীরনদী [সা-কু ৪]॥

৩। হইয়া উড়ি যাউ [নী]; হয়ে উড়ে যেতে [র-ম]; হঞা উড়িয়া জাঙ [অষ্টরসব্যাখ্যা] ॥

৪। গৃহীত পাঠ [অষ্টরসব্যাখ্যার পুঁথি]; যাও [গী-ক (ক)]; যায় [ঢা-বি ২৬৫৬]; যাউ [নী]; সমগ্র ছত্রটী অষ্টরসব্যাখ্যায় এই ভাবে আছে—'পাখী হঞা উড়িয়া জাঙ পাখ না দেই বিধী'।

৫। গৃহীত পাঠ [ঢা-বি ২৬৪৮]; যমুনাতে ঝাঁপ দিব [র-ম]; সাগরেতে দেও ঝাঁপ [প-র]; যমুনাতে দিএ ঝাঁপ [অষ্টরসব্যাখ্যা]॥

৬। সেচোঁ [ঢা-বি ২৬৪৮]; শেঁচো [অষ্টরসব্যাখ্যা]; ছিঁচ [র-ম]; ছিঁচো [নী]; সিঁচি [প-ক-ত] ॥

৭। টুটে [ঢা-বি ২৬৪৮, ২৬৫৬ ; অষ্টরসব্যাখ্যা]॥

৮। মথুরার নামে প্রাণ কি জানি কি করে [প-র]; মথুরার নামে প্রাণ কেমন জানি করে [অষ্টরসব্যাখ্যা]; মথুরার নাম শুনি প্রাণ কি জানি করে [ঢা-বি ২৬৪৮]॥

৯। বড় সাধ লাগে মনে বন্ধু দেখিবারে [অষ্টরসব্যাখ্যা]; বড় মনে সাধ লাগে [প-ক-ত]; সাধ করে আমার গো—[ঢা-বি ২৬৫৬]; বড় সাধ লাগে বড়াই কানু দেখিবারে [ঢা-বি ২৬৪৮]॥

১০। পাইঞা [প-ক-ত]; হাথে মাণিক মুঞি হারাইলুঁ হেলে [অষ্টরসব্যাখ্যা]; সমগ্র ছত্রের গৃহীত পাঠ [ঢা-বি ২৬৪৮]॥

১১। আগুনে দিই [র-ম]; আগুনিতে দিয়ে [প-ক-ত]; আগুনে দেঙ [অষ্টরস-ব্যাখ্যা]; দেও [নী]; ৫ সংখ্যক পয়ারের পাঠ ঢা-বি ২৬৪৮-এর অনুযায়ী ॥

১২। নিভাই [র-ম]।

১৩। দিই [র-ম]; দিয়ে [প-ক-ত]॥

১৪। ঢা-বি ২৬৪৮ পুঁথি হইতে গৃহীত পাঠ 'জাঙ বড়াই' স্থলে 'যাই যদি' [নী]; 'জাঙ যদি' [অষ্টরসব্যাখ্যা]; 'সেহ' স্থলে 'সেঙ' [ঢা-বি ২৬৪৮]॥

১৫। মুঞি মরোঁ [প-ক-ত ; ঢা-বি ২৬৪৮]; মুঞি [র-ম]; মঞি [নী]; ঝুরি মরো তার নাহি দয়া [অষ্টরসব্যাখ্যা]

১৬। বর [ঢা-বি ২৬৫৬]; সমগ্র ছত্র—'কত দূরে প্রাণনাথ আছে কোন দেশ' [প-ক-ত]॥

১৭। ঘর [ঢা-বি ২৬৫৬]; সমগ্র ছত্র—'চম্পাতি-পতি বিনু তনু ভেল শেষ' [প-ক-ত]॥

এই পদটীর ৫ ও ৬-এর পংক্তিদ্বয়ের সহিত তুলনীয়, কৃ-কী, রাধা-বিরহ, পৃঃ ৩৪১—

মথুরার নামে প্রাণ ঝুরে।
শুন বড়ায়ি ল,
সাদ লাগে কাহ্নাঞি দেখিবারে॥ না এ॥

এই পদ পদকল্পতরুতে চম্পতির ভণিতায় পাওয়া যায় [পদ-সংখ্যা ১৬৭৪]। প-ক-ত-র পাঠের আরম্ভ—'মথুরার নাম শুনি পরাণ কেমন করে'; দ্বিতীয় ছত্র—'আর কি গোকুলচাঁদ' ইত্যাদি। অতঃপর 'ওপারে বন্ধুর ঘর'—তৃতীয়; 'আগুনিতে দিয়ে ঝাঁপ'—চতুর্থ; 'যমুনাতে দিয়ে ঝাঁপ'—পঞ্চম; 'তরুতলে যাঙ'—ষষ্ঠ ও 'কত দূরে প্রাণনাথ'—সপ্তম পংক্তিরূপে আছে। যদিও পদরত্নাকর পুঁথিতে চণ্ডীদাসের ভণিতা নাই, তথাপি পদরত্নাকর-ধৃত পদের সঙ্গে উদ্ধৃত পাঠ-ক্রমের মিল আছে। আমরা কিন্তু আমাদের আলোচিত কোনও পুঁথিতে চম্পতির ভণিতা পাই নাই। স্বর্গীয় সতীশচন্দ্র রায় মহাশয় প-ক-ত-র গ্রন্থে এই পদের নী-ধৃত পাঠ-ভেদ দেন নাই—পদটী যে চণ্ডীদাসের হইতে পারে, সম্ভবতঃ ইহা তাঁহার দৃষ্টি আকর্ষণ করে নাই। কিন্তু আমাদের আলোচিত অন্য পুঁথির ভণিতার নজীরে ও আভ্যন্তরীণ প্রমাণ দেখিয়া পদটী নিঃসন্দিগ্ধভাবে বড়ু চণ্ডীদাসেরই বলিয়া মনে হয়।

'রসকল্পবল্লী' গ্রন্থে এই পদটীর দুইটী ছত্র এই ভাবে উদ্ধৃত হইয়াছে—রচয়িতার নাম নাই [রতন লাইব্রেরীর পুঁথি, সংখ্যা ২৯২০, পৃঃ ৩১]—

ভাবোল্লাস নানা স্বপ্ন অঙ্গ বিলক্ষণ।
মহাজনের গীতাস্থে আছয়ে বর্ণন॥
চিন্তা—আর কি গোকুলচাঁদ না করিব কোলে।
হাতের পরশমণি হারাইনু হেলে॥

[২৩]

মাথুর-বিরহ॥ শ্রীরাধার উক্তি, সখী-সম্বোধনে॥ সুহই॥

আগোর[১] চন্দন চুয়া দিব কার গায়।
পিয়া বিনু [২]হিয়া মোর ফাটিয়া যে যায়॥ [১]
তাম্বূল কর্পূর আমি[৩] দিব কার মুখে।
রজনী বঞ্চিব আমি[৪] কারে লয়ে সুখে॥ [২]
কার অঙ্গ পরশে শীতল হবে দেহা।
কান্দিয়া গোঙাব[৫] কত [৬]নাহি ছুটে নেহা॥ [৩]
কোন দেশে গেল পিয়া মোরে পরিহরি।
তুমি যদি বল সখি বিষ খাঞা[৭] মরি॥ [৪]

পিয়ার চূড়ার ফুল গলায় গাঁথিয়া।
জ্বালহ[৮] অনল সই মরিব পুড়িয়া ॥ [৫]
গুণ [৯]সোঙরিতে সে পাঁজর খসি[১০] যায়।
দহনে [১১]দগধে মোর এ পাপ হিয়ায় ॥ [৬]
তোমরা চলিয়া যাহ আপনার ঘরে।
মরিব [১২]অনলে পুড়ে যমুনার তীরে ॥ [৭]
চণ্ডীদাসে বলে কেন কহ হেন[১৩] কথা।
শরীর ছাড়িলে প্রীতি[১৪] রহিবেক কোথা ॥ [৮]

নী ৬৯০। নী ২১৪ সংখ্যক পদে ঈষৎ পরিবর্তিত রূপে এই পদের তিনটী ছত্র পাওয়া যাইতেছে (প্রথম ছত্র ও পূর্ণ দ্বিতীয় পয়ারটী) ॥

১। আগোর [ঢা-বি ২১৮/৮৫ R] ; অগরু [নী] ; অগোর [র-ম] ॥

২। হিয়া মোর [র-ম] ; মোর হিয়া [নী] ॥

৩। আদি [র-ম ; ঢা-বি ২১৮/৮৫ R] ॥

৪। হাম [নী] ; আমি [র-ম ; ঢা-বি ২১৮/৮৫ R] ॥

৫। গোঙাব [র-ম] ; পোহাব [নী] ॥

৬। না ছুটল লেহা [র-ম] ; না ছুটে দারুণ লেহা [ঢা-বি ২১৮/৮৫ R] ; না টুটে দারুণ নেহা [সা-কু ৪] এই পাঠ ধরিয়া 'লেহা' শব্দকে প্রাচীনতর রূপ 'নেহা'-তে পরিবর্তিত করা হইয়াছে।

৭। খাঞা [ঢা-বি ২১৮/৮৫ R] ; খাইয়া [র-ম] ; খেয়ে [নী] ॥

৮। আনহ [র-ম] ॥

৯। সোঙরি [র-ম] ; সে গুণ সোঙরিতে [নী]—ছন্দের অনুরোধে 'গুণ সোঙরিতে সে' করা হইল ॥

১০। খসি [র-ম ; ঢা-বি ২১৮/৮৫ R] ; খসে [নী] ॥

১১। দহাব সই [সা-কু ৭, ঢা-বি ২১৮/৮৫ R] ; দহাইল সই [সা-কু ৪] ॥

১২। অনলে আমি [নী ; র-ম] ; আপনে পুড়ে [ঢা-বি ২১৮/৮৫ R] ; অনলে সই [সা-কু ৪] ॥

১৩। এমন [ঢা-বি ২১৮/৮৫ R] ॥

১৪। প্রাণ [সা-কু ৪] ; এই পরাণ রহিবে কোথা [ঢা-বি ২১৮/৮৫ R] ॥

১৪-র পংক্তির পর ঢা-বি ২১৮/৮৫ R এবং সা-কু ৭ সংখ্যক পুঁথিদ্বয়ে অতিরিক্ত এই পয়ারটী আছে :—

জনমে জনমে পিয়া মিলিবে আমারে।
মো হেন পাপিনী যেন না মিলে তাহারে ॥
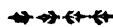
[২৪]

মাথুর-বিরহ ॥ সখীর উক্তি, সখী-সম্বোধনে ॥ তোড়ী ॥

[১]অকথন বেয়াধি কহনে নাহি যায়।
যে করে কানুর নাম ধরে তার পায় ॥ [১]
পায়ে ধরি, কাঁদে সে[২] চিকুর গড়ি যায়।
সোনার পুতলী[৩] যেন ধূলায় লোটায় ॥ [২]
পুছয়ে পিয়ার কথা ছল ছল আঁখি।
[৪]কোথায় দেখিলা কালা কহ দেখি সখি ॥ [৩]
চণ্ডীদাস [৫]কহে কাঁদে কিসের লাগিয়া।
[৬]সে কালা আছয়ে তার হৃদয় জাগিয়া ॥ [৪]

নী ৬৯৩ মূল ॥

১। গৃহীত পাঠ [প-ক-ত]; অথল বেয়াধি সেই কহনে না যায় [নী]; অকথ্য বেদনা সই কহা নাহি যায় [র-ম] ॥

২। সে [প-ক-ত]; তার [র-ম; নী] ॥

৩। পুতলী [প-ক-ত]; পুতলি [র-ম]; পুথলি [নী] ॥

৪। গৃহীত পাঠ [প-ক-ত ও নী—উভয়ের সামঞ্জস্যে]; তুমি কি দেখেছ কালা কহ না রে সখি [নী]; কোথায় দেখিলা শ্যাম কহ দেখি সখি [প-ক-ত] ॥

৫। কহে কান্দ [র-ম]; কহে কাঁদ [নী]; বলে কাঁদে [প-ক-ত] ॥

৬। গৃহীত পাঠ [প-ক-ত]; সে কালা রয়েছে তোমার হৃদয়ে লাগিয়া [নী] ॥

পদকল্পতরু-গ্রন্থে এই পদ আক্ষেপানুরাগের মধ্যে 'পরস্পর সযুক্তি প্রেম-বিচার' পর্য্যায়ে গৃহীত হইয়াছে। আরম্ভের দুইটী ছত্র নূতন—

এক কুলবতী ধনী, তাহে সে অবলা।
ঠেকিল বিষম প্রেমে কত সবে জ্বালা ॥

মাথুর-বিরহে' এ পদ রসদুষ্ট বলিয়া মনে হয় না। সুতরাং আমরা নী-র ক্রম অনুসরণ করিয়া ইহা মাথুর-বিরহের পদ বলিয়া গ্রহণ করিলাম।

পদটী অপেক্ষাকৃত আধুনিক-গন্ধী।

[ক] পরিশিষ্ট

প্রাচীন চরিত-গ্রন্থে ও পদ-সংগ্রহে ভণিতা-হীন কতকগুলি পদ বা পদাংশ পাওয়া যায়। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের 'হা হা প্রাণপ্রিয় সখী' ইত্যাদি পদটী এই প্রকারের—অন্যত্র এই পদটী চণ্ডীদাসের ভণিতায় সমগ্র বা পূর্ণতর আকারে পাওয়া গিয়াছে বলিয়া আমরা বড়ু চণ্ডীদাসের পর্য্যায়েই উহাকে ধরিয়াছি (পদসংখ্যা ১৪, পৃষ্ঠা ২১)। এইরূপ কতকগুলি অন্য পদ বা পদাংশ—যেগুলিকে বড়ু চণ্ডীদাসের রচনা বলিয়া আমরা মনে করি, সেগুলি নিম্নে সন্নিবেশিত হইল। কোনও কোনও স্থলে ভাষার বিকৃতি ঘটিলেও, সাধারণতঃ ভাবে চৈতন্যদেবের পূর্ব্ববর্ত্তী বড়ু চণ্ডীদাসের রচনার ঝঙ্কার এইগুলিতে স্পষ্ট পাওয়া যায়। [১], [২] ও [৩] সংখ্যক পদাংশত্রয় 'হা হা প্রাণপ্রিয় সখী' পদের মত স্বয়ং শ্রীচৈতন্যদেবের আস্বাদিত বলিয়া বিশেষভাবে আদরণীয় হইবার যোগ্য।
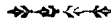
[১]

সেই ত পরাণনাথ পাইলুঁ।
যাহা লাগি মদন-দহনে ঝুরি গেলুঁ॥

এই পদাংশটী শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্য-লীলার ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদে উদ্ধৃত আছে—নীলাচলে রথযাত্রাকালে শ্রীচৈতন্যদেব ভক্তগণ সঙ্গে এই পদ কীর্ত্তন করেন। যথা—

এই মত তাণ্ডব নৃত্য করি কতক্ষণ।
ভাব বিশেষে প্রভুর প্রবেশিল মন॥
তাণ্ডব নৃত্য ছাড়ি স্বরূপেরে আজ্ঞা দিল।
হৃদয় জানিয়া স্বরূপ গাইতে লাগিল॥

তথাহি পদং।

'সেই ত পরাণনাথ পাইলুঁ।
যাহা লাগি মদন-দহনে ঝুরি গেলুঁ॥'

এই ধুয়া মাত্র উচ্চ গায় দামোদর।
আনন্দে মধুর নৃত্য করেন ঈশ্বর॥

ধীরে ধীরে জগন্নাথ করিলা গমন।
আগে নৃত্য করি চলে শচীর নন্দন॥

জগন্নাথে নেত্র দিয়া সবে গায় নাচে।
কীর্ত্তনিয়া সহ প্রভু চলে পাছে পাছে ॥
জগন্নাথে মগ্ন প্রভুর নয়ন হৃদয়।
শ্রীহস্তযুগে করে গীতের অভিনয় ॥

[২]
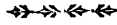
কাহাঁ কানু কাহাঁ কানু কাহাঁ তারে পাও।
বিচ্ছেদ-অনলে পোড়া পরাণ জুড়াও ॥

এই পদাংশটী শ্রীঅদ্বৈতপ্রকাশ গ্রন্থে আছে, যথা (ষোড়শ অধ্যায়)—

ক্রমে গৌর মথুরা-মণ্ডলে উত্তরিলা।
গোপী-ভাবাবেশে আত্ম-বিস্মরণ হৈলা ॥
"কাঁহা কানু কাঁহা কানু"……ইত্যাদি।
এই পদ গাইতে গাইতে বাক্য-স্তম্ভ হৈল।
"কাঁহা কাঁহা" বুলি মাত্র কান্দিতে লাগিল ॥

[৩]

বহু কালে তোঁরে কালা লাগ পাইলাঙ।
অন্তরে রাখিমু ভরি নাহি ছাড়িবাঙ ॥

এই পদটীও শ্রীঅদ্বৈতপ্রকাশে আছে, যথা (অষ্টাদশ অধ্যায়)—

রথযাত্রা উপলক্ষে শ্রীপুরুষোত্তমে।… …
হেনকালে জগন্নাথ রথেতে চড়িলা।
দেখি গোরা গোপীভাবে এক পদ গাইলা ॥
"বহু কালে তোরে কালা"……ইত্যাদি।
এই গীত মহাপ্রভু ধরে ভাবাবেশে।
তাহে দুই প্রভু দিব্য আথর পরকাশে ॥ (অদ্বৈত ও নিত্যানন্দ)
ক্রমে ভাব-সিন্ধুর তরঙ্গ উথলিল।
স্তম্ভাদি রতন ভক্ত সর্ব্বাঙ্গে পরিল ॥
তবে শ্রীগৌরাঙ্গ মহাভাবের উদ্‌গমে।
সংকীর্ত্তন মাঝে পড়ে হঞা অচেতনে ॥

সেই পদ পুন গীতে চৈতন্য জাগিলা।
বাহু পসারিয়া নিত্যানন্দে কোল দিলা॥
নিতাই দুই হাতে গৌরের দুই হাত ধরি।
সুমধুর নৃত্য করে অদ্বৈতেরে ঘেরি॥
প্রভু কহে তো দোঁহার রঙ্গ বুঝা ভার।
গৌর নিতাই কহে তুঞি রঙ্গের সূত্রধার॥
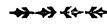
পদকল্পতরু-গ্রন্থে দানলীলা-প্রসঙ্গে ভণিতা-হীন কতকগুলি পদ ও পদাংশ সম্বন্ধে সংগ্রহকার বৈষ্ণবদাস মন্তব্য করিয়াছেন—"ইত্যাদি অনুরাগযুক্ত-দান-পর্য্যায়ো গীতঃ। পূর্ব্বাপর-মনোহরসাহি-শ্রীসংকীর্ত্তনানুসারেণ এতদ্‌গীত-সংগ্রহঃ। তত্র সকলেষু পদেষু ভণিতা নাস্তি, কেবলং গানানুসারেণ সংগ্রহঃ।" (সতীশচন্দ্র রায় মহাশয়ের প-ক-ত, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৩৫৭)। নিম্নে প্রদত্ত দানলীলার পদ বা পদাংশ তিনটী মূলতঃ বড়ু চণ্ডীদাসের হওয়া সম্ভব।

[৪]

॥ শ্রীরাগ ॥

"কোথা যাও গোয়ালিনি কোথা তোমার ঘর।
কিসের পসরা দাসীর মাথার উপর॥"
"দধি দুগ্ধ ঘৃত ঘোলে পসরা আমার।
কে তুমি তোমার বোলে গুলাব পসার॥"
"ঘাটের ঘাটিয়াল আমি পথের মহাদানী।
আজি দান দিতে হৈল শুন বিনোদিনি॥"

—(প-ক-ত, ১৩৭২)।

এইরূপ উক্তি-প্রত্যুক্তিময় দানের ও অন্য বিষয়ের পদ শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের বৈশিষ্ট্য।
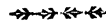
[৫]

এড়িয়া না যাইহ বড়াই ধরি তোমার পায়।
কি লাগি নন্দের পো ধরিয়া রহায়॥
ঘরের বাহির কৈলা বলিয়া কহিয়া।
আনিয়া রাখালের হাতে দিলা যে সোঁপিয়া॥

—(প-ক-ত, ১৩৭৭)।

চারি ছত্রময় এই পদাংশটী প-ক-ত-র সমস্ত পুঁথিতে ভণিতাহীন অবস্থায় পাওয়া যায়। এই চারি ছত্র কৃ-কী-র দান-খণ্ডের রাধা ও বড়ায়ির কথোপকথনের অনুরূপ—কৃ-কীর মূল গ্রন্থ হইতে এই ছত্র চারিটি গৃহীত হওয়া সম্ভব। সতীশচন্দ্র রায় মহাশয় প-র-সা পুঁথি হইতে বংশীবদনের ভণিতাযুক্ত অতিরিক্ত চারিটী পয়ার (আটটী ছত্র) সমেত অপেক্ষাকৃত বৃহৎ আকারে পদটী পাইয়াছেন, এবং তাঁহার সম্পাদিত প-ক-ত গ্রন্থে ইহাকে বংশীবদনের বলিয়াই ছাপাইয়াছেন। প-ক-ত-তে চারিটী ছত্র ভণিতাহীন অবস্থায় পাওয়া গিয়াছে, এবং কেবল পরবর্ত্তী সংগ্রহ প-র-সা-তে পরিবর্দ্ধিত রূপে বংশীবদনের ভণিতা-সহ মিলিতেছে; এক্ষেত্রে অধিকতর বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ বিধায় প-ক-ত প্রদত্ত অপূর্ণ চারি ছত্র আমরা গ্রহণ করিলাম; এবং বড়ু চণ্ডীদাসের রচনার সহিত মিল দেখিয়া বড়ুর পদ অনুমানে উপস্থিত-ক্ষেত্রে এই পরিশিষ্টে সন্নিবেশিত করিলাম।
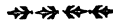
[৬]

পথ ছাড় ওহে কানাই কিবা রঙ্গ কর।
যার বাতাস নিতে না পাও তার করে ধর॥
এখনি মরণ হউ এ ছিল কপালে।
বৃষভানু-সুতা-তনু ছুঁইলে রাখালে॥
একে সে তোমারে ভাল বাসে কংসাসুর।
এ বোল শুনিলে হৈবে দেশ হৈতে দূর॥
কে তোমারে বিষয় দিলে ফেল দেখি পাটা।
তুমিও নূতন দানী আমরা নহি টুটা॥
থাকিবা খাইবা যদি যমুনার পানী।
গোপীগণে না রাখিহ না হইও দানী॥

—(প-ক-ত, ১৩৯৬)

এই পদটীতেও ভণিতা নাই, তবে ইহাতে কৃ-কী-র ভাব পূর্ণরূপে বিদ্যমান, এবং ইহা মূলে বড়ু চণ্ডীদাসের রচনা হওয়া সম্ভব। কেবল 'বৃষভানু'-র উল্লেখ পরবর্ত্তী কালে প্রক্ষিপ্ত হইয়া থাকিবে।

চতুর্থ পয়ারে—'বিষয়' = ভূখণ্ডের উপরে অধিকার।

'পাটা' = 'পট্টক, পাট্টা', রাজার নিকট হইতে প্রাপ্ত অধিকার-পত্র।

তুলনীয়, কৃ-কী, দানখণ্ড, পৃঃ ৮১—

সরূপেঁ মরিবোঁ তবেঁ শুণহ বড়ায়ি।
পন্থে বল করে যবেঁ আবাল কাহ্নাঞিঁ॥

চণ্ডীদাস-পদাবলী

[খ]

চণ্ডীদাস-নামাঙ্কিত পদ

[১]

॥ শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলা ॥

দধি-মন্থন করি করত গোহারি
নবনী করি কর নেল।
ঊর্দ্ধ বাহু করি ডাকত বেরি বেরি
কাঁহা লালন মেরি গেল ॥ [১]
প্রাতহি কাঁহা গেয় দিনমণি জোর ভেয়
বুঝি মোরে বিধি বাম ভেল।
এত বলত হরি ধোলি অঙ্গে করি
যায়ত মদন গোপাল ॥ [২]
রাণী কোলে করি পুছত বেরি বেরি
উধ নয়ান করি চাই।
নীল কমলে জৈছে ভষম চড়ায়ল
ঐছে ছটক দেখা পাই ॥ [৩]
তেরে নীল কমলে জলধারা বেকত
কেন মেরো বাছন কানাই।
কোন গোপ গোয়ালিনী ধূলি তোহে দেওল
সোই নগরে হাম যাই ॥ [৪]
মাধব কহতহি প্রাতহি গৃহ ছাড়ি
যাওতহি হাম ব্রজপুরী।

খেলতহি বাটে যব হাম ধাবত
আওত ব্রজগোপনারী ॥ [৫]
কহি মেরি সঙ্গে আয়ত খেলগে
শুন ব্রজবাসিয়া ভাই।
রে রে বচন শুনি ধায়ত গোপিনী
মেরে নিকটে চলি আই ॥ [৬]
গোপী কহে মেরে নাচত ভঙ্গী করি
শুন তো রে বলাইক ভাই।
মেরে ইন্দ্র পূজাকো ননী দেই তেরে বদনে তুলি
ইন্দ্র মোর ঠাকুর কানাই ॥ [৭]
এক গোপী নাচ হেরি বোলত বেরি বেরি
মেরে নবনী কুছ নাই।
তেঁই সে বিষাদ করি মোর বাহু ধরি
কোর উপরি করি লাই ॥ [৮]
হামে কোর লই আপ ঘরকে যাই
কহে তেঁই কানাই মোর প্রাণ।
মাখন খীর ননী দেই বদনে তুলি
এক লাল লাটিম করু দান ॥ [৯]
কহে সব গোপনারী ভাল নাচই হরি
রহই রহই হোয় বাঁকা।
খেলই নাগর শ্যাম ললিত ত্রিভঙ্গ ঠাম
খেলেই পাঁচনী দেয় ঠেকা ॥ [১০]
ডোরি ছান্দন করি ফটকী ঘুর করি
খেলত বাট বেড়াই।
এক বায়স উড়ি মুটকি বদনে ধরি
মেরে লাল লাটিম লই জাই ॥ [১১]
রাণী কহে তেরি লাটিম লেই হরি
ছার কাক মরি জাই।
লাল লাটিম তেরি হাথমে দেয়গি
না কান্দ বাছনি কানাই ॥ [১২]

নন্দরাণী কহে লালন রোয়ত কাহে
কাহে তেঁই করত বিষাদ।
যব বাথান ছো(ড়) নন্দ ঘরমে আই
তুজে আনিয়া দিব চান্দ ॥ [১৩]

তেহ রে লালন হামারি জীবন
কাহে ধোলি পর লাল।
উঠ রে বাছন কানাই চল আঙ্গিনা যাই
তো বড় ধাউড় ছাওয়াল ॥ [১৪]

রাণী বুঝাই যত লালন কানাই তত
পড়ি রহত ধূলি পর।
শিশু ধাউড়-মতি কিছু নাহি মানত
লোটাই ধূলি ধূসর ॥ [১৫]

রাণী আঁচল ধরি ধূলি করত দূরি
লালন কোর করি লেই।
মাখন খীর ননী জননী বদন হেরি
খাওত চরণ দোলাই ॥ [১৬]

তেই তো বাছন মায়ের জীবন হামারি।
বয়ঠী আঙ্গিনা মাঝে দোলন দোলাই
'জুড়াকু পরাণ সো মেরি ॥ [১৭]

আপন লালনে রাণী সমুখে বইঠাই
কেতে নাচন দোলাই।
হাসই গোপালা মুখ করি আলা
তোহি মুকুতা ছটকি পড়ই ॥ [১৮]

রাণী করত গোহারি দধি-মন্থন করি
নবনী কর করি নেল।
করতালি দেই গোপালে নাচাওত
তবহুঁ আনন্দ মন ভেল ॥ [১৯]

চণ্ডীদাস কহে বাণী আপন লালনে রাণী
বহুতর নাচন শিখাই।
আভীর বালক সব আবা আবা দেই রব
গহন কানন চলি যাই ॥ [২০]

এই বিকৃত ব্রজবুলীর পদটী র ২২৭৫ পুঁথিতে পাওয়া গিয়াছে। রচনাটী দীন চণ্ডীদাসের বলিয়া মনে হয়—তবে নীলরতন বাবুর সংগ্রহে এবং অন্যত্র ব্রজবুলীতে লেখা এই ধরণের এবং এত বড় পদ (দীন) চণ্ডীদাসের ভণিতায় আমরা পাই নাই বলিয়া 'নামাঙ্কিত' শ্রেণীতেই ইহাকে ধরিলাম।

[২]

॥ শ্রীকৃষ্ণের গোষ্ঠলীলা ॥

বরজ বালক যত রাখাল পর ধায়ত
যমুনা বাট চলি গেই।
বেণু ফুকারই ডাক তো কানাই
আও দিনমণি জোর ভেই ॥ [১]
ফুকারই বেণু শ্রবণে শুনি কানু
অমনি রাখই নাচন।
করে করি মাখন পথ নিরখই
চঞ্চল ভই গেও মন ॥ [২]
নাচন রাখাই কানাই চলি গেই
যশমতি রাণীক পাশ।
খেলতহি বাটে ছিদাম ডাকই গোঠে
সো মুঝে করল নৈরাশ ॥ [৩]
ধবলী শ্যামলী কালী সুরভি ইন্দ্রাণী চলি
সব রহি ব্রজমুখ চাহি।
ভাই কানাই বিনু কহি নাহি চলত
তৃণ জল নাহি খাই ॥ [৪]
ছিদাম কহত আসি কাহে রহত বসি
ব্রজ বালক বন গেই।
কানাই কহত ভাই তুজে এক বাত কই
হামে ছোড়ি না দেয়ত মাই ॥ [৫]
কানাই চলত শুনি ছিদাম মনে গুণি
চলি গেই যশমতি পাশ।

লেই গো-বাছুরি গোঠমে যায়গী হরি
তেই কাহে করই নৈরাশ ॥ [৬]
রাণী কহে ছিদাম কি কহলি হাম
লালন বনমে পাঠাই।
ঘর মে হাম রব কৈছে গোঁয়ায়ব
ছার গো-সব মরি জাই ॥ [৭]
শ্রীদাম মুখ চাহি নন্দরাণী কহি
তেরে বচন ভই শেল।
যৈছে নিঠুর বাত কহলি রে শ্রীদাম
মোর হৃদয়ে পশি গেল ॥ [৮]
সাত পাঁচ নাই একলা কানাই
কাহে হাম বনমে পাঠাই।
যব না হেরি মুখ ফাটিয়া যায় বুক
কত না রহব পথ চাই ॥ [৯]
পুন শ্রীদাম কহে বাণী শুন আগো নন্দরাণী
হাম যে বাত বুঝাই।
কানাই তোহারি জীবন হামারি
হাম কোরে করি বনে ধাই ॥ [১০]
রাণী কহে শ্রীদাম তোহ অতি চতুর
তোহে কি শিখায়ব আন।
তোহা সম ধাউড় কাঁহা নাহি দেখই
কভু হাম আপন নয়ান ॥ [১১]
কহতহি যশোমতি শুনইতে তুয়া ভাতি
জুড়ায় আমার জীবন।
আন কোই বোলে পরতীত না জাই
বুঝই তোহারি বচন ॥ [১২]
জোরি যুগল কর মিনতি করই
কহতহি যশোমতি মাই।
যব গহন বনে ধায়বে ধবলী সনে
নিজ কাছে রাখহ কানাই ॥ [১৩]

চণ্ডীদাস কহে অতি কাতর যশোমতি
গোপালের কর ধরি নেল।
ভূমি গড়ি গড়ি নানা মন্ত্র পড়ি
অলকা তিলকহি দেল॥ [১৪]

এই পদটী র ২২৭৫ পুঁথিতে পাওয়া গিয়াছে। পূর্ব্বের পদটীর সম্বন্ধে যে মন্তব্য লিখিত হইয়াছে, তাহা এই পদটী সম্বন্ধেও প্রযোজ্য। ইহা গোষ্ঠলীলার একটী মাত্র পদ বলিয়া, পদটী পূর্ব্বরাগাদির পূর্ব্বেই সন্নিবেশিত হইল।

[৩]
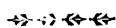
শ্রীরাধার পূর্ব্বরাগ ॥ রাধিকার প্রতি বড়ায়ির উক্তি ॥ ধানশী ॥

সোনার নাতিনী [১]কেনে বা এমনি
হইলি বাউরি-[২]পারা।
সদাই রোদন বিরস বদন
না বুঝি কেমন[৩] ধারা॥ [১]
যমুনা যাইতে কদম্ব তলাতে
[৪]দেখিলে সে কোন জনে।
যুবতী জনার ধরম-নাশক
বসি থাকে সেই খানে॥ [২]
সে জন পড়ে তোর মনে।
[৫]সতীজনাকুলে কলঙ্ক রাখিলে
চাহিয়া তাহার পানে॥ [ধ্রু]
একে কুল-নারী কুল আছে[৬] বৈরী,
তাহে বড়ুয়ার বধূ।
[৭]কহে চণ্ডীদাসে [৮]কুল-শীল নাশে
[৯]কালিয়া প্রেমের মধু॥ [৩]

নী ৫০॥ বড়ু চণ্ডীদাসের বলিয়া গৃহীত পদের ([১] সংখ্যক পদের) অনুকরণ। এই অনুকরণ বা সংক্ষিপ্ত সংস্করণ সম্ভবতঃ দীন চণ্ডীদাসের কৃত।

১। গৃহীত পাঠ [দৌ] ; এমন যে কেনি [নী, গী-চ ও অন্যত্র]॥

২। বাউল [ঢা-বি ৮৭৪ U]॥

৩। কিমত [দৌ]॥

৪। দেখিয়া যে [নী ও অন্যত্র]; গৃহীত পাঠ [গী-চ]; দেখিয়া আইলা কোন জনে [দৌ]॥

৫। সতীর কুলের [নী ; গী-চ]; সতীজনাকুলে [দৌ ; ঢা-বি ৮৭৪ U]॥

৬। তোর [দৌ]॥

৭। কহে এই চণ্ডীদাসে [দৌ]॥

৮। কুল শীল সব ভাসে [দৌ]; কুল শীল সব নাশে [কী]; কুল শীল ভয় ভাসে [ঢা-মি ২৮ খ]॥

৯। কালিয়ার [কী ; গী-চ]; লাগিল শ্যাম প্রেম মধু [ঢা-মি ২৮ খ]॥

---

[৪]

শ্রীরাধার পূর্ব্বরাগ॥ রাধিকার প্রতি বড়ায়ির উক্তি॥ ধানশী॥

ঘরের বাহিরে[১] দণ্ডে শতবারে[২]
তিলে তিলে [৩]আইস যাও।
মন উচাটন নিঃশ্বাস সঘন
কদম্ব-কাননে চাও[৪] ॥ [১]

রাই, এমন কেনে হইলে[৫]।
গুরু দুরুজনে[৬] [৭]ভয় নাহি মনে
[৮]কোথা বা কি দেবা পাইলে॥ [২]

সদাই চঞ্চল বসন-অঞ্চল
সম্বরণ নাহি কর[৯]।
বসি থাকি থাকি[১০] উঠসি[১১] চমকি
ভূষণ খসাইয়া পর[১২] ॥ [৩]

[১৩]রাজার ঝিয়ারী [১৪]বয়সে কিশোরী
[১৫]তাহে কুলবতী বালা।
কিবা অভিলাষে[১৬] [১৭]বাড়াইলা লালসে,
[১৮]বুঝিতে নারি এ ছলা॥ [৪]

তোমার চরিতে[১৯] হেন বুঝি চিতে[২০]
হাত বাড়াইলা[২১] চাঁদে।
চণ্ডীদাস ভণে[২২] [২৩]করি অনুমানে
ঠেকিলে[২৪] কালিয়া ফাঁদে ॥ [৫]

নী ৪৬ ॥

১। মেঘের বাহিরে [ঢা-বি ৫১৪ জ] ; দণ্ডে দশবার [র ২৭৭০] ॥

২। শতবার [নী] ; শতবারে [ক-বি ২৯৭] ; ঘরের বাহিরে [র ২৭৭০] ; দণ্ডে দশবার [সা-কু ৪] ॥

৩। আসে যায় [নী] ; আইসে যায় [শ্রীখণ্ডের পুঁথি] ; আস্য যায় [ক-বি ২৯৭] ; আসি [সা-কু ৪] ; নিতি নিতি আসি [র ২৭৭৪] : নিতি নিতি আস যাও [কী] ; পথি পথি আইস যাও [ঢা-বি ৮৭৪ চ] ; আস্য যাও [র ২৭৬৯] ; আসি যাও [প-র] ॥

৪। চায় [নী ; শ্রীখণ্ড] ; চাও [কী ; র ২২৭৪ ; প-র] ॥

৫। হইল [নী ; শ্রীখণ্ড] ; কেনে বা হইলে [র ২৭৭০] ; সই এমন কেনে বা হলে [ক-বি ২৯৭] ॥

৬। গুরুজন [নী ; শ্রীখণ্ড] ; দুরুজনে [র ২৭৭০] ; কি রসে ভুলিলে ['গুরু দুরুজন' স্থলে, কী] ; কি রসে ভুলিল [ঢা-বি ৮৭৪ U] ॥

৭। ভয় না মানিল [নী] ; ভয় নাহি মনে [সা-ক ১২] ; ভয় নাই কর [র ২৭৭০]; ভয় না মানিলে [র ২৭৭৪] ; ভয় না করিলে [প-র] ; কুল হারাইলে [ঢা-বি ৮৭৪ U] ; কুল হারাইল [ঢা-মি ২৮ খ] ॥

৮। গৃহীত পাঠ [র ২৭৭০] ; কোথা কি দেবতা পাইল [নী] ; গুরুজন ভয় না মানিলে [ঢা-বি ৮৭৪ U] ; গুরু দুরুজন ভয় না করিলে [কী] ; গুরু দুরুজন না মানিল [ঢা-বি ২৮ খ] ॥

৯। গৃহীত পাঠ [কী ; র ২৭৬৯, ২৭৭০, ২৭৭৪] ; নাহি করে [নী ; শ্রীখণ্ড] ॥

১০। বসিয়া থাক [র ২৭৬৯] ॥

১১। উঠএ [নী ; শ্রীখণ্ড] ; উঠলি [ঢা-মি ৮৭৪ U] ; উঠহ [কী ; র ২৭৭৪] ; উঠিয়া চমক [র ২৭৬৯] ॥

১২। ভূষণ খসিয়া পড়ে [নী] ; ভূষণ খসাইয়া পর [ঢা-বি ৫১৪ জ] ; ভূষণ খসি খসি পর [র ২৭৬৯, ২৭৭০] ; বসন খসাইয়া পর [র ২২৭৪] ॥

১৩। বয়েস কিশোরী [কী ; র ২৭৭০, ২৭৭৪ ; ঢা-মি ২৮ খ] ॥

১৪। কুমারী [র ২৭৭০, ২৭৭৪ ; ঢা-মি ২৮ খ ; শ্রীখণ্ড] ; ঝিয়ারী [র ২৭৭০ ; কী ; প-র] ॥

১৫। আর তাহে কুলবালা [কী] ; তাহে কুলবধূ বালা [র ২৭৭০] ॥

১৬। অভিলাষে [র ২৭৭০]; অভিলাষ [নী]॥

১৭। বাড়াইলা লালস [র ২৭৭৪]; বাড়ালে লালসে [কী ; প-র]; বাড়য়ে লালস ; [নী ; শ্রীখণ্ড]॥

১৮। না বুঝে [শ্রীখণ্ড]; না বুঝি তাঁহার ছলা [প-ক-ত]; না বুঝি তোমার ছলা [কী ; র ২৭৭০, ২৭৭০ ; সা-কু ৬]॥

১৯। তোমার চরিতে [কী ; র ২৭৭০]; তাহার চরিত [নী ; শ্রীখণ্ড]; না বুঝি চরিত্র [ঢা-বি ৮৭৪ U]॥

২০। চিতে [র ২৭৭৪]; রীত [নী]; রীতে [র ২৭৭০]; অতি বিপরীত [প-র]; সব বিপরীত [কী]॥

২১। বাড়াইলা [ঢা-মি ২৮ খ]; বাড়াইলে [র ২৭৭০ ; কী]; বাড়াইল [নী]॥

২২। ভণে [র-ম]; কয় [নী ইত্যাদি]॥

২৩। করি অনুমানে [র-ম]; নিশ্চয় ঠেকিলে [র ২৭৬৯]; হেন অনুনয় [সা-কু ৪]; করি অনুনয় [নী]॥

২৪। ঠেকেঁছে [র-ম]; ঠেকাছ [সা-কু ৪]; ঠেকিছে [শ্রীখণ্ড]; কালিয়া বন্ধুর ফাঁদে [র ২৭৬৯]; ঠেকিয়াছ কালিয়ার ফান্দে [র ২৭৭০]॥

'আসে যায়' এবং 'আইস যাও'—পরোক্ষ উক্তি ও সাক্ষাৎ উক্তি—পাঠভেদে দুই প্রকার উদ্দেশ-ই পাওয়া গিয়াছে; [১] সংখ্যক পদের সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা হইবে বলিয়া এবং নিম্নে প্রদত্ত শ্রীযুক্ত সত্যকিঙ্কর সাহানা মহাশয়ের পুঁথির পাঠ দৃষ্টে পৌর্ণমাসী অথবা বড়ায়ি-কর্তৃক সাক্ষাৎ উক্তিরূপেই পদটী গৃহীত হইল। পরোক্ষ-উক্তি-যুক্ত পাঠ গ্রহণ করিলে, বড়ায়ি বা সখী কর্তৃক অন্য সখীর প্রতি উক্তিরূপে পদটী গ্রহণ করিতে পারা যায়।

॥ ৩ ॥ 'ভূষণ খসাইয়া পর'—শ্রীরাধার অন্যমনস্কতা-সূচক। প-ক-ত গ্রন্থে সতীশচন্দ্র রায় মহাশয় অন্য প্রকার ব্যাখ্যা করিয়াছেন (পদসংখ্যা ২৯)।

এই পদের অনুরূপ ভাবযুক্ত শ্লোক উজ্জ্বলনীলমণিগ্রন্থে আছে,—

ত্বমুদবসিতান্নিষ্ক্রামন্তী পুনঃ প্রবিশন্ত্যসৌ
ঝটিতি ঘটিকামধ্যে বারান্ শতং ব্রজসীমনি।
অগণিতগুরুত্রাসা শ্বাসান্ বিমুচ্য বিমুচ্য কিং
ক্ষিপসি বহুশো নীপারণ্যে কিশোরি দৃশোর্দ্বয়ম্॥

—পূর্ব্বরাগ, ১২ শ্লোক।

'হে কিশোরি, কেন মুহূর্ত্তমধ্যে শীঘ্র শীঘ্র শতবার গৃহ হইতে ব্রজ-সীমায় যাতায়াত করিতেছ? কেনই বা গুরুজনের ভয়কে তুচ্ছ করিয়া দীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিতে করিতে কদম্ব-কাননে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছ?'

এই পদটী কাব্য-হিসাবে সুন্দর, তবে আধুনিক-গন্ধী। এই পদে সর্ব্বত্র চণ্ডীদাসের ভণিতা পাওয়া যায়; তবে প্রথম পংক্তির একটী অনুরূপ পংক্তি জ্ঞানদাসের পদেও পাওয়া যায়; যথা ক-বি ৩৩৯ পুঁথি—'ঘরের বাহির তিলে শতবার কোথা না দেবা পায়লি।'

পদটী উজ্জ্বলনীলমণির শ্লোকের অনুবাদ হওয়াই সম্ভব।

বাঁকুড়ার শ্রীযুক্ত সত্যকিঙ্কর সাহানা মহাশয়ের বাটীর একখানি পুঁথিতে অতিরিক্ত দুইটী ত্রিপদীযুক্ত নিম্নলিখিত পাঠান্তর পাওয়া যায়—

রাধা বিনোদিনী নবানুরাগিণী শ্যাম-প্রেম জাগে যারে।
তা দেখি সখিনী আকুল হইঞা কহে পূর্ণমাসী তারে॥
শুন গো শ্রীমতী এ ধারা কি রীতি দেখি বাউলিনী পারা।
কি হের কি বল কিবা আশা কর হেন কি তোমার ধারা॥
ঘরের বাহির দণ্ডে শতবার তিলে তিলে আসি যায় (=যাঅ, যাও)।
মন উচাটন নিঃশ্বাস সঘন সঘনে গগনে চায় (=চাঅ, চাও)॥
রাই এমন কেনে বা হল্যে।
গুরু দুরুজন ভয় না মানসি কোথা বা কি দেবা পাল্যে॥
সদাই চঞ্চল বসন-অঞ্চল সম্বরণ নাহি কর।
বসি থাকি থাকি উঠসি চমকি বসন খসিয়া পর॥
বয়সে কিশোরী রাজার কুমারী আর তাহে কুলবালা।
কিবা অভিলাষ বাড়াল্যে লালস না বুঝি তোমার ছলা॥
তোমার চরিতে হেন বুঝি চিতে হাথ বাড়াইলে চাঁদে।
চণ্ডীদাস কহে করি অনুনএ ঠেকিলে কালার ফাঁদে॥

[৫]

শ্রীরাধার পূর্ব্বরাগ॥ বড়ায়ির প্রতি সখীর উক্তি॥ সিন্ধুড়া॥

[১]আগো, রাধার কি হৈল অন্তরে ব্যথা।
[২]বসিয়া বিরলে [৩]থাকই একলে
না শুনে কাহারো[৪] কথা॥ [ধ্রু]
সদাই ধেয়ানে[৫] চাহে মেঘ-পানে,
না চলে নয়ন-তারা[৬]।
[৭]বিরতি আহারে রাঙ্গা বাস পৈন্থে[৮]
[৯]যেন যোগিনীর পারা॥ [১]

আউলাইয়া[১০] বেণী খুলয়ে[১১] গাঁথনি
দেখয়ে আপন[১২] চুলি।
হসিত বয়ানে[১৩] চাহে চন্দ্র-পানে[১৪]
কি কহে[১৫] দু হাত তুলি ॥ [২]
এক দিঠ[১৬] করি ময়ুর-ময়ুরী-
কণ্ঠ করে নিরীক্ষণে।
চণ্ডীদাস কহে, নব পরিচয়
কালিয়া বঁধুর সনে ॥ [৩]

নী ৪৭ ॥

১। রাধার অন্তরে কি হৈল দারুণ ব্যথা [ঢা-বি ৫১৪ জ]; অন্তরে কি হৈল [প-র-সা]; কি হৈল [র ২৭৭০]; রাধার কি হৈল অন্তরে বেথা [গী-চ ; শ্রীখণ্ডের পুঁথি]; হলা (স-সা); হলো [নী]॥

২। একলে [র ২২৭৫]॥

৩। থাকএ [ঢা-বি ৫১৪ জ]; থাকসি [র ২৭৭০, ২৭৭৪ ; স-সা]; থাকয়ে বিরলে [র ২২৭৫]॥

৪। কাহার [নী ইত্যাদি] ; কাহারো [অর্থানুসারে গৃহীত পাঠ] ; না শুন [স-সা]॥

৫। সঘন ধ্যানে [ঢা-মি ২৮ খ]; শয়নে ধিয়ানে [ঢা-বি ৮৭৪ U]; গগনে [ঢা-বি ৫১৪ জ]; চাহ মেঘ পানে [স-সা]॥

৬। নয়ন-তারা [প-র-সা]; নয়নের তারা [নী]; নয়ান- [প-ক-ত]; নাচএ নয়ান-তারা [সা-কু ১২]; নাচান নয়ান-তারা [কী]॥

৭। বিরক্তি আচরে [ক-বি ২৯৭]; বিভূতি আভাসে পর রাঙ্গা বাসে [স-সা]॥

৮। পৈন্থে [ঢা-বি ৮৭৪ U]; পরে [নী ও অন্যত্র]॥

৯। যেঁমন যোগিনী পারা [ঢা-মি ২৮ খ]; মহাযোগিনীর পারা [ক-বি ২৯৭]; যেমত [গী-চ]॥

১০। আউলাইয়া [ঢা-বি ৮৭৪ U, ৫১৪ জ]; আলুঞা সে [র ২৭৭৯, ২৭৭৪ ; স-সা]; এলাইয়া [নী]॥

১১। ফুলের [র ২৭৭৪]; ফুল যে [স-সা ; ঢা-বি ৮৭৪ U ; গী-চ]; ফুলেতে [কী]॥

১২। খসায়ে [র-ম]; খসাইয়া [শ্রীখণ্ড]; দেখায় [ঢা-মি ২৮ খ ; প-র]; দেখহ আপন চুলি [স-সা]॥

১৩। হরিষ বদনে [ঢা-মি ২৮ খ ; ঢা-বি ৫১৪ জ]; সহাস বদনে [ক-বি ২৯১]। হসিত বদনে [স-সা ; কী ; গী-চ]॥

১৪। চন্দ্র-পানে [ক-বি ২৯১]; মেঘ-পানে [নী]; দেখে মেঘ-পানে [র ২৭৭০]; চাহে গগনে [কী]; চাহ মেঘপানে [স-সা]॥

১৫। কি মাগে [ঢা-মি ২৮ খ]; কি চাহ [স-সা]; কি চাহে [র ২৭৬৯, ২৭৭০, ২৭৭৪]; দু বাহু [প-র]; কি মাগয়ে [কী]॥

১৬। দিঠি [স-সা ; প-র-সা], দিঠী [প-র]; দিঠে [শ্রীখণ্ড]॥ সমগ্র ছত্র—'এক দিঠি করি মউরা মউরি কণ্ঠ কর নিরিখনে' [স-সা]॥

॥ ১ ॥ 'যেন যোগিনীর পারা'—তুলনীয়, কৃ-কী—

যোগিনী রূপেঁ মো দেশান্তর লইবোঁ। (বংশীখণ্ড, পৃঃ ৩১৮)

মাথা মুণ্ডিআঁ যোগিনী হআঁ বেড়ায়িবোঁ নানা দেশে। (রাধাবিরহ, পৃঃ ৩৫০)

॥ ২ ॥ 'চাহে চন্দ্র-পানে'—'সদাই ধেয়ানে চাহে মেঘ-পানে' [১]—এই প্রথম ছত্রে মেঘ-দর্শনের উল্লেখ থাকায়, পুনরুক্তি-দোষ বর্জ্জনের জন্য এখানে 'চন্দ্র-পানে' পাঠ গৃহীত হইল। মেঘ-পানে চাহিয়া ধ্যান-নিশ্চল নেত্র, এবং চন্দ্র-পানে চাহিয়া হসিত বদন—এই দুইটি চিত্রই কবির অভিপ্রেত বলিয়া মনে হয়।

অনুরূপ শ্লোক উজ্জ্বলনীলমণি গ্রন্থে আছে—

আহারে বিরতিঃ সমস্তবিষয়গ্রামে নিবৃত্তিঃ পরা
নাসাগ্রে নয়নং যদেতদপরং যচ্চৈকতানং মনঃ।
মৌনঞ্চেদমিদঞ্চ শূন্যমখিলং যদ্বিশ্বমাভাতি তে
তদ্‌ব্রূয়াঃ সখি যোগিনী কিমসি ভোঃ কিংবা বিয়োগিন্যসি॥

—ব্যভিচারি বিবৃতি প্রকরণ, শ্লোক ৬৭।

পদটী এই শ্লোকেরই আধারের উপর রচিত বলিয়া মনে হয়।

[৬]
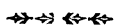
শ্রীরাধার পূর্ব্বরাগ॥ শ্রীরাধিকার প্রতি বড়ায়ির উক্তি॥ বালা ধানসী॥

এ ধনি[১] সুন্দরি, কহ কহ মোয়।
কাহে লাগি[২] তুয়া অঙ্গ অবশ হোয়॥ [১]
অধর কাঁপয়ে তুয়া[৩] ছল ছল আঁখি।
কাঁপিয়া উঠয়ে তনু কণ্টক দেখি[৪]॥ [২]

মৌন করিয়া তুমি কি ভাবিছ[৫] মনে।
[৬]এক দিঠি করি রহ কিসের কারণে ॥ [৩]
বড়ু চণ্ডীদাস কহে [৭]বুঝিলাম নিশ্চয়।
[৮]পশিল শ্রবণে বাঁশী অতএ সে হয় ॥ [৪]

নী ৪৮। এই পদটীর ভাষায় ব্রজবুলীর দুই একটি রূপ আসিয়া গিয়াছে (যথা—কাহে, তুয়া), এবং প্রথম পয়ারটীর ছন্দ ব্রজবুলীর। আমরা নী, র-ম, বৃন্দাবনদাসের রসনির্য্যাস (পদ-সংগ্রহের পুস্তক—শ্রীখণ্ডের পুঁথি) এবং গীতচন্দ্রোদয়ের ত্রিপুরায় রক্ষিত পুঁথি ভিন্ন অন্যত্র এই পদটী পাই নাই। র-নি ও গী-চ-র পাঠান্তর নিম্নে প্রদত্ত হইল।

১। সখি [গী-চ, র-নি] ॥

২। অঙ্গ তুয়া [গী-চ]; অঙ্গ অবশ তুয়া হোয় [র-নি] ॥

৩। তোর [গী চ] ॥

৪। কণ্টময় [গী-চ]; কণ্টক [র-নি ও অন্যত্র] ॥

৫। কিং ভাব [গী-চ]; কি ভাবহ [র-নি] ॥

৬। এক দিঠ করি চাহ [গী-চ]; এক দিঠি করি চাহ [র-নি] ॥

৭। বুঝিল নিচয় [গী-চ] ॥

৮। শ্রবণে পশিল বাঁশী অতএ সে হয় [গী-চ প্রাপ্ত]; পশিল শ্রবণে বাঁশী অতএ [র-নি]; 'অতএ' স্থলে 'অতত্ত্ব' [র-ম ; নী] ॥

র-ম ও নী-তে প্রাপ্ত শেষ ছত্রের 'অতত্ত্ব' শব্দ :—কৃ-কী-তে 'আতত' বলিয়া একটি একবার-মাত্র-ব্যবহৃত শব্দ পাওয়া গিয়াছে—'তোহ্মার বচন রাধা সবই আতত' (পৃষ্ঠা ৬৬)—'অতত্ত্ব' এই 'আতত' শব্দের মার্জ্জিত রূপ হইতে পারে। কৃ-কী-র 'আতত' শব্দের অর্থ করা হইয়াছে 'কল্পিত, উদ্ভাবিত।' 'অদ্ভুত' অর্থে শব্দটি গ্রহণ করা যাইতে পারে, এবং এই অর্থে ইহা সংস্কৃত 'অতথ্য' শব্দের অর্দ্ধ-তৎসম বা বিকৃত রূপ হওয়াও সম্ভব। কিন্তু এই পদে 'অতএ' (=সংস্কৃত 'অতএব') পাঠই সমীচীনতর। শ্রীরাধার যে অবস্থার কথা সখী জিজ্ঞাসা করিতেছেন, কবি বলিতেছেন *যে, তাঁহার শ্রবণে বাঁশীর ধ্বনি পঁহুছিয়াছে, অতএব এই দশা ঘটিয়াছে।*

[৭]

শ্রীরাধার পূর্ব্বরাগ ॥ রাধিকার উক্তি, সখীর প্রতি ॥ কামোদ

[১]সই, কে বা শুনাইল শ্যাম নাম।
কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিল[২] গো,
আকুল করিল মোর প্রাণ ॥ [ধ্রু]

[৩]না জানিয়ে কত মধু শ্যাম নামে আছে গো,
বদন ছাড়িতে নাহি পারে।
জপিতে জপিতে নাম অবশ করিল গো,
[৪]কেমনে বা পাসরিব তারে ॥ [১]

নাম-পরতাপে[৫] যার ঐছন করিল গো,
[৬]অঙ্গের পরশে কি বা হয়।
যেখানে বসতি তার নয়নে দেখিলে[৭] গো,
যুবতী-ধরম কৈছে রয় ॥ [২]

পাসরিতে চাহি[৮] মনে, পাসরা না যায় গো,
কি করিব [৯]কি হবে উপায়।
কহে দ্বিজ চণ্ডীদাসে কুলবতী[১০] কুল নাশে,
আপনার যৌবন যাচায় ॥ [৩]

নী ৫৪ ॥

১। সজনী কেন বা [প-র-সা ; কী ; পদসুধানিধি] ॥

২। হানিল [প-র-সা] ; হানি গেল [প-র] ॥

৩। গৃহীত পাঠ [প-র-সা] ; না জানি কতেক মধু [নী] ॥

৪। কেমনে পাইব সই তারে [নী ; গী-চ] ; কেমনে পাসরিব [কী] ; কেমনে বা পাসরিব তারে [পদসুধানিধি ; প-র-সা] ॥

৫। প্রতাপে [প-র-সা] ॥

৬। তনুর [প-র ; কী] ; তনু-রূপ-রসে কিবা হয় [পদসুধানিধি] ॥

৭। দেখিয়া [নী ; গী-চ] ; দেখিলে [প-র] ॥

৮। করি [কী ; র-ম] ॥

৯। কহ রে [প-র-সা] ॥

১০। কুলবতীর [প-র-সা] ॥

এই জনপ্রিয় পদটী প্রায় সমস্ত পুঁথিতে 'দ্বিজ চণ্ডীদাস' ভণিতায় পাওয়া যায়—অন্য নামে পাওয়া যায় না। আমাদের অনুমান হয়, ভাবে ও ভাষায় এই পদ বড়ু চণ্ডীদাসের রচিত নহে। এই জন্য এই পদটী 'নামাঙ্কিত'-শ্রেণীতেই রক্ষিত হইল।

[৮]

শ্রীরাধার পূর্ব্বরাগ ॥ শ্রীরাধার উক্তি ॥ ধানশী ॥

এখন তখন নাই নাম ধরি গান গাই
বাঁশী কেনে ডাকে থাকি থাকি।
সেই হৈতে মোর মন নাহি হয় সম্বরণ
নিরন্তর ঝুরে দুটী আঁখি ॥ [১]
একলা মন্দিরে থাকি কভু তারে নাহি দেখি
সেহ কভু না দেখে আমারে।
আমি কুলবতী রামা সে কেমনে জানে আমা
কোন্ ধনী কহি দিল তারে ॥ [২]
না দেখিয়া ছিনু ভাল দেখিয়া অকাজ হ'ল
না দেখিলে প্রাণ কেন কাঁদে।
চণ্ডীদাস কহে ধনী কানু সে পরশ-মণি
ঠেকে গেলা মোহনিয়া ফাঁদে ॥ [৩]

নী ৩৫৬। পদটী র-ম ও নী-তে এবং সা-ক্ ১২ পুঁথিতে পাওয়া গিয়াছে—পাঠান্তর নাই, কেবল প্রথম ত্রিপদটীর প্রথমার্দ্ধ র-ম ও নী-তে পাওয়া যায় না। র-ম ও নী পদটীকে আক্ষেপানুরাগের মধ্যে ধরিয়াছিলেন, কিন্তু এটী স্পষ্টতঃ পূর্ব্বরাগের পদ বলিয়া আমরা এটীকে পূর্ব্বরাগের পর্য্যায়েই ধরিলাম।

[৯]

শ্রীরাধার পূর্ব্বরাগ ॥ রাধিকার প্রতি সখীর উক্তি ॥ সুহই ॥

না যাইও যমুনার জলে তরুয়া কদম্ব-মূলে
চিকণ কালা করিয়াছে থানা।
নব-জলধর-রূপ মুনির মন মোহে গো
তেঁই[১] জলে যেতে করি মানা ॥ [১]
ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিমা ভাতি রহিয়া মদন জিতি
চাঁদ জিতি মলয়জ ভালে।
ভুবন-বিজয়ী মালা মেঘে সৌদামিনী-কলা
শোভা করে শ্যামচাঁদের গলে ॥ [২]

[2]নয়ান কটাক্ষ ছাঁদে হিয়ার ভিতর হানে
আর তাহে মুরলীর তান।
শুনিয়া মুরলীর গান ধৈরজ না ধরে প্রাণ
নিরখিলে হারাবি পরাণ ॥ [৩]
কানড়া কুসুম জিনি শ্যামের[3] বদন খানি
হেরিবে নয়ানের কোণে যে।
দ্বিজ চণ্ডীদাস ভণে চাহিয়া গোবিন্দ পানে
পরাণে বাঁচিবে সখি কে ॥ [৪]

এই পদটী প্রায় একই পাঠে মাত্র র-ম ও নী-তে আমরা পাইয়াছি [নী ৬৪]
১। তেঞি [র-ম] ॥
২। 'নয়ান-কটাক্ষ-বাণে হিয়ার ভিতর হানে'
অথবা 'নয়ান-কটাক্ষ ছাঁদে হিয়ার ভিতর কাঁদে'—
এইরূপ পাঠে অর্থ সঙ্গততর হয়, অন্ত্যানুপ্রাসও বজায় থাকে ॥
৩। শ্যামচাঁদের [র ম] ॥

[১০]

শ্রীরাধার পূর্ব্বরাগ ॥ শ্রীরাধার উক্তি, সখী-সম্বোধনে ॥ কামোদ।

সজনি, কি হেরিনু যমুনার কূলে[1]।
ব্রজকুল-নন্দন হরিল আমার মন
ত্রিভঙ্গ দাঁড়াঞা তরুমূলে ॥ [ধ্রু]
গোকুল নগর[2] মাঝে [3]আর যত নারী আছে
তাহে কেন না পড়িল বাধা।
নিরমল কুলখানি যতনে রেখেছি আমি
বাঁশী কেন বলে রাধা রাধা ॥ [১]
মল্লিকা চম্পক-দামে চূড়ার টালনি[4] বামে
তাহে শোভে ময়ূরের পাখে।
আশে-পাশে [5]চলে ধাইয়া সুন্দর সৌরভ পাইয়া[5]
অলি উড়ে পড়ে লাখে লাখে ॥ [২]

সে শিরে[৭] চূড়ার ঠাম কেবল যেমন[৮] কাম
নানা ছাঁদে বাঁধে পাকমোড়া।
[৯]সে শিরে বেনানি জালে নব গুঞ্জামণিমালে
চঞ্চল চাঁদ [১০]উপরে জোড়া ॥ [৩]
পায়ের উপর থুয়ে পা [১১]কদম্বে হেলায়ে গা
গলে দোলে[১২] মালতীর মালা।
দ্বিজ[১৩] চণ্ডীদাস কয় না হইল পরিচয়
রসের সাগর বড় কালা ॥ [৪]

নী ৫৭ ॥

১। তীরে [সা-কু ৪] ॥
২। নারী [নী] ॥
৩। আর যে রমণী আছে [নী] ; গৃহীত পাঠ [র-ম] ॥
৪। চালনী [র-ম] ॥
৫। ধেয়ে ধেয়ে [র-ম] ; চলে ধেয়ে [নী] ; ধৃত পাঠ [সা-কু ৪] ॥
৬। নিয়ে [নী], পেয়ে [র-ম], সুন্দরী সৌরভ পাইয়া [সা-কু ৪] ॥
৭। গৃহীত পাঠ [নী] ; কি রে [র-ম] ॥
৮। জৈছন [নী], যেমন [র-ম] ॥
৯। শির বেড়ল বৈনান জালে [র-ম] ॥
১০। পরে পারা [নী] ; গৃহীত পাঠ [র ম] ; চাঁদ উপরে পারা [সা-কু ৪] ॥
১১। কদম্ব হেলন [নী] ; গৃহীত পাঠ [র-ম] ॥
১২। শোভে [র-ম] ॥
১৩। দ্বিজ [নী ; সা-কু ৪] ; বড়ু [র-ম] ॥

[১১]
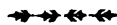
শ্রীরাধার পূর্ব্বরাগ ॥ শ্রীরাধার উক্তি, সখী-সম্বোধনে ॥

কি রূপ দেখিনু সই কদম্বের তলে ।
ঘরে যাইতে নাহি মন পরাণ কেমন করে ॥ [১]
নয়ানে লাগিল রূপ কি আর বলিব।
নিতি নব অনুরাগে পরাণ হারাব ॥ [২]

নিবারিতে নারি চিতে শয়নে স্বপনে।
আকুল করিল মোরে কালার বরণে॥ [৩]
অধরে মধুর হাসি চমকে চপলা।
ইথে কি পরাণ জীয়ে কামিনী অবলা॥ [৪]
বড়ু চণ্ডীদাসে কহে না ভাবিহ আন।
কালা সে তোমার তুমি কালার পরাণ॥ [৫]

পদটী পদরত্নাকরে আছে। এতদ্ভিন্ন প-ক-ত-র ১৯৬ সংখ্যক ভণিতাহীন পদের দুই একটী পংক্তি এই পদের সহিত মিলে; প-ক-ত-র পদটী এইরূপ—

কি রূপ দেখিলুঁ সই কদম্বের তলে।
লখিতে নারিলুঁ রূপ নয়নের জলে॥
কি বুদ্ধি করিব সই কি বুদ্ধি করিব।
নিতি নব অনুরাগে পরাণ হারাব॥
কিবা নিশি কিবা দিশি কালা পড়ে মনে।
দেখিলে এমন হবে জানিব কেমন॥
গৃহকাজে নাহি মন কর নাহি সরে।
শ্যাম নাম শুনিতে পুলকে অঙ্গ ভরে॥
তাহে সে মোহন বাঁশী রাধা রাধা বাজে।
পরাণ কেমন করে মৈলুঁ লোকলাজে॥

প-র-সা-তেও উপর্য্যুক্তরূপে পদটী পাওয়া যায়।
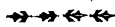
[১২]

শ্রীরাধার পূর্ব্বরাগ॥ শ্রীরাধার উক্তি, সখী-সম্বোধনে॥ কামোদ॥

সুধা ছানিয়া কেবা (ও) সুধা ঢালিয়াছে রে[১]
তেমতি [২]শ্যামের চিকণ দেহা।
অঞ্জন গঞ্জিয়া[৩] কেবা খঞ্জন বসাইল[৪] রে
চাঁদ নিঙ্গাড়ি[৫] কৈল থেহা॥ [১]
[৬]থেহা নিঙ্গাড়িয়া কেবা মুখানি[৭] বনাইল রে
[৮]জবা নিঙ্গাড়িয়া কৈল গণ্ড।
বিম্ব-ফল জিনি[৯] কেবা [১০]ওষ্ঠ গড়ল রে
[১১]ভুজ জিনিয়া করি-শুণ্ড॥ [২]

[12]কম্বু জিনিয়া কেবা কণ্ঠ বনাইল রে
[13]কোকিল জিনিয়া সুস্বর।
আরদ্র মাখিয়া[14] কেবা সারদ্র বনাইল রে
ঐছন দেখি পীতাম্বর ॥ [৩]
বিস্তারি পাষাণে কেবা রতন বসাইল[15] রে
[16]এমতি লাগয়ে বুকের শোভা।
[17]কানড় কুসুম কেবা সুষম করিল রে
এমতি তনুর দেখি আভা ॥ [৪]
আদলি[18] উপরে কেবা কদলী রোপিল রে
ঐছন দেখি উরুযুগ।
অঙ্গুলি উপরে কেবা দর্পণ বসাইল রে
চণ্ডীদাস দেখে যুগ যুগ ॥ [৫]

নী ৬২ ॥

১। ঢেলেছে গো [র-ম ; নী] ; জুদা ঢালিয়াছে [দৌ ; ঢা-বি ৫১৪ জ] ; গৃহীত পাঠ [ঢা-মি ২৮ খ ; র ২৭৭০, ২৭৭৪] ; ও মুখ ঢালিয়াছে [স-সা] ॥

২। শ্যাম-চিকনিয়া দেহা [ঢা-মি ২৮ খ] ; হেন শ্যাম চিকনিয়া দেহা [স-সা] ॥

৩। জিনিয়া [সা-কু ৪] ॥

৪। আনিল রে [র-ম ; নী] ; আনিল গো [স-সা] ; বসাইল [ঢা-মি ২৮ খ] ; বসাইয়াছে [দৌ ; ঢা-মি ৫১৪ জ] ॥

৫। নিগোরি [সা-কু ৩] ; জিনিয়া কৈল স্থেহা [ঢা-মি ২৮ খ] ॥

৬। স্থেহা জিনিয়া [ঢা-মি ২৮ খ] ॥

৭। মুখ [র-ম ; ঢা-মি ২৮ খ ; র ২৭৭০ ; ঢা-মি ৫১৪ জ] ॥

৮। জবা ছানিয়া গঠিল অধর [র ২৭৭০ ; ঢা-মি ২৮খ ; ঢা-বি ৫১৪জ ; দৌ] ; জবাদি ছানিয়া কৈল গণ্ড [স-সা] ॥

৯। অর্ক জিনিয়া [ঢা-বি ৫১৪ জ] ; অঙ্গুলি জিনিয়া [ঢা-মি ২৮ খ] ; বিম্ব হিঙ্গুল দলি [স-সা] ॥

১০। কেবা কণ্ঠ বনাইল [ঢা-মি ২৮ খ ; ঢা-বি ৫১৪ জ] ; শ্রুতি শ্রীতি ওষ্ঠ পদ পানি [স-সা] ॥

১১। কোকিল জিনিয়া কৈল স্বর [ঢা-মি ২৮ খ ; ঢা-বি ৫১৪ জ] ; পিক জিনি মধুস্বর কণ্ঠ [স-সা] ॥

১২। করিবর নিন্দি কেবা বাহু বনাইল রে [ঢা-মি ২৮ খ ; ঢা-বি ৫১৪ জ] ; অর্গল জিনিয়া [স-সা ; সা-কু ৪ ; দৌ ; র ২৭৭০, ২৭৭৪] ॥

১৩। কমল জিনিয়া পদ্মকর [ঢা-মি ২৮ খ ; ঢা-বি ৫১৪ জ] ; ঐছন দেখি ভুরু ধনু [স-সা]॥

১৪। মন্থিয়া [দৌ]॥

১৫। বসায়েছে [র ২৭৭৪]॥

১৬। এমতি নাগরের বক্ষ শোভা [ঢা-মি ২৮ খ ; ঢা-বি ৫১৪ জ]॥

১৭। গৃহীত পাঠ [ঢা-বি ৫১৪ জ] ; দাম কুসুমে কেবা সুষমা করেছে [র-ম ; নী]॥

১৮। আদড়ি [র ২৭৭০], আদলি [র ২৭৭৪] ; ফেনী উড়াইয়া কেবা [সা-কু ৪]॥ —তুলনীয়, লোচনদাসের শ্রীগৌরাঙ্গ-বিষয়ক পদ, প-ক-ত, ২১২৯—

অখণ্ড পীযূষধারা কেবা আউটিল গো সোণার বরণে হৈল চিনি।
সে চিনি মারিয়া কেবা ফেনি তুলিল গো হেন বাসি গোরা-অঙ্গখানি॥

শ্রীযুক্ত সত্যকিঙ্কর সাহানার পুঁথিতে 'আরদ্র মাখিয়া কেবা……' হইতে 'ঐছন দেখি উরু যুগ' পর্য্যন্ত অংশ নাই ; এই পুঁথির পাঠে ভণিতা এইরূপ—'অঙ্গুলিরুপরে কিবা দপ্পন বসিঞাছে গো চণ্ডিদাস দেখি জুগ জনু॥'

তৃতীয় ত্রিপদীতে—'আরদ্র' অর্থে 'হরিদ্রা' ; 'সারদ্র'=হরিদ্রা-যুক্ত, পীতবর্ণ। পঞ্চম ত্রিপদীতে—'আদলি উপরে কদলী রোপিল রে, ঐছন দেখি উরুযুগ' : 'আদলি' অর্থে কলসের নিম্নার্দ্ধভাগ ; শব্দটী সংস্কৃতের 'অর্দ্ধ-ল' শব্দজাত ; তুলনীয়—'আধেলা' বা 'আধলা (পয়সা)'; 'আধুলি' (অর্দ্ধ-রূপ্যক) ; 'আধলা ইট' ইত্যাদি ; বিশেষ অর্থে 'স্থালীর অর্দ্ধভাগ'। বর্ত্তমান কালের ফুলের টবের মত এই প্রকারের মৃৎকলসার্দ্ধে পূর্ব্বে লতা বা ক্ষুপ জাতীয় বৃক্ষ রোপিত হইত ; আদলি বা আধলির উপরে রোপিত কদলীর সঙ্গে নিতম্বের সহিত সংযুক্ত উরুদেশ তুলিত হইতেছে ; কদলী বৃক্ষ সাধারণতঃ এইরূপ পাত্রে রোপিত হয় না, তাই কবি বিস্ময় প্রকাশ করিতেছেন। অধঃশীর্ষ কদলীবৃক্ষের সহিত উরুদেশের তুলনা প্রসিদ্ধ ; যথা—'উলট কদলী উরু গুরুআ নিতম্ব। জ্ঞানদাসের পহুঁ জীয়ে ঐ অবলম্ব॥' এবং কৃ-কী-তে—'উরু শোভে বিপরীত রাম-কদলী' (পৃঃ ৪৮)।

ভাবে ও ভাষায় লোচনদাসের গৌরাঙ্গ-রূপ-বর্ণনাত্মক একটী বিখ্যাত পদের সহিত এই পদটীর বিশেষ সাদৃশ্য আছে (প-ক-ত, পদসংখ্যা ২১২৯ ; অংশতঃ উপরে উদ্ধৃত)। তবে লোচনের শ্রীগৌরাঙ্গবিষয়ক পদটী পূর্ণতর এবং কাব্যাংশে ও ভাবের দিক্ হইতে অনেক উৎকৃষ্ট।

[১৩]

শ্রীরাধার পূর্ব্বরাগ॥ শ্রীরাধার প্রতি সখীর উক্তি॥ ধানশী বা শ্রী॥

রাই মুখে শুনলহি[১] ঐছন বোল।
সখিগণ কহে ধনি নহ উতরোল॥ [১]

তুয়া মুখ দরশন পাওল[২] সেহ।
[৩]কৈছে আছয়ে কভু না বুঝল এহ॥ [২]
তুহুঁ কাহে এত উৎকণ্ঠিত ভেল।
তোহে হেরি সো আকুল ভই গেল॥ [৩]
ঐছে বিচার করত[৪] যাঁহা রাই।
তুরিতহিঁ[৫] এক সখী মিলল[৬] তাই॥ [৪]
এ ধনি পদুমিনী কর অবধান।
তোহারি নিয়ড়ে মুঝে ভেজল কান॥ [৫]
চণ্ডীদাস কহে বিধুমুখী রাই।
অতিশয় ব্যাকুল ভেল কানাই॥ [৬]

নী ২৩৯ ও প-ক-ত ১২৬। প-ক-ত-র পাঠ মুখ্যতঃ অনুসৃত হইয়াছে॥

১। শুনল [র-ম; নী]॥
২। পায়ল [র-ম]॥
৩। গৃহীত পাঠ [প-ক-ত]; কৈছে আছল কছু সমুঝল এহ [র-ম; নী]॥
৪। কহত [নী]॥
৫। তুরতহি [র-ম; নী]॥
৬। মীলল [প-ক-ত—ছন্দের অনুরোধে সম্পাদকের কৃত পরিবর্ত্তন]॥
ষষ্ঠ বা শেষ পয়ারটী (ভণিতার পয়ার) প-ক-ত-তে নাই॥

[১৪]

দৌত্য॥ শ্রীরাধার প্রতি দূতীর উক্তি॥ তিরোতা ধানশী

সে যে নাগর গুণের ধাম[১]।
[২]জপয়ে তোহারি নাম॥ [১]
শুনিতে তোহারি বাত।
পুলকে ভরয়ে গাত॥ [২]
অবনত করি শির।
লোচনে ঝরয়ে[৩] নীর॥ [৩]
যদি বা[৪] পুছিয়ে[৫] বাণী।
উলট করয়ে পানি॥ [৪]

কহিয়ে তাহারি রীতে[৬]।
আন না বুঝিয়ে[৭] চিতে॥ [৫]
ধৈরজ নাহিক তায়।
বড়ু চণ্ডীদাসে গায়॥ [৬]

নী ৬৮॥

১। গুণধাম [নী]; গুণের ধাম [প-ক-ত]॥ গী-চ-তে 'সে যে' শব্দ-দ্বয় নাই॥

২। জপই সদাই তোহারি নাম [প-র-সা]; জপয়ে সদাই তোহারি নাম [প-র]॥

৩। নয়নে ঝুরয়ে [প-র-সা ; প-র]॥

৪। যদি য়ে [প-র-সা]॥

৫। পুছয়ে [নী]; পুছিয়ে [প-মে]॥

৬। এ ধনি তোহারে কহয়ে নিতে [প-র-সা]; এ ধনি কেবল তোহারি নিতে [প-র]; কহিয়ে তাহারি [প-ক-ত ; গী-চ]; তোহারি [নী]॥

৭। বুঝিবি [নী]; বুঝিয়ে [প-ক-ত]; আন না বুঝবি [গী-চ]; আন বুঝিবি চিতে [প-মে]॥

॥ ৪ ॥ 'যদি বা' ইত্যাদি—যদি কোন কথা জিজ্ঞাসা করা যায়, (মুখে কিছু না বলিয়া) হাত উল্টাইয়া তাহার উত্তর দেয় (বুঝাইতে চাহে, এ দুঃখের কথা বলিয়া কোন লাভ নাই)॥

॥ ৫ ॥ তাহার রীতি কহিতেছি—চিত্তে অন্য কিছু বুঝিতে পারি না (অর্থাৎ সে যে তোমার প্রতি অনুরক্ত, তাহার অবস্থা দেখিয়া ইহা ভিন্ন অন্য কিছু মনে হয় না)॥

[১৫]

দৌত্য॥ শ্রীরাধার প্রতি দূতীর উক্তি॥ শ্রী॥

এ ধনি এ ধনি বচন শুন।
নিদান দেখিয়া আইনু[১] পুনঃ॥ [১]
দেখিতে দেখিতে বাঢ়য়ে[২] ব্যাধি।
যত তত করি নহিয়ে[৩] শুধী॥ [২]
না বাঁধে চিকুর না পরে চীর।
না খায়[৪] আহার না পীয়ে নীর॥ [৩]
সোঙরি সোঙরি তোহারি নাম।
সোণার বরণ হইল শ্যাম॥ [৪]
না চিনে[৫] মানুষ নিমিখ নাই।
কাঠের পুতলী রহিছে[৬] চাই॥ [৫]

তুলাখানি[৭] দিলে[৮] নাসিকা মাঝে।
তবে সে বুঝিনু[৯] শোয়াস আছে ॥ [৬]
আছয়ে শ্বাস না রহে[১০] জীব।
বিলম্ব না কর[১১] আমার দিব ॥ [৭]
চণ্ডীদাস কহে বিরহ বাধা।
[১২]কানুক ঔষধ কেবল রাধা ॥ [৮]

নী ৬৯ ॥

১। আইল [প-মে]; আইলুঁ [প-ক-ত] ॥

২। বাঢ়য়ে [গী-চ]; বাড়ল [নী] ॥

৩। না হয়ে [প-ক-ত] ॥

৪। করে [প-র] ॥

৫। চিহ্নে [প-ক-ত] ॥

৬। রহিয়া চাই [গী-চ]; রই আছে [প-ক-ত] ॥

৭। টুকী [প-র] ॥

৮। দিলুঁ [প-ক-ত] ॥

৯। জানিলুঁ [প-র]; বুঝিলুঁ [প-ক-ত ; গী-চ] ॥

১০। বহে [নী]; অন্যত্র 'রহে' ॥

১১। না সহে [প-ক-ত] ; বিলম্ব কর যদি [প-র] ॥

১২। কেবল মরমে ঔখদ রাধা [নী]; গৃহীত পাঠ [প-র]; কেবল মরমে ঔষধ রাধা [গী-চ] ॥

গী-চ-তে 'না বাঁধে চিকুর……নীর' এই দুইটী পংক্তির পরিবর্তে, 'হুতল ভূতল সোঙরি রাধা। একই বচন না শুনি রাধা ॥'—এই দুইটী পংক্তি আছে। এতদ্ভিন্ন গী-চ-র পাঠে পংক্তিগুলি একটু উলট-পালট অবস্থায় আছে ॥

[১৬]

শ্রীরাধার ক্ষমাপন ॥ অভিসারাসক্তা শ্রীরাধার উক্তি, দূতীর প্রতি ॥ পঠমঞ্জরী

কহিও বঁধুরে নতি কহিও বঁধুরে।
গমন-বিরোধ হৈল পাপ শশধরে ॥ [১]
গুরুজন সম্ভাষিতে কৈল যত ভাতি।
নিজ পতি সম্ভাষিতে গেল আধ রাতি ॥ [২]

[1]যদি চাঁদ ক্ষমা করে রাতি আজিকার।
[2]তবে ত পাইব আমি বঁধুরে আমার॥] [৩]
অমাবস্যা প্রতিপদে চাঁদের মরণ।
সে দিনে বঁধুর সনে হইবে মিলন॥ [৪]
চণ্ডীদাস বলে তুমি না ভাবিহ চিতে।
সহজ এ কথা বটে, কেন পাও ভীতে॥ [৫]

নী ৮৮॥

১। যদি চাঁদ ক্ষমা করে আজুকার রাতি [নী]; যদি চাঁদ ক্ষমা করে নিশি আজিকার [সা-কু ১২]॥

২। তবে ত পাইব আমি বঁধুর সংহতি [নী]; গৃহীত পাঠ [সা-কু ১২]॥

॥ ১ ॥ 'গমন বিরোধ হৈল পাপ শশধরে',—তুলনীয়, ভবানন্দকৃত হরিবংশ—

গমনে বিরোধ মোরে কৈল শশধরে। (পৃঃ ১০৮)

॥ ২ ॥ 'নিজপতি সম্ভাষিতে গেল আধ রাতী' :—তুলনীয়—

কৃ-কী— প্রথম পহরে গোআল গেলা নিন্দ।……
দুঅজ পহরে নিন্দে আকুল আইহন। (পৃঃ ৩০৮, ৩০৯)

বিদ্যাপতি :— কর জোড়ি পইয়ঁা পড়ি কহবি বিনতী।
বিসরি ন হলবি এ পুরুব পিরিতী॥
প্রথম পহর রাতি রভসে বহলা।
দোসর পহর পরিজন নিন্দ গেলা॥
নিন্দ নিঝপইতে ভেল অধরাতী।
তাবত উগল চন্দা পরম কুজাতি॥

উজ্জ্বলনীলমণি গ্রন্থে—পত্যুর্বঞ্চনপাটবাদ্ ব্রজপতে! জ্যোৎস্নীনিশার্দ্ধং যযৌ॥

(শ্রীকৃষ্ণের নির্হেতুমান, মানপ্রকরণ, ৪৩এর শ্লোকাংশ)।

বিষ্ণুপুর পাটরানিবাসী শ্রীযুক্ত প্রহ্লাদচন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের বাটীতে রক্ষিত একখানি পুঁথিতে নিম্নলিখিত পদটী পাওয়া যায়—

কহিয় কানুরে সখী কোপ জানি করে।
গমন-বিরোধ করিল শশধরে॥
গৃহপতি সম্ভাষিতে গেল আধ নিশি।
হেনই সময়ে বেকত ভেল শশী॥
খিরদের পতি চান্দা গগনে নিবাস।
স্ত্রীবধ লাগে তোরে না কর প্রকাশ॥

অঙ্কুশে না পাহুঁ চান্দা উভ করি বাহু।
কোন্ ছার গুণে তোরে উগারিল রাহু॥
ভণহি বিদ্যাপতি শুন বর নারী।
ধৈরজ ধর চিতে মিলব মুরারি॥

এই পদটীর সহিত আমাদের ১৬ সংখ্যক পদের আংশিক মিল দেখা যাইতেছে। ভণিতার পয়ারটী অন্য কোনও পদ হইতে গৃহীত কি না, বলা যায় না। মূলে পদটী বাঙ্গালী বিদ্যাপতির (কবিরঞ্জনের) হইতে পারে।

[১৭]

শ্রীরাধার ক্ষমাপন॥ শ্রীরাধার উক্তি, দূতীর প্রতি॥ ধানশী॥

কহিও তাহার ঠাঁই[১] [২]যেতে অবসর নাই
অফুরাণ হ'ল গৃহ-কাজে[৩]।
শ্বশুড়ী সদাই ডাকে ননদী প্রহরী[৪] থাকে
তাহার অধিক দ্বিজরাজে॥ [১]
সজনি[৫] কোপ[৬] করেন তুরন্ত।
গৃহকর্ম্ম[৭] করি ছলে বিপিনে যাইবার বেলে
আকাশে প্রকাশ ভেল চন্দ্র[৮]॥ [ধ্রু]
ও[৯] কুলে বিচ্ছেদ ভয়[১০] এ কুলে নহিলে নয়
সুসারিতে নিশি গেল আধা।
আসিয়া মদন-সখা হেন বেলে দিল দেখা
কহ দূতি কি করিবে রাধা॥ [২]
লোহার পিঞ্জরে[১১] থাকি বেরাইতে চাহে পাখী
তার হৈল আকুল পরাণ।
দ্বিজ চণ্ডীদাসে কয় আর কি বিরহ সয়
তুরিতে মিলব বর কান॥ [৩]

নী ৮৯॥

পদটী কেবল নী-তে পাওয়া গিয়াছে, নী-র মূল পুঁথি দৃষ্টে নী-র মুদ্রিত পাঠ ঈষৎ পরিবর্ত্তিত করা হইল।

১। ঠাই [নী]; ঠাঞী [নী-পু]॥

২। ভেতে অপসর [নী-পু]।

৩। গ্রহকাজে [নী-পু] ॥

৪। পহরি [নী-পু] ॥

৫। সজনি [নী-পু] ॥

৬। ক্রোপ [নী-পু] ॥ এই ছত্রটীর পাঠ এইরূপ হইলেই ভাল হয়—'সজনি, কোপ না কর দুরন্ত।'

৭। গ্রহ কর্ম্ম [ঐ] ॥

৮। 'দুরন্ত'-র সহিত মিলের জন্য 'চন্দ' পাঠই সমীচীনতর হইবে ॥

৯। য়ো [নী-পু], যে [নী] ॥

১০। বিচ্ছেদের ভয় [নী-পু] ॥

১১। পঞ্জরে [নী-পু] ॥

---

[১৮]

সঙ্কেতকুঞ্জে মিলন ॥ শ্রীরাধার উক্তি, সখী-সম্বোধনে ॥ মল্লার ॥

এ ঘোর রজনী[১] [২]মেঘের ঘটা
কেমনে আইল[৩] বাটে।
আঙ্গিনার মাঝে[৪] বঁধুয়া তিতিছে[৫]
দেখিয়া পরাণ ফাটে ॥ [১]
সই, কি আর বলিব তোরে।
কোন্[৬] পুণ্য ফলে সেহেন বঁধুয়া[৭]
আসিয়া মিলিল মোরে[৮] ॥ [ধ্রু]
নহি স্বতন্তর[৯] গুরুজনা ডর[১০]
বিলম্বে বাহির হৈনু।
আহা[১১] মরি মরি সঙ্কেত করিয়া
কত না[১২] যাতনা দিনু ॥ [২]
বঁধুর পিরীতি আরতি দেখিয়া[১৩]
মোর মনে[১৪] হেন[১৫] করে।
কলঙ্কের ডালি[১৬] মাথায় করিয়া
আনল[১৭] ভেজাই ঘরে ॥ [৩]

আপনার দুখ সুখ করি মানে,
আমার দুখেতে দুখী।
চণ্ডীদাস কহে[18] কানুর[19] পিরীতি
শুনিয়া[20] জগত সুখী ॥ [৪]

নী ১৯১ ॥

১। যামিনী [প-সং ; ক-বি ২৯৭] ; বাদর [র ২৭৬৯ ; ক-বি ২৯১] ॥

২। মেঘঘটা বঁধু [নী] ; মেঘের ঘটা [প-ক-ত ; র ২২৭২, ২২৭৪, ২২৭৫, ২২৭৯ ; প-সং ; ক-বি ২৯১, ২৯৭] ; ছটা পিয়া [প-র-সা] ॥

৩। আইলে [র ২২৭২ ; ক-বি ২৯৭] ; কেমনে আনিলি [র ২২৭৫]॥

৪। কোণে [নী] ; মাঝে [প-র-সা] ॥

৫। ভিজিছে [প-র-সা] ॥

৬। অনেক [নী] ; কোন [র ২২৭২] ; বহু [র ২২৭৫] ॥

৭। কালিয়া [ক-বি ২৯১] ॥

৮। আনি মিলাওল মোরে [ক-বি ২৯১ ; র ২৭৬৯, ২২৭৪] ; আনি মিলাওলি মোরে [র ২২৭৫] ; বিধি মিলাওল মোরে [ক-বি ২৯৭] ॥

৯। ঘরে গুরুজন [প-ক-ত] ; গুরু জনার ঘর [ক-বি ২৯৭] ; নহি স্বতন্তরা [র ২২৭৫] ॥

১০। ননদী দারুণ [প-ক-ত] ; নহে স্বতন্তর [ক-বি ২৯৭] ; গুরু জনে ডর [র ২২৭২] ; গুরুজনা বেড়া [র ২২৭৫] ॥

১১। অহো [প-সং] ; হা হা [প-র] ॥

১২। কতেক [র ২২৭৫ ; ক-বি ২৯১, ২৯৭] ; এতক [প-সং] ; এতেক যন্ত্রণা [র ২২৭২] ॥

১৩। আদর দেখিতে [নী] ; গৃহীত পাঠ [র ২২৭৪] ; যে দেখি আরতি [র ২২৭৫] ; আরতি দেখিতে [সা-কু ১২] ॥

১৪। মন যেন [র ২২৭৫] ; প্রাণ মোর যেন [র ২২৭২] ॥

১৫। যে বা [র ২২৬৯] ॥

১৬। ডালা [প-র-সা] ॥

১৭। আগুনী [সা-কু ১২] ॥

১৮। কয় [প-র] ॥

১৯। বন্ধুর [প-ক-ত] ॥

২০। শুনিতে [নী] ; শুনিয়া [প-ক-ত] ॥

এই পদটী নী সংস্করণে 'সম্ভোগ-স্মৃতি' পর্য্যায়ে মুদ্রিত হইয়াছিল ও প-ক-ত-তে 'রসোদ্গার'-এর মধ্যে 'দিনান্তরস্থ বার্ত্তা' বলিয়া গৃহীত হইয়াছে। কিন্তু পদের বিষয় বর্ত্তমান ও প্রত্যক্ষ।

শ্রীরাধা সঙ্গের সখীকে (বা বড়ায়িকে) তখনকার তখনি এই কথাগুলি বলিতেছেন,—জ্যোৎস্না রজনীতে অভিসারে যাইতে পারেন নাই [পূর্ব্বে দ্রষ্টব্য, পদ ১৬ ও ১৭], অদ্য রজনী অন্ধকার বলিয়া সঙ্কেতে সম্মতি দিয়াছিলেন, এরূপ দুর্য্যোগের আশঙ্কা করেন নাই। শ্রীরাধা কুঞ্জে আসিয়া দেখিলেন, শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার পূর্ব্বেই কুঞ্জে আসিয়া আঙ্গিনার মাঝে দাঁড়াইয়া শ্রীরাধার আগমন-পথ প্রতি চাহিয়া আছেন, বারিধারায় সর্ব্বাঙ্গ ভিজিয়া যাইতেছে, সে দিকে দৃষ্টি নাই। এই অবস্থায় শ্রীরাধা সখীকে বলিতেছেন—'এ ঘোর রজনী' ইত্যাদি। তিনি নিজেও এই দুর্য্যোগেই বাহির হইয়াছেন, ঘরের গুরুজনদের সতর্ক দৃষ্টি এড়াইয়া অনেক কষ্টেই তাঁহাকে আসিতে হইয়াছে, কিন্তু সে সব কথা তাঁহার মনে হইতেছে না, তিনি বলিতেছেন, 'বঁধু কেমনে আইল বাটে।'

শ্রীমুকুন্দদাস গোস্বামি-সঙ্কলিত 'সিদ্ধান্তচন্দ্রোদয়' গ্রন্থে এই পদটী উদ্ধৃত আছে। শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতকার শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজের প্রশিষ্য বলিয়া মুকুন্দদাস আপনাকে অভিহিত করিয়াছেন; 'সিদ্ধান্তচন্দ্রোদয়' সহজিয়া ভাবের পুস্তক; ইহার রচয়িতা যদি বাস্তবিকই শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজের প্রশিষ্য হন, তাহা হইলে শ্রীমুকুন্দদাস খ্রীষ্টীয় সপ্তদশ শতকের দ্বিতীয়ার্দ্ধে জীবিত ছিলেন। প্রাচীন কবি ও লেখকগণ চণ্ডীদাসের পদ বলিয়া যে দুই তিনটী পদ আংশিক বা সম্পূর্ণভাবে উদ্ধৃত করিয়া গিয়াছেন, তাহাদের মধ্যে এটী অন্যতম। 'সিদ্ধান্তচন্দ্রোদয়' কাশীমবাজার রাজবাটী হইতে রাসবিহারী সাংখ্যতীর্থ মহাশয় কর্ত্তৃক সম্পাদিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। মুদ্রিত সংস্করণে এইরূপ পাঠ পাওয়া যায়—

এ ঘোর রজনী মেঘের ঘটা বঁধু কেমনে আইলে বাটে।
আঙ্গিনার কোণে গাখানি তিতিঞাছে দেখিয়া পরাণ ফাটে ॥
নহি স্বতন্তর গুরুজনার [ডর] বিলম্বে বাহির হনু।
আহা মরি মরি সঙ্কেত করিয়া এতেক যন্ত্রণা দিনু ॥
বঁধুর পীরিতি দেখিয়া আমার পরাণ কেমন করে।
কলঙ্কের ডালি মাথায় করিঞা অনল ভেজাব ঘরে ॥
আজিকার দুখ সুখ করি মান যৌবন মোর দুঃখের দুঃখী।
চণ্ডীদাসে বলে বধুর পীরিতি ভাবিতে জগৎ সুখী ॥

নী সংস্করণে 'সই কি আর বলিব তোরে' এই কলিটীতে পদের আরম্ভ হইয়াছিল। অপরাপর পুঁথির পাঠ অনুসারে পদটী বর্ত্তমান আকারে সাজাইয়া দেওয়া হইয়াছে।

[১৯]

শ্রীরাধার রসোদ্গার ॥ শ্রীরাধার উক্তি, সখী-সম্বোধনে ॥ ললিত ॥

আর এক দিন সখি শুতিয়া আছিলুঁ[১]।
বন্ধুর[২] ভরমে [৩]ননদিনী কোলে নিলুঁ ॥ [১]

বন্ধু নাম শুনি সেই উঠিল রুষিয়া।
কহে তোর বন্ধু কোথা গেল পলাইয়া॥ [২]
সতী কুলবতী কুলে জালি দিলি আগি।
আছিল আমার ভালে তোর বধভাগী[৪] ॥ [৩]
শুনিয়া বচন তার অথির পরাণী।
কাঁপয়ে শরীর দেখি আঁখির তাজনি॥ [৪]
[৫]এ মত যে ডরি সখি পাপিনীর হাথে।
বনের হরিণী থাকে কিরাতের সাথে॥ [৫]
দ্বিজ চণ্ডীদাসে বলে পিরীতি এমতি।
যার যত জ্বালা তার ততই পিরীতি॥ [৬]

মূল, নী ১৮৮ ও নী-র মূল পুঁথি। প-ক-ত ৭৪২ সংখ্যক পদ॥

নী-তে 'বন্ধু' স্থলে 'বঁধু' আছে।

১। আছিলুঁ, নিলুঁ [প-ক-ত]; আছিনু, নিনু [অন্যত্র]॥

২। বঁধুয়ার [নী], বন্ধুর [নী-পু]॥

৩। ননদী কোড়ে [নী]; ননদিনী কোলে [প-ক-ত]॥

৪। বধ লাগি [নী-পু]; বধের ভাগি [প-র-সা]॥

৫। কেমতে এ ভাব সখি সে পাপিনীর হাতে [প-ক-ত]; কেমনে [গী-ক (ক)]; কেমনে এভাব সখি তাপিনীর হাতে [নী-প্রদত্ত পাঠান্তর]; তাপিনী [গী-ক (ক)]॥

নী ১৮৭ সংখ্যক পদ এই পদটীরই ভিন্ন ছন্দে (ত্রিপদীতে) অনুকরণ বলিয়া বোধ হয়। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ২০১ সংখ্যক পুঁথিতে এই ত্রিপদীময় পদটী জ্ঞানদাসের ভণিতায় পাওয়া যায়। পদটী নিম্নে প্রদত্ত হইল—

নী ১৮৭

॥ ললিত ॥

আজুক শয়নে ননদিনী সনে শুতিয়া আছিনু সই।
যে ছিল করমে বঁধুর ভরমে মরম তোমারে কই॥
নিদের আলিসে বঁধুর ধাধসে তাহারে করিনু কোড়ে।
ননদী উঠিয়ে বলিছে রুষিয়ে, বঁধুয়া পাইলি কারে॥
এত টীটপনা জানে কোন জনা বুঝিনু তোহারি রীতি।
কুলবতী হয়ে পরপতি লয়ে এমতি করহ নিতি॥
যে শুনি শ্রবণে পরের বেদনে নয়নে দেখিনু তাই।
দাদা ঘরে এলে করিব গোচর ক্ষণেক বিরাজ রাই'॥

নিঠুর বচনে কাঁপিছে পরাণে মরিয়া রহিনু লাজে।
ফিরাইয়া আঁখি গরবেতে থাকি সঘনে আমারে যজে॥
এক হাতে সখি কচালিয়া আঁখি নয়নে দেখি যে আর।
চণ্ডীদাস কয় কিবা কুলভয় কানুর পিরীতি যার।

[২০]

শ্রীরাধার রসোদ্গার॥ শ্রীরাধার উক্তি, সখী-সম্বোধনে॥ সিন্ধুড়া॥

[১]'আমি যাই যাই' বলি বোলে তিন[২] বোল।
কত না চুম্বন করে[৩] কত দেই[৪] কোল[৫]॥ [১]
করে কর ধরিয়া শপথি দেই মোরে[৬]।
পুন দরশন চাহি কত চাপে[৭] কোরে[৮]॥ [২]
পদ আধ যায় পিয়া চাহে উলটিয়া[৯]।
বয়ান নিরখে কত কাতর হইয়া॥ [৩]
নিগূঢ় [১০]পিয়ার প্রেম আরতি করু বহু।
[১১]চণ্ডীদাস কহে প্রেম হিয়ার মাঝে রহু[১২]॥ [৪]

নী ১৯২॥

১। যাই যাই বলি প্রিয়া বোলে [ঢা-মি ৫]; যাই যাই প্রিয়া বলে [ক-বি ২৯৭]; যাই যাই বলিয়া পিয়া বলিলেন বোল [র ২৭৬৯]; যাই যাই বলিয়া পিয়া বোলে [সা-কু ৪]; যাই যাই বলি প্রিয়া [ক-বি ২৯১]; যাই যাই বলে পিয়া বলে [পদসুধানিধি]॥

২। থিন [র ২২৭৫ ॥

৩। দেই [নী; সা-কু ৪]; করে [র ২২৭৪]; দিছে [ক-বি ২৯৭]॥

৪। বার [ক-বি ২৯৭]॥

৫। কোর [ঢা-মি ৫]॥

৬। সঁপি দেই মোরে [সা-কু ৪]॥

৭। ঠাট তো [ঢা-মি ৫]; ঠাট [র ২২৭৫]; চেষ্টা [নী; র ২৭৬৯, ঢা-বি ১১৮R]; করে [প-সং; সা-কু ৪]; চাহ [র ২২৭৪]॥

৮। কোরে [র ২২৭৪; প-সং; সা-কু ৪]॥ সম্পূর্ণ পংক্তি—'পুন দরশন লাগি কত চাটু বোলে' [নী]; গৃহীত পাঠ [পদসুধানিধি]; কত চাটু করে [র ২৭৬৯]॥

৯। পালটিয়া [র ২৭৬৯]॥

১০। পিয়ার আরতি বহুত [ঢা-মি ৫]; গৃহীত পাঠ [পদসুধানিধি]; পিরীতি পিয়া

করেন বহুক [নী]; নিগূঢ় পিরিতিখানি আরতির ঘর [সা-কু ৪]; প্রিয়ার পিরিতি হিয়ায় জাগিয়া রহিল [ক-বি ২৯৭]; আরতি বহু [প-ক-ত]॥

১১। গৃহীত পাঠ [পদসুধানিধি]; যাকে চণ্ডীদাস পড়িলা ফাঁপর [সা-কু ৪]; চণ্ডীদাস কহে সে কুলশীল গেল [ক-বি ২৯৭]; হিয়ার মাঝারে রহু [প-ক-ত]; চণ্ডীদাস কহে হিয়ার ভিতরে রহুক [নী]॥

এই পদটীতে বড়ু চণ্ডীদাসের ভাব ও ঝঙ্কার সুস্পষ্ট। এই পদের শেষ পয়ারটী নামাঙ্কিত পদের পরিশিষ্টে ধৃত ২৯ সংখ্যক পদের শেষ পয়ারের সহিত তুলনীয়।

নিগূঢ় পিরীতিখানি আরতির ঘর।
বড়ু চণ্ডীদাস ইথে পড়িল ফাঁফর॥

[২১]

শ্রীরাধার রসোদ্গার॥ শ্রীরাধার উক্তি, সখী-সম্বোধনে॥ সিন্ধুড়া॥

এমন পিরীতি কভু দেখি নাহি[১] শুনি।
নিমিখে মানয়ে যুগ, কোরে[২] দূর মানি॥ [১]
সমুখে রাখিয়া করে বসনের বাও[৩]।
মুখ ফিরাইলে তার ভয়ে কাঁপে গাও[৪]॥ [২]
এক তনু হৈয়া মোরা রজনী গোঙাই।
সুখের সাগরে ডুবি অবধি না পাই॥ [৩]
রজনী প্রভাত হৈলে কাতর হিয়ায়।
দেহ ছাড়ি মোর যেন[৫] প্রাণ চলি যায়॥ [৪]
সে কথা বলিতে সই বিদরে পরাণ।
বড়ু[৬] চণ্ডীদাস কহে সব পরমাণ॥ [৫]

নী ১৯৪॥

১। নাই [নী]; নাহি [প-র-সা]॥
২। কোড়ে [নী]; কোরে [প-ক-ত]॥
৩। বা [নী]; বাও [প-র-সা]॥
৪। গা [নী]; গাও [প-র-সা]॥
৫। যেন মোর [প-ক-ত]॥
৬। বড়ু চণ্ডীদাসের নাম সমেত গৃহীত পাঠ বৃন্দাবনের পুঁথি হইতে; অন্যত্র 'চণ্ডীদাস কহে সই [নী; ধনি—প-ক-ত] সব পরমাণ'॥

[২২]

শ্রীরাধার রসোদ্গার ॥ শ্রীরাধার উক্তি, সখী-সম্বোধনে ॥ শ্রী ॥

আমার পিয়ার কথা কি কহিব সই।
১যে তার চিতে তাহাই করি
স্বতন্তরী নই ॥ [ধ্রু]
তাহার গলার ফুলের মালা
আমার গলায় দিল।
তাহার মত মোরে করি
সে মোর মত হইল ॥ [১]
তুমি সে আমার প্রাণের অধিক
তেঁই সে তোমায় কহি।
এই যে কাজ কহিতে লাজ
আপন মনেই রহি ॥ [২]
তাহার প্রেমের বশ হইয়া
যে কহে তাহাই করি।
চণ্ডীদাস কহয়ে ভাষ
বালাই লইয়া মরি ॥ [৩]

নী ১৯৭ ॥ এই পদটী প-র-সা ও প-ক-ত-তেও আছে (সংখ্যা ১০৯৭) ; উভয়ের মধ্যে পাঠভেদ অতি অল্প, প-ক-ত-র পাঠই গৃহীত হইল।

১। যে হয় তাহার চিতে স্বতন্তরী নই [নী ; প-ক-ত, ক-চ পুঁথি ; প-র-সা] ॥
অন্যান্য অল্পস্বল্প পাঠান্তর প-ক-ত-র দ্বিতীয় খণ্ডের ২৪৪ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

[২৩]

রসোদ্গার ॥ শ্রীরাধার উক্তি, সখী-সম্বোধনে ॥

পিয়া সে পরশ মণি।
সে অঙ্গ পরশে এ অঙ্গ আমার
সোণার বরণ খানি ॥ [ধ্রু]

আপনি নাগর করয়ে আদর
যত উঠে তার মনে।
পালঙ্ক শয়নে না রাখে কখন
আপন হৃদয় বিনে ॥ [১]

দু বাহু পসারি কোরে আগোরি
নিরখে চাঁদ বয়ান।
যাবকের ধারে আপনা আপনি
লিখে আপনার নাম ॥ [২]

চরণের রেণু ভূষণ করিয়া
জুড়াইলাম জুড়াইলাম বলে।
এ কথা শুনিয়া দ্বিজ চণ্ডীদাস
তিতয়ে আঁখির জলে ॥ [৩]

পদসুধানিধিতে এই পদটী পাওয়া গিয়াছে। ইহা নী ৭৪৫ সংখ্যক পদের সহিত তুলনীয়; যথা—

বঁধু তুমি সে পরশ-মণি হে, তুমি সে পরশ-মণি।
ও অঙ্গ পরশে এ অঙ্গ আমার সোণার বরণখানি ॥
তুমি রস-শিরোমণি হে বঁধু, তুমি রস-শিরোমণি।
(মোরা) অবলা অখলা আহিরিণী বালা তো সেবা নাহি জানি ॥
তোঁহার লাগিয়া ধাই বনে বনে সুবল-বেশ ধরি হে।
(এক) তিলে শত যুগ দরশনে মানি ছেড়ে কি রইতে পারি হে ॥
অঙ্গের বরণ কস্তুরী চন্দন (আমি) হৃদয়ে মাখিয়ে রাখি।
ও দুটী চরণ পরাণে ধরিয়া নয়ান মুদিয়া থাকি ॥
চণ্ডীদাস কহে শুন রসবতি তুঁহুঁ সে পীরিতি জান হে।
বঁধু সে তোমার এক কলেবর দুহুঁ সে এক প্রাণ হে ॥

নী তে পদটী মাথুর-বিরহের পর আত্মনিবেদনের মধ্যে রক্ষিত হইয়াছে, কিন্তু পদসুধানিধির পদটী রসোদ্গারের লক্ষণাক্রান্ত ॥

[২৪]

শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের প্রেমের তুলনা ॥ পরস্পর সখ্যুক্তি ॥ সুহই ॥

এমন পিরীতি কভু দেখি নাহি[১] শুনি।
পরাণে পরাণ[২] বাঁধা আপনা আপনি[৩] ॥ [১]
দুহুঁ কোড়ে দুহুঁ কাঁদে বিচ্ছেদ ভাবিয়া।
তিল আধ[৪] না দেখিলে যায় যে[৫] মরিয়া ॥ [২]
জল বিনে[৬] মীন যেন[৭] কবহুঁ না জীয়ে।
মানুষে এমন প্রেম কোথা না শুনিয়ে ॥ [৩]
ভানু কমল বলি—সেহ[৮] হেন নহে।
হিমে কমল মরে, ভানু সুখে রহে ॥ [৪]
চাতক জলদ কহি, সে নহে তুলনা।
সময় নহিলে সে না দেয় এক কণা ॥ [৫]
কুসুম মধুপ কহি—সেহ[৯] নহে তুল।
না আইলে ভ্রমর আপনি না যায় ফুল ॥ [৬]
কি ছার চকোর চাঁদ—দুহুঁ সম নহে।
ত্রিভুবনে হেন নাহি[১০] চণ্ডীদাস[১১] কহে ॥ [৭]

নী ১৯৩ ॥

১। নাহি দেখি [প-ক-ত] ॥
২। পরাণে পরাণে [প-ক-ত] ॥
৩। আপনি আপনি [র-ম ; নী] ; গৃহীত পাঠ [প-ক-ত] ॥
৪। আধ তিল [প-ক-ত ; র-ম] ॥
৫। কি [প-ক ত] ॥
৬। বিনু [প-ক-ত ; র-ম] ॥
৭। জনু [র-ম ; নী] ; যেন [প-ক-ত] ॥
৮। সেও [নী] ; সেহ [র-ম] ; সেহো [প-ক-ত] ॥
৯। সে [র-ম ; নী] ; সোহা [প-ক-ত] ॥
১০। নাই [নী] ; নাহি [প-ক-ত] ॥
১১। চণ্ডীদাসে [প-ক-ত] ॥

বীরভূম ময়নাডালের মিত্র-ঠাকুর বংশীয় কীর্ত্তনিয়াগণের গানে ষষ্ঠ পয়ারের পরে অতিরিক্ত এই পয়ারটী শুনা যায়—

ক্ষীর নীর সম কহি সে শুধু কৌতুকে।
উত্তাপে মরয়ে নীর ক্ষীর রহে সুখে॥

[২৫]

বাসকসজ্জা॥ সখীর উক্তি, সখীর প্রতি॥ সুহিনী॥

সে যে বৃষভানু সুতা।
মরমে পাইয়া ব্যথা[১] ॥ [১]
সজল-নয়ান হৈয়া।
রহে পথ পানে চাইয়া[২] ॥ [২]
[৩]ফুল-শেজ বিছাইয়া।
রহয়ে ধেয়ানী হইয়া ॥ [৩]
উজর চাঁদিনী[৪] রাতি।
মন্দিরে রতন-বাতি ॥ [৪]
কহে সব ভেল আন।
কাহে না মিলল কান ॥ [৫]
সকল বিফল হৈল।
আধ রজনী গেল ॥ [৬]
শ্যাম বঁধুয়ার[৫] পাশ।
চলু বড়ু চণ্ডীদাস ॥ [৭]

নী ২১৫॥

পদটী প-ক-ত-তে আছে, সংখ্যা ৩৩১। পাঠান্তর বিশেষ কিছুই নাই। সতীশচন্দ্র রায় মহাশয়ের সংস্করণে প্রদত্ত এই কয়টী সামান্য পাঠান্তর পাওয়া যায়—

১। বেথা॥
২। চাঞা॥
৩। ফুলের শেজ॥
৪। চান্দনি॥
৫। শ্যাম-বন্ধুর॥

[২৬]

উৎকণ্ঠিতা ॥ শ্রীরাধার উক্তি, সখী-সম্বোধনে ॥

সজনি আর না বল কিছু মোরে।
মোরে পরিহরি পিয়া গেল কার ঘরে ॥ [১]
রমণী পাইয়া পিয়া মোরে পাসরিল।
তাহার সঙ্গেতে বিলাস করিতে লাগিল ॥ [২]
সেহ ধনী গুণবতী জানয়ে সকল।
অদভুত রতিরণে নাগর ভুলল ॥ [৩]
না জানি কোন তীর্থে সে তপিল তপ।
তাহার ফলে নাগর করিল গৌরব ॥ [৪]
আর না দেখিব মুখ না আসিবে পিয়া।
বাসুলীর বরে চণ্ডীদাস কহে গাইয়া ॥ [৫]

শ্রীযুক্ত অনাদিকিঙ্কর রায় মহাশয় কর্তৃক নামুরে সংগৃহীত দুইটী পদের মধ্যে এইটী অন্যতর (পৃঃ ৭ দ্রষ্টব্য)। ইহার প্রথম ছয়টী পংক্তি কবির উল্লেখ না করিয়া পীতাম্বর দাসের রসমঞ্জরীতে উৎকণ্ঠিতা নায়িকার অন্তর্গত মধ্যা নায়িকার উদাহরণ স্বরূপে উদ্ধৃত পাওয়া যায় (রসমঞ্জরী, সাহিত্য পরিষৎ সংস্করণ, পৃঃ ২১-২২)। পদটী বিকৃত অবস্থায় মিলিতেছে—ইহা বড়ু চণ্ডীদাসের কোনও পদের পরবর্তী কালের অনুকরণ বলিয়াই মনে হয় ॥

[২৭]

বিপ্রলব্ধা ॥ শ্রীরাধার উক্তি, সখী-সম্বোধনে ॥ ধানশী

বঁধুর[১] লাগিয়া শেজ বিছাইনু
গাঁথিনু ফুলের মালা।
তাম্বুল সাজিনু[২] দীপ উজারিনু[২]
মন্দির হইল আলা ॥ [১]
সই পাছে এ সব হইবে আন।
সে হেন নাগর গুণের সাগর
কাহে না মিলল কান ॥ [ধ্রু]

শাশুড়ী ননদে বঞ্চনা করিয়া
আইনু গহন বনে।
বড় সাধ মনে এ রূপ-যৌবনে
মিলিব[৩] বঁধুর সনে ॥ [২]
পথ পানে চাহি কত না রহিব
কত প্রবোধিব মনে।
রস-শিরোমণি আসিবে এখনি
বড়ু চণ্ডীদাস ভণে ॥ [৩]

না ২০৮ ॥

প-ক-ত-ধৃত পাঠে ও প-ক-ত-র মূল পুঁথি সমূহের পাঠে যৎসামান্য পার্থক্য লক্ষিত হয় (পদ সংখ্যা ২৮২)।

১। বন্ধুর [প-ক-ত ; র-ম] ॥
২। বিছায়লুঁ, সাজালুঁ, উজাইলুঁ [প-ক-ত] ॥
৩। মিলবি [প-ক-ত] ॥

[২৮]

বাসক-সজ্জা ॥ শ্রীরাধার উক্তি, সখী-সম্বোধনে ॥ শ্রীরাগ ॥

[১]দুয়ারের আগে ফুলের গাছ[২]
কিসের লাগিয়া রুইনু[৩]।
মধু [৪]খাই খাই ভ্রমর মাতল
বিরহ [৫]জ্বালায় মৈনু ॥ [১]
[৬]যুই রুইনু জাই রুইনু
রুইনু সুগন্ধ মালতী।
ফুলের বাসে[৭] [৮]নিন্দ না আইসে
[৯]নিঠুর পুরুষ জাতি ॥ [২]
কুসুম তুলিয়া [১০]যতন করিয়া
শেজ বিছাইনু কেনে।
যদি শুই তায়[১১] কাঁটা ফুটে[১২] গায়
রসিয়া[১৩] নাগর বিনে ॥ [৩]

[১৪]আপনা খাইয়া সখীর বচনে
তা সঞে[১৫] করিনু প্রেম।
চণ্ডীদাস কহে [১৬]কানুর পিরীতি
যেন দরিদ্রের হেম॥ [৪]

নী ২১০। র-ম ও নীর পাঠ প্রায় অভিন্ন। রামগোপাল দাসের পুত্র পীতাম্বর দাসের 'অষ্টরস ব্যাখ্যা'-গ্রন্থে পদটী পাওয়া যায়, মুখ্যতঃ এই পাঠটী উপরে অনুসৃত হইল (অষ্টরস-ব্যাখ্যার শ্রীখণ্ডে প্রাপ্ত পুঁথি অবলম্বনে)॥

১। দ্বারের আগে [র-ম ; নী]॥

২। বাগ [র-ম ; নী ; ঢা-বি ১১৮/৮৫ R]॥

৩। কনু [অ-র-ব্যা] ; রুনুঁ [ঢা-বি ১১৮/৮৫ R] ; কইনু [র-ম ; নী]॥

৪। গৃহীত পাঠ [অ-র-ব্যা], খাইতে খাইতে [অন্যত্র]॥

৫। জ্বালাতে মলুঁ [ঢা-বি ১১৮/৮৫ R]॥

৬। জাতি রুইনু যুথি কইনু রুইনু গন্ধ মালতী [র-ম ; নী] ; গৃহীত পাঠ [অ-র-ব্যা] ; রুইলুঁ সুগন্ধ মালতী [ঢা-বি ১১৮/৮৫ R]॥

৭। বায়ে [ঢা-বি ১১৮/৮৫ R]॥

৮। নিদ (নিঁদ) নাহি আসি [র-ম ; নী]॥

৯। পুরুষ নিঠুর জাতি [র-ম ; নী]॥

১০। বোঁটা তেয়াগিয়া [র-ম ; নী]॥

১১। তাই [র-ম ; নী]॥

১২। ভুঁকে [র-ম ; নী]॥

১৩। রসিক [র-ম ; নী]॥

১৪। রতন মন্দিরে সখীর সহিতে [র-ম ; নী]॥

১৫। সঞে [ঢা-বি ১১৮/৮৫ R] ; সনে [র-ম ; নী] ; সঙে [অ-র-ব্যা]॥

১৬। কানু [অ-র-ব্যা]॥

এই পদের অনুরূপ ভাবের পদ বা কবিতা বঙ্গদেশের বাহিরেও আছে। তুলনীয় প্রাচীন পাঞ্জাবী পদ—

অঙ্গণ ফুলী চম্ব মালতী, খট্ট নালুএ ছোড়ী বাস।
জম্মূআঁ দী করণী প্যারিআ চাকরী, কশ্মীরাঁ দী পই মহীম॥
চিট্‌ঠীআঁ ভেজদা কোই নহীঁ আওন্দা তেরা সুখ সান্দ॥

'আঙ্গিনায় চাঁপা ও মালতীর ফুল ফুটিয়াছে, পালঙ্ক পর্য্যন্ত সুবাস ছড়াইতেছে। হে প্রিয়, জম্মুতে ছিল তোমার চাকরী, কিন্তু (শুনিলাম) কাশ্মীরে যাইতে বাধ্য হইয়াছ। চিঠি পাঠাই,— কেহ আসে না, তোমার কুশল সংবাদ পাই না।'

[২৯]

শ্রীরাধার মান ॥ শ্রীকৃষ্ণের দশা দর্শনানন্তর শ্রীরাধার প্রতি সখীর উক্তি ॥ সুহই ॥

[1]শুন লো রাজার[2] ঝী।
লোকে না বলিবে কী ॥ [১]
মিছাই করসি[3] মান।
তো বিনু আকুল[4] কান ॥ [২]
আনত সঙ্কেত করি।
তাহা জাগাইলা হরি ॥ [৩]
উলটি করসি মান।
বড়ু চণ্ডীদাস[5] গান[6] ॥ [৪]

নী ২৩৪ ॥

১। শুন লো [নী ; র-ম], শুনহ [প-ক-ত] ॥

২। রায়ান [প-ক-ত (খ ও ঘ পুঁথি)] ॥

৩। করসি [নী ; র-ম ; প-ক-ত (ক, গ, চ পুঁথি) ; প-র-সা ; প-র] ; করলি [প-ক-ত-ধৃত পাঠ] ॥

৪। জাগল [নী ; র-ম ; প-ক-ত-র কতগুলি পুঁথি ; প-র-সা] ॥

৫। চণ্ডীদাসে [প-র-সা ; প-র] ॥

৬। ভাণ [প-র-সা] ॥

[৩০]

মান ॥ শ্রীরাধিকার উক্তি, সখী-সম্বোধনে ॥ ধানশী ॥

উঁহার নাম করো না নামে মোর নাহি কাজ।
উনি করেছেন ধর্ম্ম নষ্ট ভুবন ভরি লাজ ॥ [১]
উনি নাটের গুরু সই উনি নাটের গুরু।
উনি করেছেন কুলের বাহির নাচাইয়া ভুরু ॥ [২]
এনে চন্দ্র হাতে দিলে যখন ছিল উঁহার কাজ।
এখনে উহাঁর অনেক হল আমরা পেলাম লাজ ॥ [৩]

কহে বড়ু চণ্ডীদাস বাশুলী আদেশে।
উহার সনে লেহ করে তনু হৈল শেষে ॥ [৪]

নী ২৩৫। পদটী অন্যত্র পাওয়া যায় নাই। ভাষায় ও ভাবে পদটী অত্যন্ত আধুনিক বলিয়া মনে হয় ॥

[৩১]

খণ্ডিতা ॥ শ্রীরাধার উক্তি, শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ॥ ললিত ॥

আরে মোর আরে মোর সোনার[১] বঁধুর।
অধরে[২] কাজর দিল কপালে সিন্দুর ॥ [১]
বদন-কমলে[৩] কিবা তাম্বুল শোভিত।
[৪]পায়ের নখের ঘায় হিয়া বিদারিত ॥ [২]
[৫]না এস না এস বন্ধু আঙ্গিনার কাছে।
তোমারে দেখিলে[৬] মোর ধরম যাবে পাছে ॥ [৩]
শুনিয়া পরের মুখে নহে[৭] পরতীত।
[৮]এবে সে দেখিনু তোমার এই সব রীত ॥ [৪]
[৯]সাধিলা মনের সাধ যে ছিল তোমারি।
[১০]দূরে রহু দূরে রহু প্রণাম হামারি[১১] ॥ [৫]
চণ্ডীদাস বলে ইহা বলিলে কেমনে।
[১২]চোর ধরিলেও এত না কহে বচনে ॥ [৬]

নী ২২৬ ॥

১। সোনার চাঁদ বঁধুর [ঢা-বি ২৮৮R]; আরে মোর দেখহ সোণার চাঁদ বঁধুর [র ২২৭৪] ॥

২। নয়ানে [র ২২৭৪]; অধরে কাজর দেখি [প-ক-ত] ॥

৩। তোমার [র ২২৭৪] ॥

৪। পায়ের নখের আঘাত হিয়ায় বিদিত [নী-ধৃত পাঠান্তর]; পায়ের নখের ঘাত হিয়াএ বিদিত [র ২২৭৪]; হিয়ায় বিদ্ধিত [প-ক-ত] ॥

৫। এস না এস না [নী]; গৃহীত পাঠ [র-ম; র ২২৭৪] ॥

৬। ছুঁইলে [নী; প্রাচীন কাব্য সংগ্রহের পাঠ—র-ম-ধৃত]; দেখিলে [র-ম] ॥

৭। না এর [ঢা-বি ২৮৮R]; নহি [প-ক-ত] ॥

৮। আমি দেখিলাঙ তোমার এই সব রীতি [র ২২৭৪] ॥

৯। সাধিলা মনের কাজ কি আর বিচার [নী ; প-ক-ত ; কী] ॥

১০। দূরে দূরে রহু বঁধু [প্রাচীন কাব্য সংগ্রহের পাঠ, র-ম-ধৃত] ; দূরে রহ দূরে রহ প্রণতি আমার [প-ক-ত] ॥

১১। আমার [নী ; ঢা-মি ২৮ খ] ॥

১২। চোর ধরিলে কেবা ছাড়য়ে এমনে [পদ-সংগ্রহ ; ঢা-মি ২৮ খ ; প্রাচীন কাব্য সংগ্রহ] ॥

এই পদটী ঈষৎ পরিবর্ত্তিত আকারে চণ্ডীদাসেরই ভণিতায় ঢা-মি ২৮ খ পুঁথিতে আছে। আরম্ভ এইরূপ—'না যাইহ না যাইহ বন্ধু আঙ্গিনার কাছে।' পদ-সংগ্রহ-গ্রন্থেও এই পদ 'না আইস না আইস বন্ধু আঙ্গিনার কাছে।'—এইরূপে আরব্ধ হইয়াছে।
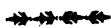
[৩২]

কলহান্তরিতা ॥ শ্রীরাধার উক্তি, সখীর প্রতি ॥

কেনে বা কালাকে আমি উপেখি আইলুঁ।
হাতের রতন কেনে পায়ে ফেলাইলুঁ ॥ [১]
সুধা পিবইতেঁ গেলুঁ ডুবিলাম বিষে।
হিয়া দগদগি হইল জুড়াইব কিসে ॥ [২]
চন্দন তরুর গাছ সেবিলাম ভালে।
অমিয়া-বিরিখ ফল হইল গরলে ॥ [৩]
কি জানি কপালে মোর এমতি আছিল।
চণ্ডীদাসে বোলে সেই উদয় করিল ॥ [৪]

এই অপ্রকাশিত-পূর্ব্ব পদটী ঢা-বি ২৮৮R এবং সা-কু ৩ এই দুইখানি মাত্র পুঁথিতে আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি—উপরের পাঠ ঢা-বি পুঁথি হইতে গৃহীত। সা-কু ৩-এর পাঠ নিম্নে প্রদত্ত হইল।

কেনে বা কানুকে আমি উপেখিয়া আলুঁ।
আঁপনা আপনি কেনে গরল খাইলুঁ ॥ [১]
হাএ হাএ (কি) মাটী খাইয়া এমতি করিলুঁ।
হাতের রতন কেনে পায়ে পেলাইলুঁ ॥ [২]
সুধা পিব তেয়াগিয়া (=পিবইতে গিয়া) ডুবিলাম বিষে।
হিয়া দগদগি হৈল জুড়াইব কিসে ॥ [৩]
চন্দন তরুর গাছ সেবিলাম ভালে।
অমিয়া-বিরিখ ফল হৈল দৈবকালে ॥ [৪]

কি জানি ললাটে মোর এমতি আছিল।
চণ্ডীদাসে বলে সে উদয়ে করিল ॥ [৫]

সা-কৃ ৩-এর পাঠে দ্বিতীয় ও তৃতীয় পংক্তি দুইটী বেশী আছে। পদটীতে বড়ু চণ্ডীদাসের রচনার ধ্বনি পাওয়া যাইতেছে।

[৩৩]

মান॥ সখীর উক্তি, সখীর প্রতি॥ ধানশী বা সুহিনী॥

রাইক ঐছন সকরুণ[১] ভাষ।
শুনি সখী আওল[২] কানুক পাশ॥ [১]
কহই না পারই সকল সংবাদ।
গদগদ কহইতে করই বিষাদ॥ [২]
নাগর শুনিয়া অছু বাণী।
কহ সখী কি করয়ে কমল-নয়ানী॥ [৩]
চল চল নাগর রসশিরোমণি।
তুয়া বিনু রাধিকা অধিক তাপিনী॥ [৪]
চণ্ডীদাস কহে বিনোদ রায়।
ঝাট চল রাইক মাঝ হৃদয়॥ [৫]

নী ২৪০॥

১। সকরুণ [র-ম ; নী] ; অকরুণ [প-ক-ত]॥

২। আয়ল [নী]॥

তৃতীয় ও চতুর্থ পংক্তির পাঠ র-ম ও নী-তে এইরূপ বিকৃত ভাবে আছে—

কহইতে সকল সংবাদ।
গদগদ কহই বিষাদ॥

এই পদের প্রথম ও দ্বিতীয় পংক্তি র-ম, নী ও প-ক-ত-র মধ্যে একই ভাবে পাওয়া যাইতেছে। পঞ্চম ও ষষ্ঠ পংক্তি কেবল প-ক-ত-তেই বিদ্যমান; আবার ওদিকে সপ্তম হইতে দশম পংক্তি প-ক-ত-তে নাই, মাত্র র-ম ও নী-তেই আছে। ব্রজবুলীতে রচিত এই পদটী বিশেষ ভাবে পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে, এবং ইহা বড়ু চণ্ডীদাসের রচনা বলিয়া মনে হয় না।

[৩৪]

আত্মনিবেদন ॥ শ্রীরাধার উক্তি, প্রিয়-সম্বোধনে ॥

ও বোল না বল মোরে।

না দেখিলে মুখ যত হয় দুখ
কে আছে কহিব কারে ॥ [ধ্রু]
ঘর নহে মোর[১] সব দেখি পর
যখন না থাক কাছে।
দরশ-লালসে চিত বেয়াকুল
পুন পুন যাই নাছে ॥ [১]
দণ্ডাইয়া থাকি যদি বা না দেখি
মনের দুখেতে মরি।
কি জানি কি খেণে হঞাছিল দেখা
তিলে পাশরিতে নারি ॥ [২]
নহিলে সে নয় তেঞি ঘর করি
পরাণে পরাণ বান্ধা।
জাতি কুল শীল পতি-পরসঙ্গ
সকলি লাগয়ে ধান্ধা ॥ [৩]
উরে কর ঘাতি কহিব সভাতে
তুমি মোর প্রাণপতি।
যা বিনে যাহার না রহে জীবন
সেই তার কুল জাতি ॥ [৪]
যাউক কুরব দেশে দেশে সব[২]
[৩]তাহাতে বান্ধ্যাছি বুক।
চণ্ডীদাস কহে এমতি নহিলে
পিরীতি কিসের সুখ ॥ [৫]

এই পদটী অপ্রকাশিত-পূর্ব্ব, সা-কু ৭ ও শ্রীযুক্ত সজনীকান্ত দাস মহাশয়ের পুঁথিতে পাওয়া গিয়াছে। সা-কু ৭ পুঁথিতে তৃতীয় ও চতুর্থ ত্রিপদী দুইটী ('নহিলে সে নয়······সেই তার কুল জাতি') নাই ; এই অংশটুকু সজনীবাবুর পুঁথিতেই মিলিতেছে—আমাদের প্রথম ত্রিপদীর পরে ('পুন পুন যাই নাছে'-র পরে)। সঙ্গতির জন্য আমরা এই অতিরিক্ত অংশটুকু 'দণ্ডাইয়া থাকি' ইত্যাদি ত্রিপদীটীর পরে বসাইলাম।

১। ঘোর [সজনীবাবুর পুঁথি] ॥
২। মোর [সা-কু ৭] ॥
৩। গৃহীত পাঠ [সা-কু ৭] ; মো বান্ধিলোঁ বুক [সজনী বাবুর পুঁথি] ॥
॥ ১ ॥ তুলনীয়,—নিম্নে প্রদত্ত ৩৮ সংখ্যক পদের দ্বিতীয় ত্রিপদী,—
তোমার লাগিয়া চিত বেয়াকুল পুন পুন যাই নাছে।

[৩৫]

আত্মনিবেদন ॥ শ্রীরাধার উক্তি, প্রিয়-সম্বোধনে ॥ তুড়ি ॥

তোমারে বুঝাই বঁধু[১] তোমারে বুঝাই।
ডাকিয়া সুধায়[২] মোরে হেন জন নাই ॥ [১]
অনুখণ[৩] গৃহে মোরে গঞ্জয়ে সকলে।
নিচয়[৪] জানিহ[৫] মুই ভখিব[৬] গরলে ॥ [২]
এ ছার পরাণে আর[৭] কিবা আছে সুখ।
মোর আগে দাঁড়াও তোমার দেখি চাঁদমুখ ॥ [৩]
খাইতে সোয়াস্তি নাই নাহি টুটে[৮] ভুক।
কে মোর ব্যথিত আছে কারে কব দুখ ॥ [৪]
চণ্ডীদাস কহে রাই ইহা না জুয়ায়।
পরের বোলে কেবা প্রাণ ছাড়িবারে চায় ॥ [৫]

নী ২৫৫ ॥
১। বন্ধু [র-ম ; প-ক-ত] ॥
২। সোধায় [প-ক-ত] ॥
৩। অনুক্ষণ [নী] ; অনুখণ [প-ক-ত] ॥
৪। নিশ্চয় [প-ক-ত] ॥
৫। জানিমু [নী] ; জানিও [কী ; র-ম] ; জানিহ [প-ক-ত] ॥
৬। ভুঞ্জিব [প-র] ; ভখিমু [প-ক-ত] ॥
৭। মোর [নী] ; আর [র-ম ; প-সং ; কী ; প-ক-ত] ॥
৮। ছুটে [প-র] ॥
॥ ৪ ॥ তুলনীয়, কৃ-কী—
ভোখে ভাত নাহিঁ খাওঁ রাধা শোষে পাণী নাহিঁ পীওঁ।
তোর বিরহে চিত্ত বেআকুল ॥ (পৃঃ ১০৮)
পদটীতে বড়ু চণ্ডীদাসের ভাব সুস্পষ্ট ॥

[৩৬]

আত্মনিবেদন ॥ শ্রীরাধার উক্তি, প্রিয়-সম্বোধনে ॥ পঠমঞ্জরী ॥

তোমার প্রেমে বন্দী হইলাম শুন বিনোদ রায়।
তোমা বিনে মোর চিতে কিছুই না ভায় ॥ [১]
শয়নে স্বপনে আমি তোমার রূপ দেখি।
ভরমে তোমার রূপ ধরণীতে লেখি ॥ [২]
গুরুজনমাঝে যদি থাকিয়ে বসিয়া।
পরসঙ্গে নাম শুনি দরবয়ে হিয়া ॥ [৩]
পুলকে পূরয়ে অঙ্গ আঁখে ঝরে[১] জল।
তাহা নিবারিতে[২] আমি হইয়ে বিকল ॥ [৪]
নিশি দিশি তোমায় বন্ধু[৩] পাশরিতে নারি।
চণ্ডীদাস কহে হিয়া[৪] রাখ স্থির করি ॥ [৫]

নী ২৫২ ॥

১। ঝরে [র-ম ; প-ক-ত] ; ভরে [নী] ॥
২। নেহারিয়ে [র-ম] ; নেহারিতে [গী-ক, ক পুঁথি] ॥
৩। বন্ধু তোমায় [র-ম ; প-ক-ত] ; তোমায় বঁধু [নী] ॥
৪। হিয়ায় [মুকুন্দানন্দ] ॥

[৩৭]

আত্মনিবেদন ॥ শ্রীরাধার উক্তি, শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ॥ ধানশী ॥

নিবেদন শুন শুন বিনোদ নাগর।
তোমারে ভজিয়ে মোর কলঙ্ক অপার ॥ [১]
পর্ব্বত সমান কুল শীল তেয়াগিয়া।
ঘরের বাহির হইলাম তোমার লাগিয়া ॥ [২]
নব রে নব রে নব নবঘন শ্যাম।
তোমার পিরীতিখানি অতি অনুপাম ॥ [৩]
কি দিব কি দিব বঁধু মনে করি আমি।
যে ধন তোমারে দিব সেই ধন তুমি ॥ [৪]

তুমি আমার প্রাণ বঁধু আমি হে তোমার।
তোমার ধন তোমারে দিতে ক্ষতি কি আমার॥ [৫]
যে কর সে কর বঁধু সেই মোর সহে।
বাশুলী আদেশে বড়ু চণ্ডীদাস কহে॥ [৬]

নী ৭৪৪॥

পদটী র-ম-তে ও বৃ-পু-তে পাওয়া যায়। পদার্ণব-সারাবলী হইতে র-ম পদটী গ্রহণ করিয়াছেন। নী-র পাঠ র-ম-র-ই অনুসারী। বৃ-পু-তে শেষের দুইটী ছত্র র-ম ও নী হইতে পৃথক্—আমরা বৃ-পু-র পাঠই গ্রহণ করিলাম। র-ম-ও নী-র পাঠ—

দ্বিজ চণ্ডীদাসে কহে শুন শ্যামধন।
কৃপা করি এ দাসীরে দেহ শ্রীচরণ॥

পদটী অতি সুন্দর এবং মূলে বড়ু চণ্ডীদাসের রচনা হইতেও পারে—যদিও, 'নবরে নবরে নব নবঘন শ্যাম····· যে ধন তোমারে দিব সেই ধন তুমি····· তোমার ধন তোমারে দিতে ক্ষতি কি আমার' প্রভৃতি পংক্তির ভাব শ্রীচৈতন্যদেবের পরবর্ত্তী যুগের বৈষ্ণব প্রভাববিশিষ্ট বলিয়া মনে হয়।

॥ ৪ ॥ তুলনীয়, ভবানন্দকৃত হরিবংশ—

তুমি বহি প্রাণনাথ নাহি কেহ আর।
তোমাকে তোমার দিতে কি যাবে আমার॥
তোর বাণে মন হালে বিরলে কহিছি।
তোমার তোমারে দিয়া তোমার হইছি॥ (পৃঃ ৯৭)।

[৩৮]

আত্মনিবেদন॥ শ্রীরাধার উক্তি, প্রিয়-সম্বোধনে॥ দেশাগ॥

বঁধু ভিন না বাসিও তুমি।
পতি গুরুজন এ ঘর-করণ
সকল ছাড়্যাছি আমি॥ [ধ্রু]
আবাল হইতে আন নাহি চিতে
ও পদ কর্যাছি সার।
তুমি মোর ধন জীবন যৌবন
তুমি সে গলার হার॥ [১]

তোমার লাগিয়া চিত বেয়াকুল
পুন পুন যাই নাছে।
পথ পানে চাই দেখিতে না পাই
লোকে আস্থা দেখে পাছে ॥ [২]
ঘরে গুরুজন বলে কুবচন
যেন দংশে কাল-সাপ।
চণ্ডীদাস কহে পিরীতি করিয়া
বড়ই পাইলা তাপ ॥ [৩]

'অপ্রকাশিত পদরত্নাবলী' [৫০] ; অন্য পাঠ পাওয়া যায় নাই।

[৩৯]

আক্ষেপানুরাগ ॥ শ্রীমতীর উক্তি, প্রিয়-সম্বোধনে ॥

বন্ধু চিত-নিবারণ তুমি।
কোন্ শুভ দিনে দেখা তোমা সনে
পাশরিতে নারি আমি ॥ [ধ্রু]
ও চাঁদ বদন না দেখি যখন
শুন হে প্রাণের হরি।
অনাথীর প্রাণ করে আনচান
দিনে কত বার মরি ॥ [১]
তোমা হেন ধন অমূল্য রতন
তোমার তুলনা তুমি।
তুমি হেন শ্যাম মোরে হলে বাম
বড় অভাগিনী আমি ॥ [২]
তখন করিলে যেমন পিরীতি
এখন এমতি কর।
অবলা হৈলে পরমাদ হইত
পুরুষ হইয়া তর ॥ [৩]

চণ্ডীদাস ভণে কানুর চরণে
শুন হে প্রাণের হরি।
সকল ছাড়িয়া শরণ যে লয়
তাহার এমতি করি ॥ [৪]

এই অপ্রকাশিত-পূর্ব্ব পদটী কেবলমাত্র সা-কু ১ পুঁথিতে পাওয়া গিয়াছে—পাঠান্তর মিলে নাই। মাত্র ধুয়ার পদটী সা-কু ২ পুঁথিতে প্রাপ্ত একটী অন্য পদে আছে—প্রথম ছত্রে পাঠান্তর 'বন্ধু' স্থলে 'শ্যাম'; সা-কু ২ পুঁথির পদটী আমরা দীন চণ্ডীদাসের বলিয়া ধরিয়াছি।

সৈয়দ মর্ত্তুজা-রচিত নিম্নলিখিত পদটী এই পদের সহিত তুলনীয়—

শ্যাম বন্ধু আমার পরাণ তুমি।

কোন শুভদিনে দেখা তোমার সনে পাশরিতে নারি আমি ॥
যখন দেখিয়ে ও চাঁদ বদনে ধৈরজ ধরিতে নারি।
অভাগীর প্রাণ করে আনচান দণ্ডে দশ বার মরি ॥
মোরে কর দয়া দেহ পাদছায়া শুন শুন পরাণ কানু।
কুল শীল সব ভাসাইনু জলে প্রাণ না রহে তোমা বিনু
সৈয়দ মর্ত্তুজা ভণে কানুর চরণে নিবেদন শুন হরি।
সকল ছাড়িয়া রহিল তুয়া পায়ে জীবন মরণ ভরি ॥

[৪০]

আক্ষেপানুরাগ ॥ শ্রীরাধার উক্তি, প্রিয়-সম্বোধনে ॥ সুহই ॥

[১]আরে মোর বিনোদ রায়।
ভাল হৈল ঘুচাইলে[২] পিরীতের দায় ॥ [১]
[৩]ভাবিতে গণিতে মোর তনু হৈল ক্ষীণ।
জগ[৪] ভরি কলঙ্ক [৫]রহিল চির দিন ॥ [২]
[৬]পিরীতি করিয়া বন্ধু কি না সুখ পালুঁ।
[৭]মলুঁ লাজে মিছা কাজে দগধ হৈলুঁ ॥ [৩]
না জানি অন্তরে মোর হৈল কিবা ব্যথা।
একে মরি মনোদুঃখে[৮] আর নানা কথা ॥ [৪]
[৯]শয়নে স্বপনে বন্ধু ঐ উঠে মনে।
[১০]পরাণ কেমন করে পরাণে সে জানে ॥ [৫]

ঘায়ে না মরিয়ে বন্ধু [১১]মরি মিছা দায়।
চণ্ডীদাস কহে কার কথায় কি (বা) যায়॥ [৬]

নী ২৫৬॥

১। আরে আরে আরে বিনোদ রায় [ঢা-বি ১১৮/৮R]; হেদে হে বিনোদ রায় [র-ম]॥

২। ঘুচাইলা [র-ম]॥

৩। সই ভাবিতে গণিতে তনু ক্ষীণ [ঢা-বি ১১৮/৮R]; ভাবিতে গণিতে তনু হৈল অতি ক্ষীণ [র-ম]॥

৪। জগৎ [নী]; জগ [র-ম ; ঢা-বি ১১৮/৮R]॥

৫। হইল কুদিন [ঢা-বি]॥

৬। তোমা সনে পিরীতি করি কিবা কাজ কৈনু [নী]; তোমার সনে প্রেম করি কি কাজ করিনু [র-ম]; গৃহীত পাঠ [ঢা-বি]॥

৭। মনু লাজে মিছাকাজে দগদগি হৈনু [নী]; মৈলাম লাজে······[র-ম]; গৃহীত পাঠ [ঢা-বি]॥

৮। নানা দুঃখে [র-ম]॥

৯। শয়নে স্বপনে বন্ধু সদা করি ভয় [র-ম ; নী]; গৃহীত পাঠ [ঢা-বি]॥

১০। কাহার অধীন যেন তোমার প্রেম নয় [র-ম];······তোর প্রেম নয় [নী]; গৃহীত পাঠ [ঢা-বি]॥

১১। মরিএ রায় [ঢা-বি]॥

[৪১]

আক্ষেপানুরাগ॥ শ্রীরাধার উক্তি, প্রিয়-সম্বোধনে॥ শ্রী॥

[১]সকলি আমার দোষ হে বন্ধু
সকলি আমার দোষ।
না জানিয়া যদি করেছি[২] পিরীতি
কাহারে করিব রোষ॥ [১]
সুধার সমুদ্র সম্মুখে[৩] দেখিয়া
খাইনু[৪] আপন সুখে।
কে জানে খাইলে গরল হইবে
পাইব এতেক দুখে॥ [২]

মো[৫] যদি জানিতাম[৬] অলপ ইঙ্গিতে
তবে কি এমন করি।
জাতি কুল শীল [৭]মজিল সকল
ঝুরিয়া ঝুরিয়া মরি॥ [৩]
অনেক আশার[৮] ভরসা মরুক
দেখিতে করয়ে[৯] সাধ।
[১০]প্রথম পিরীতি তাহার নাহিক
ত্রিভাগের[১১] আধের আধ॥ [৪]
যাহার লাগিয়া যে জন মরয়ে
সেই যদি করে আনে।
চণ্ডীদাস কহে এমনি পিরীতি
করয়ে সুজন সনে॥ [৫]

নী ২৫৭॥

ঢা-বি ২৬৪৭ পুঁথিতে পদের ভণিতার ত্রিপদীটী নাই।

১। প্রথম ত্রিপদীটী প-ক-ত ও প-র-সা-তে ধুয়ার আকারে এই ভাবে আছে,—

বন্ধু সকলি আমার দোষ।
না জানিয়া যদি করাছি পিরীতি
কাহারে করিব রোষ॥

ঢা-বি ২৬৪৭ পুঁথিতেও ধুয়ার আকারে—

বন্ধু হে সকলি আমার দোষ।
না বুঝিয়া যদি করিয়াছি কাজ
কাহারে করিব রোষ॥

২। কৈরাছি [র-ম]॥

৩। সমুখে [প-ক-ত]॥

৪। খাইলুঁ [প-ক-ত]॥

৫। সো [[র-ম ; নী] ; মো [প-ক-ত]॥

৬। জানিতাঙ [প-ক-ত] ; ইহা যদি জানি [ঢা-বি ২৬৪৭]॥

৭। সকলি মজিল লোভেতে ঝুরিয়া মরি [ঢা-বি ২৬৪৭]॥

৮। আসের [ঢা-বি ২৬৪৭]॥

৯। হইল [ঢা-বি ২৬৪৭]॥

১০। এক কালি নাহি প্রথম পিরিতি ত্রিভাগ ভাগের আধ [ঢা-বি ২৬৪৭]॥

১১। বিভাগের [র-ম ; নী] ; ত্রিভাগ [প-ক-ত] ; ত্রিভাগের [প-ক-ত-র পাঠান্তর]॥

[৪২]
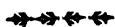
আক্ষেপানুরাগ ॥ শ্রীরাধার উক্তি, প্রিয়-সম্বোধনে ॥ ভাটিয়ারী ॥

তুমি ত[১] নাগর রসের সাগর
যেমত[২] ভ্রমর-রীত।
[৩]আমি ত দুখিনী [৪]হইনু কলঙ্কিনী
[৫]করিয়া তো সনে প্রীত ॥ [১]
গুরুজন ঘরে গঞ্জয়ে আমারে
তোমারে কহিব কত।
বিষম বেদনা[৬] [৭]না যায় কহনা
[৮]পরাণে সহিয়ে যত ॥ [২]
অনেক সাধের [৯]পিরীতি তোমার
কি জানি বিচ্ছেদ হয়।
বিচ্ছেদ হইলে পরাণে মরিয়ে[১০]
এমতি[১১] মনে সে লয় ॥ [৩]
[১২]চণ্ডীদাস-গীতি পিরীতি এমতি
শুন গো বড়ুয়ার ঝি।
[১৩]পিরীতি-বিচ্ছেদ হইল বিপদ
[১৪]তাহার জীবন কি ॥ [৪]

নী ২৫৯ ॥

১। সে [ক-বি ২৯১] ॥

২। যেমতি [মু-শ]; যেমত [র-ম ; প-ক-ত]; যেমন [নী] ॥

৩। আমরা দুখিনী [মু-শ ; ক-বি ২৯১] ; গৃহীত পাঠ [অন্যত্র] ॥

৪। গৃহীত পাঠ [মু-শ ; ক-বি ২৯১] ; কুল-কলঙ্কিনী [অন্যত্র]; কানু-কলঙ্কিনী [র ২২৭৪]; হৈলাঙ কলঙ্কিনী [ঢা-মি ৫] ॥

৫। গৃহীত পাঠ [মু-শ]; হইনু করিয়া প্রীত [অন্যত্র]; তোমা সনে [ঢা-মি ৫ ; ক-বি ২৯১] ॥

৬। বেদন [র-ম ; নী] ; বেদনা [অন্যত্র] ॥

৭। গৃহীত পাঠ [বৃ-পু]; কহিলে কি যায় [র-ম ; নী ; প-ক-ত ; ঢা-বি] ; কহন না যায় [মু-শ] ॥

৮। পরাণ সহিছে [র-ম ; নী]; পরাণে সহিছে [প-ক-ত] ; গৃহীত পাঠ [মু-শ]; পরাণে সহিব কত [ক-বি ২৯১] ॥

৯। গৃহীত পাঠ [মু-শ] ; পিরীতি বন্ধু হে [র-ম ; নী ; প-ক-ত]॥

১০। মরিব [র-ম ; নী] ; মরিয়ে [মু-শ]॥

১১। গৃহীত পাঠ [প-ক-ত] ; এমতি সে মনে লয় [নী] ; এমনি সে মনে লয় [র-ম] ; এমতি মনে লয় [মু-শ]॥

১২। গৃহীত পাঠ [মু-শ]। চণ্ডীদাস কহে পিরীতি বিষম শুন লো [প-ক-ত ; ক-বি ২৯১, ঢা-মি ৫ ; র-ম=শুনহ, নী=শুন] ; বড়ুয়ার বহু [অন্যত্র]॥

১৩। পিরীতি বিচ্ছেদ হইলে মরণ এমতি না হউ কেহু [নী] ; পিরীতি বিশদ [র-ম | পিরীতি বিচ্ছেদ [প-ক-ত]॥

১৪। গৃহীত পাঠ [মু-শ] ; এমত (এমতি) না হউ কেহ [অন্যত্র]॥

---

[৪৩]

আক্ষেপানুরাগ ॥ শ্রীরাধার উক্তি, প্রিয়-সম্বোধনে (অথবা বংশী-নিন্দনে

মরি মরি যাই শ্যাম[১] বাঁশীয়া নাগরে।
কুল ছাড়া বাঁশীটী কলঙ্ক হৈল মোরে॥ [১]
নিতি নিতি ডাকে বাঁশী রৈতে নারি ঘরে।
মরম-সন্ধান দিয়ে হৃদয় বিদরে॥ [২]
যদি বা বাজাবে বাঁশী না হও ত্রিভঙ্গ।
কুলবতীর কুলব্রত[২] না করিহ ভঙ্গ॥ [৩]
শাশুড়ী ক্ষুরের ধার ননদিনী জ্বালা।
মরমে মরম-ব্যথা[৩] নাহি জানে কালা॥ [৪]
কালা কালা[৪] বলি ঘোষে জগতের জনে।
[৫]চরণে শরণ নিলাম জীবনে মরণে॥ [৫]
চরণে শরণ নিলাম না বাসিহ ভিন।
একে ত অবলা জাতি পরের অধীন॥ [৬]
নিরমল কুল ছিল তাহে দিনু কালি।
[৬]হাতে তুলি মাথে নিলুঁ কলঙ্কের ডালি॥ [৭]
দ্বিজ চণ্ডীদাস বলে শুন রাজার ঝি।
বাঁশীয়া দংশিল তোমায় আমি করি[৭] কি॥ [৮]

নী ২৬৮ ॥

১। শ্যামের [র-ম ; নী] ; এই পাঠে অর্থগ্রহ হয় না ও ছন্দোদোষ ঘটে বলিয়া আমরা 'শ্যাম' পাঠ গ্রহণ করিলাম ॥

২। কুলবর্ণ [র-ম] ; কুলবত্ব [নী] ; গৃহীত পাঠ [সা-কু ৪] ; অন্যত্র 'কুলবর্ত্ম' ॥

৩। মরমের ব্যথা [র-ম ; নী] ॥

৪। বলিয়া আসয়ে জগত জনে [র-ম ; নী] ; গৃহীত পাঠ [সা-কু ৪] ॥

৫। এই পংক্তিটী র-ম ও নী-তে নাই ; নী পরের পংক্তিটীর শেষ শব্দ 'ভিনে' রূপে পাঠ করিয়া 'জগত জনে' [র-ম ও নী-ধৃত পাঠে]-র সহিত মিলাইয়া দিয়াছিলেন, এবং 'অধীন' এই শব্দান্ত পংক্তির মিল লুপ্ত হইয়া গিয়াছে অনুমান করিয়াছিলেন। অনেক ক্ষেত্রে র-ম নী-র মূল বলিয়া মনে হয়, এবং র-ম-র মূল পুঁথিতে পংক্তিটীর অভাব ছিল। পংক্তিটী যথাস্থানে সা-কু ৪ পুঁথিতে পাওয়া গিয়াছে।

৬। হাতে হাতে মাথে নিনু [নী] ; হাতে তুলে মাথে দিনু কলঙ্কের ডালি [র-ম] ॥

৭। করিব [নী] ॥

[৪৪]

আক্ষেপানুরাগ ॥ শ্রীরাধার উক্তি, বংশী-নিন্দনে ॥ সুহই ॥

বিষম বাঁশীর কথা[১] কহিল না হয়।
ডাক দিয়া কুলবতী বাহির করয় ॥ [১]
কেশে ধরি লৈয়া যায় শ্যামের নিকটে।
পিয়াসে হরিণী[২] যেন পড়য়ে সঙ্কটে ॥ [২]
হা রে সই শুনি যবে বাঁশীর নিসান।
গৃহ কাজ ভুলি প্রাণ করে আনচান ॥ [৩]
সতী ভুলে নিজ পতি মুনি ভুলে মৌন[৩]।
শুনি পুলকিত হয় তরুলতাগণ ॥ [৪]
কি হবে অবলা জাতি সহজে সরলা।
কহে চণ্ডীদাস সব নাটের গুরু কালা ॥ [৫]

নী ২৬২ ॥

১। কহিলে না হয় [প-ক-ত] ; কহনে না হয় [নী ; প-র-সা ; গীতকল্পতরু, চ পুঁথি] : কহন না যায় [র-ম], অর্থ-সঙ্গতির জন্য 'কহিল' পাঠ গৃহীত হইল ॥

২। হরিণ [নী], হরিণী [প-ক-ত] ॥

৩। মন [প-ক-ত], মৌন [প-র-সা ; নী ; প-ক-ত-র অন্য পুঁথি]॥

তৃতীয় সংখ্যক পয়ারটী ('হারে সই……আনচান') সতীশচন্দ্র রায় মহাশয় প-ক-ত-তে গ্রহণ করেন নাই। কিন্তু নী-র মূল পুঁথিতে এই পয়ারটী আছে, এবং র-ম সংস্করণেও পাওয়া যায়।

॥ ৩॥ 'নিসান' শব্দটী প্রাচীন, মূল সংস্কৃত রূপ 'নিস্বন' বা 'নিস্বান' ; অর্থ, '(বাদ্য) ধ্বনি'। পদটীতে বড়ুর কবিতার ঝঙ্কার বিদ্যমান, কিন্তু ভাষা বহু স্থলে পরিবর্ত্তিত॥

[৪৫]
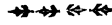
আক্ষেপানুরাগ ॥ শ্রীরাধার উক্তি, বংশী-নিন্দনে ॥ ধানশী ॥

কালার[১] লাগিয়া আমি[২] হব বনবাসী।
কালা নিলে[৩] জাতি কুল, [৪]প্রাণ নিলে বাঁশী ॥ [১]
তরল বাঁশের বাঁশী নামে বেড়া জাল।
[৫]সভারি সুলভ বাঁশী আমার[৬] হৈল কাল ॥ [২]
[৭]আর মোর মন নাহি রহে গৃহকাজে।
[৮]দিবানিশি কাঁদি আমি মরি[৯] লোকলাজে ॥ [৩]
[১০]অন্তরে কঠিন বাঁশী, বাহিরে সরল।
পিবয়ে অধরসুধা[১১] উগারে গরল ॥ [৪]
[১২]যে ঝাড়ের বাঁশী তুমি তার লাগি পাও।
[১৩]ডালে মূলে উপাড়িয়া সাগরে ভাসাও ॥ [৫]
[১৪]দ্বিজ চণ্ডীদাস কহে বংশী কি করিবে।
[১৫]আপন করম লেখা, দোষ কারে দিবে ॥ [৬]

নী ২৬৫ ॥

১। শ্যামের [প-র-সা]॥

২। হাম [নী] ; আমি [ক-বি ২৯১ ; র ২৭৭০ ; প-র-সা]॥

৩। নিল [প-র-সা]॥

৪। পরাণে আন বাসি [ক-বি ২৯১] ; পরাণে মেলে (=মাইল, মারিল) বাঁশী [র ২৭৭০] ; প্রাণ মারিলে বাঁশী [ঢা-মি ৫] ; প্রাণে মারে [সা-কু ৩]॥

৫। সংসারের [নী] ; সভারি [প-ক-ত] ; সংসারীর [সা-কু ৩ ; ঢা-মি ৫] ; সংসারের দুর্লভ [ক-বি ২৯১ ; র ২৭৭০, ২৭৭৪] ; জগতের দুর্লভ [ঢা-পু] ; সবার সুলভ [র-ম ; গীতিরত্নাকর, ক পুঁথি]॥

৬। রাধার [নী]; আমার [ঢা-পু]॥

৭। মন মোর আর নাহি লাগে গৃহকাজে [নী]; গৃহীত পাঠ [র ২২৭৫, ২৭৭০; ক-বি ২৯১]; আর মন মোর না রহে [ঢা-বি ১১৮/৮৫ R]; আর মন মোর না হইল [ঢা-মি ৫]॥

৮। নিশি দিশি কাঁদি কিন্তু হাসি [র-ম]; দিবা নিশি কাঁদি আমি মরি [ঢা-মি ৫]; দিবা নিশি [ক-বি ২৯১]॥

৯। হাসি [নী]; মরি [বৃ-পু]॥

১০। কে বলে সদ্বংশ বাঁশী অন্তরে সরল [ক-বি ৩৩১];
অন্তরে অসার বাঁশী বাহিরে সরল [প-ক-ত; র-ম];
অন্তরে সরল বাঁশী বাহিরে প্রবল [নী];
অন্তরে বাহির বাঁশী বাহিরে সরল [ক-বি ২৯১];
অন্তরে কঠিন বাঁশী বাহিরে সরল—গৃহীত পাঠ [সা-কু ৩; র ২২৭৫; ঢা-মি ৫];
অন্তরে অসার বাঁশী বাহিরে রসাল [প-র-সা]॥

১১। অধর রস [সা-কু ৩; ক-বি ২৯১; ঢা-মি ৫]॥

১২। যে ঝাড়ের বাঁশী তুমি তাহার লাগ পাঙ [প-র-সা];
যে দেশে বাঁশীর ঘর সে বাঁশের লাইগ পাই [ঢা-পু];
যে না দেশে বাঁশীর ঘর সে না দেশে যাঙ [গীতকল্পতরু, ঘ পুঁথি; র ২৭৭০];
… … … … …যাও [ক-বি ২৯১];
… … … … … যাব [সা-কু ৩];
যে ঝাড়ের তরল বাঁশী ঝাড়ের লাগ পাঙ [প-ক-ত];
…………………তারি লাগি পাও [র-ম]॥

১৩। ডালে মূলে উথারিয়া [ঢা-বি ১১৮/৮৫ R];
ঝাড়ে মূলে উপাড়িয়া সাগরে ভাসাব [সা-কু ৩];
সাগরে পেলাঙ [ক-বি ২৯১]॥

১৪। চণ্ডীদাস বলে বাঁশী আমার কি করে [নী];
দ্বিজ চণ্ডীদাসে কয় বংশী কি করিবে [প-ক-ত; র-ম];
চণ্ডীদাসেতে কহে বংশী কি কএ [ক-বি ২৯১];
চণ্ডীদাস কহে বংশী কি করে [ঢা-বি ১১৮/৮৫ R];
দ্বিজ চণ্ডীদাস কহে বংশীটী কি করে [ঢা-মি ৫];
চণ্ডীদাসে বলে সই বংশী করি করে [ঢা-পু];
বড়ু চণ্ডীদাস কএ বংশী কি করিবে [সা-কু ৩]॥

১৫। আপন করম দোষ দোষ দিব কারে [নী];
আপন করমের লেখা দোষ কারে দিবে [সা-কু ৩];
আপন করম দোষ দোষিব কাহারে [র ২৭৭০];
আপনার কর্ম্মদোষ.............. [ঢা-পু];
সকলের মুল কালা তারে না পারিবে [প-ক-ত ; র-ম]॥

ক-বি ৩৩১ সংখ্যক পুঁথিতে এই দুইটী কলি অধিকন্তু আছে—

যমুনা সিনানে আমি না যাইয়ে লাজে।
আকুল করিল মোরে নন্দের যুবরাজে॥

নী-তে তৃতীয় পয়ারের পর এই দুইটী ছত্র অতিরিক্ত আছে, তাহা এখানে গ্রহণ করা হয় নাই—

হা রে সখি, কি দারুণ বাঁশী।
যাচিয়া যৌবন দিয়া হনু শ্যামের দাসী॥

এই কলি দুইটী কতকগুলি প্রামাণিক পুঁথিতে পাওয়া যায় না [ঢা-মি ৫ ; ক-বি ২৯১ ; র ২২৭০]।

গৃহীত পাঠের চতুর্থ পয়ারটী র ২৭৭০ পুঁথিতে নাই।

রামগোপাল দাস-সঙ্কলিত 'রসকল্পবল্লী' গ্রন্থে আক্ষেপানুরাগ বংশীনিন্দার উদাহরণ-স্বরূপ এই ভণিতাহীন পদাংশটুকু পাওয়া যায়—

তরল বাঁশের বাঁশি নামে বেড়া জাল।
সভারে দুর্লভ বাঁশি রাধার হৈল কাল॥
জে না বাঁশের বাঁশি সে না ঝাড়ের লাগি পাব।
ডালে মূলে উপাড়িয়া সাগরে ভাসাব॥ ('রসকল্পবল্লী'র ক-বি পুঁথি)।

এই পদটীর প্রথম দুইটী ছত্র বংশীবদনের ভণিতাযুক্ত একটী পদে পাওয়া যাইতেছে (অপ্রকাশিত-পদরত্নাবলী, ৩৬৪)।

মুসলমান পদ-রচয়িতা চাঁদ কাজির একটী সুন্দর পদে এই পদের দুইটী ছত্র পাওয়া যায়, যথা—

বাঁশী বাজান জানো না।
অসময় বাজাও বাঁশী পরাণ মানে না॥
যখন আমি বৈসা থাকি গুরুজনার কাছে।
তুমি নাম ধইরা বাজাও বাঁশী আমি মইরি লাজে॥
ও পার হইতে বাজাও বাঁশী এ পার হইতে শুনি।
অভাগিয়া নারী হাম হে সাঁতার নাহি জানি॥

যে ঝাড়ের বাঁশের বাঁশী সে ঝাড়ের লাগি পাঁও।
জড়ে মুলে উপাড়িয়া যমুনায় ভাসাও॥
চাঁদ কাজি বলে বাঁশী শুনে ঝুরে মরি।
জীমু না জীমু না আমি না দেখিলে হরি॥

৺সতীশচন্দ্র রায় মহাশয়-সম্পাদিত ভবানন্দ-কৃত হরিবংশ-গ্রন্থের আদর্শ পুঁথির অতিরিক্ত অন্য পুঁথিতে প্রাপ্ত অংশ-সমূহমধ্যে এই দুইটী ছত্র পাওয়া গিয়াছে (পৃঃ ২১৩)—

যে বাঁশের এহি বাঁশী তার লাগ পাউ।
সমূলে উপাড়ি তবে জলেতে ফালাউ॥
আর যেন বাঁশী রাও করিতে না পায়।
আগুনিতে পুড়িলে বাঁশীর দুঃখ জায়॥

নী ২৬৭ সংখ্যক পদের আরম্ভ এইরূপ :—

কালা গরলের জ্বালা আর কি সহে অবলা তাহে মুই কুলের বৌহারী।
অন্তরে মরম ব্যথা কাহারে কহিব কথা গুপুতে গুমরি মরি মরি॥

এই অংশের পর ক-বি-র একখানি পুঁথিতে, র ২৭৭০ ও ২২৭৪ পুঁথিতে এবং ঢা-মি ৫ পুঁথিতে 'কালার লাগিয়া আমি হব বনবাসী' এই পদটী পাওয়া যায়। উপরে উদ্ধৃত রসকল্পবল্লীর ভণিতাহীন পদাংশ এবং পূর্ব্বোক্ত পুঁথিগুলির এইরূপ ত্রিপদী ও পয়ারের সম্মিলিত রূপ দেখিয়া অনুমান হয় যে, এই পদটী পয়ারে রচিত হইয়াছিল এবং আমাদের গৃহীত পাঠের মতই উহার মূল রূপ ছিল। ভবানন্দের হরিবংশের এবং চাঁদ কাজির পদে ইহার অংশবিশেষ দেখিয়া মনে হইতেছে যে, পদটী প্রাচীন—এমন কি, ইহা বড়ু চণ্ডীদাসেরও হইতে পারে।

[৪৬]
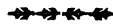
আক্ষেপানুরাগ ॥ শ্রীরাধার উক্তি, স্বগত-কথনে ॥ শ্রী ॥

পাসরিতে চাহি যদি পাসরা না যায়।
তুষের আনলে[১] যেন জ্বলিছে হিয়ায়॥ [১]
[২]হাসি হাসি শ্যাম সনে পিরীতি করিয়া।
[৩]নাহি জানি দিবানিশি মরিয়ে ঝুরিয়া॥ [২]
পিরীতি এমন জ্বালা[৪] জানিব কেমনে।
[৫]তবে কেন বাড়াই লেহা কালিয়ার সনে॥ [৩]

পিরীতি গরলে মোর হেন গতি ভেল[৬]।
আছিল সোনার [৭]দেহ কাল হইয়া গেল ॥ [৪]
তিলেক[৮] বিচ্ছেদ পাপ পরাণে না সহে[৯]।
[১০]বিষম পিরীতি বড়ু চণ্ডীদাসে কহে ॥ [৫]

নী ৩৬৬। নী-তে প্রথমে চারিটী ছত্র অতিরিক্ত আছে, সেই ছত্র চারিটী নী-৩৫৩ সংখ্যক পদের [বর্ত্তমান সংস্করণের ১৫ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত বড়ু চণ্ডীদাসের পদমধ্যে ৯ সংখ্যক পদের] ৩।৪।৫।৬ ছত্রের সহিত অভিন্ন বলিয়া এখানে পরিত্যক্ত হইল। এই চারিটী ছত্র কিন্তু ক-বি ২৩৯৪ পুঁথিতে ৮ সংখ্যক পদে নী ৩৬৬ পদের মত আদিতে মিলিতেছে। র ২২৭৫ ও র ২৭৬৯ পুঁথিতেও 'পাসরিতে চাহি যদি……জ্বলিছে হিয়ায়' এই পয়ারটী নাই; কিন্তু পদের আরম্ভ নী-ধৃত পাঠের মত ॥

১। য়ানল [ক-বি ২৩৯৪] ॥

২। হাসিতে শ্যামের সনে [নী]; হাসিতে ২ শ্যাম সঙ্গে [ক-বি ২৯১]; কি ক্ষেণে বঁধুর সনে [ক-বি ২৯৭]; হাসি২ শ্যাম সনে [র ২২৭৫]; হাসিতে ২ হল পিরীতি করিয়া [ক-বি ২৩৯৪] ॥

৩। নাহি যায় দিবা নিশি মরয়ে ঝুরিয়া [নী]; গৃহীত পাঠ [র ২২৭৫] ॥

৪। নাক্রি জানি [ক-বি ২৯১]; দিবা নিশি সদা আমি মরি গো [ক-বি ২৯৭]; বন্ধা [ক-বি ২৩৯৪] ॥

৫। জানিলে পিরীতি না করিতাম শ্যাম সনে [ক-বি ২৯১]; তবে কেন পিরীতি করিব বন্ধুর সনে [ক-বি ২৯৭]; জানিলে পিরীতি না করিতাম তার সনে [র ২২৭৫]; তবে কেন পিরীতি বাড়াব শ্যাম সনে [ক-বি ২৩৯৪] ॥

৬। দশা হইল [ক-বি ২৩৯৪ ; র ২২৭৫] ॥

৭। তনু ক্ষীণ হলো [ঢা-বি $\frac{১১৮}{৮৫}$ R]; 'দেহ' স্থলে 'তনু' [ক-বি ২৯১ ; ক-বি ২৩৯৪]; তনু কাল হইয়া গেল [র ২৭৬৯]; দেহ হৈয়া গেল কাল [নী]; 'অঙ্গ কাল হইয়া গেল'—এ পাঠও আছে ॥

৮। পিরীতি [ক-বি ২৩৯৪] ॥

৯। সয় [ঢা-বি $\frac{১১৮}{৮৫}$ R] ॥

১০। এমন পিরীতি দ্বিজ চণ্ডীদাসে কহে [নী]; এমন পিরীতি দিন চণ্ডীদাসে কয় [ক-বি ২৩৯৪]; বিষম পীরিতি বড়ু চণ্ডীদাস কয় [ঢা-বি $\frac{১১৮}{৮৫}$ R]; পীরিতি বিষম বড়ু চণ্ডীদাস কহে [সা-কু ৩]; গৃহীত পাঠ [ক-বি ২৯১, র ২২৭৫] ॥

[৪৭]

আক্ষেপানুরাগ ॥ শ্রীরাধার উক্তি, স্বগত-কথনে ॥ গান্ধার ॥

যত নিবারিয়ে চিতে[১] নিবার না যায় রে।
[২]আন পথে যাই, পদ কানুপথে ধায় রে ॥ [১]
এ ছার রসনা,[৩] মোর হইল কি বাম রে[৪]।
[৫]যার নাম না লইব লয় তার নাম রে ॥ [২]
এ ছার নাসিকা মুই যত[৬] করু বন্ধ।
তবু ত দারুণ নাসা পায় শ্যাম[৭]-গন্ধ ॥ [৩]
তার[৮] কথা না শুনিব করি অনুমান।
পরসঙ্গ[৯] শুনিতে আপনি যায় কান ॥ [৪]
ধিক রহু এ ছার ইন্দ্রিয় মোর সব।
সদা সে কালিয়া কানু হয় অনুভব ॥ [৫]
[১০]চণ্ডীদাস বলে রাই ভাল ভাবে আছ।
মনের মরম কথা কারে[১১] জানি পুছ ॥ [৬]

নী ৩৬৯ ॥

১। পায় [প-ক-ত ; ঢা-মি ৫ ; র ২৭৭৪] ; তায় [র-ম] ; পদ [প-র-সা] ॥

২। আন পথে চলিতে চায় আন পথে ধায় রে [নী] ;
আন পথে যাই সে কানু পথে ধায় [র-ম] ;
আন পথে যাইতে সে কানু পথে [প-ক-ত] ;
আপন পথে চলিতে পা কানু পথে যায় রে [ঢা-মি ৫ ; র ২২৭৪]।
গৃহীত পাঠ বৃ-পু অনুসারে ॥

৩। বাসনা [সা-কু ৩ ; র ২২৭৪] ॥

৪। হইল কি বা মোর [গী-ক (ঘ)] ॥

৫। তার নাম লয় রে [নী] ; যার নাম নাহি লই লয় তার নাম রে [প-ক-ত ; র-ম] ; সদা লয় নাম রে [র ২২৭৪] ॥

৬। কত [নী] ; যত [প-ক-ত] ॥

৭। তার [র-ম ; নী] ; শ্যাম [প-ক-ত] ॥

৮। সে [নী] ; তার [বৃ-পু] ; সে না [র-ম ; প-ক-ত] ॥

৯। পরসঙ্গে [র-ম ; নী] ; পরসঙ্গ [প-ক-ত] ॥

১০। কহে চণ্ডীদাসে রাই [র-ম] ; কহে চণ্ডীদাস রাই [প-ক-ত] ॥

১১। কাহে [র-ম] ॥

ঢা-মি ৫ এবং র ২২৭৪-তে ৭, ৮, ৯ ও ১০ এই চারিটী ছত্র নাই।

[৪৮]

আক্ষেপানুরাগ ॥ শ্রীরাধার উক্তি, স্বগত-কথনে ॥ সুহই ॥

[১]ধরম করম গেল গুরু গরবিত।
[২]অবশ করিল কালা কানুর পিরীত ॥ [১]
ঘরে পরে কি না বলে[৩] করিব হাম[৪] কি।
[৫]কে বা না করয়ে প্রেম [৬]আমি সে কলঙ্কী ॥ [২]
[৭]বাহির হইতে নারি লোক-চরচাতে।
হেন মনে[৮] করে বিষ খাইয়া মরিতে ॥ [৩]
[৯]একে নারী কুলবতী অবলা বলে লোকে।
[১০]কানু পরিবাদ হইল পুড়িয়া মরি শোকে ॥ [৪]
[১১]খাইতে নারিয়ে কিছু রহিতে নারি ঘরে।
[১২]ভাবিতে ভাবিতে ব্যাধি সামাইল[১৩] অন্তরে ॥ [৫]
জারিলেক[১৪] তনু মন[১৫] ব্যাপিল শরীর।
চণ্ডীদাস বলে ভাল হইবে সুস্থির ॥ [৬]

নী ৩৫৪ ॥

১। ধরম করম কোথা গেল [র ২২৭৪, ২৭৭০ ; ঢা-বি ১৬৮/২৮R] ; দূর গেল ধর্ম্ম কর্ম্ম [ঢা-পু] ॥

২। অবশ সকলে মোরে [র ২৭৭০] ; অবশ হইল [ঢা-পু] ; অবশ করিল মোরে কানুর······[র ২২৭৪] ॥

৩। করে [ঢা-মি ৫] ॥

৪। 'হাম' শব্দ র ২২৭০-তে নাই ॥

৫। কে না [প-ক-ত] ॥

৬। আমি কলঙ্কী [প-ক-ত] ; আমরা [ঢা-পু] ॥

৭। বেরাইতে [র ২২৭৪] ; বেরাাতে [র ২৭৭০] ॥

৮। মন [প-ক-ত] ; মনে [র-ম ; নী] ; সমগ্র পংক্তি—'এমন করয়ে মন বিষ খাই

প্রাণ ত্যজিতে' [ঢা-মি ৫]; 'এমতি করয়ে চিতে বিষ খাই জীতে' [র ২৭৭০]; 'এমন……' [সা-কু ৬]; 'এমন কেনে করে প্রাণ হৈল বিষ খাইতে' [ঢা-পু]॥

৯। একে নারী কুলবতী পুড়ে মরি শোকে [নী-ধৃত পাঠান্তর]; কুলের বৈরী [সা-কু ৬; র ২২৭৪, ২৭৭০; ঢা-বি ১১৮ R]॥

১০। তাহে কানু পরিবাদ দেয় পাপলোকে [নী-ধৃত পাঠান্তর]; কানু বাদ সদা বলে [র ২২৭৪]; কানু বাদ সাধে বোলে পুড়্যা [র ২৭৭০]; কানুবাদ সাধ বলে পুড়িয়া [সা-কু ৬]॥

১১। খাইতে নারি গো স্থির হৈতে নারি ঘরে [ঢা-পু]; নারি যে [র-ম; নী]; নারিয়ে [প-ক-ত]॥

১২। ভাবিতে বেয়াধি হৈল আমার অন্তরে [ঢা-পু]॥

১৩। সামাইল [প-ক-ত; র ২৭৭০]; সাঁধাইল [নী]॥

১৪। জারিলেক [নী]; জারিল সে [প-ক-ত]॥

১৫। মোর [ঢা-পু]॥

এই পদটীতে বড়ু চণ্ডীদাসের ভাবের ও ভাষার ঝঙ্কার পাওয়া যাইতেছে।

[৪৯]

আক্ষেপানুরাগ॥ শ্রীরাধার উক্তি, স্বগত-কথনে॥ শ্রী ॥

কালিয়া কালিয়া বলিয়া বলিয়া
জনমে কি ফল পানু।
হিয়া দগদগি পরাণ পোড়নি
মনের আগুনে মনু॥ [১]
গোকুল নগরে কে বা কি না করে
[১]তাহে কি নিষেধ বাধা।
সতী কুলবতী সে সব যুবতী
কানু[২] কলঙ্কিনী রাধা॥ [২]
এ ঘর করণ গৃহী[৩] নিদারুণ
পিরীতি[৪] পরের বশে।
হেন করে মন হউক মরণ
[৫]কি আর যশ অপযশে॥ [৩]

বাহিরে বার‍্যাতে[৬] লোক চরচাতে
[৭]বিষ মিশাইল ঘরে।
[৮]পিরীতির লাগি জগত বৈরী
আপন বলিব কারে॥ [৪]
[৯]রাধা বলি নাম কেহ নাহি ধরে
[১০]এখানে অমনি মলে।
চণ্ডীদাস বলে সকল[১১] পাইবে
বঁধু আপনার হলে॥ [৫]

নী ৩৬৫॥

১। গৃহীত পাঠ [নী]; তারে না নিষেধে বাধা [র ২২৭২]॥

২। কানু [ক-বি ২৯৭, র ২২৭২]; হাম [নী]॥

৩। গৃহী [ক-বি ২৯৭]; বিহি [নী]॥

৪। বসতি [ক-বি ২৯৭]॥

৫। গৃহীত পাঠ [ক-বি ২৯৭]; আর যত অপযশে [নী]; কি করিব অবশেষে [র ২২৭২]॥

৬। বার‍্যাতে [র ২২৭২]; বেরাতে [নী]॥

৭। বিষ মিশাইল [র ২২৭২]; বিষম হইল [নী]॥

৮। গৃহীত পাঠ [র ২২৭২]; পীরিতি বলিয়া যতেক বৈরী [নী]॥

৯। গৃহীত পাঠ [ক-বি ২৯৭]; রাধা মেনে কেহ নাম নাহি লবে [নী]; রাধা বলি নাম নাহি কোন জন [র ২২৭২]॥

১০। গৃহীত পাঠ [নী]; এখনি এমনি মেনে [ক-বি ২৯৭]; ধরয়ে তৈখন মৈলে [র ২২৭২]॥

১১। সবারে [নী]; সকল [র ২২৭২]॥

একটু পরিবর্ত্তিত ভাবে এই পদটী নী ৩৬৩ রূপে পাওয়া যাইতেছে। র-ম-তেও এই রূপান্তরিত পাঠ মিলিতেছে। যথা—

কালিয়া কালিয়া বলিয়া বলিয়া
[১]জনমে কি সুখ পানু।
হিয়া দগদগি [২]পরাণ পোড়নি
[৩]মনের আগুনে মনু॥
মরিনু মরিনু মরিয়া গেনু
ঠেকিনু পীরিতি রসে।
আর কেহ জানি এ রসে ভুলে না
ঠেকিলে জানিবে শেষে॥

[খ] চণ্ডীদাস-নামাঙ্কিত পদ

এ ঘর করণ বিহি নিদারুণ
বসতি পরের বশে।
মাগ[৪] এই বর মরণ সফল[৫]
কি আর এ সব আশে॥
[৬]এখনি জানিলে আর কি জানিবে
জানিবে পীরিতি শেষে।
অনেক যতনে পেয়েছি সে ধনে
তাহা জানে চণ্ডীদাসে॥

উপরে নী ৩৬৪ র পাঠ দেওয়া হইল। পাঠান্তর—

১। জনম বিফল পাইনু [র-ম]॥
২। মনের আগুনি [ক-বি ২৯৭]॥
৩। দ্বিগুণ পুড়িয়া মনু [ক-বি ২৯৭]; মনের অনলে মৈনু [র ম]॥
৪। মাগো [র-ম]॥
৫। সকল [ক-বি ২৯৭]॥
৬। র-ম-ধৃত পাঠ এইরূপ—

অনেক যতনে পেয়েছি সে ধনে তাহা জানে চণ্ডীদাসে।
এখনি জানিলে আর কি জানিবে জানিবে পীরিতি শেষে॥

[৫০]

আক্ষেপানুরাগ॥ শ্রীরাধার উক্তি, স্বগত-কথনে॥ সিন্ধুড়া॥

এমত বেভার[১] না জানি তাহার
পিরীতি যাহার সনে।
গোপত করিয়া কেন না রাখিলে
বেকত করিলে কেনে॥ [১]

মনের মরম জানিবে কে।
সেই সে জানয়ে[২] মনের মরম
এ রসে মজিল যে॥ [ধ্রু]

চোরের মা[৩] যেন পোয়ের লাগিয়া
ফুকরি কাঁদিতে নারে।
কুলবতী হৈয়া [৪]পিরীতি করিলে
এমতি[৫] সঙ্কট তারে॥ [২]
কে আছে ব্যথিত [৬]যাবে পরতীত
এ দুখ কহিয়ে[৭] কারে।
হয় দুখভাগী পাই তার লাগি
তবে সে কহিয়ে[৮] তারে॥ [৩][৯]
পর কি জানয়ে পরের বেদন
সত্বর[১০] আপন কাজে।
চণ্ডীদাস বলে বনের ভিতর
কভু[১১] কি রোদন সাজে॥ [৪]

নী ৩৪৬। নী-র আরম্ভ এইরূপ—

ধানশী॥ নিঠুর কালিয়া না গেল বলিয়া জানিলে যাইত সাথে।
গুরু গরবিত বসতি আমার পরাণ লইয়া হাতে॥
সই কি আরবলিব তোরে।
আপন অন্তর না কর বেকত তবে সে কহি যে তোরে॥

তদনন্তর 'মনের মরম জানিবে কে' হইতে অবশিষ্ট অংশটুকু ঠিক আছে।

এই কয়টী ছত্র ঢা-বি ২৪৯৩ পুঁথিতে সামান্য পাঠভেদ সহ পাওয়া যায়, কিন্তু অন্যত্র এগুলি মিলে না। এগুলি গ্রহণ করিলে পদটীকে 'মাথুর বিরহ' পর্য্যায়ে রাখিতে হইত। আমরা র-ম ও প-ক-ত-র পাঠ গ্রহণ করিয়া পদটীকে আক্ষেপানুরাগের মধ্যেই ধরিলাম।

১। ব্যাভার [র-ম]; বেভার [প-ক-ত]॥
২। জানে [নী]॥
৩। মায়ে [প-ক-ত]॥
৪। কুল তেয়াগিয়ে [ঢা-বি ২৪৯৩]॥
৫। তেমতি [ঢা-বি ২৪৯৩]॥
৬। করে পরহিত [ঢা-বি ১৮১৮ R]॥
৭। কহিব [র-ম ; প-ক-ত] ; কহি যে [নী] ; কহিএ [ঢা-বি ১৮১৮ R]॥
৮। কহি যে [র-ম ; নী] ; কহিয়ে [প-ক-ত]॥
৯। তৃতীয় ত্রিপদীটী ক-বি ২৯১-এ এইরূপে আছে—

হয় এ দুখভাগী পাই তার লাগি এ দুখ কহি যে তারে।
কে আছে ব্যথিত কানুর পীরিতি দুখে ডুবাইয়া মারে॥

১০। সে রত [র-ম ; নী] সতর [প-ক-ত ; ঢা-বি ২৪৯৩ ; ক-বি ২৯১] ; সত্বর [প-ক-ত পাঠান্তর]॥

১১। তারে [ক-বি ২৯১]॥

[৫১]

আক্ষেপানুরাগ॥ শ্রীরাধার উক্তি, স্বগত-কথনে॥ শ্রী॥

যাহার সহিত যাহার পিরীত
সেই সে মরম জানে।
লোক চরচায় ফিরিয়া না চায়[১]
সদাই অন্তরে টানে॥ [১]
[২]গৃহ কাজ করি গুমরিয়া মরি
ফুকারি কাঁদিতে নারি।
নাহি হেন জন করে নিবারণ
যেমত চোরের নারী॥ [২]
[৩]ঘরে গুরুজন বলে কুবচন
তাহা কি কাহারে কই।
মরণ সমান করে অপমান
[৪]বন্ধুর লাগিয়া সই॥ [৩]
কাহারে কহিব কে বা পিত্যাইব[৫]
কে জানে মনের[৬] দুখ।
[৭]চণ্ডীদাস কয় [৮]ছাড়হ আশয়
তবে সে পাইবে সুখ॥ [৪]

নী ৩৬২॥

১। চায় [ক-বি ২৯৭] ; চাই [র-ম ; নী]॥

২। গৃহকাজ করিতে গুমরিয়া মরি [ক-বি ২৯৭] ; গৃহকর্ম্মে থাকি সদাই চমকি গুমরে গুমরে মরি [র-ম ; নী]॥

৩। গৃহীত পাঠ [ক-বি ২৯৭]; ঘরে গুরুজনা গঞ্জয়ে নানা তাহা বা কহিব কি [র-ম ; নী]॥

৪। গৃহীত পাঠ [ক-বি ২৯৭]; বন্ধুর কারণ সে [র-ম ; নী]॥

৫। নিবারিবে [র-ম ; নী]; পিত্যাইব [ক-বি ২৯৭]॥

৬। মরম [র-ম ; নী]; মনের [ক-বি ২৯৭]॥

৭। গৃহীত পাঠ [ক-বি ২৯৭]; চণ্ডীদাস কহে করহ ঘোষণা [র-ম ; নী]॥

৮। প্রাপ্ত পাঠ 'আশয় ছাড়হ'-কে পরিবর্ত্তিত করা হইল॥

[৫২]
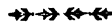
আক্ষেপানুরাগ॥ শ্রীরাধার উক্তি, স্বগত-কথনে॥ দাসপাড়িয়া॥

দূর দূর কলঙ্কিনী বলে সব লোকে গো।
না জানি কাহার ধন [১]নিল কোন পাকে গো॥ [১]
কারো[২] সনে না কহি কথা থাকি করি ভয় গো।
তবু ত দারুণ লোকে [৩]মিছা কথা কয় গো॥ [২]
[৪]তার সনে নাহি দেখা নাহি পরিচয় গো।
দেখা হইলে কইত যদি [৫]তবে মনে সয় গো॥ [৩]
[৬]একে নারী কুলের বৈরী দেখিতে নারে ঘরে গো।
[৭]মিছা কথা কইয়া পরের মন ভারী করে গো॥ [৪]
[৮]পর কুচ্ছায় ধরম মেনে কেমন ক'রে সয় গো॥
[৯]চণ্ডীদাস কয় লোকের মিছা কথা হয় গো॥ [৫]

নী ২৮৭॥

১। কিবা আমি নিলাম গো [প-সং]; নিলাম আমি গো [র-ম ; নী]॥

২। কার [র-ম]; শেষাংশে—র-ম ও নী-তে আছে 'থাকি ভয় করি গো'—মিলের জন্য গৃহীত পাঠ ঈষৎ পরিবর্ত্তিত করা হইয়াছে॥

৩। গৃহীত পাঠ [ক-বি ২৯৮]; কহে নানা কথা গো [র-ম ; নী]॥

৪। গৃহীত পাঠ [ক-বি ২৯৮]; তার সনে মোর দেখা নাই মিছা কথা রটে গো [নী]; রটে মিছা কথা গো [র-ম]॥

৫। গৃহীত পাঠ [প-সং]; তার বোলে সইত গো [র-ম ; নী]॥

৬ সমগ্র ছত্রের গৃহীত পাঠ [ক-বি ২৯৮]; র-ম ও নী-তে এইরূপ—

মিছা কথা কইয়ে পরের মন ভারী করে গো।

নী-ধৃত পাঠান্তর—

একে নারী কুলের বৈরী দেখ্‌তে মোরে নারে গো ॥

৭। গৃহীত পাঠ [ক-বি ২৯৮]; হয় কি না হয় মনে আপনা বুঝি দেখ গো [নী]; পর-কুচ্ছা অধর্ম্ম বিনা কেমন করে রয় গো [র-ম] ॥

৮। শেষ পয়ারের গৃহীত পাঠ [নী]; র-ম-তে এইরূপ—

চণ্ডীদাস কয় লোকে মিছা কথা কয় গো।
হয় কি না হয় মনে আপনি বুঝে দেখ গো ॥

৯। চণ্ডীদাস কয় লোকে মিছা কথা কয় গো [নী] ॥

এই পদটী ভাষায় ও ভাবে নিতান্ত আধুনিক বলিয়া মনে হয়।

[৫৩]

আক্ষেপানুরাগ ॥ শ্রীরাধার উক্তি, সখী-সম্বোধনে ॥ সুহই ॥

[১]এই ভয় উঠে মনে এই ভয় উঠে।
[২]না জানি কানুর প্রেম তিলে [৩]জানি টুটে ॥ [১]
[৪]গড়ন ভাঙ্গিতে সই[৫] আছে কত খল[৬]।
ভাঙ্গিয়া[৭] গড়িতে পারে সে বড়[৮] বিরল[৮] ॥ [২]
যথা তথা যাই আমি যত দুখ[৯] পাই।
[১০]চাঁদ মুখে হাসি হেরি তিলেক জুড়াই ॥ [৩]
সে হেন[১১] বঁধুরে মোর যে জন ভাঙ্গায়[১২]।
[১৩]হাম নারী অবলার বধ লাগে তায় ॥ [৪]
চণ্ডীদাস কহে[১৪] রাই ভাবিছ অনেক।
তোমার পিরীতি বিনে[১৫] না জীয়ে তিলেক ॥ [৫]

পদটী নী ২৭৯ ও ২৮০তে বিভিন্নরূপে পাওয়া যায়। মূল নী ২৮০ ॥

১। সই মনে মোর এই ভয় উঠে [নী ২৭৯]; সই মনে ভয় বড় উঠে [ঢা-নি ৫]; সই মনে বড় ভয় উঠে [ক-বি ২৮৭] ॥

২। শ্যাম বঁধুর পিরীতিখানি তিলে পাছে ছুটে [নী ২৭৯] ॥

৩। জনি ছুটে [নী ২৮০ ; র-ম]; জানি টুটে [প-ক-ত] ॥

৪। বন্ধু [ঢা-মি ৫ ; ক-বি ২৮৭] ॥

৫। জন [নী ২৭৯] ॥

৬। ভাঙ্গিলে [ঢা-পু] ॥

৭। বড়ি [অন্যতম পাঠ] ॥

৮। সুজন [নী ২৭৯] ॥

৯। দুখ [কী ; প-ক-ত ; প-র] ; দুর [নী ২৮০ ; র-ম] ॥

১০। চাঁদ মুখের মধুর হাসে তিলেক জুড়াই [নী ২৮০] ; চাঁদ মুখে [প-র সা] ; হাসি [প-ক-ত] ; হাসিতে [কী] ; হাসি হেরি [প-র] ॥

[৩ সংখ্যক পয়ারটী নী ২৭৯-তে নাই] ॥

১১। এমন [নী ২৭৯] ॥

১২। ভাঙ্গাবে [নী ২৭৯] ; ভাঙ্গিবে [ঢা-মি ৫] ॥

১৩। অবলা রাধার বধ তাহারে লাগিবে [নী ২৭৯] ॥

১৪। বলে রাধে [নী ২৭৯] ॥

১৫। সে জীয়ে [নী ২৮০] ; না জীবে [নী ২৭৯] ; না জীয়ে [প ক-ত ; কী] ; সে না জীয়ে [প র-সা] ; তোমার পিরীতি লাগি জীয়ে [প-র] ॥

এই পদের কেবল ৪ সংখ্যক পয়ারটী—'এমন বন্ধুরে মোর যে জন ভাঙ্গায়। এ হেন অবলার বধ লাগিবেক তায় ॥'—এইরূপে 'রসকলবল্লী'তে 'নৃপ উদয়াদিত্য'র নামে আছে। পদটী অতি সুন্দর, মূলে বড়ু চণ্ডীদাসেরই হওয়া সম্ভব, হয় তো পরে অন্য কবির দ্বারা কিঞ্চিৎ রূপান্তরিত হইয়াছে।

---

[৫৪]

আক্ষেপানুরাগ ॥ শ্রীরাধার উক্তি, সখী-সম্বোধনে ॥ সুহই ॥

তোমরা কি আর বুঝাও ধরম।
শয়নে স্বপনে দেখি[১] সে কালা বরণ ॥ [ধ্রু]

কেশ আউলাইয়া বেশ বনাইতে
[২]হাত না সরে যে বাঁধি।
সে কালা ভরমে কেশ কোলে করি
কালা কালা করি কাঁদি ॥ [১]

[3]কালা সে কেশ　　কালা সে বেশ
　লোটন বাঁধিয়া রাখি।
[4]যখন কালাকে　　পড়য়ে মনে
　আউলাইয়া তাহা দেখি ॥ [২]
সদাই জাগে মনে　　সে কালা বরণ
　হাম কি করব ইবে।
কহে চণ্ডীদাস　　নব অনুরাগে
　সে কালা তোমার হবে ॥ [৩]

প-র, প-র-সা ও প-ক-ত-তে প্রাপ্ত পদ [প-ক-ত ৯৩১]। পাঠান্তর অতি সামান্য—আমরা প-ক-ত-র পাঠ-ই মুখ্যতঃ গ্রহণ করিয়াছি। পদটী নী-তে নাই এবং ভণিতার ত্রিপদীটী প-ক-ত-তে নাই। সতীশচন্দ্র রায় মহাশয় এই পদের পাঠান্তর প-র ও প-র-সা হইতে উদ্ধার করিয়া দিয়াছেন, কিন্তু ভণিতার কোনও উল্লেখ করেন নাই—সম্ভবতঃ তাঁহার আলোচিত পদ-রত্নাকরে ভণিতা পান নাই। আমরা পদ-রত্নাকরের অন্য পুঁথি হইতে ভণিতার পয়ারটী উদ্ধার করিয়া দিলাম।

১। দেখোঁ [প-ক-ত]॥
২। হাত নাহি সরে বান্ধি [প-ক-ত]॥
৩। কালকেশে কাল বেশে লোটন না রাখি [প-র]; গৃহীত পাঠ [প-ক-ত]॥
৪। যখন কালা পড়ে মনে আউলাইয়া দেখি [প-র]; গৃহীত পাঠ [প-ক-ত]॥
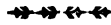
[৫৫]

আক্ষেপানুরাগ ॥ শ্রীরাধার উক্তি, সখী-সম্বোধনে ॥ তুড়ি ॥

মুঞী যদি বলোঁ　　পাসরোঁ কান
　মনে সে না লয়ে আন।
এক তিল সেই　　রূপ না হেরিলে
　নিঝরে ঝরে নয়ান ॥ [১]
শুন শুন শুন　　পরাণ সই
　কানুর পিরীতি কাজে।
তনু মন ধন　　ভেল পরাধীন
　কি আর করব লাজে ॥ [২]

শুনিতে না চাহোঁ কানুর বচন
শ্রবণে মুরলী বাজে।
মানের নামে পরাণ রোষয়ে
ঐছে পড়ল অকাজে ॥ [৩]
চলিতে না চাহোঁ কানাঞের পাশে
চরণ থির না বাঁধে।
চণ্ডীদাসে কয় কানুর পিরীতি
তেঁই সে পরাণ কান্দে ॥ [৪]

পদটী বৃন্দাবনদাসের রস-নির্য্যাস গ্রন্থে (শ্রীখণ্ডের পুঁথিতে) পাওয়া গিয়াছে। পুঁথির বানান দুই একস্থলে পরিবর্ত্তন করা হইয়াছে, যথা—'জদি' স্থলে 'যদি', 'অকাজে' স্থলে 'অকাজে'।

[৫৬]
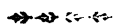
আক্ষেপানুরাগ ॥ শ্রীরাধার উক্তি, সখী-সম্বোধনে ॥ সিন্ধুড়া ॥

কি মোর এ ঘর দুয়ারের কাজ
লাজে করিবারে[১] নারি।
তিলেক বিচ্ছেদে লাগে পরমাদ
হিয়া বিদরিয়া মরি ॥ [১]
আপন ইচ্ছায় বাছিয়া লইনু
যে মোর করমে ছিল।
এ বোল[২] শুনিয়া যে জন বিমুখ
তারে তিলাঞ্জলি দিল ॥ [২]
কি আর বুঝাও ধরম-বিচার[৩]
মন সতন্তর নয় ॥
কুলবতী হৈয়া [৪]রসের লাগিয়া
[৫]পরাণ জানি কার হয় ॥ [৩]
কানু সে জীবন জাতি প্রাণ ধন
এ দুটী নয়ানের তারা[৬]।
পরাণ-অধিক পরাণ-পুতলী[৭]
তিলেকে বাসিয়ে[৮] হারা ॥ [৪]

গঞ্জে গুরুজন বলে[৯] কুবচন
সে মোর চন্দন চূয়া।
শ্যাম-অনুরাগে অঙ্গ বেচিয়াছি
তিল তুলসী দিয়া ॥ [৫]
অবহুঁরে সখি শ্যাম মন-পাখী
মনেতে সদাই বাসে।
কহে চণ্ডীদাসে তুহুঁ ত শ্যামের,
শ্যাম আছে তব পাশে ॥ [৬]

প-ক-ত-তে পদটী দুইবার ধরা হইয়াছে (৮৪৭ ও ৯৩৫ সংখ্যা), পদটী প-র-সা এবং প-র-তেও পাওয়া যায়। সতীশচন্দ্র রায় মহাশয় প-ক-ত-তে ইহার যে পাঠ দিয়াছেন তাহাতে ভণিতার (ষষ্ঠ) ত্রিপদীটী নাই, ভণিতার অংশ পদ-রত্নাকরের মধ্যে পাওয়া গিয়াছে। নী ২৯৯ সংখ্যক পদে এই পদটীর তিনটী ত্রিপদী পাওয়া যাইতেছে।

১। কহিতে [প-ক-ত]; লাজ কহিতে [প-র-সা]; করিবারে [প-র ও প-ক-ত-র কতকগুলি পুঁথি] ॥

২। কথা [প-ক-ত] ॥

৩। ধরম-বিচার [প-র]; গৃহীত পাঠ [প-ক-ত] ॥

৪। রসের পরাণ [প-ক-ত]; গৃহীত পাঠ [প-র] ॥

৫। জনি কারো পাছে হয় [প-ক-ত]; পরাণ জানি পাছে কার হয় [প-র]; গৃহীত পাঠ [উভয়ের সামঞ্জস্যে] ॥

৬। নয়ান-তারা [প-র] ॥

৭। হিয়ার পুতুলী [প-র] ॥

৮। বাসি সে [প-র]; তিলে তিলে বই [প-র-সা] ॥

৯। বলু [প-ক-ত]; বলুক বচন [প-ক-ত পাঠান্তর] ॥

[৫৭]

আক্ষেপানুরাগ ॥ শ্রীরাধার উক্তি, সখী-সম্বোধনে ॥ ধানশী বা তুড়ী ॥

সুজন কুজন যে জন[১] না জানে
তাহারে বলিব কি।
অন্তর বেদনা যে জন জানয়ে
[২]পরাণ বাঁটিয়া দি ॥ [১]

[3]সই কহিতে বাসিয়ে ডর।
যাহার লাগিয়া সব তেয়াগিনু[4]
সে কেনে বাসয়ে পর ॥ [ধ্রু]

কানুর পিরীতি [5]কহিতে শুনিতে
পাঁজর[6] ফাটিয়া উঠে।
শঙ্খ-বণিকের করাত যেমন[7]
আসিতে যাইতে কাটে ॥ [৩]

সোনার গাগরী [8]যেন বিষ ভরি
দুধেতে পূরিয়া[9] মুখ[10]।
বিচার করিয়া যে জন না খায়
পরিণামে পায় দুখ[10] ॥ [৩]

চণ্ডীদাসে কয়[11] শুন হে সুন্দরী
এ কথা বুঝিবে পাছে।
শ্যাম বন্ধু সনে পিরীতি করিয়া
কে বা কোথা ভাল আছে ॥ [৪]

নী ২৮৮। এই পদটী প-ক-ত-তে ভণিতা-হীন অবস্থায় পাওয়া যাইতেছে (পদ-সংখ্যা ৯৫৭)। প-ক-ত-র পাঠে তৃতীয় ও চতুর্থ ত্রিপদী নাই এবং ধুয়ার অংশ দিয়া পদের আরম্ভ ॥

১। জানয়ে [ঢা-বি $\frac{১১৮}{৮৫}$R] ॥

২। পরাণ কাটিয়া দি [র-ম ; নী] ; তাহারে পরাণ দি [প-ক-ত ; ক-বি ২৯৮] ; পরাণ বাঁটিয়া দি [র ২২৭২ ; ঢা-বি $\frac{১১৮}{৮৫}$R] ॥

৩। শুন সই [র ২২৭২] ; সই কহিতে বাসি যে ডর [র-ম ; নী] ; কহিতে বাসিয়ে ডর [প-র] ॥

৪। সব ছাড়িলাম [র ২২৭২] ; সকল ছাড়িলাম [ঢা-মি $\frac{১১৮}{৮৫}$R] ॥

৫। বলিতে বলিতে [র-ম ; নী]; কহিতে কহিতে [র ২২৭২] ; গৃহীত পাঠ [প-ক-ত] ॥

৬। পরাণ [প-ক-ত ; র ২২৭২] ॥

৭। পিরীতি [ঢা-বি $\frac{১১৮}{৮৫}$R] ॥

৮। গৃহীত পাঠ [র-ম] ; যেন বিথ ভরি [নী] ; বিষ মুখে ভরি [র ২২৭২] ॥

৯। ভরিয়া [নী] ; পুরিয়া [র-ম ; র ২২৭২] ॥

১০। মুখে ; দুখে [র ২২৭২] ॥

১১। বলে [র ২২৭২] ॥

২ ॥ তুলনীয় নী ২৬৯ :—'বণিক্ জনার করাত যেমন [শঙ্খ-বণিকের করাত যেমন—পাঠান্তর] দুদিকে কাটিয়া যায়।' ভবানন্দের হরিবংশ—'যেন শঙ্খকারে করাতের মুখে আসিতে যাইতে কাটে' (পৃঃ ১০৯)।

[৫৮]

আক্ষেপানুরাগ ॥ শ্রীরাধার উক্তি, সখী-সম্বোধনে ॥ ধানশী ॥

হিয়ার মাঝারে [১]যতনে রাখিব
বিরল মনের কথা।
মরম [২]না জানে ধরম [৩]বাখানে
সে আর দ্বিগুণ ব্যথা ॥ [১]

যারে [৪]নাহি দেখি শয়নে[৫] স্বপনে
না দেখি নয়ন-কোণে।
[৬]তবু সে সজনী দিবস রজনী
[৭]সদাই পড়িছে মনে ॥ [২]

হাম অভাগিনী পরের অধিনী
সকলি পরের বশে।
সদাই এমনি[৮] [৯]পুড়িছে পরাণী
ঠেকিয়া[১০] পিরীতি রসে ॥ [৩]

অনুখন মন করে উচাটন
[১১]মুখে নাহি সরে কথা।
চণ্ডীদাসের মন [১২]অরুণ নয়ন
ভাবিতে অন্তরে ব্যথা ॥ [৪]

নী ৩৪৮ ॥

১। বিরলে রাখিহ [স-সা]; বিরলে রাখিয় [কী ; প-সং ; ক্ষ ২২৭৪]; বিরলে রাখিব [ঢা-বি ৫১৪অ]; যতনে রাখিহ [র ২৭৭০] ॥

২। জানিলে [প-সং]; না জানি [কী] ॥

৩। বাখানি [কী] ॥

৪। না দেখি [র-ম]; না দেখি জনমে [ঢা-বি ১১৮/৮R ; র ২৭৭০]; যারে যে জানে [ঢা-বি ৫১৪জ]; যারে যে জনমে [প-সং ; কী]॥

৫। জনমে [ঢা-মি ৫]; জনম [র-ম]॥

৬। এবে সে সজনী [স-সা ; র ২৭৭০, ২২৭৪]; তারে সে সজনী [কী]; অবুধ সে জনি [র-ম]॥

৭। সদাই হৃদয় মনে [স-সা]॥

৮। রমণী [ঢা-বি ৫১৪জ]॥

৯। পরাণ পুড়নি [স-সা]; পরাণ পোড়ানি [ঢা-বি ১১৮/৮R, ৫১৪জ ; র-ম ; প-সং ; কী ; র ২৭৭০]॥

১০। ঠেকিলুঁ [স-সা ; ঢা-বি ৫১৪ ; কী]; ঠেকিলা [র ২৭৭০]॥

১১। গৃহীত পাঠ [স-সা ; প-সং ; কী]; না সরে মুখেতে কথা [নী]; মুখে না নিঃসরে কথা [র-ম ; ঢা-বি ৫১৪জ ; র ২৭৭০, ২২৭৪]॥

১২। শ্রবণ নয়ন [প-সং ; কী]॥

এই পদটী পূর্ব্বসম্পাদকগণের মতানুসারে আক্ষেপানুরাগের পর্য্যায়েই রক্ষিত হইল। দ্বিতীয় ত্রিপদীতে 'যারে নাহি দেখি···' ইত্যাদি অংশের অর্থ এইরূপ হইবে—"তাহাকে এক্ষণে শয়নে স্বপনে নয়নের কোণেও দেখিতে পাই না ; সখি, তথাপি দিবারাত্র কেবল তাহারই কথা মনে পড়িতেছে।"

[৫৯]

আক্ষেপানুরাগ ॥ শ্রীরাধার উক্তি, সখী-সম্বোধনে ॥ শ্রী ॥

কানু-পরিবাদ মনে ছিল সাধ
সফল করিল[১] বিধি।
কুজন[২]-বচনে [৩]ছাড়িব কেমনে
সেহেন গুণের নিধি ॥ [১]

বঁধুর পিরীতি শেলের ঘায়[৪]
পহিলে সহিলুঁ[৫] বুকে।
[৬]দেখিতে দেখিতে ব্যথাটী[৭] বাঢ়িল[৮]
এ দুখ কহিব কাকে ॥ [২]

হিয়া দগদগ[৯] করে নিরন্তর
যারে না দেখিলে মরি।
হিয়ার ভিতরে কি শেল সন্তাইল[১০]
বল না কি বুদ্ধি করি ॥ [৩]
অন্য ব্যথা নয় বোধে শোধে রয়[১১]
হিয়ার মাঝারে[১২] থুইয়া[১৩]।
[১৪]কুলবতী হৈয়া কুল তেয়াগিয়া
কেমনে রয়েছে সইয়া ॥ [৪]
আমরা অবলা[১৫] হৃদয়ে সরলা[১৬]
কথায় ভুলিয়া গেলুঁ।
পরের কথায় পিরীতি করিয়া
জনম কাঁদিয়া মলুঁ ॥ [৫]
সকল ফুলে ভমরা বুলে
কি[১৭] তার আপনা[১৮] পর।
চণ্ডীদাস কহে কানুর পিরীতি
কেবল[১৯] দুখের ঘর ॥ [৬]

নী ২৮১ ॥
১। করিলে [অন্যত্র] ॥
২। কুজনের [অন্যত্র] ॥
৩। ছাড়িতে নারিব [প-ক-ত ; র-ম] ॥
৪। ঘা [র-ম ; নী] ; ঘায় [র ২২৭০] ॥
৫। সহিল [নী ; প-র-সা ; গী-ক, চ পুঁথি] ; সহিলুঁ [প-ক-ত] ; সহিলে [গী-ক, ক পুঁথি] ; শুনিলুঁ [র ২২৭২] ॥
৬। ভাবিতে ভাবিতে [র ২২৭২] ॥
৭। কথাটী [র ২২৭২] ॥
৮। বাড়িল [প-ক-ত] ; বাড়ল [নী] ॥
৯। দরদর [নী] ; দগদগ [প-ক-ত ও অন্যত্র] ॥
১০। সাঁধাইল [নী] ; সান্ধাইল [ক-বি ২৯১ ; র ২২৭২] ; সন্তাইল [প-ক-ত] ॥
১১। রয় [র ২২৭২ ; প-ক-ত] ; যায় [র-ম ; নী] ॥
১২। ভিতর [র ২২৭২] ॥
১৩। থুইঞা [গী-ক, ক, খ পুঁথি] ; থুয়া [নী] ; থুইয়ে [প-র-সা] ; থুইয়া [প-ক-ত] ॥

১৪। সমগ্র অর্দ্ধত্রিপদী—'কোন্ কুলবতী কুল মজাইয়া কেমনে রৈয়াছে সইয়া' [প-ক-ত]; ......'সইয়া' স্থলে 'শুইয়া' [র-ম ; নী-ধৃত পাঠান্তর ; র ২২৭২]; শুইঞা [গী-ক, ক, খ]; শৈঞা [গী-ক, চ]; সহিয়া [গী-ক, ঘ]; সইয়ে [প-র-সা]; সয়া [নী]॥

১৫। অথল [নী ; প-ক-ত]; অবলা [র ২২৭২]; অথলা [ঢা-বি ১১১৮ R]॥

১৬। সরল [নী ; প-ক-ত]; সরলা [ঢা-বি ১১১৮ R]; অথলা হৃদয় [র ২২৭২]॥

১৭। কে [র ২২৭২ ; গী-ক, ঘ]; কি [নী ইত্যাদি]॥

১৮। আপন [নী ; প-র-সা ; গী-ক, চ]; আপনা [প-ক-ত]॥

১৯। সদাই [ক-বি ২৯৮]॥

তৃতীয় ও পঞ্চম ত্রিপদী দুইটী র-ম, প-র-সা ও গী-ক ক, খ, ঘ, চ পুঁথিতে নাই ; স্বর্গীয় রায় মহাশয় বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ২০১ সংখ্যক পুঁথি হইতে ঐ ত্রিপদী দুইটী প-ক-ত-র পাঠে সন্নিবেশিত করিয়াছেন।

পদটী সংক্ষিপ্ত আকারে নিম্নে প্রদত্ত রূপে ঢা-মি ২১ জ পুঁথিতে পাওয়া যাইতেছে। ইহা একটী স্বতন্ত্র পদ বলিয়াই মনে হয়। 'কানু-পরিবাদ মনে ছিল সাধ' শ্রীচৈতন্যদেবের অনুবর্ত্তিগণের অন্তর্নিহিত আকাঙ্ক্ষার প্রতিধ্বনি, সুতরাং বড়ু চণ্ডীদাসের পরবর্ত্তী কালের কথা। নিম্নের পদটী অপেক্ষাকৃত প্রাচীন এবং সামঞ্জস্য-পূর্ণ।

হিয়া জর জর করে নিরন্তর
তারে না দেখিলে মরি।
হিয়ার মাঝারে কি শেল সামাইল
বোল না কি বুদ্ধি করি॥ [১]
বন্ধুর পিরীতি (বিষম) শেলের ঘাও
পশিয়া রহিল বুকে।
দেখিতে দেখিতে ব্যথাটী বাড়ল
ই দুখ কহিব কাকে॥ [২]
বন্ধুর লাগিয়া হব দেশান্তরী
ধরিয়া যোগিনী বেশ।
অঙ্গের আভরণ দূরে তেয়াগিয়া
মুড়াব মাথার কেশ॥ [৩]
অনুরাগী জনের অনেক বেদনা
তার কি জীবনের আশ।
পিরীতি বিচ্ছেদে জীব বা কেমনে
কহে দ্বিজ চণ্ডীদাস॥ [৪]

[৬০]

আক্ষেপানুরাগ ॥ শ্রীরাধার উক্তি, সখী-সম্বোধনে ॥ ধানশী ॥

[১]কাহারে কহিব [২]মনের মরম
কে বা যাবে পরতীত।
কানুর পিরীতি[৩] ঝুরি দিবা রাতি[৪]
সদাই চমকে চিত ॥ [১]
সই ছাড়িতে নারিব[৫] কালা।
কুল তেয়াগিয়া ধরম ছাড়িয়া[৬]
লইব[৭] কলঙ্কের ডালা ॥ [ধ্রু]
[৮]মাথায় করিয়া [৯]দেশে দেশে ফিরি
মাগিয়া খাইব যবে[১০]।
[১১]সতী চরচার [১২]কুলের বিচার[১৩]
তবে সে আমার যাবে ॥ [২]
চণ্ডীদাস কয় কলঙ্কে [১৪]কি ভয়
যে জন পিরীতি করে।
পিরীতি লাগিয়া মরয়ে[১৫] ঝুরিয়া
কি তার আপন পরে ॥ [৩]

নী ২৮২ ॥
১। সখি রে মনের বেদনা কাহারে কহিব [র-ম] ॥
২। মরম বেদনা [র ২৭৭০]; মনের বেদনা [ঢা-মি ৫ ; প-সং] ॥
৩। পিরীতে [র-ম] ॥
৪। রাতে [র-ম] ॥
৫। নারিব [প-সং]; নারি যে [নী]; নারিমু [ঢা মি ২৮ গ] ॥
৬। ছাড়িল [র ২২৭৪, ২৭৭০] ॥
৭। লইমু [র ২২৭৪, ২৭৭০] ॥
ধুয়ার অংশ র-ম-তে এই প্রকারে আছে—
কুল তেয়াগিনু ধরম ছাড়িনু লইনু কলঙ্কের ডালা।
যে বল সে বল আমারে বল ছাড়িতে নারিব কালা।
৮। সে ডালি মাথায় করি [র-ম] ॥
৯। বিদেশে যাব [ঢা-মি ২৮ গ] ॥

১০। তবে [নী]; যবে [র-ম ; ঢা-মি ২৮ গ]॥

১১। সতীর চরচা [ঢা-মি ২৮ গ]॥

১২। গোকুল বিচার [র ২২৭৪, ২৭৭০]॥

১৩। খাঁকার [ঢা-মি ২৮ গ]; খাঁথার [প-সং]॥

১৪। কি বা যায়ে [ঢা-মি ২৮ গ]॥

১৫। মরমে [নী]; মরয়ে [র ২২৭৪ ; প-সং] ; মরে সে [র-ম]॥

[৬১]

আক্ষেপানুরাগ ॥ শ্রীরাধার উক্তি, সখী-সম্বোধনে ॥ সুহই ॥

[১]কাল জল ভরিতে কালিয়া পড়ে মনে।
নিরবধি [২]দেখি কালা শয়নে স্বপনে ॥ [১]
কাল কেশ আউলাইয়া[৩] বেশ নাহি করি।
[৪]কাল অঞ্জন আমি নয়নে না পরি ॥ [২]
[৫]আলো সই শুন মুই গণিলুঁ নিদান।
বিনোদ বঁধুয়া বিনে না রহে পরাণ ॥ [৩]
[৬]মনের মরম কথা মনে সে রহিল।
ফুটিল[৭] সে শ্যাম-শেল বাহির নহিল[৮] ॥ [৪]
চণ্ডীদাস কহে রূপ শেলের সমান।
[৯]বাহির না হয় শেল দগধে পরাণ ॥ [৫]

নী ২৭৫ ॥

১। কাল জল ঢালিতে কালিয়া পড়ে মনে [নী]; গৃহীত পাঠ [র ২২৭৪]; কাল জল ঢালিতে কালাচাঁদ পড়ে মনে [ক-বি ২৯৮] ; সই কালা [র-ম]॥

২। পড়ে মনে [ঢা-পু]॥

৩। এলাইয়া [র-ম ; নী]; আউলাইয়া [ঢা-মি ৫]॥

৪। করে কর জুড়িয়া কাজল নাহি পরি [নী]; গৃহীত পাঠ [নী-ধৃত পাঠান্তর]॥

৫। আলো সই মুই শুনিলুঁ নিদান [নী]; 'শুনিলুঁ' স্থলে 'গণিলুঁ' [র ২২৭৪], 'বুঝিলুঁ' [সা-কু ৩] ; সই লো আমি গণিলুঁ [ক-বি ২৯৮] ; গৃহীত পাঠের 'শুন' শব্দ কোনও অনির্দিষ্ট পুঁথি হইতে ॥

৬। মনের দুখের কথা মনেতে রহিল [সা-কু ৩ ; র ২৭৭০ ; ক-বি ২৯১]॥

৭। ফুটিয়া [নী]; ফুটিল [র-ম]; ফুটিল শ্যামের শেল [র ২৭৭০]; শ্যাম রূপ [র ২২৭৪]॥

৮। না ভেল [নী]; নহিল [র-ম ; র ২৭৭০]; না হইল [সা-কু ৩]॥

৯। বাহির না হয় [ঢা-পু]; নাহি বাহিরায় [নী]॥

॥ ২ ॥ তুলনীয় কৃ-কী—'কাল কাজল নয়নে না লওঁ' (পৃঃ ৯২)। এই পদটীর প্রথম দুইটী পয়ার বড়ুর রচনা বলিয়া মনে হয়। পরবর্ত্তী পয়ার কয়টীতে ভাব-পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে এবং সম্ভবতঃ দুইটী বিভিন্ন কালের লেখা পদ এখানে একত্র জুড়িয়া দেওয়া হইয়াছে।

[৬২]

আক্ষেপানুরাগ ॥ শ্রীরাধার উক্তি, সখী-সম্বোধনে ॥ বরাড়ী ॥

কানড়[১] কুসুম করে পরশ না করি ডরে
[২]এ বড়ি মরমে মোর ব্যথা।
যেখানে সেখানে যাই [৩]সদাই শুনিতে পাই
[৪]কানে কানে কহে ওনা কথা ॥ [১]
[৫]দারুণ লোকে দেয় মোকে কালা-পরিবাদ।
[৬]তাহার বরণ ভ্রমে [৭]জলদ শ্যামের সনে
ত্যজিয়াছি কাজরের সাধ ॥ [ধ্রু]
যমুনা সিনানে যাই [৮]আঁখি তুলি নাহি চাই
[৯]তরুয়া কদম্বতলা পানে।
[১০]যেখানে সেখানে থাকি [১১]বাঁশীটী শুনিয়ে যদি
দুই[১২] হাত দিয়া থুই[১৩] কাণে ॥ [২]
[১৪]বড়ু চণ্ডীদাস কহে সদাই [১৫]অন্তর দহে
পাসরিলে না যায় পাসরা।
[১৬]দেখিতে দেখিতে হরে, [১৭]তনু মন চুরি করে
[১৮]না চিনিয়ে কালা কিবা গোরা ॥ [৩]

নী ২৭৮ ॥

১। কাল [ক-বি ২৯১, ২৯৮; র ২২৭৪, ২৭৭০ ; প-সং; কী; প-র; গী-ক, ক, খ, চ]; কালা [ব-সা-প ২০১ ; ঢা-মি ৫]; কানড় [নী]; 'কাল' পাঠ সমীচীনতর বলিয়া মনে হয়, কিন্তু ছন্দের অনুরোধে 'কানড়' শব্দই রাখিলাম ; অবশ্য 'কাল' শব্দ থাকিলে

তত ক্ষতি হয় না, 'কা-আ-ন' করিয়া তিন অক্ষরে পড়িলেই ছন্দ ঠিক থাকে। 'কানড় কুসুম' —রাঢ় দেশে ইহাকে আজকাল 'কিন্নুরী' বলে, নীলাভ রঙের থোপের আকারে ছোট ফুল।

২। এ বড়ি মরমে বড় ব্যথা [নী]; গৃহীত পাঠ [প-সং ; সা-কু ৩ ; র ২২৭৪ ; ক-বি ২৯১ ; ঢা-বি ১১২/৮ R]; এ বড়ি মরমে লাগে বেথা [সা-প ২০১]; এ বড় মনের মনোব্যথা [র-ম]; এ বড় মনের মনোবেথা [প-ক-ত]; এ বড়ি মরমের ব্যথা [ঢা-মি ৫]; 'এ বড়ি' পাঠ হইতে অনুমান হয়, পদটী বড়ায়িকে সম্বোধন করিয়া রচিত; আধুনিক কীর্ত্তনিয়াগণের মুখে 'বড়ায়ি' বা 'বড়াই' শব্দটী প্রায়ই 'বড়ি মা'রূপে পাওয়া যায়; মূল পাঠ 'বড়ায়ি, মরমে মোর ব্যথা' বা 'বড়ায়ি, মরমে বড় ব্যথা' কিম্বা 'এ বড়ি মা মনে বড় ব্যথা' অথবা 'এ বড়ি মা মনোব্যথা'—এইরূপ কিছু হওয়া অসম্ভব নহে॥

৩। গৃহীত পাঠ [ঢা-মি ৫ ; র ২২৭৪ ; ক-বি ২৯১, ২৯৮]; সকল লোকের ঠাঁই [নী]॥

৪। গৃহীত পাঠ [র ২৭৭০]; কাণাকাণি শুনি এই কথা [নী]; কানাকানি কহে ওনা কথা [ক-বি ২৯১, ২৯৮]; কানে কানে কহে তুলনা কথা [ঢা-মি ৫]; কানে কানে কহি শুণ কথা [র ২২৭৪]; কানে কানে কহে তুলা কথা [ঢা-বি ১১২/৮ R]; কাণাকাণি শুনি নউতুন কথা [সা-কু ৩]; জেখানে সেখানে আমি বাঁশীটি শুনিলে গ দুইটি হাথ দিয়া থাকি কানে [সা-প ২০১]॥

৫। গৃহীত পাঠ [ঢা-পু]; সই, লোকে বলে কালা পরিবাদ [নী]; দারুণ লোকে বলে কালা পরিবাদ [কী ; ক-বি ২৯১]; দারুণ লোকে মোরে বলে নানা পরিবাদ [প-সং ; র ২৭৭০ ; ক-বি ২৯৮]; দারুণ লোকেতে মোরে বলে কালা পরিবাদ [ঢা-মি ৫]; তমু ত দারুণ লোকে বোলে মোরে কালা পরিবাদ [সা-প ২০১]॥ এই ধুয়ার পদ দিয়া সা-প ২০১ পুঁথিতে পদটীর আরম্ভ॥

৬। গৃহীত পাঠ [র ২২৭৪, ২৭৭০ ; ঢা-মি ৫]; কালার ভরমে হাম [নী]; তাহার বরণ ভ্রমে [ক-বি ২৯৮, সা-কু ৩]; তাহার রস ভ্রমে [নী-ধৃত পাঠান্তর]; তাহার ভ্রমে জলদ শ্যাম গ তেজিছু কাজরের সাধ [সা-প ২০১]॥

৭। গৃহীত পাঠ [র ২২৭৪, ২৭৭০ ; সা-কু ৩ ; ক-বি ২৯৮ ; নী-ধৃত পাঠান্তর ; ঢা-বি ১১২/৮ R]; জলদে না হেরি গো [নী]; জলদ না হেরিয়ে [ক-বি ২৯১]; জলদ কালিয়া সনে [ঢা-মি ৫]॥

৮। আঁখি মেলি [প-ক-ত ; র-ম ; কী]; দুটী আঁখি তুলি নাএরী [ক-বি ২৯১]; আঁখি উলটিয়া [সা-কু ৩]॥

৯। চাই তরুয়া কদম্ব পানে [ক-বি ২৯১]; কদম্ব তমালের পানে [সা-কু ৩]॥

১০। যথা তথা বসি থাকি [প-ক-ত ; প-সং ; কী]; যথা তথা বসে থাকি [র-ম]; যেখানে সেখানে আমি [ঢা-মি ৫ ; সা-কু ৩]॥

১১। গৃহীত পাঠ [প-ক-ত]; বাঁশীটি শুনিয়া গো [নী]; শুনিয়া যদি [কী]; শুনি সে যদি [প-সং]; শুনিলে গো [ঢা-মি ৫]; বাজালে গো [ঢা-মি ১২২৮/৪৮ R]॥

১২। দুই [ঢা-মি ৫]; দুটী [নী ; সা-কু ৩]॥

১৩। থুই [সা-কু ৩]; থাকি [নী]॥

১৪। গৃহীত পাঠ [প-র]; চণ্ডীদাস ইথে কহে [নী]; চণ্ডীদাসেতে কহে [ক-বি ২৯১]; চণ্ডীদাসে কয় [র ২৭৭০]॥

১৫। গৃহীত পাঠ [প-ক-ত ; প-সং ; কী]; অন্তরে রহে [নী]; অন্তরে দহে [র-ম]; অন্তরে রয় [র ২৭৭০]; অনন্ত দহে [শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় মহাশয় লক্ষিত পুস্তকান্তরের পাঠ]॥

১৬। গৃহীত পাঠ [প-ক-ত ; র-ম ; ঢা-মি ৫ ; প-সং ; কী ; র ২২৭৪, ২৭৭০ ; ক-বি ২৯১]; জপিতে জপিতে হরি [নী]॥

১৭। গৃহীত পাঠ [প-ক-ত ; র-ম ; ঢা-মি ৫ ; প-সং ; কী ; র ২২৭০, ২২৭৪]; প্রাণ যে চুরি করে [ক-বি ২৯১]; তনু মন করে চুরি [নী]॥

১৮। গৃহীত পাঠ [প-ক-ত]; না চিনি যে কালা কিম্বা [নী]; না চিনাঙ কালা কি গোরা ল [ক-বি ২৯১]; না চিনি যে কাল কি [প-সং]; না চিনিলাঙ কালা কি [র ২৭৭০]; না চিনিলাম কাল নাকি [ঢা-মি ৫]॥

সা-প ২০১-তে ভণিতা অন্য কবির এবং ভণিতার ত্রিপদীটী অন্যরূপ :—

রাজিব লোচনে কয় এ বাদ ঘুচিবার নয় কেনে মনে অভিমান কর।

কাজরের কালি কসি এমতে মনেতে বাঁশি [বাসি ?] ধুইলে কি ঘুচাইতে পার॥'

পদটী সা-প ২০১-তৈ বিকৃত ও অসম্পূর্ণ অবস্থায় পাওয়া যাইতেছে, পুঁথিও প্রাচীন নহে।

[৬ঃ]
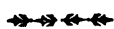
আক্ষেপানুরাগ॥ শ্রীরাধার উক্তি, দূতী-সম্বোধনে ॥ মল্লার ॥

দিবস রজনী গুণ[১] গণি গণি
কি হৈল অন্তরে[২] ব্যথা।
খলের বচনে পাতিয়া শ্রবণে
খাইনু আপন মাথা॥ [১]
[৩]শুন শুন দূতি কি কহ মো প্রতি
বচন না লাগে ভাল।
সে ছার পিরীতি ভাবিতে ভাবিতে
সোনার বরণ কাল॥ [২]

[৪]বিষের গাগরি ক্ষীর মুখে ভরি
কে বা আনি দিল আগে।
করিনু আহার [৫]করহ বিচার
এ[৬] বধ কাহারে লাগে ॥ [৩]
নীর লোভে মৃগী [৭]পিয়াসে ধাইতে
ব্যাধ শর দিল[৮] বুকে।
জলের শফরী আহার করিতে
বড়শী লাগিল মুখে ॥ [৪]
[৯]জলদ নেহারি পিয়াসে চাতকী
চঞ্চু পসারিল[১০] আশে।
বারিদ[১১] বারণ করল[১২] পবন
কুলিশ মিলল শেষে ॥ [৫]
[১৩]ক্ষীর লাড়ু করি বিষ মাখাইয়া
অবলা বালাকে দিল।
সুস্বাদ পাইয়া খাইতে খাইতে
নিকট মরণ ভেল ॥ [৬]
[১৪]যখন আছিল সুদিন আমার
তখন আছিল কোলে।
এবে করি সাধ দেখিতে না পাই
হারাইনু করম ফলে ॥ [৭]
লাখ হেম পায়া[১৫] যতনে বান্ধিতে
পড়িল অগাধ জলে।
হেন অনুচিত করে পাপ বিধি
দ্বিজ চণ্ডীদাস বলে ॥ [৮]

নী ৩২৩ ॥

১। গুণি গুণি গুণি [নী]; দিন গণি গণি [র ২২৭৫]; গৃহীত পাঠ [র-ম ; প-ক-ত] ॥

২। দারুণ [প-ক-ত ; র ২২৭৫]; অন্তরে [র-ম ; নী] ॥

৩। গৃহীত পাঠ [প-ক-ত]; কে বলে পিরীতি ভাল গো সখি কে বলে পিরীতি ভাল [র-ম ; নী] (এই পাঠ গ্রহণ করিলে, পদটাকে দূতী-সম্বোধনের পদ না বলিয়া সখী-সম্বোধনের পদ বলিতে হইবে) ; সই কে বলে পিরীতি ভাল [ঢা-বি ১/৮৮ R]—এই পাঠ অনুসারে পুঁথির

পূর্ণ দ্বিতীয় ত্রিপদীটীর স্থলে আমরা একটী ধুয়ার কলি পাই—'সই কে বলে পিরীতি ভাল। কি ছার পিরীতি ভাবিতে ভাবিতে সোনার বরণ কাল ॥'

৪। সোণার গাগরি বিষজল ভরি [প-ক-ত ; র-ম] ; গৃহীত পাঠ [নী ; প-র ও অন্যত্র] ॥

৫। না করি বিচার [র-ম ; নী ; প-ক-ত] ; গৃহীত পাঠ [র ২২৭৫ ; প-র] ॥

৬। সে [র ২২৭৫] ॥

৭। তৃষাতে ধাইতে [ক-বি ২৯৭] ; আনন্দে ধাইতে [নী] ; আনন্দে ধাওই [প-র] ; গৃহীত পাঠ [প-ক-ত ; র-ম] ॥

৮। মাল্যে (=মাইলে) [ক-বি ২৯৮] ॥

৯। গৃহীত পাঠ [ক-বি ২৯৮] ; নব ঘন হেরি [প-ক-ত ; র-ম ; নী] ॥

১০। পসারল [প-ক-ত ; র-ম ; নী] ; পসারিল [র ২২৭৫] ॥

১১। বারিক [প-ক-ত ; নী] ; বারিক কারণ [র-ম] ; গৃহীত পাঠ [ক-বি ২৯৩] ॥

১২। বহল [র-ম] ॥

১৩। ষষ্ঠ ত্রিপদীটী প-ক-ত-র সব পুঁথিতে নাই। র-ম-তেও নাই ; প-ক-ত-র পুঁথি-বিশেষের পাঠভেদ—'অবলা বালকে দিল ; স্বাদু পাইয়া……'। নী-র পাঠ—'বিষ মাখাইয়া' স্থলে 'বিষে মিশাইয়া' 'সুস্বাদ পাইয়া', 'নিকটে মরণ'। ক-বি ২৯৩-এ 'বালা'কে স্থলে 'বালীকে' ; র ২২৭৫-এ 'ভেল' স্থলে 'হল্য'।

১৪। সপ্তম ত্রিপদীটী মাত্র সা-কু ৪ পুঁথিতে পাওয়া যায়, অন্যত্র নাই।

১৫। পেয়ে [নী] ; পায়্যা [র-ম] ; পাইয়া [প-ক-ত] ॥

[৬৪]
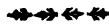
আক্ষেপানুরাগ ॥ শ্রীরাধার উক্তি, সখী-প্রতি, বিধাতৃনিন্দনে ॥ শ্রী

[১]আপনা আপনি দিবস রজনী[২]
ভাবিয়ে[৩] কতেক দুখ।
[৪]যদি পাখা পাই পাখী হৈয়া[৫] যাই
না দেখাই এ[৬] পাপ মুখ ॥ [১]
সই, [৭]বিধি দিল মোরে শোকে।
পিরীতি করিয়া [৮]আশা না পূরিল,
কলঙ্ক ঘোষিল[৯] লোকে ॥ [ধ্রু]

হাম[১০] অভাগিনী তাতে[১১] একাকিনী
নহিল দোসর জনা[১২]।
অভাগিয়া লোকে [১৩]যত বলে মোকে
[১৪]তাহা যে না যায় শোনা ॥ [২]
[১৫]বিধাতা শুনিত [১৬]মরণ হইত
ঘুচিত সকল দুখ।
চণ্ডীদাসে কয়[১৭] [১৮]এমতি হইলে
[১৯]পিরীতি কিসের সুখ ॥ [৩]

নী ৩১৫ ॥

১। দিবস রজনী ভাবিতে আপনি [ঢা-মি ৫] ॥

২। ভাবিছি রজনী [ক-বি ২৯১] ॥

৩। ভাবিয়া [প-র-সা]; কত না উঠিছে দুখ [সমগ্র ছত্র—ক-বি ২৯১ ; ঢা-মি ৫] ॥

৪। পাখা যদি পাই [ঢা-মি] ॥

৫। হৈয়া [প-ক-ত ; ঢা-মি ৫] হয়ে [র-ম ; নী] ॥

৬। 'এ' র-ম ও প-ক-ত তে নাই ॥ সমগ্র ছত্র—'কাঁহা না দেখাই মুখ' [ঢা-পু] ॥

৭। কানু দিলে [ক-বি ২৯১] ; কানু সে মোরে দিল [ঢা-মি ৫] ॥

৮। আরতি পূরিল [ঢা-মি ৫] ; আরতি না পূরল [ক-বি ২৯১] ; আশ না পূরল [প-ক-ত] ; আশা না পূরল [নী] ॥

৯। ঘুষিল [প-ক-ত] ; ঘোষএ [ঢা-মি ৫] ॥

১০। একে [ক-বি ২৯১] ॥

১১। তাহে [প-ক-ত] ; হাম [ক-বি ২৯১] ; তাতে [র-ম ; নী] ॥

১২। সঙ্গ [ঢা-মি ৫] ॥

১৩। যত দেএ শোকে [ঢা-মি ৫] ; যেবা বলে মোকে [ক-বি ২৯১] ॥

১৪। সে আর জ্বালা তরঙ্গ [ঢা-মি ৫] ; তাহাও [নী] ; তাহা যে [র-ম ; প-ক-ত] ; তাহাত [ক-বি ২৯১] ॥

১৫। গৃহীত পাঠ [প-সং] ; বিধি যদি শুনিত [র-ম ; প-ক-ত] ; যদি বিধি শুনিত [নী] ; অবধি জানিত [ঢা-পু] ; বিধি যদি হইত [প-র-সা] ॥

১৬। মরণ করত [প-র-সা ; মরমী হইত [ঢা-পু] ॥

১৭। কহে [ঢা-পু] ॥

১৮। যদি ইহা হয়ে [ঢা-পু] ; যদি এমতি হয়ে [ঢা-মি] ॥

১৯। গৃহীত পাঠ [ঢা-মি ৫ ; ক-বি ২৯১ ; র ২৭৬৯] ; পিরীতির কিবা সুখ [নী] ॥

পদটী মূলে বড়ু চণ্ডীদাসের হওয়া সম্ভব।

[৬৫]

আক্ষেপানুরাগ ॥ শ্রীরাধার উক্তি, সখী-সম্বোধনে ও পিরীতি-গঞ্জনে ॥ পঠমঞ্জরী ॥

সই,[১] কি বুকে দারুণ ব্যথা।
সে দেশে যাইব [২]যে দেশে না শুনি
পাপ পিরীতির কথা ॥ [ধ্রু]
[৩]পিরীতি বলিয়া এ তিন আখর
কে বলে পিরীতি ভাল।
হাসিতে হাসিতে পিরীতি করিয়া
কাঁদিতে জনম গেল ॥ [১]
কুলবতী হৈয়া [৪]কুল তেয়াগিয়া
যে ধনী পিরীতি করে।
তুষের অনল[৫] যেন সাজাইয়া
এমতি পুড়িয়া মরে ॥ [২]
[৬]হাম অভাগিনী [৭]এ দুখে দুখিনী
[৮]সদাই ঝরয়ে আঁখি।
চণ্ডীদাস কহে[৯] [১০]যেমতি হইল
পরাণ[১১] সংশয় দেখি ॥ [৩]

নী ৩০৯ ॥

১। সই [ক-বি ২৯১]; অন্যত্র 'সই' শব্দ নাই। সমগ্র ছত্র—'সই বুকে হইল দারুণ ব্রথা' [ক-বি ২৩৯৪]॥

২। যথা না শুনিব [ক-বি ২৩৯৪]॥

৩। গৃহীত পাঠ [নী-র মূল পুঁথি]; অন্যত্র [র ম, নী ইত্যাদি] কেবল মাত্র পরবর্ত্তী ছত্র—'সই কে বলে পিরীতি ভাল' ॥

৪। গৃহীত পাঠ [ক-বি ২৩৯৪]; কুলেতে দাঁড়াইয়া [র-ম ; নী]॥

৫। আগুন [ক-বি ২৩৯৪]॥

৬। গৃহীত পাঠ [র-ম ; নী]; রাই বিনোদিনী [ক-বি ২৯১ ; ক-বি ২৩৯৪]॥

৭। গৃহীত পাঠ [র-ম ; নী]; দুখের দুখিনী [ক-বি ২৯১]; জেমন দুখিনী [ক-বি ২৩৯৪]॥

৮। গৃহীত পাঠ [র-ম-ধৃত পাঠান্তর—পদকল্পলতিকা হইতে প্রাপ্ত]; প্রেমে ছল ছল আঁখি [র-ম ; নী ; ক-বি ২৩৯৪]॥

৯। বলে [ক-বি ২৩৯৪]॥

১০। যে গতি হইব [ক-বি ২৯১]; কানুর পিরীতি [ক-বি ২৩৯৪]॥

১১। জিবন [ক-বি ২৩৯৪]॥

[৬৬]

আক্ষেপানুরাগ॥ শ্রীরাধার উক্তি, পিরীতি-গঞ্জনে॥ শ্রী॥

কানুর পিরীতি চন্দনের রীতি
[১]ঘষিতে সৌরভময়।
ঘষিয়া আনিয়া[২] [৩]হিয়ায় লইতে
[৪]দহন দ্বিগুণ হয়॥ [১]
সই কে বলে পিরীতি হীরা।
[৫]সোনায় জড়িয়া হিয়ায় করিতে
দুখ উপজিল ফিরা॥ [ধ্রু]
পরশ পাথর বড়ই[৬] শীতল
কহয়ে সকল লোকে।
[৭]মুই অভাগিনী লাগিল আগুনি
পাইলুঁ এতেক শোকে[৮]॥ [২]
সব কুলবতী করয়ে পিরীতি
এমতি না হয় কারে[৯]।
এ পাপ[১০] পড়সী ডাকিনী[১১]-সদৃশী
[১২]সকলে দোষয়ে মোরে॥ [৩]
গৃহের গৃহিণী আর[১৩] ননদিনী
বোলয়ে বচন যত।
কহিলে কি যায় কি করি উপায়
পরাণে সহিবে কত॥ [৪]
নানুরের[১৪] মাঠে গ্রামের নিকটে[১৫]
বাশুলী আছয়ে যথা।
তাঁহার আদেশে কহে চণ্ডীদাসে
সুখ যে পাইবে[১৬] কোথা[১৭]॥ [৫]

নী ৩৪২ ॥

১। ঘষিলে গৌরব কয় [ঢা-মি ৫] ॥

২। আনিল [ঢা-মি ৫] ॥

৩। হিয়ায় যে দিল [ঢা-মি ৫] ॥

৪। দ্বিগুণ জ্বালা সে হয় [ঢা-মি ৫] ॥

৫। সোনাতে জড়িতে হিয়ায়ে করিতে দুখ সে লাগিল ফিরা [ঢা-মি ৫]; দুখ সে লাগিল ফিরা [নী]; গৃহীত পাঠ [প-ক-ত; র-ম] ॥

৬। হয় যে [নী; ঢা-মি ৫]; গৃহীত পাঠ [র-ম; প-ক-ত] ॥

৭। অভাগিনী পিরীতি না জানি [নী] ॥

৮। দুখে [প-ক-ত-র পাঠান্তর]; কতেক পাইনু শোকে [নী]; পাইনু এতেক দুখে [র-ম] ॥

৯। তারে [নী] ॥

১০। পাড়া [প-ক-ত; র-ম]; পাট [ঢা-মি ৫] ॥

১১। সকল ডাহিনী [নী]; সকল ডাহসি [ক-বি ২৯৮]; ডাহিনী সদৃশী [প-ক-ত] ॥

১২। এমত না খায় তারে [প-ক-ত; র-ম] ॥

১৩। সঙ্গে [নী]; আর [প-ক-ত; র-ম] ॥

১৪। নান্নুর [নী] ॥

১৫। হাটে [ক-বি ২৯৮; র-ম; সা-কু-৩]; নিকটে] নী; প-ক-ত]; সে প্রেমের হাটে [ক-বি ২৮৭] ॥

১৬। পাইবা [প-ক-ত] ॥

১৭। তথা [সা-কু ৩] ॥

এই পদে নান্নুরের উল্লেখ লক্ষণীয়। মুদ্রিত পুস্তকে সর্ব্বত্র 'নান্নুর' পাওয়া যায়। নীলরতন বাবুও 'নান্নুর' বানান করিয়াছিলেন। প্রাচীন পুঁথিতে এবং জমীদারী কাগজপত্রে প্রায় সর্ব্বত্র 'নানোর' লিখিত হইয়াছে। বর্ত্তমান নাম 'নান্নুর' এবং নান্নুরের স্থানীয় জন-সাধারণের মধ্যে 'নাঁন্থর'।

[৬৭]

আক্ষেপানুরাগ ॥ শ্রীরাধার উক্তি, পিরীতি-গঞ্জনে ॥ সুহিনী ॥

পিরীতি বলিয়া এ তিন আখর
ভুবনে আনিল কে।
মধুর বলিয়া [১]যতনে খাইলুঁ
[২]তিতায় তিতিল দে ॥ [১]

সই এ কথা [৩]কহিব কারে।
হিয়ার ভিতর বসতি করিয়া
কখন কি জানি করে[৪] ॥ [ধ্রু]
[৫]পিয়ার পিরীতি [৬]প্রথম আরতি
[৭]অতুল সুখের শেষ।
পুন[৮] নিদারুণ শমন সমান
দয়ার নাহিক লেশ ॥ [২]
কপট পিরীতি আরতি বাঢ়ালুঁ[৯]
[১০]মরণ অধিক কাজে।
[১১]লোক চরচায় [১২]কুলের খাঁখার
জগত ভরিল [১৩]লাজে ॥ [৩]
হইতে হইতে অধিক হইল
[১৪]সহিতে সহিতে মৈলুঁ[১৫]।
[১৬]কহিতে কহিতে [১৭]তনু জর জর
বাউলি [১৮]হইয়া গেলুঁ[১৯] ॥ [৪]
[২০]এমন পিরীতি না জানি এ রীতি
পরিণামে কি বা হয়।
পিরীতি পরম[২১] [২২]সুখ দুখময়
[২৩]দ্বিজ চণ্ডীদাস কয় ॥ [৫]

নী ৩৩৪ ॥

১। গৃহীত পাঠ [মু-শ]; ছানিয়া খাইনু [র-ম ; নী ; প-ক-ত]; ছাকিয়া খাইতে [ব-সা-প ২০১]॥

২। গৃহীত পাঠ [র-ম ; নী ; প-ক-ত]; তিতাএ তিতিল দেহ [ঢা-বি ২১৮R]॥

৩। গৃহীত পাঠ [নী]; কহিল নহে [প-ক-ত ; ক-বি ২৯১]; কহন নহে [র-ম; প-র-সা]; কহন নয় [ক-বি ৩৪৩৬]; কহিলে নয় [ঢা-বি ২১৮ R]॥

৪। করে [নী]; কহে [র-ম ; প-ক-ত ; ক-বি ২৯১]; হয় [ঢা-বি ২১৮ R ; ক-বি ৩৪৩৬]॥

৫। পরশ পরশে [মু-শ]; পিয়াক পিরীতি [ক-বি ২৯১]; গৃহীত পাঠ [র-ম; নী ; প-ক-ত]॥

৬। মণি হএ যেন [মু-শ]; প্রথম অবধি [ক-বি ২৯৩]; গৃহীত পাঠ [নী; র-ম ইত্যাদি]॥

৭। গৃহীত পাঠ [মু-শ]; তাহার নাহিক শেষ [র-ম ; নী ; প-ক-ত]; আতুল অবধি শেষ [ঢা-বি ১১৮R ; ক-বি ২৯১ ; ক-বি ৩৪৩৬]; আবাল অবধি শেষ [ক-বি ২৯৩]; পাওল পিরীতি শেষ [সা-কু ৪]; পাওল অবধি শেষ [ব-সা-প ২০১] ॥

৮। এবে [ক-বি ৩৪৩৬]

৯। বাড়ায়ে [নী]; বাঢ়াঞা [প-ক-ত]; বাঢ়ায়া [র-ম]; গৃহীত পাঠ [ক-বি ২৯১]; মিরিতি বাড়ায়া [ঢা-বি ১১৮R]; আরতি বাজায়ে [ক-বি ৩৪৩৬] ॥

১০। গৃহীত পাঠ [র-ম ; নী]; মিরিতি সাধিলুঁ কাজে [প-ক-ত]; মিরিতি সাধিল কাজে [মু-শ ; সা-কু ৪]; আরতি সাধিলু কাজে [ঢা-বি ১১৮R]; পিরীতি সাধলু কাজে [ক-বি ২৯১]; মরণ অধিক কাজে [ক-বি ৩৪৩৬] ॥

১১। পাছে অপযশ [মু-শ] ॥

১২। গৃহীত পাঠ [সা-কু ৪ ; প-ক-ত ; ক-বি ২৯১ ; মু-শ]; কুলে রক্ষা দায় [র-ম]; কুল রক্ষা দায় [নী] ॥

১৩। ভুবন ভরিয়া [মু-শ]; জগত ভরিল যে [ক-বি ৩৪৩৬] ॥

১৪। বাড়িতে বাড়িতে [ক-বি ২৯১ ; মু-শ]; কহিতে কহিতে [র-ম ; নী ; প-ক-ত]; সহিতে সহিতে [ক-বি ২৯১ ; মু-শ] ॥

১৫। মৈলু [ক-বি ২৯১]; 'মনু, মনুঁ' অন্যত্র ॥

১৬। ভাবিতে ভাবিতে [ক-বি ৩৪৩৬] ॥

১৭। দ্বিগুণ বাড়িল [মু-শ] ॥

১৮। বাউলি [সা-কু ৭]; বাউরি [মু-শ]; পাগলী [র-ম ; নী ; প-ক-ত]; কালি হইয়ে গেনু [ক-বি ৩৪৩৬] ॥

১৯। গেলুঁ [মু-শ]; অন্যত্র 'গেনু' ॥

২০। পীরিতি এমতি [ক-বি ৩৪৩৬] ॥

২১। পরাণ [ক-বি ২৯৩]; পরাণে [ক-বি ৩৪৩৬] ॥

২২। সুখ দুখময় [মু-শ ; ক-বি ২৯৩ ; সা-কু ৪]; কহে সুখ যুখ (=দুখ) [ক-বি ৩৪৩৬] ॥

২৩। চণ্ডীদাসে ইহা কয় [ক-বি ৩৪৩৬] ॥

[৬৮]

আক্ষেপানুরাগ ॥ শ্রীরাধার উক্তি, পিরীতি-গঞ্জনে ॥ শ্রী ॥
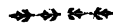
পিরীতি পিরীতি [১]কি রীতি মূরতি
হৃদয়ে লাগিল সে।
পরাণ ছাড়িলে পিরীতি না ছাড়ে
পিরীতি গড়ল[২] কে ॥ [১]
পিরীতি বলিয়া এ তিন আখর
[৩]না জানি আছিল কোথা।
পিরীতি কণ্টক হিয়ায় ফুটিল[৪]
পরাণ-পুতলী যথা ॥ [২]
পিরীতি পিরীতি পিরীতি অনল
দ্বিগুণ জ্বলিয়া[৫] গেল।
[৬]বিষম অনল নিবাইল নহে
হিয়ায়[৭] রহিল শেল ॥ [৩]
[৮]চণ্ডীদাসবাণী শুন বিনোদিনী
[৯]পিরীতি না কহে কথা।
পিরীতি লাগিয়া পরাণ ছাড়িলে
পিরীতি [১০]মিলয়ে তথা ॥ [৪]

নী ৩৭৭ ॥

১। 'কি রীতি' স্থলে পিরীতি [ঢা-বি ২১৮/৮৫ R] ॥

২। গড়ল [নী ; র-ম] ; গঢ়ল [প-ক-ত ; প-র-সা] ॥

৩। শ্রবণে না শুনিলাও কোথা [ঢা-বি ২১৮/৮৫ R]; শ্রবণে শুনিতাম কথা [নী-ধৃত পাঠান্তর] ॥

৪। ফুটিল [নী] ; ফুটল [প-ক-ত] ॥

৫। জ্বালিয়া [প-র-সা] ॥

৬। গৃহীত পাঠ [র-ম ও প-ক-ত; নিভাইল নহে—প-ক-ত; নিবাইলে নহে—র-ম ও নী-ধৃত পাঠান্তর]; পীরিতি আনল নিভালে না নিভায় [নী] ॥

৭। হৃদয়ে [নী] ; অন্যত্র 'হিয়ায়' ॥

৮। চণ্ডীদাসের বাণী [নী] ॥

৯। গৃহীত পাঠ [ঢা-বি ১১৯ R ; প-ক-ত ; র-ম ; নী-ধৃত পাঠান্তর] ; পিরীতের না কও কথা [নী]॥

১০। গৃহীত পাঠ [র-ম ; প-ক-ত] ; পীরিতি মিলায় তথা [নী-ধৃত পাঠান্তর] ; রহিবে কোথা [নী]॥

[৬৯]

আক্ষেপানুরাগ ॥ শ্রীরাধার উক্তি, পিরীতি-গঞ্জনে ॥ শ্রী ॥

পিরীতি সুখের[১] [২]দেখিয়া সায়ের
নাহিতে নামিলুঁ[৩] তায়।
নাহিয়া উঠিতে[৪] [৫]ফিরিয়া চাহিতে
লাগিল দুখের বায় ॥ [১]
[৬]দেখিতে সুন্দর প্রেম-সরোবর[৭]
সুখময় [৮]তার জল।
দুখের মকর ফিরে[৯] নিরন্তর
প্রাণ করে টলবল[১০] ॥ [২]
[১১]ঘরে গুরু জ্বালা [১২]জলের সিহালা
পড়সী জীয়ল[১৩] মাছে।
কুল পানীফল কাঁটা যে[১৪] সকল
সলিল বেড়িয়া[১৫] আছে ॥ [৩]
কলঙ্ক-পানায়[১৬] সদা লাগে গায়
ছানিয়া খাইলুঁ[১৭] যদি।
[১৮]অন্তরে বাহিরে কুটু কুটু[১৯] করে
সুখে দুখ দিল বিধি ॥ [৪]
[২০]চণ্ডীদাস-বাণী [২১]শুন বিনোদিনি
সুখ দুখ দুটী ভাই।
[২২]সুখ লাভ তরে [২৩]পিরীতি যে করে
[২৪]দুখ যায় তার ঠাঞি ॥ [৫]

নী ৩৮৭ ॥

১। সুখের [প-ক-ত ; র-ম ; র ২২৭২, ২২৭৫, ২৭৬৯ ; ঢা-বি ১১৮/৮৫ R] ; রসের [নী ; সা-কু ৭] ॥

২। দেখিয়া সায়ের [বৃ-পু] ; সাগর দেখিয়া [নী ; র-ম ; গী-র (ক, খ, ঘ, চ) ; প-র-সা] ; সায়র বলিয়া [ক-বি ৩২৭] ; সায়র দেখিয়া [ক-বি ২৯৮ ; র ২২৭২, ২২৭৫, ২৭৬৯ ; সা-কু ৭] ॥

৩। নাম্বিলু [র ২২৭২, ২৭৬৯] ; নামিলাম [নী] ; নাগিলুঁ [মু-শ] ; ডুবিলাম [সা-প ২০১ ; সা-কু ৭] ; ডুবিলুঁ [ঢা-বি ১১৮/৮৫ R ; ক-বি ২৯৮ ; র ২২৭৫] ॥

৪। উঠিতে [প-র ; সা-প ২০১ ; র ২২৭২, ২২৭৫, ২৭৬৯ ; ক-বি ৩২৭ ; মু-শ] ; উঠিয়া [নী] ; ডুবিয়া উঠিতে [ক-বি ২৯৮ ; ঢা-বি ১১৮/৮৫ R] ; ডুবিঞা উঠিতে [সা-কু ৭] ॥

৫। চাহিতে ফিরিয়া [বৃ-পু] ; ফিরিঞা [সা-কু ৭] ; লাগিল প্রেমের বায় [সা-কু ৭] ॥

৬। গৃহীত পাঠ [বৃ-পু] ; কে বা নিরমিল [নী ; র-ম ; প-ক-ত] ; কে বা সিরজিল [ক-বি ৩২৭, র ২২৭৫] ; কি বা নিরমল [ঢা-পু] ॥

৭। পীরিতি-সায়ের [ক-বি ৩২৭] ॥

৮। নিরমল [র-ম ; প-ক-ত] ; সুধাময় [নী] ; সুখময় [র ২২৭২, ২২৭৫, ২৭৬৯ ; ক-বি ২৯১ ; প-র-সা ; প-র] ; সুকোমল [ক-বি ৩২৭ ; সা-প ২০১ ; সা-কু ৭] ॥

৯। ভাসে [ক-বি ২৯৮ ; ঢা-বি ১১৮/৮৫ R] ; 'ফিরে নিরন্তর' স্থলে 'দেখিয়া সকল' [ক-বি ৩২৭] ॥

১০। টলবল [র ২২৭২] ; টলমল [নী ও অন্যত্র] ; দ্রষ্টব্য কৃ-কী-তে 'টলবলাএ' [পৃঃ ১৬০] ॥

১১। গৃহীত পাঠ [র ২৭৬৯ ; মু-শ] ; গুরুজন জ্বালা [নী] ; গুরুজনের জ্বালা [সা-প ২০১] ; ঘরে গুরুজন [ক-বি ৩২৭] ; শাশুড়ী-ননদী [ঢা-বি ১১৮/৮৫ R] ॥

১২। গৃহীত পাঠ [প-র] ; সেইলা [প-র-সা] ; সেহলা [নী] ; সিহলা [গী-ক (ঘ-চ)] ; পাণির শেউলি [ক-বি ৩২৭] ; সোঁতের শেয়ালা [ঢা-বি ১১৮/৮৫ R] ॥

১৩। জিউল [নী] ॥

১৪। কাঁটা যে [র-ম] ; কাঁটাতে [নী] ; কাঁটায় [প-ক-ত] ; শরীর কাটিঞা [সা-কু ৭] ॥

১৫। বেড়িয়া [প-ক-ত ; র-ম] ; ঢাকিয়া [নী ; প-র-সা ; প-র] ; জড়িয়া [ঢা-বি ১১৮/৮৫ R] ; জুড়িয়া [সা-প ২০১] ; ঝাঁপিয়া [ক-বি ২৯১] ॥

১৬। কলঙ্ক-পানা তায় [প-র ; সা-প ২০১ ; ক-বি ২৯১] ; পানা তাহে [মু-শ] ; কলঙ্কের কণা [র ২২৭২, ২৭৬৯] ॥

১৭। খাইলুঁ [প-ক-ত ; মু-শ] ; খাইল [নী] ; ছাঁকিয়া খাইল [র-ম] ; খাইলাম [প-র] ॥

১৮। গৃহীত পাঠ [প-ক-ত]; অন্তর বাহিরে [নী]; ভিতর বাহির [মু-শ ; র ২২৭৫]॥

১৯। কুটকুট [প-র-সা ; গী-ক (ক); সা-প ২০১]॥

২০। চণ্ডীদাস-বাণী [বৃ-পু]; কহে চণ্ডীদাস [নী]; চণ্ডীদাস কহে [মু-শ]; চণ্ডীদাসে কহে [সা-কু ৭]; চণ্ডীদাস বলে [র ২২৭৫]॥

২১। শুন বিনোদিনি [নী]; শুন ল সুন্দরি [ঢা-বি ১১৮/৮৫ R]; শুন গো সুন্দরি [প-র] ॥

২২। গৃহীত পাঠ [বৃ-পু]; সুখের লাগিয়া [নী ; প-ক-ত ; র-ম ; মু-শ ; সা-কু ৭]॥

২৩। গৃহীত পাঠ [বৃ-পু]; যে করে পিরীতি [নী ; র-ম ; প-ক-ত]॥

২৪। গৃহীত পাঠ [র ২২৭৫, প-ক-ত ; র-ম]; দুখ তার ঠাঁই ঠাঁই [নী]॥

এই বিখ্যাত পদটীতে কৃ-কী-র দুই এক স্থলে বর্ণিত উপমাব সহিত সাদৃশ্য পাওয়া যায়। কৃ-কী-তে দুইটী সুন্দর পদে সরোবরের সহিত ও পুষ্পাবলীর সহিত শ্রীরাধার দেহ তুলিত হইয়াছে (পৃঃ ১৯৫ ও পৃঃ ২২৫), এবং অপর একটী পদে শ্রীরাধার দেহের সৌন্দর্য্য বর্ণনা প্রসঙ্গে বিভিন্ন অঙ্গের নামের সহিত পুরাণোক্ত দেবতা ও রাজাদিগের নামের সাদৃশ্য অবলম্বিত হইয়াছে (পৃঃ ২৭৪)। কিন্তু সমগ্র পদটী ভাবে ও ভাষায় বড়ু চণ্ডীদাসের না হওয়াই সম্ভব।

[৭০]
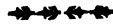
আক্ষেপানুরাগ ॥ শ্রীরাধার উক্তি, সখী-সম্বোধনে ও পিরীতি-গঞ্জনে ॥ ধানশী ॥

সই[১] না কহ[২] ও সব কথা।
[৩]কালার পিরীতি যাহারে[৪] লাগিল
জনম অবধি[৫] ব্যথা ॥ [ধ্রু]

কালিন্দীর জল নয়নে না হেরি[৬]
বয়ানে না বলি[৭] কালা।
[৮]তভু ত সে কালা [৯]অন্তরে জাগয়ে
কালা হইল জপমালা ॥ [১]

বঁধুর লাগিয়া যোগিনী হইব
কুণ্ডল পরিব কানে।
সবার আগেতে[১০] [১১]বিদায় হইয়া
[১২]যাইব গহন বনে ॥ [২]

[13]ঘরে গুরুজন বলে কুবচন
না যাব লোকের[14] পাড়া।
চণ্ডীদাস কহে কানুর পিরীতি
জাতি কুল শীল[15] ছাড়া॥ [৩]

নী ২৭৪॥

১। সজনি [নী]; সই [ঢা-মি ২৮ গ]॥

২। কহিও [র ২২৭৪]॥

৩। কালিয়া-পীরিতি যার মরমে লাগিয়াছে [নী]; গৃহীত পাঠ [র-ম ; ঢা-মি ২৮ গ]॥

৪। যাহার [র-ম]॥

৫। অবধি তার ব্যথা [নী]; জনম হইতে ব্যথা [র-ম]॥

৬। হেরিব [র ২২৭৪ ; র ২৭৭০]॥

৭। হেরি [নী]; বলিব [র ২২৭৪ ; ২৭৭০]॥

৮। তথাপি সে কালা [র-ম]; তবু ত কালিয়া [ঢা-মি ২৮গ]; দিবস রজনী [নী]; রজনী দিবসে [র ২২৭৪]॥

৯। আন নাহি জানি [নী]; আন নাহি চিতে [র ২২৭৪, ২৭৭০]; অন্তরে জাগয়ে [র-ম]; অন্তরে না ছাড়ে [ঢা-মি ২৮ গ]॥

১০। আগে [র-ম ; নী]; আগেতে [অন্যত্র] সমগ্র অর্দ্ধ ত্রিপদী—'গুরু গরবিত বিদিত করিব কালা পরিবাদ যেন জানে' [র ২২৭৪, ২৭৭০]; 'গুরু গরবিত করিব বিদিত কালা পরিবাদ জানে' [নী-ধৃত পাঠান্তর]॥

১১। কহিয়া বলিয়া [প্রাচীন কাব্যসংগ্রহ]; বলিয়া কহিয়া [ঢা-মি ২৮ গ]; গৃহীত পাঠ [র-ম ; নী]॥

১২। বিদায় হইব বনে [ঢা-মি ২৮ গ]॥

১৩। গৃহীত পাঠ [র ২২৭৪, ২৭৭০ ; ঢা-মি ৫ ; ঢা-বি $\frac{১১৮}{৮৫}$ R]; গুরু পরিজন [নী ; র-ম]॥

১৪। গোপের [র ২৭৭০ ; ঢা-মি ৫ ; ঢা-বি $\frac{১১৮}{৮৫}$ R]॥

১৫। সব [নী]; ভয় [ঢা-মি ২৮ গ]; শীল [র-ম ; র ২৭৭০]॥

[৭১]

আক্ষেপানুরাগ ॥ শ্রীরাধার উক্তি, পিরীতি-গঞ্জনে ॥ সুহই ॥

[1]নাহি জানে নাহি শুনে তার পাএ তাপ।
পরবশ পিরীতি আন্ধার-ঘরে[2] সাপ ॥ [১]
[3]বড়ই বিষম সই বড়ই বিষম।
না পাই মরমী জনা কহিয়ে[4] মরম ॥ [২]
[5]গৃহে গুরুজন গঞ্জে কুবচন জ্বালা।
কত বা সহিব[6] দুখ পরাধিনী[7] বালা ॥ [৩]
পিরীতি বেয়াধি যদি অন্তরে সান্ধাইল[8]।
ঔষধ খাইতে সই[9] পরান যে[10] গেল ॥ [৪]
[11]চণ্ডীদাস কহে প্রেম বড়ই বিষম।
[12]জীয়ন্তেই মনে করি লেউক শমন ॥ [৫]

নী ৩১৭

১। গৃহীত পাঠ [সা-কু ৩]; না জানে পিরীতি যারা নাহি পায় তাপ [র-ম ; নী]; নাহি জানে নাহি শুনে তারা পায় তাপ [ঢা-মি ৫ ; র ২২৭৪, ২৭৭০ ; ক-বি ২৯৮]; নাহি জানি নাহি শুনি তার পাই তাপ [ঢা-মি ২১৮R ; র ২৭৬৯]; নাহি জানি নাহি শুনি তাপের উপর তাপ [ঢা-পু]; নাহি জানি নাহি শুনি তাপ পরতাপ [মু-শ] ॥

২। গৃহীত পাঠ [সা-কু ৩]; আন্ধার ঘরের [র ২৭৭০ ; ঢা-মি ৫]; আন্ধিয়া ঘরে [ক-বি ২৯১]; যেন আন্ধার ঘরে [মু-শ]; আঁধার ঘরে [নী]; পরশে পিরীতি [র-ম] ॥

৩। গৃহীত পাঠ [ঢা-পু]; সই পিরীতি বড়ই বিষম [নী ; র-ম]; সই বড়ই বিষম [মু-শ]; সই বড়ই পিরীতি বিষম [ঢা-মি ৫] ॥

৪। কহিয়ে [র ২৭৭০]; কহি যে (=জে) [নী]; কহিতে [র-ম ; মু-শ]। সমগ্র ছত্র—'না পাই মরম-জ্বালা না পাই মরম' [ঢা-মি ৫] ॥

৫। গৃহীত পাঠ [সা-কু ৩]; গুরু গঞ্জন [র-ম ; নী] ॥

৬। সহিব [র ২৭৭০]; সহিবে [নী] ॥

৭। পরাধিনী [র-ম ; মু-শ]; পরাধীন [নী]; পরবশ [ঢা-পু] ॥

৮। সন্ধাইল [র ২৭৭০]; সামাইল [র-ম ; নী]; উপজিল [ঢা-পু] ॥

৯। সই [মু-শ]; তবে [নী]; মোর [ঢা-পু] ॥

১০। যে [ঢা-মি ৫]; যদি [মু-শ]; জলি [সা-প ২০১]; জারি [র-ম ; নী] ॥

১১। চণ্ডীদাস কহে পিরীতি বিষম [ঢা-মি ৫ ; র ২২৭৪]; কহে চণ্ডীদাস বড় পিরীতি বিষম [ক-বি ২৯৮] ॥

১২। গৃহীত পাঠ [মু-শ ; ক-বি ২৯৮]; জীয়ন্তে মরণ করে লউক শমন [নী]; জীয়ন্তে এমন করে লউক শমন [র-ম]; জীয়ন্তে এমন জ্বালা লউক শমন [ঢা-মি ৫]; জীয়ন্তে এতেক জ্বালা [ঢা-বি ২১১/৮ R]; জীয়ন্তেতে মন করে [র ২৭৬৯ ; ২৭৭০]॥

এই পদটীতে বড়ু চণ্ডীদাসের রচনার আভাস কিঞ্চিৎ পরিমাণে পাওয়া যায়।

[৭২]

আক্ষেপানুরাগ॥ শ্রীরাধার উক্তি, পিরীতি-গঞ্জনে॥ গান্ধার॥

পিরীতি লাগিয়া আমি[১] সব[২] তেয়াগিনু।
তবু ত শ্যামের সনে[৩] গোঙাতে নারিনু॥ [১]
বিধিরে কি দিব দোষ আপন করম।
কি ক্ষণে[৪] করিনু প্রেম না জানি মরম॥ [২]
ঘরে পরে চাতরে[৫] কুলটা হৈল খ্যাতি।
কানু সনে প্রেম করি না পোহাল রাতি॥ [৩]
চল চল [৬]আল সই [৭]ওঝার বাড়ী যাঙ[৮]।
কালকূট বিষ আনি হাতে তুলি খাঙ[৯]॥ [৪]
পিরীতি মরমে[১০] করি যেবা করে আশ।
পিরীতি লাগিয়া মরে দ্বিজ চণ্ডীদাস॥ [৫]

নী ২৯৫॥

১। হম [র-ম]॥

২। কুল [ক-বি ২৯৮]॥

৩। সঙ্গে [র-ম]॥

৪। খেণে [র-ম]॥

৫। বাহিরে [র-ম]। চাতরে=চত্বরে, নগর-মধ্যস্থ প্রশস্ত ভূমিখণ্ডে॥

৬। আর দেখি [র-ম]॥

৭। ওঝা বাড়ী যাও [র-ম]॥

৮। যাই [নী]; যাঙ [ঢা-বি ২১১/৮ R]॥

৯। দাও [র-ম]; খাই [নী]; খাও [ঢা-বি ২১১/৮ R]॥

১০। মিরিতি [ঢা-বি ২১১/৮ R]; মরিতে লাগি [নী]; গৃহীত পাঠ [র-ম]॥

এই পদটীতে বড়ু চণ্ডীদাসের ভাবের আভাস বিদ্যমান।

[৭৩]

আক্ষেপানুরাগ ॥ শ্রীরাধার উক্তি, পিরীতি-গঞ্জনে ॥ সিন্ধুড়া

এদেশে না রব সই দূরদেশে যাব।
এ পাপ পিরীতের কথা শুনিতে না পাব ॥ [১]
না দেখিব নয়নে পিরীতি করে যে।
এমতি বিষম চিতা[১] জ্বালি[২] দিবে সে ॥ [২]
পিরীতি আখর তিন না দেখি নয়ানে।
[৩]যে করে তাহার আর না দেখি বয়ানে ॥ [৩]
পিরীতি বিষম দায়ে ঠেকিয়াছি আমি।
[৪]চণ্ডীদাস কহে রামি ইহার গুরু তুমি ॥ [৪]

নী ৩১০ ॥
১। ব্যথা, বেথা, কথা [প-ক-ত-র বিভিন্ন পাঠান্তর] ॥
২। জানি [প-ক-ত]; জালি [প-র-সা ; প-ক-ত-র পাঠান্তর] ॥
৩। যে কহে তাহারে আর না হেরি বয়ানে [র-ম]। যে কহে [প-ক-ত]।
পিরীতি আখর তিন না বলি বয়ানে।
যে করে তাহারে আর না দেখি নয়ানে ॥
—এইরূপ কোন পাঠ ছিল বলিয়া মনে হয়।
৪। দ্বিজ চণ্ডীদাস কহে ইহার গুরু তুমি [নী-ধৃত পাঠান্তর ; প-ক-ত] ॥

এই পদটীর শেষ পংক্তিতে রামীর উল্লেখ পাইতেছি। এখানে রামীর উল্লেখ ভিন্ন অন্য আকারেও পংক্তিটির পাঠান্তর আছে। রামীর নাম পরবর্ত্তী কালে সহজিয়াদের যোজনা হইতে পারে ; তথাপিও, এই উল্লেখের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার জন্য আমরা আমাদের গৃহীত পাঠে রামীর কথাই রাখিলাম। চণ্ডীদাস-রামী-ঘটিত কাহিনী সুদৃঢ় হইবার পরে সমগ্র পদটী রচিত হওয়াও অসম্ভব নহে।
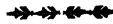
[৭৪]

আক্ষেপানুরাগ ॥ শ্রীরাধার উক্তি, পিরীতি-গঞ্জনে ॥ সিন্ধুড়া ॥

পিয়ার পিরীতি লাগি যোগিনী হইলুঁ[১]।
তবু ত দারুণ চিতে সোয়াথ[২] না পালুঁ ॥ [১]
কি হৈল কলঙ্ক রব[৩] শুনি যথা তথা।
কেন বা পিরীতি কৈলুঁ[৪] খানুঁ[৫] আপন মাথা ॥ [২]

না বল না বল সই সে কানুর গুণ।
[৬]হাতের কালি গালে দিলাম মাখিলাম চূণ ॥ [৩]
আর না করিব পাপ পিরীতির লেহা।
পোড়া কড়ি সমান [৭]করিনু নিজ দেহা ॥ [৪]
বিধিরে কি দিব দোষ করম আপনা।
সুজনে করিনু প্রেম হইল কুজনা ॥ [৫]
চণ্ডীদাস কহে তুমি না কর ভাবনা।
সুজনে সুজন মিলে কুজনে কুজনা ॥ [৬]

নী ২৮৯ ॥

১। হইলুঁ [ঢা-বি ১১৮/৮৫R]; হইনু [র-ম ; নী]; কলঙ্কিনী হৈলাম [সা-কু ৭]॥
২। সোয়াস্তি [র-ম ; নী]; সোয়াস্ত না পাল্যাম [সা-কু ৭]; সোয়াথ [ঢা-বি ১১৮/৮৫R]॥
৩। রঙ্গ [র-ম]॥
৪। কৈনু [র-ম ; নী] কৈনু [ঢা-বি ১১৮/৮৫R]॥
৫। খাইয়া [র-ম]॥
৬। গৃহীত পাঠ [র-ম]; হাতের কালি গালে দিল মাথে কালি চুণ [নী];
হাতে কালি মাথে দিলুঁ মাথি নিলুঁ চূণ [ঢা-বি ১১৮/৮৫R];
হাথে কর‍্যা গালে কালি আর নিলাম চূণ [সা-কু ৭]॥
৭। করিলে মঝু দেহা [ঢা-বি ১১৮/৮৫R]॥

এই পদটীতে বড়ু চণ্ডীদাসের রচনার ঝঙ্কার পরিস্ফুট।

[৭৫]

আক্ষেপানুরাগ ॥ শ্রীরাধার উক্তি, পিরীতি-গঞ্জনে ॥ সুহই ॥

পাপ পরাণে কত সহিবেক জ্বালা।
[১]শিশুকালে মরি গেলে হইত যে ভালা ॥ [১]
[২]এ জ্বালা জঞ্জাল সই তবে পরিহরি।
[৩]ছেদন করিয়া দেহ পিরীতির ডুরি ॥ [২]
তেমতি নহিল[৪] যার এমতি বেভার।
কলঙ্ক-কলসী লৈয়া ভাসিব পাথার[৫] ॥ [৩]
চণ্ডীদাসে[৬] কহে ইহা[৭] বাশুলী-কৃপায়।
পিরীতি লাগিয়া কেন ভাসিবে দরিয়ায় ॥ [৪]

নী ৩১৩॥

১। শিশুতে মরিয়া গইলে [ঢা-মি ৫]; শিশুতে মরিঞা গেলে [র ২২৭৪, ২২৭০]; শিশুতে [ঢা-বি ২২৮R]॥

২। গৃহীত পাঠ [র-ম; প-ক-ত]; জ্বালা জঞ্জাল সই তবে সে পরিহরি [নী]; জ্বাল জঞ্জাল সকলি পরিহরি [র ২২৭৪, ২৭৭০]; তবে সে পরিহরি [র-ম]॥

৩। ছেদনে ছেদিয়া দিনু [র ২২৭৪, ২৭৭০; ক-বি ২৯৮]; ছেদনে ছেদিল দেহ [সা-কু ৪]॥

৪। নাহিলে [নী; র-ম]; নহিল [প-ক-ত]; নহিল আর এমতি ব্যাভারে [র ২৭৭০]; তেমতি না হৈল তখন [ঢা-বি ২২৮R]; হইল [ক-বি ২৯৮]; যেমতি ব্যাভার [অন্যত্র]॥

৫। পাথারে [র ২৭৭০]॥

৬। চণ্ডীদাস [নী]; চণ্ডীদাসে [প-ক-ত; ঢা-মি ৫]॥

৭। এই [নী]; ইহা [প-ক-ত]॥

ভণিতার পয়ারটী ঢা-বি ২২৮R পুঁথিতে নাই।

[৭৬]

আক্ষেপানুরাগ॥ শ্রীরাধার উক্তি, পিরীতি গঞ্জনে॥ বরাড়ী॥

কেনে কৈলুঁ পিরীতির সাধ।
পিরীতি অঙ্কুর হইতে যত দুঃখ পাইলুঁ চিতে
শুনিলে গণিবে পরমাদ॥ [১]
মুই যদি জানিতুঁ এত তবে কেন হব রত
না করিতুঁ হেন সব কাজ।
ভুলিলুঁ পরের বোলে কুলটা হৈলুঁ কুলে
জগত ভরিয়া রইল লাজ॥ [২]
যখন পিরীতি কৈল আনি চাঁদ হাতে দিল
পুন তারে[১] না পাই দেখিতে।
কি করিতে কিনা[২] করি ঝুরিয়া ঝুরিয়া মরি
অবশেষে প্রাণ চাহে নিতে॥ [৩]
পিরীতি আখর তিন যাহার হৃদয়ে চিন
কি বা তার লাজ কুল ভয়।
কহে দ্বিজ চণ্ডীদাস যে করে পিরীতি আশ
তার বুঝি এই দশা[৩] হয়। [৪]

নী ৩৭৮ ॥

প-ক-ত প্রদত্ত পাঠে 'কৈলুঁ, পাইলুঁ' ইত্যাদি, নী-তে 'কৈনু, পাইনু'।

১। তারে [কী ; প-ক-ত] ; তাহে [নী] ॥

২। বা [কী] ; না [নী ; প-ক-ত] ॥

৩। সব [নী ; প-ক-ত-র পাঠান্তর] ; দশা [প-ক-ত] ॥

[৭৭]

আক্ষেপানুরাগ ॥ শ্রীরাধার উক্তি, গুরুজন-নিন্দনে ॥ সিন্ধুড়া ॥

[১]বোলে বা না বোলে কেনে গৃহে গুরুজন।
ছাড়িতে নারিব আমি[২] শ্যাম চিকণ ধন ॥ [১]
[৩]সে রূপ লাবণি মোর হিয়ার লাগি আছে।
হিয়া হৈতে পাঁজর[৪] কাটিয়া যায় পাছে ॥ [২]
[৫]সই সেই ভয় এই মনে বড় বাসি।
অচেতন[৬] নাহি থাকি, জাগি দিবানিশি ॥ [৩]
অলসে আইসে নিদ [৭]জাগে দুটী আঁখি।
শয়ন করিয়া থাকি [৮]হিয়ায় ভুজ রাখি ॥ [৪]
এমন পিয়ারে মোর [৯]ছাড়িবারে বলে।
[১০]তুমি যদি বল মোরে খাইব গরলে ॥ [৫]
কানু[১১]-রূপের নিছনি নিছিয়া দিনু কুলে।
[১২]যে বলে সে বলুক মোরে সকল গোকুলে ॥ [৬]
পুরুক মনের সাধ ধরম যাউক দূরে।
[১৩]কানু কানু করি প্রাণ দিবানিশি ঝুরে ॥ [৭]
[১৪]চণ্ডীদাস বলে, রাই এমতি চাও বটে।
[১৫]সুজনের নেহ হইলে কভু নাহি টুটে ॥ [৮]

নী ২৮৬ ॥

১। বলে বলুক মোরে মন্দ আছে যত জন [র-ম ; নী] ; গৃহীত পাঠ [সা-কু ৩ র ২২৭৪ ; চা-মি ৫] ; বোলে বা না বোলে মোরে গৃহে গুরুজন [ক-বি ২৯৮] ॥

২। মুই [র ২২৭৪ ; সা-কু ৩ ; র-ম] ॥

৩। সে রূপ লাবন্নি হিয়াএ লাগ্যাছে [ঢা-মি ৫] ; সে রূপ লাবণ্য মোর হিয়া লাগিয়াছে [ক-বি ২৯৮] ॥

৪। কাটি লইয়া [র-ম ; নী] ; গৃহীত পাঠ [ক-বি ২৯৮] ; পাঁজর কাটিয়া কেহ লইয়া [ঢা-পু] ॥

৫। সখি এই ভয় মনে বড় বাসি [নী] ; সখি ঐ ভয় [র-ম] ; সই এই ভয় [ঢা-মি ৫] ; গৃহীত পাঠ [ক-বি ২৯৮] ॥

৬। অচেতনে [ঢা-মি ৫] ; অচেতন [র-ম ; নী] ॥

৭। যদি তুটী আঁখে [নী] ; মুদি তুটী আঁখি [ক-বি ২৯৮] ; জাগে তুটী আঁখি [ঢা-মি ৫] ; যদি বা অলস হয় মুদি তুটী আঁখি [ঢা-পু] ; অলস আইসে নিদ যদি আইসে ইথে [র-ম] ॥

৮। ভুজ দিয়া কাঁথে [নী] ; গৃহীত পাঠ [ক-বি ২৯৮] ; স্বপন সমাধি থাকি সেই রূপ দেখি [ঢা-পু] ; ভুজ দিয়া মাথে [র-ম] ॥

৯। গৃহীত পাঠ [ঢা-পু] ; ছাড়িতে লোকে বলে [র-ম ; নী] ॥

১০। তোমরা বলিবে যদি [র-ম ; নী] ; তোমরা বলিলে তবে [সা-কু ৩] ; গৃহীত পাঠ ঢা-পু] ॥

১১। কালা [র-ম] ॥

১২। গৃহীত পাঠ [সা-কু ৩] ; এত দিনে বিহি মোরে হৈল অনুকূলে [নী ; র-ম] ; তবে যদি বিধি মোরে হৈল অনুকূলে [ঢা-পু] ॥

১৩। পিয়া মোর আপন হৈলে কি করিবে পরে [ঢা-পু] ॥

১৪। চণ্ডীদাসের মনে আন নাহি জানে [ঢা-পু] ; চণ্ডীদাস কহে রাই ভাল ভাবিয়াছে [র-ম] ॥

১৫। সুঘরের [নী] ; নয়ানে না হেরি আর শ্যাম-রূপ বিনে [ঢা-পু] ; মনের মরম কথা কারে জানি পুছো [র-ম] ॥

পদটীতে বড়ু চণ্ডীদাসের রচনার আভাস কতকটা বিদ্যমান।

[৭৮]

॥ বংশী-শিক্ষা ॥ বেহাগ ॥

আজু কে গো মুরলী বাজায়।
এ ত কভু নহে শ্যাম রায় ॥ [১]
ইহার গৌর বরণে করে আল।
চূড়াটি বান্ধিয়া কে বা দিল ॥ [২]
তাহার ইন্দ্রনীল-কান্তি তনু।
এ ত নহে নন্দ সুত কানু ॥ [৩]
ইহার রূপ দেখি নবীন আকৃতি।
নটবর বেশ পাইল কথি ॥ [৪]

বনমালা গলে দোলে ভাল।
এ না বেশ কোন দেশে ছিল ॥ [৫]
কে বনাইল হেন রূপখানি।
ইহার বামে দেখি চিকণ-বরণী ॥ [৬]
হবে বুঝি ইহার স্থন্দরী।
সখীগণ করে ঠারাঠারি ॥ [৭]
কুঞ্জে ছিল কানু কমলিনী।
কোথায় গেল কিছুই না জানি ॥ [৮]
আজু কেন দেখি বিপরীত।
হবে বুঝি দোঁহার চরিত ॥ [৯]
চণ্ডীদাস মনে মনে হাসে।
এইরূপ হইবে কোন দেশে ॥ [১০]

এই পদটী র-ম ও নী-তে পাওয়া যাইতেছে—র-ম 'সম্ভোগ-মিলন'-এর মধ্যে এটী ধরিয়াছে (তৃতীয় সংস্করণ, পৃঃ ১৫০), নী পদ-সংগ্রহের শেষে 'বিবিধ' শ্রেণীর মধ্যে রাখিয়াছেন (পা সংখ্যা ৮২৪)। কিন্তু এটী 'বংশী-শিক্ষা'র পদ বলিয়াই মনে হয়। কেহ কেহ এই পদটী অনাগত কালে শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাব সম্বন্ধে বড়ু চণ্ডীদাসের ভবিষ্যদ্বাণী আছে বলিয়া ম করেন। আমাদের কিন্তু অনুমান হয় যে, পদটী শ্রীচৈতন্যদেবের পরবর্ত্তী কালে রচিত।

[৭৯]

মাথুর-বিরহ ॥ শ্রীরাধার উক্তি, সখী-সম্বোধনে ॥ ধানশী

সখিরে, মথুরা মণ্ডলে পিয়া।
আসি আসি বলি পুন না আসিল
কুলিশ পাষাণ হিয়া ॥ [১]
আসিবার আশে লিখিনু দিবসে
খোয়ানু নখের ছন্দ।
উঠিতে বসিতে পথ নিরখিতে
দু আঁখি হইল অন্ধ ॥ [২]
এ ব্রজ মণ্ডলে কেহ কি না বলে
আসিবে কি নন্দলাল।
মিছা পরিহার তেজিয়ে বিহার
রহিব কতেক কাল ॥ [৩]

চণ্ডীদাস কহে মিছা আসা আশে
থাকিব কতেক দিন।
যে থাকে কপালে করি একে কালে
মিটাইব আখর তিন ॥ [৪]

নী ৬৮৬ ॥

নী ও র-ম ভিন্ন অন্যত্র নাই—পাঠান্তর পাওয়া যায় না ॥

১। তুলনীয়—প-ক-ত ১৬৭১ সং (বিদ্যাপতি ও গোবিন্দদাসের মিলিত ভণিতাযুক্ত পদ) – 'অবহুঁ না আওল কুলিশ-হিয়া ॥'

॥ ২ ॥ তুলনীয়—ঐ—'নখর খোয়ায়লু দিবস লিখি লিখি। নয়ন আন্ধায়লু পিয়ার পথ দেখি।'

॥ ৪ ॥ 'আঁখর তিন'='জীবন' বা 'পিরীতি'। 'মিটাইব'='শেষ করিব'।

[৮০]

মাথুর ॥ শ্রীরাধার উক্তি, সখী-সম্বোধনে ॥ আশাবরী ॥

[১]সখি, কহিও তাহার পাশে।
যাহারে ছুঁইলে সিনান করিয়ে
সে মোরে দেখিলে হাসে ॥ [১]
কার শিরে হাত দিয়ে।
কদম্ব তলাত[২] কি কথা কহিলে[৩]
যমুনার জল ছুঁয়ে ॥ [২]
[৪]বৃন্দাবন আছে সাখী।
[৫]যদি মনে লয় আর এক আছে
কপোত নামেতে পাখী ॥ [৩]
[৬]বোল নিঠুরের আগে।
যাহার লাগিয়া যে জন মরয়ে
সে বধ কাহারে লাগে ॥ [৪]
বড়ু[৭] চণ্ডীদাস ভণে।
[৮]যাহার লাগিয়া যে জন কাঁদয়ে
[৯]সে তারে পাসরে কেনে ॥ [৫]

নী ১০৪।

১। বৃন্দাবনের পুঁথিতে প্রথম তিনটী পংক্তির (প্রথম চৌপদীর) স্থলে আমাদের প্রদত্ত পাঠের চারের সংখ্যক চৌপদীটী আছে, এবং উক্ত পুঁথিতে প্রথম চৌপদীটী নাই॥

২। যমুনার ঘাটে [বৃ-পু]॥

৩। বলেছ [বৃ-পু]॥

৪। নী-তে এই পংক্তির আদিতে ছন্দের অতিরিক্ত 'মোর' শব্দটী আছে॥

৫। আর এক হয় যদি মনে হয় [নী]; গৃহীত পাঠ [বৃ-পু]॥

৬। চতুর্থ সংখ্যক চৌপদীটী বৃ-পু-র পাঠে প্রথম চৌপদী-রূপে বিদ্যমান; নী-তে ইহার স্থলে এই পাঠ আছে—

এ কথা কহিও তারে।
সে গুণ ঝুরিয়া যে জন মরিবে
সে বধ লাগিবে তারে॥

নী-র অনুরূপ পাঠ ক-বি ২৯১ পুঁথিতে মিলে, কেবল 'সে গুণ ঝুরিয়া' স্থলে 'সে গুণ স্মওরি' ও 'সে বধ লাগিবে তারে' স্থলে '...... কারে' পাঠ আছে॥

৭। বড়ু [বৃ-পু]; দ্বিজ [নী]॥

৮। গৃহীত পাঠ [বৃ-পু]; যাহার লাগিয়ে যে জন মরয়ে [নী]; যাহার লাগিয়া যে জন ঝুরয়ে [ক-বি ২৯১]॥

৯। গৃহীত পাঠ [নী]; সে জনা না কাঁদে কেনে [বৃ-পু]॥

স্বর্গীয় সতীশচন্দ্র রায় মহাশয়-সম্পাদিত 'অপ্রকাশিত পদরত্নাবলী'র ১৯৫।১৯৬ পৃষ্ঠায় 'পদ-রস-সার' হইতে নিম্নলিখিত পদটী অজ্ঞাত পদকর্ত্তার নামে উদ্ধৃত হইয়াছে। আমাদের কিন্তু এই উদ্ধৃত পদটীকে উপরে প্রদত্ত পদের তুক বলিয়া মনে হয়।

ধানশী ছুট॥

বৈল নিঠুরের আগে। যে যাবা আপনার কাজে গো॥ ধ্রু॥
যাহার লাগি যে জন মরে। সে বধ লাগে কাহারে॥
সুমেরু সমান ছিল। তৃণ হৈতে অধিক হৈল॥
রাধা ছিল রূপের ডালি। সে অঙ্গ হৈয়াছে কালি॥
বৈল বৈল আমার হৈয়া গো॥ ৬১৪—পদরসসার॥

[৮১]
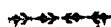
মাথুর-বিরহ ॥ শ্রীরাধার উক্তি, সখী-সম্বোধনে ॥ কানড়া ॥

সখি[১] কহিবি[২] কানুর পায়।
সে সুখ-সায়র দৈবে শুখায়ল[৩]
পিয়াসে[৪] পরাণ যায় ॥ [১]
সখি[৫] ধরিবি[৬] কানুর কর।
আপনা বলিয়া বোল না ত্যজিবি
মাগিয়া লইবি বর ॥ [২]
সখি, যতেক মনের সাধ।
শয়নে[৭] স্বপনে করিনু[৮] ভাবনে
বিহি সে করিল[৯] বাদ ॥ [৩]
সখি, আমি সে অবলা, তায়
বিরহ-আগুন [১০]দহে শতগুণ
সহন[১১] নাহিক যায় ॥ [৪]
সখি, বুঝিয়া কানুর মনে[১২]
যেমন করিলে আইসে[১৩] সে জন,
দ্বিজ চণ্ডীদাস ভণে[১৪] ॥ [৫]

নী ৭০৫ ॥

১। সই [প-র] ॥
২। কহবি [র-ম ; প-ক-ত ; পদামৃতসমুদ্র] ॥
৩। নী ও অন্যত্র 'শুকায়ল' ; গৃহীত পাঠ [পদামৃতসমুদ্র] ॥
৪। পিয়াসে [প-র] ; তিয়াসে [নী ; পদামৃতসমুদ্র] ॥
৫। সই [প-র] ॥
৬। ধরবি [র-ম ; প-ক-ত ; পদামৃতসমুদ্র] ॥
৭। শয়ন স্বপন [গী-ক (ঘ, চ)] ॥
৮। করিল [প-র ; পদামৃতসমুদ্র] ॥
৯। করল [নী] ; করিল [প-র ; পদামৃতসমুদ্র] ॥
১০। গৃহীত পাঠ [গী-ক (ঘ)] ; হৃদয়ে দ্বিগুণ [নী] ; সহয়ে যে গুণ [প-প] ॥
১১। সহনে [প-ক-ত] ॥
১২। মন [র-ম ; প-ক-ত ; নী] ; মনে [বৃ-পু] ॥

১৩। আসয়ে [প-স] ॥

১৪। ভণ [র-ম ; প-ক-ত ; নী ; প-স] ; ভণে [বৃ-পু] ॥

[৮২]

বিরহান্তে মিলন ॥ শ্রীরাধার উক্তি, শ্রীকৃষ্ণ-সম্বোধনে ॥ ভূপালী ॥

বহু দিন পরে বঁধুয়া এলে।
দেখা না হইত পরাণ গেলে ॥ [১]
এতেক সহিল অবলা বলে।
ফাটিয়া যাইত পাষাণ হলে ॥ [২]
দুখিনীর দিন দুখেতে গেল।
মথুরা-নগরে ছিলে ত ভাল ॥ [৩]
এ সব দুখ কিছু না গণি।
তোমার কুশলে কুশল মানি ॥ [৪]
এ সব দুখ গেল হে দূরে।
হারাণ রতন পাইলাম ক্রোড়ে ॥ [৫]
এখন কোকিল আসিয়া করুক গান।
ভ্রমরা ধরুক তাহার তান ॥ [৬]
মলয় পবন বহুক মন্দ।
গগনে উদয় হউক চন্দ ॥ [৭]
বাশুলী আদেশে কহে চণ্ডীদাসে।
দুখ দূরে গেল সুখ-বিলাসে ॥ [৮]

নী ৭৩২ ॥

নী ভিন্ন অন্যত্র এই পদটী মিলে না এবং নী কোথা হইতে পদটী পাইয়াছিলেন, তাহা জানা যায় না। ইহার ভাষা আধুনিক হইয়া গিয়াছে। পদের মধ্যকার চারিটী ছত্র (৬ ও ৭ সংখ্যক শ্লোক দুইটী) প্রক্ষিপ্ত বলিয়া অনুমান হয়—এই কারণ, চারিটী ছত্রে পদটীর অন্য অংশের সহিত একটু অসামঞ্জস্য রহিয়াছে, এবং ইহা বিদ্যাপতির 'আজু রজনী হম ভাগে পোহায়লুঁ পেখলুঁ পিয়মুখচন্দা' পদের অংশ-বিশেষের প্রভাব-জাত বলিয়া মনে হয়।

[৮৩]

বিরহান্তে মিলন—আত্মনিবেদন ॥ শ্রীরাধার উক্তি, শ্রীকৃষ্ণ-সম্বোধনে ॥ সুহই ॥

বঁধু কি আর বলিব আমি।
[১]জীবনে মরণে জনমে জনমে
প্রাণপতি হৈও তুমি ॥ [ধ্রু]
তোমার চরণে আমার পরাণে
বাঁধিল প্রেমের ফাঁসি।
[২]সব সমর্পিয়া এক মন হৈয়া
নিশ্চয় হইলাম দাসী ॥ [১]
ভাবিয়া ছিলাম এ তিন ভুবনে
আর মোর কেহ আছে।
রাধা বলি কেহ শুধাইতে নাই,
দাঁড়াব কাহার কাছে ॥ [২]
এ কুলে ও কুলে দুকুলে গোকুলে
আপনা বলিব কায়।
শীতল বলিয়া শরণ লইনু
ও দুটী কমল-পায় ॥ [৩]
[৩]না ঠেলহ ছলে অবলা অখলে
যে হয় উচিত তোর।
ভাবিয়া দেখিনু প্রাণনাথ বিনে
গতি যে নাহিক মোর ॥ [৪]
আঁখির নিমিখে যদি নাহি দেখি
তবে সে পরাণে মরি।
চণ্ডীদাস কহে পরশ-রতন
গলায় গাঁথিয়া পরি ॥ [৫]

নী ৭৩৯ ॥

১। নী ৭৩৭ সংখ্যক পদের আরম্ভ ধরিয়া এই পদের পাঠ স্থির করা হইল :—

বঁধু, কি আর বলিব আমি।
জনমে জনমে জীবনে মরণে
প্রাণ-পতি হইও তুমি ॥

নী ৭৩৯-এর পাঠ এইরূপ—

বঁধু, কি আর বলিব আমি।
মরণে জীবনে জনমে জনমে
প্রাণনাথ হৈও তুমি॥

শ্রীযুক্ত সজনীকান্ত দাসের পুঁথির পাঠ—'জনমে জনমে জিবনে মরণে প্রাণপতি হয়্য তুমি'॥

২। জাতি কুল শীল সকল মজাঞা
হইনু তোমার দাসী। [নী- প্রদত্ত পাঠান্তর]॥
একমন হঞা সব তেয়াগীয়া
নিশ্চয় হইলাম দাসী। [সজনীকান্ত দাসের পুঁথি, পৃঃ ১১৪]॥

৩। 'না ঠেলহ ছলে' হইতে পদটীর শেষ পর্য্যন্ত, নী-প্রদত্ত পাঠান্তর :—

অবলা অখলে না ঠেল চরণে
ক্রটির নাহিক ওর।
অবলার ক্রটি যদি হয় কোটি
ক্ষমিতে উচিত তোর॥
গলায় বসন করি নিবেদন
শুন হে রসিক রায়।
চণ্ডীদাস কহে অনুগত জনে
ছাড়িতে উচিত নয়॥

এই বিখ্যাত পদটী পদকল্পলতিকায় পাওয়া যায়। র-ম-তেও পদটী আছে, এবং নী-র পাঠ র-ম-র পাঠেরই অনুযায়ী॥

[৮৪]

॥ মিলন ॥

ব্রজবাসিগণে আনন্দ দিয়া।
আনন্দে মগন নন্দ-দুলালিয়া॥ [১]
সুখেতে করিলা ভোজন পান।
রতন-পালঙ্কে শুইলা কান॥ [২]
চরণ সেবয়ে কিঙ্করীগণে।
বড়ু চণ্ডীদাস এ রস ভণে॥ [৩]

বৃ-পু-তে এই পদটী পাওয়া গিয়াছে, অন্যত্র নাই। অপ্রকাশিত-পূর্ব্ব॥

[খ] পরিশিষ্ট

[১]

শ্রীকৃষ্ণের গোষ্ঠলীলা ॥ শ্রীরাগ ॥

ঘনশ্যাম শরীর [1]কলা রস ধীর
যমুনাক তীর বিহার বনি।
[2]প্রিয় দাম শ্রীদাম ভায়া বলরাম
সঙ্গে বসুদাম রঙ্গে কিঙ্কিণী ॥ [১]
নব রঙ্গ ধটী পহিরণ কটী
কত আঁচল লোলি দোলে পবনা।
শ্বেত[3] চন্দন ভাল অঙ্গে গিরি লাল
কাণে ফুল ভাল করে কঙ্কণা ॥ [২]
কত শৃঙ্গ সাজে করতাল বাজে
স্বর মণ্ডল বেণু বীণা মুরলী।
[4]লোফিছে পাঁচনি বাজিছে কিঙ্কিণী
পদনূপুর রুনু-ঝুনু রব রোলি ॥ [৩]
যব বেণু পূরে মৃগ-পক্ষী[5] ঝুরে
পুলকে তরু-পল্লব পুষ্প ফলে।
টেড়ে করি অঙ্গ করি কত ভঙ্গ
প্রেমানন্দ অন্তর লোলি দোলে ॥ [৪]

পদটী নী-তে চণ্ডীদাসের ভণিতায় পাওয়া যায় (পদসংখ্যা ১০১); শেষে একটী বিকৃত ত্রিপদীতে চণ্ডীদাসের নাম আছে, যথা—

কেহ রূপ চাহে কেহ গুণ গায়ে
কেহ প্রেমক আনন্দে বোল কহে।
চণ্ডীদাস মনে অভিলাষ
স্বরূপ অন্তরে জাগি রহে ॥

বাঁকুড়ার শ্রীযুক্ত সত্যকিঙ্কর সাহানা মহাশয়ের বাটীতে রক্ষিত একখানি পুঁথিতে উপরে প্রদত্ত পাঠ হইতে সামান্য বিভিন্ন আকারে পদটী গোপালদাসের ভণিতায় পাওয়া যায়। ভণিতার ত্রিপদীটী এইরূপ—

কেহ রূপ চাহত কেহ গুণ গাওত
কেহ প্রেমানন্দে বোল কহই।

জয়তি গোপালদাস মনহি আশ

ও রূপ অন্তরে জাগি রহই ॥

র ২২৭৫ পুঁথিতে পদটী যে আকারে পাওয়া যায়, তাহার সহিত নী-র পাঠ মিলাইয়া উপরে প্রদত্ত পাঠ নির্দ্ধারিত হইল। র ২২৭৫-এ উপরে প্রদত্ত চারিটী ত্রিপদী আছে; 'প্রেমানন্দ অন্তর লোলি দোলে'—এই চরণেই এই পুঁথিতে পদের শেষ, এবং এই চরণের 'প্রেমানন্দ' শব্দ কবির নাম বলিয়া মনে হয়, তাহা হইতে অনুমিত হয় যে, প্রেমানন্দদাসই এই পদের রচয়িতা। চণ্ডীদাসের নামের ভণিতাযুক্ত শেষ ত্রিপদী পরে সংযুক্ত হইয়াছিল।

১। কেলিরস [নী] ॥

২। শ্রীদাম সুদাম [নী] ॥

৩। ঘন চন্দন ভাল কানে ফুল ডাল অঙ্গে গিরি লাল কিয়ে চলনি [নী] ॥

৪। লুফিছে [নী] ॥

৫। পাখী [নী] ॥

দ্বিতীয় ত্রিপদীর প্রথমার্দ্ধ নী-তে নাই, ইহার দ্বিতীয়ার্দ্ধ, এবং তৃতীয় ত্রিপদীর দ্বিতীয় অর্দ্ধ উভয়ে মিলিয়া নী-তে একটী পূর্ণ ত্রিপদী হইয়া গিয়াছে; এবং নী-র তৃতীয় ত্রিপদীটী এইরূপ—

কত যন্ত্র সুতান কলা রস গান

বাজায়ত মান করি সুমেলে।

যব বেণু পূরে মৃগ পাখী ঝুরে

পুলকে তব পল্লব পুষ্প ফলে ॥

নী-র তৃতীয় ত্রিপদীর প্রথমার্দ্ধ ('কত যন্ত্র সুতান' ইত্যাদি) র ২২৭৫ পুঁথিতে নাই। গৃহীত পাঠের তৃতীয় ত্রিপদীর প্রথমার্দ্ধ এবং চতুর্থ ত্রিপদীর দ্বিতীয়ার্দ্ধ নী-তে নাই।

[২]

শ্রীরাধার পূর্ব্বরাগ ॥ ধানশী ॥

যমুনা যাইয়া শ্যামেরে দেখিয়া

ঘরে আইল বিনোদিনী।

বিরলে বসিয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া

ধেয়ায় শ্যামরূপখানি ॥ [১]

নিজ করোপর রাখিয়া কপোল

মহাযোগিনীর পারা।

ও দুটী নয়ানে বহিছে সঘনে
শ্রাবণ-মেঘেরি ধারা ॥ [২]
[১]হেন কালে তথি আইল জরতী
রাই দেখিবার তরে।
সে দশা দেখিয়া ব্যথিত হইয়া
তুলিয়া লইল [২]কোরে ॥ [৩]
নিজ বাস দিয়া মুছিয়া পুছয়ে
মধুর মধুর বাণী।
আজ কেনে ধনি হয়েছ এমনি
কহ না কি লাগি শুনি ॥ [৪]
আজনম সুখে হাসি বিধু-মুখে
কভু না হেরিয়ে আন।
আজু কেন বল কাঁদিয়া ব্যাকুল
কেমন করিছে প্রাণ ॥ [৫]
চাঁচর চিকুর কিছু না সম্বর
কেনে হৈলে অগেয়ান।
চণ্ডীদাস কহে বেধেছে হৃদয়ে
শ্যামের পিরীতি-বাণ ॥ [৬]

নী ৪৫ ॥

১। হেন কালে তথা আইল ললিতা [নী ; র-ম] ; গৃহীত পাঠ [র ২২৭৩] ॥

২। করে [নী] ; কোরে [র-ম]॥

পাঠান্তর অধিক পাওয়া যায় না ; কিন্তু তৃতীয় ত্রিপদীর আদ্য ছত্রে 'ললিতা' অপেক্ষা 'জরতী' প্রাচীনতর ও সমীচীনতর পাঠ বলিয়া মনে হওয়ায়, তাহাই গৃহীত হইল।

এই পদটী ঈষৎ পরিবর্ত্তিত রূপে জ্ঞানদাসের ভণিতায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে রক্ষিত একখানি পুঁথিতে পাওয়া গিয়াছে—

যমুনা যাইয়া শ্যামেরে দেখিয়া ঘরে আইলা বিনোদিনী।
বিরলে বসিয়া ভাবিয়া ভাবিয়া ধেয়ায় শ্যামরূপখানি ॥ [১]
বাম করোপর ধরিয়া কপোল মহাযোগিনীর পারা।
ও দুটী নয়নে বহিছে সঘনে শাওন মেঘের ধারা ॥ [২]
হেন কালে তথা আইলা ললিতা রাই দেখিবার তরে।
সে দশা দেখিয়া ব্যথিত হইয়া তুলিয়া লইল কোরে ॥ [৩]

আর দিনে আসি মুখে মৃদু হাসি কভু না দেখিয়ে আন।
কহ না কি হেতু কাঁদিয়া কাঁদিয়া বিকল হইয়াছে প্রাণ ॥ [৪]
চীর চিকুর কিছু না সম্বর কেন হলে অগেয়ান।
জ্ঞানদাস কহে লেগেছে হৃদয়ে শ্যামের পিরীতি-বাণ ॥ [৫]

পদটী আমাদের নিকট জ্ঞানদাসের বলিয়াই মনে হওয়ায় পরিশিষ্ট পর্য্যায়ে ইহাকে ধরা হইল।

[৩]

শ্রীরাধার পূর্ব্বরাগ ॥ শ্রীরাধার উক্তি, সখী-সম্বোধনে ॥ সুহই।

কদম্বের বন হৈতে কিবা শব্দ আচম্বিতে
আসিয়া পশিল মোর কাণে।
অমৃত নিছিয়া ফেলি[১] [২]কি মাধুর্য্য পদাবলী
কি জানি কেমন করে মনে ॥ [১]
সখি রে, নিশ্চয় করিয়া কহি তোরে।
হাহা কুলাঙ্গনাগণ গ্রহিবারে ধৈর্য্যগণ
যাহে হেন দশা হৈল মোরে ॥ [ধ্রু]
শুনিয়া ললিতা কহে অন্য কোন শব্দ নহে
মোহন মুরলীধ্বনি এহ।
সে শব্দ শুনিয়া কেনে হৈলা তুমি বিমোহনে
রহ নিজ চিত্তে ধরি থেহ ॥ [২]
রাই কহে কেবা হেন মুরলী বাজায় যেন
বিষামৃত একত্র করিয়া।
জল নহে হিমে জনু কাঁপাইছে সব তনু
শীতল করিয়া মোর হিয়া ॥ [৩]
অস্ত্র নহে মন ফুটে কাটারীতে যেন কাটে
ছেদন না করে হিয়া মোর।
তাপ নহে উষ্ণ অতি পোড়য়ে[৩] আমার মতি
চণ্ডীদাস ভাবি না পায় ওর ॥ [৪]

এই পদটী চণ্ডীদাসের ভণিতায় নী-তে আছে [নী ৬৩]। প-ক-ত-তে পদটী কিঞ্চিৎ পাঠান্তর সহ-ভণিতা-হীন অবস্থায় পাওয়া যায়, এবং ঢা-বি ২৬৪৭ পুঁথিতে পদটী যদুনন্দনদাসের ভণিতায় মিলে। বস্তুতঃ পদটী যদুনন্দনদাসের,—চণ্ডীদাসের নামে কোথাও কোথাও ভ্রমক্রমে প্রচারিত হইয়াছিল। যদুনন্দনদাস শ্রীরূপ গোস্বামীর 'বিদগ্ধমাধব' নাটকের বঙ্গানুবাদ করেন এই বঙ্গানুবাদ মূল-সহ বহরমপুর হইতে রামনারায়ণ বিদ্যারত্ন মহাশয় কর্তৃক প্রকাশিত হইয়াছিল; এবং মাত্র বঙ্গানুবাদ বটতলা হইতে প্রকাশিত হয়। বটতলা সংস্করণের তিনটী পাঠান্তর এইরূপ—

১। পেলি॥ ২। সুমাধুর্য্য॥ ৩। পোড়ায়ে॥

এই পদটী বিদগ্ধমাধবের প্রথম অঙ্কের কয়েকটী শ্লোকের অনুবাদ প-ক-ত ও নী চারিটী ত্রিপদীতেই পদটী শেষ করিয়াছেন, এবং প-ক-ত-তে নী-র ভণিতা যুক্ত শেষ ছত্রের স্থলে এইরূপ পাঠ আছে—'বিচারিয়ে না পাইয়ে ওর।' পদটীর শেষ অংশ এইরূপ,—

এতেক কহিতে ধনী উদ্বেগ বাঢ়িল জানি
নারে চিত্ত প্রবোধ করিতে।
কহে শুন আরে সখী তুমি মিথ্যা বৈলে দেখি
মুরলীর নহে হেন রীতে॥ [৫]
কোন্ সুনাগর এই মোহ-মন্ত্র পড়ে সেই
হরিতে আমার ধৈর্য্য যত।
দেখিয়া তাহার রীত চমক লাগিল চিত
দাস যদুনন্দনের মত॥ [৬]

প-ক-ত-তে রায় মহাশয় এই শেষ ত্রিপদী দুইটী উপরে প্রদত্ত পাঠ হইতে ঈষৎ বিভিন্ন পাঠে প-র-সা হইতে উদ্ধার পূর্ব্বক পূর্ণ করিয়া দিয়াছেন। কিন্তু তিনি যদুনন্দনের বিদগ্ধমাধবের অনুবাদের উল্লেখ করেন নাই। প-ক-ত ১৪২ সংখ্যক পদ দ্রষ্টব্য।

এই পদটীই একটু বিভিন্ন রূপে যদুনন্দনদাসের ভণিতায় বৃন্দাবনদাস-কৃত 'রসনির্য্যাস' গ্রন্থে পাওয়া গিয়াছে (শ্রীখণ্ডের পুঁথি)—

কদম্ব কানন মাহ কি রব আওল
পৈঠল শ্রবণে হামার (=শ্রবণহি মোর)।
নিছিয়ে পেলিয়ে সুধা ঐছে অনুমানিয়ে
শুনইতে হোয়লু ভোর॥ [১]
শুন সজনি নিশ্চয় কহলু মো তোয়।
কুলিন গৃহিনিগণ শুনইতে ঐছন
না বুঝিএ কি কহব মোয়॥ [ধ্রু]

হিম নহে ঐছন হিমে তনু কাঁপয়ে
প্রিতি অঙ্গে শীত বিথার।
বাণ নহে হিয়ে ফুটে তাপ নহে তাপাওত
ইথে কিবা করিয়ে বিচার ॥ [২]
কৈছে মুরলিধ্বনি হাম নাহি জানিয়ে
কহইতে গদগদ ভাষ।
তোমারী রিতি হেরি চমক মোহে লাগয়ে
কহে জহুনন্দন দাস ॥ [৩]

বিদগ্ধমাধব নাটকের অনুবাদে সর্ব্বত্র পূর্ব্বোদ্ধৃত পাঠটীই পাওয়া যায়—রস-নির্য্যাসের পাঠ ইহারই সংক্ষিপ্ত রূপ বলিয়া মনে হয়। এই সংক্ষিপ্ত রূপটী যতুনন্দনদাসের নিজের, অথবা অপর কাহারও কৃত, তাহা নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না।

[৪]

শ্রীরাধার পূর্ব্বরাগ ॥ সখীর প্রতি সখীর উক্তি ॥ ধানশী ॥

[১]ওঝা বেঝা আন গিয়া পাইয়াছে[২] ভুতা।
কাঁপি কাঁপি [৩]উঠে ঐ বৃকভানু সুতা ॥ [১]
[৪]কালিয়া কোঙর হিরণ-পিঁধন যবে পড়ে মনে।
মুরছি পড়িয়া ধনী[৫] কাঁদে ভুম খানে ॥ [২]
[৬]রক্ষা-অক্ষা পড়ে মন্ত্র[৭] ধরি ধনীর চুলে।
কেহ বলে আনি দেহ কালার গলার ফুলে ॥ [৩]
[৮]কালিয়া কোঙর থাকে কদম্বের ডালে।
বালিকা দেখিয়া পাইয়াছে শিশুকালে ॥ [৪]
চেতন পাইয়া তবে উঠিবেক বালা।
[৯]ভূত প্রেত ঘুচিবেক যাবে অঙ্গের জ্বালা ॥ [৫]
[১০]চণ্ডীদাস কহে সবে যারে কহ ভূত।
[১১]শ্যাম চিকনিয়া সে নন্দ ঘোষের পুত ॥ [৬]

নী ৫১ ॥

১। ওঝা আনি গিয়া পাছে আছে ভূতা [র-ম]; রোঝা ওঝা [নী]; গৃহীত পাঠ [গীতচন্দ্রোদয়, ত্রিপুরার পুঁথি] ॥

২। পেয়েছে কি [নী]; গৃহীত পাঠ [র ২৭৭০]॥

৩। ঝাঁপি উঠে এই [র ২৭৭০]॥

৪। গৃহীত পাঠ [র-ম]; কানাই কোঙর চিকন যবে পড়ে মনে [নী]; কালা কুঙর কিরণ-বসন যবে পড়ে মনে [গী-চ]; কালা কানুর বরণ চিকন যবে পড়ে মনে [ক-বি ২৯৭]॥

৫। ধরি [র-ম]; মুরছিত হইয়া কান্দে ধরি ভুম থানে [ক-বি ২৯৭; গী-চ—'হইয়া' স্থলে 'পড়িয়া']॥

৬ রক্ষা রক্ষা মন্ত্র পড়ে [র-ম]; রক্ষা রক্ষা বলি [র ২৭৭০]॥

৭ ধরি মায়ের চুলে [ক ২৯৭]; ধরি ধনী চুলে [গী-চ]॥

৮ এই পয়ারটী গীতচন্দ্রোদয়ে নাই॥

৯ ভূত প্রেত যাইবে ঘুচিবে অঙ্গজ্বাল [গী-চ]॥

১০ চণ্ডীদাস বোলে তুমি যারে বোল ভূত [গী-চ]॥

১১। গৃহীত পাঠ [নী-ধৃত পাঠান্তর]; সে শ্যাম কালিয়া চিকণ নন্দ ঘোষের সুত [নী]; শ্যাম চিকনিয়া সে নন্দের ঘরের পুত [র-ম]; কালা কোঙর হিরণ চিকণ নন্দ ঘোষের পুত [র ২৭৭০]॥

শ্রীযুক্ত সত্যকিঙ্কর সাহানার একখানি পুঁথিতে এই পদটীর আরম্ভ এইরূপ :—

> পূর্ণমাসী কহে যদি রাধা ভাল হবে।
> মোর বোল রাখ সবে সুখে থাক তবে॥
> গোপেশ্বর আজ্ঞা এই আমারে কহেন কথন।
> সর্ব্ব কার্য্য সিদ্ধ হবে বাড়িব গোধন॥
> কহে ওঝা আন গিয়া পাইয়াছে ভূতা।
> কাঁপি কাঁপি উঠে এই বৃকভানু-সুতা॥
> কালা কানু শ্যাম দেবা জবে উগে মনে।
> মূরছি পড়িয়া কান্দে সংজ্ঞা নাহি জানে॥

চতুর্থ পয়ারটী নাই—অবশিষ্ট অংশের পাঠান্তর নগণ্য।

এই পদটী অন্তরূপে এবং ইহার সহিত আংশিক ভাবে মিলযুক্ত একটী পদ বংশীবদনের ভণিতায় প-ক-ত-তে (এবং প-র-সা ও প-র-তে) পাওয়া যায় (প-ক-ত-র পদসংখ্যা ১১৮)। সতীশচন্দ্র রায় মহাশয় ইহার নানা পাঠান্তরও দিয়াছেন। রায় মহাশয় ধৃত পাঠ এই—

> এই ত গোকুলবাসী কেহ কিছু জানসি তাহার চরণে করোঁ সেবা।
> তোমরা আসিয়া দেখ রাইয়ের বেয়াধি লখ রাইয়েরে পাঞাছে কোন দেবা॥

> সব দেব হাকারিয়া কহে শ্রুতিপুটে।
> কালিয়া কোঙর নামে কাঁপি ঝাঁপি উঠে॥

কালিয়া কোঙর নামে থাকে কদমডালে।
সুকুমারী দেখিয়া পাঞাছে শিশুকালে॥
তাহারে আনিয়া সবে তার পূজা কর।
পূজা পাইলে যাবে সে আপনার ঘর॥
বংশীবদনে কহে এই কথা দড়।
নিজ পূজা না পাইলে পরমাদ বড়॥

বংশীবদনের এই পদটীতে পয়ারের সহিত ত্রিপদীর মিশ্রণ ঘটিয়াছে। চণ্ডীদাসের ভণিতায় এই পদের সম্পূর্ণ ত্রিপদীময় রূপ, এবং ত্রিপদী- ও পয়ার-মিশ্র রূপও মিলে। নিম্নে সেই দুইটী প্রদত্ত হইল। নিচের পদটীর প-ক-ত ধৃত পাঠে চতুর্থ পয়ারটী নাই।

॥ ধানশী ॥

কালিয়া বরণ [১]হিরণ পিন্ধন
যখন পড়য়ে মনে।
মূরছি পড়িয়া [২]কাঁপয়ে ধরিয়া
সব সখী[৩] জনে জনে॥ [১]
কেহ বলে মাই[৪] [৫]ওঝারে ঝাড়াই
[৬]রাইয়েরে পেয়েছে ভূতা।
[৭]কাঁপি কাঁপি উঠে কহিলে না টুটে[৮]
সে যে[৯] বৃকভানু-সুতা॥ [২]
[১০]রক্ষা মন্ত্র পড়ে [১১]নিজ চুলে ঝাড়ে
[১২]কেহ বা কহয়ে ছলে।
[১৩]নিশ্চয় কহিয়ে [১৪]আনি দাও এবে
কালার[১৫] গলার ফুলে॥ [৩]
পাইলে সে ফুল চেতন পাইয়া
তবে উঠিবেক বালা।
ভূত প্রেত আজি ঘুচিয়া যাইবে
যাইবে অঙ্গের জ্বালা॥ [৪]
কহে চণ্ডীদাসে [১৬]আন উপদেশে
[১৭]কুলের বৈরী যে কালা।
[১৮]দেখাও যতনে [১৯]পাইবে চেতনে
[২০]ঘুচিবে অঙ্গের জ্বালা॥ [৫]

১। হিরণ কিরণ [ঢা-বি ৮৭৪ U ; কী] ; হিরণ-চিকন [ঢা-বি ৫১৪ জ]॥

২। কাঁদয়ে ঝুরিয়া [ঢা-মি ২৮ খ ; ঢা-বি ৮৭৪ U, ৫১৪ জ] ; কাঁদয়ে ধরিয়া [কী ; র-ম ; প-ক-ত]॥

৩। সখীগণ [দৌ ; ঢা-বি ৮৭৪U]; সখী সব [প-র ; কী]; সখীগণ তাহা জানে [ঢা-বি ৫১৪]॥

৪। হই [ঢা-বি ৮৭৪U]; ভাই [কী]; যাও [ঢা-বি ৫১৪ জ]; যাই [ঢা-মি ২৮ খ]॥

৫। ওঝার ঠাঁই [ঢা-মি ২৮ খ, ঢা-বি ৫১৪ জ]; ওঝাদে ঝাড়াই [র-ম]॥

৬। রাহামে (=রাস্তায়) পাইয়াছে ভুতা [ঢা-বি ৮৭৪U]; রাইকে [ঢা-মি ২৮ খ]; রাইরে পাইয়াছে [ঢা-বি ৫১৪ জ]; রাহারে [দৌ]॥

৭। কাঁপি ঝাঁপি [প-ক-ত ; কী ; দৌ]; কাঁপিয়ে ঝাঁপি [ঢা-বি ৫১৪ জ]॥

৮। ছুটে [প-র]; ওঠে কেনে [ঢা-বি ৫১৪ জ]॥

৯। সেই [দৌ ; প-র]॥

১০। ব্রহ্মা মন্ত্র তন্ত্র [ঢা-বি ৮৭৪U]॥

১১। ধরি নিজ চুলে [কী ; দৌ ; ঢা-বি ৫১৪ জ]; পাঠ ধরি চুলে [ঢা-বি ৮৭৪U]॥

১২। কেহ কহে কর্ণমূলে [ঢা-মি ২৮ খ]॥

১৩। আনি দেও ইহে [ঢা-বি ৮৭৪U]; আনি দেহ ওহে [কী]; আনিয়া দেও [ঢা-বি ৫১৪U]; আনিয়া দেই [ঢা-মি ২৮ খ]॥

১৪। শুন কহি তোহে [ঢা-বি ৮১৪U]; সমগ্র ছত্র 'আনি দিব তোহে নিচয় কহিয়ে' [প-ক-ত ; কী]; শোনো কহি যে [ঢা-বি ৫১৪জ]; পুনঃ কহি তোরে [ঢা-মি ২৮খ]॥

১৫। কালিয়ার [ঢা-বি ৮৭৪U]॥

চতুর্থ ত্রিপদীটী প-ক-ত, প-র, কী ও ঢা-বি ৮৭৪U ও ৫১৪ জ এবং দৌ পুঁথিতে নাই।

১৬। দিলে উপদেশে [ঢা-বি ৮৭৪U]॥

১৭। দানব কুলের বৈরী কালা [ঢা-বি ৫১৪জ, ৮৭৪U ; দৌ]॥

১৮। দেখা হবে যখনে [ঢা-মি ২৮খ]; দেখা হএ যতনে [ঢা-বি ৫১৪জ]॥

১৯। ঘুচিবে বেদনে [দৌ ; ঢা-বি ৮৭৪U]; ঘুচিল বেদনে [ঢা-বি ৫১৪ জ]; ঘুচে যাবে বেদনে [ঢা-মি ২৮খ]॥

২০। দুরে যাবে সব জ্বালা [ঢা-বি ৮৭৪U ; দৌ ; ঢা-মি ২৮খ]॥

রতন লাইব্রেরীর ২৭৭৪ পুঁথিতে এই পদের ত্রিপদী- ও পয়ার-মিশ্র নিম্নলিখিত পাঠ পাওয়া যায় :—

ওঝা বোঝা আন	করিয়া যতন	পিয়ারে পাইয়াছে ভূতা।
কাঁপি ঝাঁপি ওঠে	চাহে কাম দিঠে	এই বৃকভানুসুতা॥ [১]
কালিয়া কোঙর	দেখিতে সুন্দর	যবে পড়ে তারে মনে।
মুরছি পড়িয়া	চেতন হরিয়া	কাঁদে ধরি ভূমখানে॥ [২]
রক্ষা অক্ষা বাঁধে	রাই (আই ?) বসি কান্দে	মন্ত্র পড়ে রাধার চুলে।
কোন সখি বলে	আনি দেহ গলে	কানুর গলার ফুলে॥ [৩]

চেতন পাইয়া তবে উঠিবেক বালা।
এই ভাব ঘুচিবেক যাবে অঙ্গের জ্বালা ॥ [৪]
চণ্ডীদাস কহে যারে বল ভূত।
শ্যাম চিকণ সে নন্দের ঘরে পুত ॥ [৫]

[৫]

শ্রীকৃষ্ণের পূর্ব্বরাগ ॥ শ্রীকৃষ্ণের উক্তি, সখি-সম্বোধনে ॥ তুড়ি ॥

[১]থির বিজুরি [২]বরণ গোরী
পেখিনু[৩] ঘাটের কুলে।
কানড়া ছাঁদে কবরী বাঁধে
নব মল্লিকার ফুলে[৪] ॥ [১]
সই[৫] মরম কহিয়ে[৬] তোরে।
আড় নয়নে ঈষৎ হাসিয়া
[৭]বিকল করল মোরে ॥ [ধ্রু]
ফুলের গেড়ুয়া[৮] লুফিয়া ধরয়ে
সঘনে দেখায় পাশ।
[৯]উচ কুচযুগ বসন ঘুচায়ে[১০]
[১১]মুচকি মুচকি হাস ॥ [২]
[১২]চরণ-কমলে [১৩]মল্ল তোড়ল
[১৪]সুন্দর যাবক-রেখা।
কহে চণ্ডীদাস [১৫]হৃদয়ে উল্লাস
[১৬]পালটি হইবে দেখা ॥ [৩]

নী ১২ ॥ এই পদটীর নী-প্রদত্ত পাঠ উপরে দেওয়া হইল। পাঠান্তরগুলি নিম্নে যথারীতি প্রদর্শিত হইতেছে। সাধারণতঃ পদটী 'চণ্ডীদাস' ভণিতায় চলিলেও, ইহার রচয়িতা সম্বন্ধে আমরা নিঃসন্দেহ হইতে পারি—ইহা রসকল্পবল্লী-গ্রন্থ-প্রণেতা শ্রীখণ্ডের কবি রামগোপাল দাস বা গোপালদাসের রচিত, উক্ত গ্রন্থে গোপালদাস নিজ ভণিতায় পদটী দিয়াছেন। (এ সম্বন্ধে দ্রষ্টব্য—শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়-লিখিত 'শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণরসকল্পবল্লী' নামক প্রবন্ধ, সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ১৩৩৭ বঙ্গাব্দ, ২য় সংখ্যা পৃঃ ৯৯-১২৪ ; শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত ভট্টশালী লিখিত উক্ত

প্রবন্ধের আলোচনা, সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা ১৩৩৮ সাল, ৩য় সংখ্যা পৃঃ ১৪৫-১৪৮ ; এবং উক্ত সংখ্যায় শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় লিখিত পুনরালোচনা, পৃঃ ১৪৯-১৫৪)। পাঠান্তরের নিম্নে আমরা "রসকল্পবল্লী"র পাঠটী সমগ্র উদ্ধার করিয়া দিলাম (শ্রীখণ্ডে প্রাপ্ত পুঁথি হইতে)।

১। স্থির বিজরি [ক-বি ২৯১]; যেন থির বিজুরি [ঢা-বি ৮৭৪U, ৪৬৭ছ]॥

২। সম গোরি [র ২৭৭০ ; ক-বি ২৯৬]; জিনিয়া গৌরী [র ২৭৭৪ ; ক-বি ২৯১]; পেখল গোরি [ঢা-বি ১৫৮৯, ৪৬৭ছ]॥

৩। সহজ [ঢা-বি ১৫৮৯]; সহজে [ঢা-বি ৮৭৪U]॥

৪। ফুলে [র ২৭৭০]॥

৫। সুবল [ঢা-বি ৮৭৪U]; আলো সই [র ২৭৭০ ; ঢা-বি ১১৮/৮৫R]॥

৬। কহিনু [কী ; র ২৭৭৪]॥

৭। আকুল করিলে [কী]; বিকল করিল [প-মে ; র ২৭৭৪]॥

৮। গাড়ুয়া [র ২৭৭৪]; গেরুয়া [নী]॥

৯। উঠল কুচে [ক-বি ২৯৬]; উচ কুচের [র ২৭৭০ ; ক-বি ২৯৭ ; দৌ]; কুচযুগে [ক-বি ২৯১]; উচে কুচে [র ২৭৭৪ ; ঢা-বি ১১৮/৮৫R]; উচ কুচগিরি [ঢা-বি ১৫৮৯]; উঠল কুচের [ঢা-মি ২৮খ]; উচ যে কুচে [ঢা-বি ৮৭৪U]॥

১০। ঘুচে [ক-বি ২৯৬ ; ঢা-বি ৮৭৪U ; র ২৭৭০, ২৭৭৪]; খসয়ে [ক-বি ২৯৭]; ঘুচিছে [দৌ]॥

১১। মুচলি মুচলি [ক-বি ২৯১]॥

১২। রাতুল চরণে [র ২৭৭৪ ; ক-বি ২৯১]; চরণ যুগলে [দৌ]॥

১৩। রঞ্জিত তরল [ঢা-বি ৮৭৪U]; মল্লয় তরল [ঢা-বি ১৫৮৯]; মল্ল-তাড়ল [র-ম]; মল্লক তোড়ল [প-মে]॥

১৪। তাহে যাবকের রেখা [ক-বি ২৯১ ; র ২৭৭৪]॥

১৫। সে হেন সুন্দরী [ক-বি ২৯১]; মনের উল্লাসে [প-মে]॥

১৬। পুন কি হইবে দেখা [র-ম]॥

গোপালদাসের মূল পাঠ (সংশোধিত বানানে)—

কৃষ্ণপ্রিয়ানামাঙ্কিকঃ॥ [কবি প্রথমতঃ পয়ারে বর্ণনা করিতেছেন—]

কৃষ্ণ দেখিয়া রাই করে কত রঙ্গ। পরিধেয় বসন পুন পরে অঙ্গ॥
ঝাড়িয়া বান্ধয়ে কেশ উভ করি বাহু। রূপ দেখাইয়া চাহে ফিরি লহু লহু॥
সম্বরণ বক্ষ কভু করয়ে উদাস। নীবি শ্লথ কভু [কভু] নিতম্ব উল্লাস॥
সখী আলিঙ্গন করি ঘন আঁখি ঠারে। ঘনে ঘনে মন্দ হাসে পুলক অন্তরে॥
হার মালা আভরণ দেখায় নানা রঙ্গে। ভাবের আবেশে কভু অবশ হয় অঙ্গে॥

চরণ চলন ভঙ্গী নানাবিধ গতি। গরবে দোলায় অঙ্গ মানস সুরতি॥
নাগর-শেখর কৃষ্ণ থির নাহি হয়। সখা সখীর মাঝে এই রভস কথা কয়।

থির বিজুরি বরণ গোরি দেখিলুঁ ঘাটের কূলে।
কানড় ছান্দে কবরী বান্ধে নব মল্লিকার ফুলে॥
সই স্বরূপ কহিলুঁ তোয়।
আড় নয়ানে ঈষৎ হাসিয়া বিকল কৈলে মোয়॥
ফুলের গেড়ুয়া লুফিয়া ধরয়ে সঘনে দেখায় পাশ।
উচ কুচ বসন ঘুচে মুচকি মুচকি হাস॥
চরণ যুগল মল্ল তোড়ল সুরঙ্গ যাবক রেখা।
গোপালদাসে কয় নব পরিচয় পালটি হইবে দেখা॥

ভণিতার ছত্রের পাঠান্তর (ঢা-মি পুঁথি, রসকল্পবল্লী)—

গোপালদাস কয় পাবে পরিচয় পালটি হইলে দেখা॥

এই পদের সহিত তুলনীয়, বিদ্যাপতি—

জোড়ি ভুজযুগ মোড়ি বেঢ়ল ততহি বয়ান সুছন্দ।
দাম চম্পকে কাম পুজল জৈছে শরদ চন্দ॥
উরহি অঞ্চল ঝাঁপি চঞ্চল আধ পয়োধর হেরু।
পবন পরাভবে শরদ ঘন জনু বেকত কয়ল সুমেরু॥

[৬]
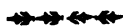
শ্রীকৃষ্ণের পূর্ব্বরাগ॥ শ্রীকৃষ্ণের উক্তি, বড়ায়ি-সম্বোধনে॥ ধানশী॥

[১]শুন গো বড়ায়ি [২]কহি তব ঠাঁই
[৩]কো ধনী মাজিছে গা।
যমুনার নীরে বসি তার তীরে
পায়ের উপরে পা॥ [১]
সে ধনী[৪] কে কহ বটে।
গোরচনা গোরী[৫] নবীনা কিশোরী
নাহিতে দেখিলুঁ ঘাটে॥ [ধ্রু]
অঙ্গের বসন করেছে আসন
এলায়ে দিয়েছে বেণী।

উচ্চ কুচ মূলে হেমহার দোলে
সুমেরু-শিখর জিনি[৬] ॥ [২]
সিনিয়া উঠিতে নিতম্ব-তটীতে
পড়েছে চিকুর-রাশি।
কাঁদিয়া[৭] আন্ধার কনক[৮] চাঁদার
শরণ লইল আসি ॥ [৩]
কিবা সে ভুগুলি[৯] শঙ্খ ঝলমলি
সরু সরু শশিকলা।
সাঁজেতে[১০] উদয় শুধু[১১] সুধাময়
দেখিয়ে হইনু ভোলা ॥ [৪]
চলে নীল শাড়ী নিঙ্গাড়ি নিঙ্গাড়ি
পরাণ সহিতে[১২] মোর।
সেই হৈতে মোর[১৩] [১৪]হিয়া নহে থির
মনমথ[১৫] জ্বরে ভোর ॥ [৫]
কহে চণ্ডীদাসে বাসলী আদেশে
শুন হে নাগর চাঁদা[১৬]।
সে যে পদুমিনী[১৭] [১৮]উহার নাতিনী
নাম বিনোদিনী রাধা[১৯] ॥ [৬]

নী ১৩॥
১। শুন হে পরাণ [নী]; গৃহীত পাঠ [বৃ-পু]॥
২। সুবল সাঙ্গাতি [নী]; গৃহীত পাঠ [বৃ-পু]॥
৩। অপরূপ কথনা [বৃ-পু]॥
৪। সজনী ও ধনী [নী]; গৃহীত পাঠ [বৃ-পু]; সজনী, ও ধনি কে কহ বটে [প-ক-ত]; প-ক-ত-তে এই ধুয়ার কলি দিয়া পদটী আরম্ভ করা হইয়াছে। গী-চ-তে আরম্ভ—'সজনী ধনী কে বটে।'
৫। গৌরী [র-ম]॥
৬। জানি [র-ম]; জনি [গী-চ]॥
৭। কালিয়া [প-র ; প-র-সা]॥
৮। কলঙ্ক [নী]; কনক [প-র ; প-র-সা]
৯। ভুগলী [প-র-সা]॥
১০। মাজিতে [গী-চ ; কী ; প-ক-ত]

১১। যেন [প-র]॥

১২। সহিত [নী]; সহিতে [প-র-সা]; লইয়া [প-র]॥

১৩। অধীর [বৃ-পু]॥

১৪। হিয়া কেমন করে [প-র]॥

১৫। মনোরথ [প-ক-ত]॥

১৬। চন্দা [নী]; শ্যাম [বৃ-পু]॥

১৭। বৃষভানু [নী]; গৃহীত পাঠ [বৃ-পু]॥

১৮। রাজার নন্দিনী [নী]; গৃহীত পাঠ [বৃ-পু]॥

১৯। রাধা বিনোদিনী নাম [প-র]॥

গী-চ-র ত্রিপুরায় রক্ষিত পুঁথিতে ধুয়া ও প্রথম ত্রিপদীটী এইরূপে আছে—

সজনী ধনী কে বটে।
গোরোচনা গোরী নবীন কিশোরী নাহিতে দেখিনু ঘাটে॥
কালিন্দীর তীরে বসি তার নীরে পায়ের উপরে পা।
খঞ্জন নয়ানে চাহে চারি পানে সে ধনী মাজিছে গা॥

এই সুবিখ্যাত পদটী চণ্ডীদাসের একটী শ্রেষ্ঠ রচনা বলিয়া পরিচিত। কিন্তু ইহার অংশ-বিশেষ অন্য কবির ভণিতায় পাওয়া গিয়াছে। ঢা-মি ১৯৬ পুঁথিতে এই পদটীর পাঠ এইরূপ আছে:—

সে ধনি কে কহ বটে।
সে যে নব গোরচনা-গোরী নবীন কিশোরী
নাহিতে দেখিলুঁ ঘাটে॥
সিনাঞা উঠিতেঁ নিতম্ব তটীতে
লম্বয়ে চিকুর রাশি।
সে যে কান্দিয়া আন্ধার কনক চান্দার
শরণ পশিল আসি॥
কি বা সে ভুগলি শঙ্খ ঝলমলি
সরু সরু শশিকলা।
মাজিতে উগয় সুধা অঙ্গময়
দেখিয়া হইলুঁ ভোরা॥
সেই হৈতে মোর চিত জরজর
মনমথ শরে ভোর।
চলু নীলসাড়ী নিঙ্গাড়ি নিঙ্গাড়ি
হৃতে মোর

জগন্নাথ দাসে কহে বিবরণ
শুনয়ে শ্যামরু চান্দা।
সে যে গোকুল নগরে বৃকভানু ঘরে
নাম বিনুদিনী রাধা ॥

এই পাঠে প্রাপ্ত ভণিতা জগন্নাথদাসের; কিন্তু এ ভণিতা ঠিক নহে; কারণ, অন্য ত্রিপদীতে যেরূপ আভ্যন্তর অন্ত্যানুপ্রাস আছে, এখানে তাহা নাই। প-ক-ত-তে এই পদটী আছে (পদসংখ্যা ২১০)। স্বর্গীয় সতীশচন্দ্র রায় মহাশয় লোক-প্রসিদ্ধি অনুসারে এই পদের চণ্ডীদাসের ভণিতাই গ্রহণ করিয়াছেন, কিন্তু তিনি ভণিতার পাঠান্তর দিয়াছেন—'দাস লোচন কহয়ে বচন'; এই পাঠ রায় মহাশয়ের ব্যবহৃত প-ক-ত-র খ-চ পুঁথিতে (অর্থাৎ খ, গ, ঘ, ঙ, চ—এই পাঁচখানি পুঁথিতে) এবং প-র-সা ও প-র-তে পাওয়া গিয়াছে। নীলরতন বাবুও 'কোন মুদ্রিত পদকল্পতরুতে' এইরূপ ভণিতা পাইয়াছিলেন—'দাস লোচন কহয়ে বচন……' ইত্যাদি (নী, পৃঃ ১০)। পদটী কাহার রচনা, সে সম্বন্ধে রায় মহাশয় মন্তব্য করিয়াছেন—'এই পদটী প্রকৃত লোচনদাসের রচিত কি না, তাহা লোচনদাসের স্বহস্ত-লিখিত পদাবলীর পুঁথি আবিষ্কৃত না হওয়া পর্য্যন্ত নিশ্চিতরূপে বলা যাইবে না।' 'চণ্ডীদাস'-ভণিতায় গ্রহণ করিবার বিরুদ্ধেও এই কথা বলা চলে।

এতদতিরিক্ত রতন-লাইবেরীতে রক্ষিত 'পদমেরু'র পুঁথিতেও আমরা লোচনদাসেরই ভণিতায় পদটী পাইতেছি।

পদটীর প্রথম ত্রিপদীর প্রথমার্দ্ধে বৃন্দাবনের পুঁথিতে প্রাপ্ত পাঠে বড়ায়ির উল্লেখ লক্ষণীয়; বড়ায়ির উক্তি মূলক অনেক পদ লোচনদাসের পদাবলীতে পাওয়া যায়। বৈষ্ণবগণ লোচনদাসকে বড়ায়ি-বুড়ীর অবতার বলিয়াছেন। হয়তো 'শুন হে পরাণ সুবল সাঙ্গাত' পাঠ পরবর্ত্তী কালের। আবার বড়ায়ির এই উল্লেখ এবং শেষ ত্রিপদীটীর 'সে যে পদুমিনী উহার নাতিনী' বড়ু চণ্ডীদাসের কৃ-কী-র সঙ্গেও মিলিতেছে; তুলনীয় কৃ-কী, তাম্বূল খণ্ড, পৃঃ ১২—

মুনি মন মোহিনীর মণী অনুপামা।
পদুমিনী আহ্মার নাতিনী রাধা নামা ॥

কিন্তু এই সাদৃশ্য সত্ত্বেও, কবিতাটীতে বড়ু চণ্ডীদাসের রচনার ধ্বনি নাই।—ইহা পরবর্ত্তী কোনও কবির মার্জ্জিত রচনা বলিয়া মনে হয়। পদটী লোচনদাসের হওয়াই সম্ভব—এই অনুমানের পক্ষে আমরা অনেকগুলি পুঁথির নজীর পাইতেছি। কিন্তু চণ্ডীদাসের ভণিতাও আছে, এবং কীর্ত্তনিয়াগণের নিকট পদটী চণ্ডীদাসের বলিয়াই পরিচিত। এই জন্য উপস্থিত আমরা পদটীকে চণ্ডীদাস-নামাঙ্কিত পদাবলীর পরিশিষ্টমধ্যেই গ্রহণ করিলাম।

॥ ৩ ॥ 'কাঁদিয়া আঁধার' ইত্যাদি; কৃষ্ণবর্ণ কেশরাশি মুখের দুই পাশ দিয়া এলাইয়া নিতম্বে পড়িয়াছে, সদ্যঃস্নাতা বলিয়া কেশ হইতে জলবিন্দু ঝরিতেছে; যেন অন্ধকাররাশি কাঁদিতে কাঁদিতে কনকচন্দ্রের শরণ লইয়াছে। তুলনীয় বিদ্যাপতি—

চিকুর গলএ জলধারা।
জনু মুখশশী ভএ রোএ অন্‌হারা ॥

॥ ৪ ॥ দুই হাতের দুই গুলী অর্থাৎ দুই গাছি শাঁখার ঝলমলি বা ঔজ্জ্বল্য, সরু সরু শশি-কলার মত (বীরভূমে এখনও 'দুই গুলী শাঁখা' বলে—মণিবন্ধের বেড়কে 'গুল' বা 'গুলী' বলে, তাহা হইতে 'একগুলী' বা 'দুই গুলী' শাঁখা)। যেন সন্ধ্যায় এই শুদ্ধ সুধাময় অর্থাৎ নিষ্কলঙ্ক চন্দ্রকলার উদয় হইল ; দেখিয়া আমি মুগ্ধ হইলাম।

[৭]

রসোদ্গার ॥ সখীর উক্তি, শ্রীরাধার প্রতি ॥ পঠমঞ্জরী বা ধানশী ॥

আজু কেনে ধনি এমন দেখি।
সঘনে মুদসি অরুণ আঁখি ॥ [১]
সঘনে গগনে গণিছ তারা।
কোন অপঘাত হয়াছে পারা ॥ [২]
অধর অরুণ মলিন বদনে
বচন বিরস বোলসি ঘনে ॥ [৩]
যদি না কহ লোকের লাজে।
মরমী জনার মরমে বাজে ॥ [৪]
আমরা তোমার নহি তো পর।
আমারে কহিতে কিসের ডর ॥ [৫]
চণ্ডীদাস কহে গুপত জানি।
আমারে বেকত করহ ধনি ॥ [৬]

এই পদটী পদসুধানিধিতে চণ্ডীদাসের ভণিতায় মিলিতেছে। ইহার অনুরূপ একটী পদ কিন্তু প-ক-ত-তে বিদ্যাপতির ভণিতায় ও প-র-তে জ্ঞানদাসের ভণিতায় পাওয়া যাইতেছে। প-ক-ত-র পাঠ (সতীশচন্দ্র রায় সম্পাদিত প-ক-ত, ২২৬ সংখ্যক পদ), যথা—

আজি কেনে তোমা এমন দেখি। সঘনে ঢুলিছে অরুণ আঁখি ॥ [১]
অঙ্গ মোড়া দিয়া কহিছ কথা। না জানি অন্তরে কি ভেল ব্যথা ॥ [২]
সঘনে গগনে গণিছ তারা। দেব-অপঘাত হৈয়াছে পারা ॥ [৩]
যদি বা না কহ লোকের লাজে। মরমী জনার মরমে বাজে ॥ [৪]
আঁচরে কাঞ্চন ঝলকে দেখি। প্রেম কলেবর দিয়াছে সাখী ॥ [৫]

বিদ্যাপতি কহে এ কথা দঢ়। গোপত পিরীতি বিষম বড়॥ [৬]

প-র-তে এই প্রকার পাঠ পাওয়া যায় (প-ক-ত-র পাঠান্তরে প্রদত্ত)—

আজি কেনে তোমা এমন দেখি। সঘন আলসে ঝাঁপাছে আঁখি॥ [১]
অঙ্গ মোড়া দিয়া কহিছ কথা। না জানি অন্তরে কি আছে ব্যথা॥ [২]
কিবা বা মনেতে লাগিয়াছে। দিঠি দিয়া কেবা দেখিয়াছে॥ [৩]
বসন ভূষণ না রহে গায়। রসের অঙ্কুর উপজে তায়॥ [৪]
যদি বা বলহ নিজের কাজে। মরমী লোকের মরমে বাজে॥ [৫]
কালা কানুর পথে যে জনা যায়। বাতাসে মানুষ চমক পায়॥ [৬]
তার ভাবে যদি এমন জান। জ্ঞানদাস বলে কেন না মান॥ [৭]

এই পদের রচয়িতা কে, তাহা স্থির করা দুষ্কর। ইহা বাঙ্গালী বিদ্যাপতি (কবিরঞ্জন) কর্ত্তৃক রচিত হইতে পারে, জ্ঞানদাসের রচনা হওয়াও অসম্ভব নহে; বড়ু কিংবা দীন চণ্ডীদাস ভিন্ন অন্য যে কোনও কবিরই হওয়া সম্ভব।
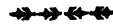
[৮]

রসোদ্গার॥ সখীর উক্তি, শ্রীরাধার প্রতি॥ ধানশী বা বিভাষ॥

একলি[১] মন্দিরে শুতলি[২] সুন্দরি
কোড়হি শ্যামর চন্দ।
তবহুঁ তাকর[৩] পরশ না ভেল
এ বড়ি মরমে[৪] ধন্দ॥ [১]
সজনি [৫]পাওল পিরীতি ওর।
[৬]শ্যাম সুন্দর শৈশব কি বা,
কঠিন হৃদয় তোর॥ [ধ্রু]
[৭]কস্তুরী চন্দন অঙ্গে বিলেপন[৮]
দেখিয়ে[৯] অধিক জোর[১০]।
বিবিধ কুসুমে বাঁধল[১১] কবরী
শিথিল না ভেল তোর[১২]॥ [২]
[১৩]অমল কমল বদন মাধুরী
না ভেল মধুপ[১৪] সাথ[১৫]।
[১৬]পুছইতে ধনী [১৭]হেরসি ধরণী
হাসি না কহসি বাত॥ [৩]

কিয়ে[১৮] রতিপতি[১৯] বসতি-সময়ে[২০]
তেজিয়ে[২১] দেওলি[২২] ভঙ্গ।
চণ্ডীদাস কহে এ দোষ কাহার[২৩]
দৈবে সে[২৪] না ভেল সঙ্গ ॥ [৪]

প-ক-ত, প-র-সা, কী, প-র ইত্যাদি গ্রন্থে এই পদটী জ্ঞানদাসের ভণিতায় পাওয়া যায়। পক্ষান্তরে র ২২৭৪, র ২২৭৫; ক-বি ২৩৯৬; ঢা-মি ৫; ঢা-বি ১৮/৮৫ R এবং অন্য কতকগুলি পুঁথিতে ইহা চণ্ডীদাসের ভণিতায় আছে। এই পদটীর প্রত্যুত্তরস্বরূপ প-ক-তে জ্ঞানদাসেরই ভণিতায় একটী পদ আছে—'সজনি! ও কথা কহিল নয়। শ্যাম সুনাগর গুণের সাগর পড়িলু কোরে ঘুমায় ॥' ইত্যাদি (পদসংখ্যা ৭৩৮)। যদিও একজনের রচিত পদের উত্তরে অন্য কবির রচিত পদ বৈষ্ণব পদাবলী সাহিত্যে বিরল নহে, তথাপিও এই পদটী জ্ঞানদাসের বলিয়া সন্দেহ হওয়ায় ইহা পরিশিষ্ট শ্রেণীতে সন্নিবেশিত হইল।

মুখ্যতঃ নী ১৯০ ও প-ক-ত অনুসারে উপরের প্রদত্ত পাঠ প্রস্তুত হইয়াছে।

১। এক [ক-বি ২৩৯৬], একই [ঢা-মি ৫]॥

২। আছিলা [নী]; আছলি [র ২২৭৪ ; ঢা-বি ১৮/৮৫ R]; শুতলি [প-ক-ত]॥

৩। তাহার [নী]; তা সনে [ক-বি ২৩৯৬]॥

৪। মনের [ঢা-মি ৫]॥

৫। পাওলু পিরীতিক [প-ক-ত]॥

৬। শ্যাম সুনাগর রসের সাগর [প-ক-ত]; শ্যাম সুন্দর পিরীতি শেখর [নী]; গৃহীত পাঠ [কী, প-র-সা ও প-ক-ত-র ক, খ, ঘ, চ পুঁথি]; শ্যাম সুন্দর সে সব পিরীতি [র ২২৭৪]॥

৭। দ্বিতীয় সংখ্যক ত্রিপদীটী প-র গ্রন্থে ধরা হয় নাই॥

৮। অঙ্গের ভূষণ [নী]; গৃহীত পাঠ [প-ক-ত]॥

৯। দেখিতে [নী]; দেখিয়ে [প-ক-ত]॥

১০। জোর [নী ; প-র-সা]; উজোর [প-ক-ত—ক, খ পুঁথি ; র ২২৭৪]; জোরি [ঢা-বি ১৮/৮৫ R]; ওর [প-ক-ত-র ঘ, চ পুঁথি]॥

১১। বাঁধিল [নী]; বাঁধল [প-ক-ত ; র ২২৭৪ ইত্যাদি]॥

১২। তোড় [প-র-সা]; তোরি [ঢা-বি ১৮/৮৫ R]; তোর [নী ; প-ক-ত]॥

১৩। গৃহীত পাঠ [প-ক-ত]; অমল বদন-কমল মাধুরী [প-র-সা ; কী ; প-ক-ত-র ক, খ, গ, ঘ পুঁথি]; বয়ান কমল বিমল মধুর [নী]; বদন কমলে বিমল অধরে [ক-বি ২৩৯৬]; বয়ান কোমলে বিরল মধুর [ঢা-মি ৫]; বয়ান কমল মধুকর [র ২২৭৪]॥

নী-ধৃত পাঠান্তর—

এমন কমল বিমল মধুর না ভেল পুলক সাজ।
হেরইতে বলি কবরী হেরলি বুঝি না করিলি কাজ ॥

১৪। পুলক [নী]॥

১৫। সাথে [র ২২৭৫]॥

১৬। হেঁট মাথা করি [ক-বি ২৩৯৬]; হেরি রহইতে [র ২২৭৪]॥

১৭। ধরসি [প-ক-ত—খ পুঁথি]; ধরণী হেরিস [প-ক-ত ধৃত পাঠ]; ধনি কর নেহারসি [র ২২৭৪]॥

১৮। কিবা [প-ক-ত]॥

১৯। ঋতুপতি [নী-ধৃত পাঠান্তর ; ঢা-মি ৫]; কিবা গৃহবতী (=গৃহপতি) [ক-বি ২৩৯৬]॥

২০। বিষয়ে [প-ক-ত ; ঢা-মি ৫ ; কী ; র ২২৭৫]; বিষয় বসতি [র ২২৭৪]; আগমন তথি [ক-বি ২৩৯৬]॥

২১। দেখিয়া [প-ক-ত ; ক-বি ২৩৯৬]॥

২২। দেখলি [প-ক-ত-র ক পুঁথি]॥

২৩। কাহাকে [ঢা-মি ৫]॥

২৪। দৈবে সে [প-র]; অন্যত্র 'দৈবে'॥

---

[৯]

রসোদ্গার॥ শ্রীরাধার উক্তি, সখী-সম্বোধনে॥ বিভা

পরাণ-বঁধুকে স্বপনে দেখিনু

বসিয়া শিয়র পাশে।

নাসার বেসর পরশ করিয়া

[১]ঈষৎ মধুর হাসে॥ [১]

পিয়ল[২] বরণ বসন খানিতে

মুখানি আমার মুছে।

[৩]শিথান হইতে মাথাটি বাহুতে

রাখিয়া শুতল কাছে॥ [২]

মুখে মুখ দিয়া সমান[৪] হইয়া

বঁধুয়া করিল কোলে।

চরণ উপরে চরণ পসারি

পরাণ পাইনু বলে॥ [৩]

অঙ্গ পরিমল সুগন্ধি চন্দন
কুঙ্কুম কস্তুরী পারা।
পরশ করিতে রস উপজিল
জাগিয়ে হইনু হারা ॥ [৪]
কপোত [৪]পাখীরে [৫]চকিতে বাঁটুল
বাজিলে যেমন হয়।
[৬]চণ্ডীদাস কহে এমন হইলে
আর কি পরাণ রয় ॥ [৫]

নী ১৮৯ ॥
১। ঈষৎ ঈষৎ [কী ; প-র-সা ; প-র] ॥
২। পিঙ্গল [নী] ; পিয়ল [প-ক-ত ; কী] ॥
৩। বালিস উপরে মাথাটী থুইয়া শুতল আমার কাছে [প-র-সা] ॥
৪। সমুখ [প-র-সা] ॥
৫। পক্ষেরে চক্ষেতে [প-র] ॥
৬। ভণিতার পদাংশে কী-তে ও প-র-তে যদুনাথের ভণিতা পাওয়া যায় :-
'যদুনাথ কহে এমন হইলে' ইত্যাদি।
প-র-সা-তে ভণিতাটী এইরূপ :—
চণ্ডীদাসে বোলে শুন বিনোদিনী তোরে কি বলিব আর।
মুঞি অভাগিনী জনম-দুখিনী পুন কি দেখিব আর ॥
কোনও কোনও পুঁথিতে পদটী জ্ঞানদাসের ভণিতায়ও পাওয়া যায়।

[১০]

রসোদগার ॥ শ্রীরাধার উক্তি, সখী-সম্বোধনে ॥ ধানশী ॥

শিশুকাল হৈতে বন্ধুর সহিতে
পরাণে পরাণে লেহা।
[১]না জানি কি খেনে বিধাতা কেমনে
ভিন ভিন কৈলা দেহা ॥ [১]
সই কি বা সে পিরীতি তার।
অলস করিয়া পাসরিতে নারি
কি দিয়া শুধিব ধার ॥ [ধ্রু]

২পরাণ পুতলী অধিক মুরলী
লইতে আমার নাম।
আমার অঙ্গের বরণ লাগিয়া
পীতবাস পরে শ্যাম॥ [২]
আমার অঙ্গের বরণ সৌরভ
যখন যে দিগে পায়।
বাহু পসারিয়া বাউল হইয়া
তখন সে দিগে ধায়॥ [৩]
৩লাখ [যুগ ?] মিলি মণীন্দ্র ফণীন্দ্র
ভাবিয়া না পায় যারে।
৪কহে চণ্ডীদাস আভীর-নাগরী
পিরীতে বান্ধিল তারে॥ [৪]

পদটী প-র, প-ক-ত ও প-র-সা-তে আছে; এতদ্ভিন্ন সা-প ২০১ সংখ্যক পুঁথিতেও মিলিতেছে। প-ক-ত-তে পদটী জ্ঞানদাসের ভণিতায় পাওয়া যাইতেছে এবং সা-প ২০১ পুঁথিতে কবিশেখরের ভণিতায়। প-ক-ত-র পাঠ উপরে প্রদত্ত পাঠ হইতে সামান্ত পৃথক্।

১। না জানি কি লাগি কো বিহি গঢ়ল ভিন ভিন করি দেহা [প-ক-ত]॥

২। প্রাণের অধিক করের মুরলী লইতে আমার নাম [প-ক-ত]; দ্বিতীয় ত্রিপদীর দুইটী কলি প-ক-ত-তে উলট-পালট করিয়া দেওয়া আছে॥

৩। লাখ কামিনী ভাবে রাতি দিনে যে পদ সেবিতে চায় [প-ক-ত]; প-র-র পাঠ উপরে প্রদত্ত হইল। 'লাখ মিলি'—সম্ভবতঃ মূল পুঁথিতে 'যুগ'-শব্দটী লিপিকরপ্রমাদে পড়িয়া গিয়াছে, 'মণীন্দ্র' সম্ভবতঃ 'মুনীন্দ্র' হইবে॥

৪। জ্ঞানদাস কহে আহীর-নাগরী পিরিতে বান্ধিলা তায় [প-ক-ত]॥

[১১]

রসোদ্গার॥ শ্রীরাধার উক্তি, সখী-সম্বোধনে॥ ললিত॥

আজুক শয়নে ননদিনী সনে
শুতিয়া আছিনু সই।
যে ছিল করমে বন্ধুর ভরমে
মরম তোমারে কই॥ [১]

নিঁদের আলিসে বঁধুর ধাধসে
তাহারে করিনু কোরে।
ননদী উঠিয়ে বলিছে রুষিয়ে
বঁধুয়া পাইলি কারে ॥ [২]
এত টীটপনা জানে কোন্ জনা
বুঝিনু তোহারি রীতি।
কুলবতী হয়ে পরপতি লয়ে
এমতি করহ নিতি ॥ [৩]
যে শুনি শ্রবণে পরের বদনে
নয়নে দেখিনু তাই।
দাদা এলে ঘরে করিব গোচরে
ক্ষণেক বিরাজ রাই ॥ [৪]
নিঠুর বচনে কাঁপিছে পরাণে
মরিয়া রহিনু লাজে।
ফিরাইয়া আঁখি গরবেতে থাকি
সঘনে আমারে তাজে ॥ [৫]
এক হাতে সখি কচালিয়া আঁখি
নয়ানে দেখিয়ে স্মার।
চণ্ডীদাসে কয় কি বা কুলভয়
কানুর পিরীতি যার ॥ [৬]

নী ১৮৭। অন্ত্যানুপ্রাসের জন্য চতুর্থ ত্রিপদীর পাঠ ঈষৎ পরিবর্ত্তিত করা হইল। এই পদটী নী ১৮৮ সংখ্যক পদের ত্রিপদীময় রূপান্তর। র-ম-তে যে পাঠান্তর আছে, তাহা উল্লেখযোগ্য নহে। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ২০১ সংখ্যক পুঁথিতে পদটী ঈষৎ পরিবর্ত্তিত আকারে মিলিতেছে এবং সেখানে জ্ঞানদাসের ভণিতা পাইতেছি। সা-প ২০১-এর পাঠটী নিম্নে উদ্ধৃত হইল—

আজুকার রাতে ননদী সহিতে স্বপনে দেখিনু সই।
যে ছিল করমে বন্ধুর ভরমে মরম তোমারে কই ॥ [১]
নিন্দের আলিসে বন্ধুর ধাধসে যতনে করিনু কোরে।
তখনি রুখিয়া উঠিছে বলিয়া এমন করহ ভোরে ॥ [২]
লোকের বদনে যে শুনি শ্রবণে নয়নে দেখিনু তাই।
দাদা আইলে ঘরে করিব গোচরে খানিক খেয়াও রাই ॥ [৩]

নিরস বচনে কাপিনু পরাণে মরিয়া আকুল লাজে।
ফিরাইয়া আঁখি গরবাথাকি সঘনে আমারে তাজে ॥ [৪]
এক হাতে সখি কচালয়ে আঁখি প্রভাতে দেখিনু আর।
জ্ঞানদাস কয় তার কিবা হয় কানুর পিরীতি জার ॥ [৫]

আমাদের প্রদত্ত পাঠে পঞ্চম ত্রিপদীর শেষ শব্দ সা-প ২০১ পুঁথি দৃষ্টে 'তাজে' রূপেই গৃহীত হইল; নী-তে 'যজে' পাঠ আছে। ঐ ত্রিপদীর 'গরবেতে থাকি' পাঠ অসঙ্গত না হইলেও, সা-প ২০১ পুঁথির গালি-সূচক 'গরবাথাকি' পাঠ সঙ্গততর বলিয়া বোধ হয়।

[১২]

রসোদ্গার ॥ শ্রীরাধার উক্তি, ননদিনী-সম্বোধনে ॥ সুহই ॥

ননদী গো, কি আর বলিব তোরে।
না দেখি না শুনি দেবতা হইয়া
মানুষ দেখিয়া ভুলে ॥ [ধ্রু]
নিশির স্বপনে চান্দের উপরাগ
হেরই মন্দিরে বসি।
চান্দ এড়ি রাহু পসারিয়া বাহু
মোরে গরাসিল আসি ॥ [১]
গরাস-তরাসে চেতন হরিয়া
পড়িনু ভূমির তলে।
আমার বিতথা দেখিয়া দেবতা
হাসিয়া লইল কোলে ॥ [২]
আমা কোলে করি ভূম পর তুলি
মুখ নিরখয়ে রঙ্গে।
সে মালা চন্দন সব আভরণ
দিয়াছে আমার অঙ্গে ॥ [৩]
চণ্ডীদাস বলে শুন বিনোদিনী
ননদী ভুলাহ ভালে।
রাহু নহে সেহ চিকণ কালিয়া
তুমি তো মিলিলে ছলে ॥ [৪]

র ২২৭৫ পুঁথিতে চণ্ডীদাসের ভণিতায় উপরে প্রদত্ত পাঠ আছে। প-ক-ত-তে পদটী ঈষৎ বিভিন্নরূপে জ্ঞানদাসের ভণিতায় মিলিতেছে (প-ক-ত, ৭১৪)। প-ক-ত-র পাঠ—

ননদি গো, রহিতে নারিলুঁ ঘরে।
না দেখি না শুনি এমন দেবতা যুবতী দেখিয়া ভুলে॥ ধ্রু॥
নিশির স্বপনে চাঁদ উপরাগ হেরিয়ে মন্দিরে বসি।
হেনই সময়ে সে বনদেবতা মোরে গরাসল আসি॥
গরাস-তরাসে আকুল হইয়া মুরছি পড়িলুঁ ভুমে।
তোর নাম ধরি কত না ডাকিলুঁ শুনি না শুনিলি কাণে॥
এ মোর বিতথা সে বনদেবতা শুনি চমকয়ে চিতে।
এ বোল শুনিয়া ননদী চমকি ভ্রমিয়া বুলয়ে ভিতে॥
গোকুল-পতির মতি ভুলাইলা ঈষৎ আঁখির ঠারে।
জ্ঞানদাস কহে ননদী ভুলাইবে কিবা পরমাদ তারে॥

এতদতিরিক্ত আরও একটী ত্রিপদী প-ক-ত-র কতকগুলি পুঁথিতে পাওয়া যায় (প-ক-ত, দ্বিতীয় খণ্ড, ৭৮ পৃঃ দ্রষ্টব্য)। উভয় পাঠের মধ্যে যথেষ্ট ঐক্য রহিয়াছে—কোন্‌টী কাহার অনুকরণ তাহা নির্ণয় করা কঠিন।

[১৩]

রসোদ্গার॥ শ্রীরাধার উক্তি, সখী-সম্বোধনে॥ সুহই॥

পিরীতি পিয়াসে জাগি ঘুমাওলুঁ
না জানি দিবস নিশি।
কানু সঙ্গে রঙ্গে অঙ্গের সুবেশ
ননদী হেরল আসি॥ [১]
ননদী বোলে গা তোল গো বহুয়ার ঝি।
সে হেন অঙ্গে এ হেন বিতথা
লোকে না বলিবে কি॥ [ধ্রু]
আজু কেন হেন মলিন বয়ান
নলিন মলিন কলা।
মত্ত গজে যেন মথিয়া[১] থুএছে
শিরিষ কুসুম-মালা॥ [২]

কোথা পেলে হেন সোনার নূপুর
কে দিল রূপালী হার।
তড়িত জিনিয়া বরণ বসন
গোপতে আনিলে কার ॥ [৩]
ভুবন সতীর জাতি মজাইল
ঈষৎ আঁখির ঠারে।
চণ্ডীদাস বলে ননদী ভাঁড়াতে
এ কি পরমাদ তারে ॥ [৪]

১। মাথায় [র ২৭৭৫]; প-ক-ত-র পাঠ অনুসারে 'মথিয়া' রূপে সংশোধিত হইল।

উপরের পাঠ র ২৭৭৫ পুঁথি অনুসারে প্রদত্ত হইল। কিন্তু অনুরূপ একটী পদ প-ক-ত-তে জ্ঞানদাসের ভণিতায় মিলিতেছে (পদসংখ্যা ৭১৩)। প-ক-ত-র পদের পাঠ নিম্নে দেওয়া হইল—

পিয়ার পিরিতে জাগি ঘুমায়লুঁ না জানি বিহান নিশি।
কানুর সঙ্গের অঙ্গের সৌরভ ননদী পাওল আসি ॥
ননদী বলে গা তোল বহুয়ার ঝি।
সে হেন অঙ্গের এমন বিতথা লোকে না বলিবে কি ॥
কেন তোর তনু হেন বি-বরণ মলিন চাঁদের কলা।
মত্ত করিবরে মথিয়া থুইয়াছে শিরীষ-কুসুম-মালা ॥
কে দিলে যে হের রঙ্গের নূপুর কে দিল এমন হার।
তড়িত জিনিয়া বরণ বসন গুপতে আনিলি কার ॥
আপদ মস্তক নাহি পরকাশ কে দিলে চন্দন চুয়া।
সুরঙ্গ অধরে রঙ্গ ধরাইয়া কে দিলে তাম্বুল গুয়া ॥
নাসার বেশর ভালে সে তিলক কে দিলে এমন ছান্দে।
খঞ্জন নয়ানে অঞ্জন রঞ্জিত জ্ঞান পড়িল ধান্দে ॥

শেষ ত্রিপদীস্থ ভণিতার পাঠান্তর, প-র-সা-তে প্রাপ্ত—'জ্ঞানদাস পড়ে ধান্দে'।

উপরে প্রদত্ত চণ্ডীদাসের ভণিতাযুক্ত পাঠটী ঈষৎ বিভিন্নরূপে প-ক-ত-র ৭১৪ পদের শেষে পাওয়া যায়—

জ্ঞানদাস কহে ননদী ভুলাইতে কি বা পরমাদ তারে ॥

স্পষ্টই দেখা যাইতেছে, প-ক-ত-তে রক্ষিত জ্ঞানদাসের ভণিতাযুক্ত পাঠটী শুদ্ধতর; চণ্ডীদাসের ভণিতাযুক্ত র ২২৭৫ পুঁথির পাঠ বিকৃত। মূল রচনা জ্ঞানদাসের বলিয়াই মনে হয়।

[১৪]

বিপ্রলব্ধা ॥ শ্রীরাধার উক্তি, সখী-সম্বোধনে ॥

(নিশি) প্রভাত হৈল পিয়া না আইলা ভবনে।
(হেদে রে) মালতীর মালা [১]কেনে গাঁথিলাও যতনে ॥ [১]
অগুরু[২] চন্দন চূয়া দিব কার গায়।
জরজর হৈল তনু নিশি না পোহায় ॥ [২]
কর্পূর চন্দন চূয়া দিব কার মুখে।
রজনী বঞ্চিব হাম কারে লয়ে সুখে ॥ [৩]
[৩]নাহ নিঠুর যদি না আইসে ইহা।
যমুনার জলে সব দিব ভাসাইয়া ॥ [৪]
কার লাগি রাখিব ইহা সংযোগ করিয়া।
চণ্ডীদাস কহে তবে মিলিব আসিয়া ॥ [৫]

নী ২১৪—নী-র মূল পুঁথি অবলম্বনে ॥

১। কেন গাঁথিলাম [নী] ॥

২। অগোর [নী-পু] ; অগুরু [নী] ॥

৩। না হয়ো নিঠুর [নী-পু]।

এই পদটীর অনেক অংশ গোপালদাসের ভণিতায় প্রাপ্ত আর একটী পদে পাওয়া যাইতেছে (অপ্রকাশিতপদরত্নাবলী, ৩৭৪)। যথা—

বিপ্রলব্ধা ॥ ধানশী ॥

কি কাজ কুসুম শয্যা কুঙ্কুম চন্দন।
কি করিব মণিমালা হেম অভরণ ॥ ১ ॥
কর্পূর তাম্বুল কি করিব ইহাই।
যমুনার জলে সব দেই গো ভাসাই ॥ ২ ॥
নাহ নিঠুর সঙ্গে বাড়াইয়া লেহ।
ধিক রহু যুবতী যে বা ধরে দেহ ॥ ৩ ॥
ধিক রহু জীবন যৌবন অভিলাষ।
ধিক রহু দুতি যে লাজ নাহি বাস ॥ ৪ ॥
ধিক রহু মদন কদন দুরাচার।
গোপালদাস ধিক জিউ পরকার ॥ ৫ ॥

চণ্ডীদাস-ভণিতায় প্রাপ্ত পাঠ গোপালদাসের এই পদেরই বিকৃতি বলিয়া মনে হয়।

[১৫]

মান ॥ শ্রীরাধার উক্তি, সখী-সম্বোধনে ॥ ধানশী ॥

যাহার লাগিয়া সব তেয়াগিনু
লোকে[১] অপযশ কয়।
সেই[২] গুণনিধি পরাণ-পুতলী[৩]
আর জানি[৪] কার হয় ॥ [১]
সই কেমনে ধরিব হিয়া।
আমার বঁধুয়া আন বাড়ী যায়
আমার আঙ্গিনা[৬] দিয়া ॥ [ধ্রু]
যুকতি করিয়া[৭] শ্যামে[৮] ভাঙ্গাইয়া
এমন[৯] করিল কে[১০]।
[১১]আমার পরাণ [১২]যেমতি পুড়িছে
[১৩]সেমতি পুড়ুক সে ॥ [২]
[১৪]দেখিব যে দিনে [১৫]আপন নয়ানে
কহিতে তা সনে[১৬] কথা।
বেশ দূরে করি[১৭] কেশ ছিঁড়ি ফেলি[১৮]
ভাঙ্গিব আপন মাথা ॥ [৩]
আপনা আপনি মন বুঝাইতে[১৯]
পরতীত নাহি হয়।
পরের পরাণ[২০] রতন হরিলে[২১]
কাহার[২২] পরাণে সয় ॥ [৪]
কহে চণ্ডীদাস করহ বিশ্বাস
[২৩]যে শুনি উত্তম-মুখে।
কেবা কোথা ভাল আছয়ে সুন্দরী
দিয়া পর-মনে দুখে ॥ [৫]

নী ৩০১ ও ৩০২ ॥

মুখ্যতঃ রতন-লাইব্রেরীর এবং সারদা কুটীরের দুইখানি পুঁথি অবলম্বনে উপরের পাঠ নির্দ্দিষ্ট হইল।

১। লোক [নী]; লোকে [কী]; লোকে অপদোষ হএ [ঢা-বি ২১২২R] ॥

২। হেন [সা-কু ৩] ; সে যে [কী] ॥

৩। ছাড়িয়া পিরীতি [নী] ; পিরীতি অবধি [কী ; প-সং] ; পরাণ পুতলী [সা-কু ৩] ॥

৪। কার জানি হয় [সা-কু ৩] ॥

৫। দড়াব [ঢা-বি $\frac{১}{৪}\frac{২}{৪}$৩R] ॥

৬। ডুয়ার [র ২৭৭০] ॥

৭। যুবতী হইয়া [নী] ; যুকতি করিয়া [ঢা-বি ২৫৬২] ; যোগ করিয়া [সা-কু ৩ ; প-সং ; কী ; র ২২৭৪ ; প-র] ॥

৮। শ্যাম [নী] ; শ্যামেরে ভাজায়্যা [সা-কু ৩ ; কী ; র ২২৭৪] ; শ্যামেরে ভাঙ্গাইবা [প-র] ; শ্যাম ভাঙ্গাইল [ঢা-বি ২৫৬২] ॥

৯। এমতি [নী] ; এমন [কী] ॥

১০। যে [সা-কু ৩] ॥

১১। আপনা আপনি [ঢা-বি ২৫৬২] ॥

১২। যেমতি পুড়িছে [সা-কু ৩ ; প-সং ; কী ; র ২২৭৪] ; আনলে পুড়িয়া [ঢা-বি ২৫৬২] ; যেমন পুড়িছে [প-র] ; যেমতি করিছে [নী] ॥

১৩। সেমতি হউক [নী] ; এমতি পুড়ুক সে [কী ; প-সং] ; তেমতি [সা-কু- ৩ ; র ২২৭৪] ; সই গো মরুক সে [ঢা-বি ২৫৬২] ॥

১৪। যে দিন যেখানে [সা-কু ৩] ; যে দিন দেখিব [র ২২৭৪] ॥

১৫। দেখিব [সা-কু ৩] ॥

১৬। সঞে [সা-কু ৩] ॥

১৭। বেশ দূর করিব [নী] ; বেশ দূরে করি [সা-কু ৩] ॥

১৮। ঘুচাইব [নী] ; ছিঁড়া ফেলি [সা-কু ৩] ; কেশ যে ছিণ্ডিব [র ২২৭৪] ॥

১৯। বুঝাইলুঁ [র ২২৭৪] ॥

২০। পরাণে [ঢা-বি ২৫৬২] ॥

২১। হরণ করিলে [নী] ; রতন হরিলে [প-সং ; কী] ; রতন হরিতে [ঢা-বি $\frac{১}{৪}\frac{২}{৪}$৩R] ; রতন পাইলে [ঢা-বি ২৫৬২] ॥

২২। কার বা [কী] ॥

২৩। যে চলে উত্তম সুখে [ঢা-বি ২৫৬২] ॥

এই পদটী নানা পুঁথিতে ও মুদ্রিত সংস্করণে বিভিন্ন পাঠান্তর সহ একাধিক পদে বিক্ষিপ্ত হইয়া আছে। নী ৩০১ ও নী ৩০২ তে এই পদটী পাওয়া যাইতেছে,—নী ৩০২-এর প্রথম ত্রিপদীটী কতকগুলি পুঁথিতে এই পদটীর আরম্ভরূপেই বিদ্যমান আছে। আমাদের গৃহীত পাঠে, নী ৩০২-এর এই ত্রিপদীটী আলোচ্য পদের অংশরূপে লওয়া হইয়াছে, কিন্তু ভাবের সামঞ্জস্যের জন্য পদের আদিতে ধরতারূপে ইহাকে না রাখিয়া পদের মধ্যে তৃতীয় ত্রিপদী করিয়া,

রাখা হইল। নী ৩০২-এর অবশিষ্ট অংশ ভাষায় আধুনিক ও ভাবে ৩০১-এর ছায়া বলিয়া বর্জ্জিত হইল; এবং নী ৩০১-এর প্রথম ত্রিপদীটী (*নী-তে ধুয়ার পরেই যেটীকে বসান হইয়াছে*) উক্ত পদস্থিত চতুর্থ ত্রিপদীর (যেটী আমাদের গৃহীত পাঠে দ্বিতীয় ত্রিপদীরূপে রহিয়াছে, তাহার) পুনরুক্তি বলিয়া গৃহীত হইল না।

পদকল্পতরুতেও রূপান্তরিতভাবে এই পদটী পাওয়া যায় (সংখ্যা ৯৬১), কিন্তু প-ক-ত-তে ইহার ভণিতায় চণ্ডীদাসের পরিবর্ত্তে জ্ঞানদাসের নাম আছে। প-ক-ত-র পাঠের সঙ্গে মোটের উপর উপরে ধৃত পাঠের মিল পাওয়া যায়—ভাষায় যত না হউক, ভাবে বটে; কেবল ভণিতার ত্রিপদীটী সম্পূর্ণরূপে অন্য ধরণের, যথা—

জ্ঞানদাস কহে শুনহ সুন্দরি
মনে না ভাবিহ আন।
তুঁহু যে শ্যামের সরবস ধন
শ্যাম সে তোহারি প্রাণ॥

এ ক্ষেত্রে ইহাও উল্লেখ করা আবশ্যক যে, প-ক-ত-র কোনও কোনও হস্তলিখিত পুঁথিতে এই পদে চণ্ডীদাসেরই ভণিতা আমরা দেখিয়াছি।

পাঠভেদের গহন মধ্যে কৃ-কী-কে স্মরণ করাইয়া দেয়, এরূপ কতকগুলি শব্দ ও বাক্যাংশ এই পদটীতে পাওয়া যাইতেছে। কিন্তু জ্ঞানদাসেরও ভণিতা থাকায় উপস্থিত আমরা ইহাকে 'পরিশিষ্ট' শ্রেণীতে রাখিলাম।

নী ও প-ক-ত-তে পদটীকে আক্ষেপানুরাগের মধ্যে ধরা হইয়াছে। কিন্তু এই পদের বিষয়-বস্তু বিচার করিলে ইহা 'মান'-এর পদ বলিয়াই মনে হয়।—মানিনী রাধা দূতীকে যেন বলিতেছেন, এবারের মত ক্ষমা করিলাম, কিন্তু ইহার পর নিজ চক্ষে যে দিন দেখিব যে, শ্রীকৃষ্ণ অন্য নায়িকার সহিত আলাপ করিতেছেন, ইত্যাদি। আক্ষেপানুরাগের মধ্যে এই ধরণের পদ আর একটীও মিলে না। এই মানিনী রাধাকেই কৃ-কী-তে আমরা দেখিতে পাই।

[১৬]

খণ্ডিতা॥ শ্রীরাধার উক্তি, শ্রীকৃষ্ণের প্রতি॥ বিভাস, ললিত বা কেদার॥

[১]ভাল হইল আরে[২] বঁধু[৩] আসিলা সকালে।
প্রভাতে দেখিলাম[৪] মুখ দিন যাবে ভালে॥ [১]
[৫]বঁধু তোমায় বলিহারী যাই।
ফিরিয়া দাঁড়াও[৬] তোমার চাঁদমুখ চাই॥ [ধ্রু]

আই আই পড়েছে মুখে[৭] কাজরের শোভা।
ভালে সে[৮] সিন্দুর-বিন্দু[৯] মুনি-মন-লোভা॥ [২]
খর নখ দশনেতে[১০] অঙ্গ জরজর।
ভালে সে কঙ্কণ-দাগ হিয়ার উপর॥ [৩]
নীল পাটের সাটী কোঁচার[১১] বলনি।
রমণী-রমণ [১২]হৈয়া বঞ্চিলে রজনী॥ [৪]
[১৩]সুরঙ্গ যাবক-রঙ্গ উরে ভাল সাজে।
[১৪]এখন কহ মনের কথা আইলে কোন্ কাজে॥ [৫]
চারি দিকে[১৫] চায় নাগর আঁচলে[১৬] মুখ মুছে[১৭]।
[১৮]চণ্ডীদাসের লাজ [১৯]ধুইলে না ঘুচে॥ [৬]
[গোপালদাসের লাজ ধুইলে না ঘুচে॥]

নী ২২১॥

এই পদটী পদামৃতসমুদ্র, পদরসসার, পদকল্পতরু, পদমেরু (অপ্রকাশিত পদসংগ্রহের পুঁথি), পদ-সংগ্রহ ও র-ম প্রভৃতিতে চণ্ডীদাসের ভণিতায় পাওয়া যায়। কিন্তু পীতাম্বরদাসের রসমঞ্জরীতে পীতাম্বর কর্ত্তৃক তৎপিতা গোপালদাসের ভণিতায় পদটী উদ্ধৃত হইয়াছে (বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ হইতে প্রকাশিত রসমঞ্জরী, পৃঃ ৩২)। অন্যান্য পুস্তক ও পুঁথির নজীর সত্ত্বেও পীতাম্বরদাসের উল্লেখ অনুসারে পদটীকে গোপালদাসের বলিয়াই গ্রহণ করিতে হইবে। রসমঞ্জরী-ধৃত গোপালদাসের ভণিতাটী উপরে প্রদত্ত পাঠের সর্ব্বনিম্নে বন্ধনীর মধ্যে প্রদত্ত হইল।

১। ভালে হইল বঁধু আইলে সকালে [রসমঞ্জরী]॥

২। অহে [প-র-র পাঠ, প-ক-ত গ্রন্থে উদ্ধৃত]॥

৩। বন্ধু [প-ক-ত]॥

৪। দেখিলুঁ, দেখিল, দেখিলে, দেখিলাঙ, দেখিলাম—বিভিন্ন পাঠ; দিন জাব ভালে [রসমঞ্জরী]॥

৫। বঁধুআ রে তুমার বলিহারি জাঙ [রসমঞ্জরী]॥

৬। ডাঁড়াও হে একবার [প-র-সা]; ফিরিয়া ডাণ্ডাহ তুমার চাঁদমুখ চাঙ [রসমঞ্জরী]॥

৭। রূপ [পদমেরু]; আই আই পড়িছে রূপ কাজরের সোভা [রসমঞ্জরী]॥

৮। 'সে' নাই [প-ক-ত—চ পুঁথি]॥

৯। তোমার [র-ম; প-ক-ত; নী]; তোমার মুনিমনোলোভা [রসমঞ্জরী]॥

১০। দংশনে [প-ক-ত—ক পুঁথি]; দরশনে [প-র-সা]; দশন [প-ক-ত—ঘ, চ পুঁথি]; দশনে [নী; প-ক-ত]; দশনেতে [পদমেরু]; খর নথ দসনে ভেল অঙ্গ জর জর [রসমঞ্জরী]

১১। তোমার মুনির [প-র-সা] ॥

১২। হঞা বঞ্চিলা [রসমঞ্জরী] ॥

১৩। সুরঙ্গ আর জরঙ্গ অঙ্গে ভাল সাজে [রসমঞ্জরী] ॥

১৪। অধর দংশনদাগ বদনহি রাজে [প-র ; প-সং]; আইলা কোন্ লাজে [রসমঞ্জরী] ॥

১৫। পানে [প-ক-ত ; রসমঞ্জরী ; পদমেরু]; পাশে [প-র-সা ; প-সং] ॥

১৬। আঁচরে [প-ক-ত—গ পুঁথি] ॥

১৭। পুছে [রসমঞ্জরী] ॥

১৮। চণ্ডীদাস কহে [র-ম ; নী] ॥

১৯। ধুইলে সে [প-র-সা]; ধুইলে কি [পদমেরু] ॥

[১৭]

খণ্ডিতা ॥ শ্রীরাধার উক্তি, শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ॥ রামকেলী ॥

ছুঁও না ছুঁও না বঁধু ঐখানে থাক।
মুকুর লইয়া চাঁদমুখখানি দেখ ॥ [ধ্রু]

নয়ানের কাজর বয়ানে লেগেছে
কালর উপরে কাল।
প্রভাতে উঠিয়ে ও মুখ দেখিলুঁ[১]
দিন যাবে আজ[২] ভাল ॥ [১]

অধরের তাম্বুল[৩] বয়ানে লেগেছে
ঘুমে ঢুলু ঢুলু আঁখি।
আমা পানে চাও[৪] ফিরিয়া দাঁড়াও
[৫]নয়ন ভরিয়া দেখি ॥ [২]

[৬]চাঁচর কেশের চিকণ চূড়া
সে কেন বুকের মাঝে।
সিন্দূরের দাগ আছে সর্ব্বগায়
মোরা হ'লে মরি লাজে ॥ [৩]

নীল কমল ঝামরু হয়েছে
মলিন হয়েছে দেহ।

কোন্ রসবতী ৭রসনিধি পাঞা
নিঙড়ে৮ লয়েছে সেহ ॥ [৪]
কুটিল নয়ানে কহিছে সুন্দরী
অধিক করিয়া তোড়া৯ ।
কহে চণ্ডীদাস আপন স্বভাব
ছাড়িতে না পারে চোরা ॥ [৫]

নী ২২২। পদটী নরহরির ভণিতায় (নরহরি সরকার কিংবা নরহরি চক্রবর্ত্তী, তাহা জানিবার উপায় নাই) ঢা-বি ১১৫৪ ও ১১৫৫ পুঁথিতে পাওয়া গিয়াছে।

১। দেখিলাম [নী]; দেখিলুঁ [ঢা-বি ১১৫৫]; দেখিলাম বদন [ঢা-বি ১১৫৪]॥

২। ভাল [ঢা-বি ১১৫৫]॥

৩। তাম্বুলের দাগ [ঢা-বি ১১৫৪]; সিন্দুরের দাগ [ঢা-বি ১১৫৫]॥

৪। চাঞা [ঢা-বি ১১৫৪]।

৫। ভাল করে রূপ দেখি [ঢা-বি ১১৫৫]; ভাল করি দেখি [ঢা-বি ১১৫৪]॥

৬। এই সম্পূর্ণ তৃতীয় ত্রিপদীটী ঢা-বি পুঁথিদ্বয়ে নাই।

৭। পেয়ে সুধানিধি [র-ম ; নী]; গৃহীত পাঠ [ঢা-বি ১১৫৫]; নিধি পাঞা [ঢা-বি ১১৫৪]॥

৮। নিচুড়ি [ঢা-বি ১১৫৪]; নিঙড়ে [র-ম ; নী]; নিচুড়ি নিয়াছে [ঢা-বি ১১৫৫]॥

৯। তোড়া [নী]; ত্বরা [র-ম]; তরা [ঢাকার পুঁথিদ্বয়]॥

'অধিক করিয়া তোড়া'—'তোড়া' অর্থে 'চোপা' বা 'মুখর ভাষণ'; তুলনীয়—'তুড়িয়া বলা'।

---

[১৮]

খণ্ডিতা॥ শ্রীরাধার উক্তি, শ্রীকৃষ্ণের প্রতি॥ বিভাস॥

হেদে হে নিলাজ বঁধু লাজ নাহি বাস।
বিহানে পরের বাড়ী কোন্ লাজে আস১ ॥ [১]
বুক মাঝে দেখি তোমার কঙ্কণের দাগ।
কোন্ কলাবতী২ আজি পেয়েছিল লাগ॥ [২]
নখপদ-বিরাজিত রুধিরে পুরিত।
আহা মরি ৩কিবা শোভা হয়েছে ভূষিত॥ [৩]

কপোলে[৪] সিন্দূররেখা অধরে[৫] কাজল।
সে ধনী বিহনে তোমার আঁখি ছল ছল ॥ [৪]
দ্বিজ চণ্ডীদাসে কহে শুন বিনোদিনী।
[৬]না ছুঁইও আমি ইহার সব রঙ্গ জানি ॥ [৫]

নী ২২৩ ॥
১। এস [নী]; আস [র-ম] ॥
২। কুলবতী [নী-ধৃত পাঠান্তর] ॥
৩। কিবা শোভায় করিল ভূষিত [র-ম] ॥
৪। কপালে [র-ম] ॥
৫। নয়ানে [নী]; অধরে [র-ম] ॥
৬। না ছুঁইও তুমি [নী-ধৃত পাঠান্তর] ॥

ঢা-বি ১১৫৪ ও ১১৫৫ পুঁথিদ্বয়ে নরোত্তম দাসের ভণিতায় এই ভাবের একটী পদ আছে, তাহার দুই একটী পংক্তি উপরের পদের অনুরূপ। পদরসসারে অনুরূপ একটী পদ গোবিন্দদাস-ভণিতায় মিলিতেছে।

নিম্নে এই বিভিন্ন রূপগুলি দেওয়া যাইতেছে,—

বিজয় বিজয় বন্ধু আইস কোন্ কাজে।
সেই সে রমণি-ধনি তোমার সে সাজে ॥
মল্লিকা মালতি যুথি নাগেশ্বর গাঁথি।
আসিবে আসিবে বলি পোহাইলাম রাতি ॥
বন্ধু বিহানে পরের বাড়ী কোন্ কাজে আস্য।
যেখানকার হাসিখানি সেইখানে গা হাস ॥
রজনী বঞ্চিয়া আল্যা জানাইতে গুণ।
বিহানে আইলা পোড়া ঘায়ে দিতে লুণ ॥
যেখানে বসিয়া আছ তুলি ফেল (=ফেলো) মাটী।
এখনি উঠিয়া গেলে দিব ছড়া ঝাঁটী ॥
ভুজে ভুজে বন্ধনে পিঠে কঙ্কণের দাগ।
বিনা সুতে হার তোমার এ বড় সোহাগ ॥
অধরে অঞ্জন কভু নাহি শুনি কানে।
সিন্দুর বয়ানে তোমার তাম্বুল নয়ানে ॥
আসিবা বলিয়া না কৈলাগমন (=আগমন)।
[আসি বৈলা আশা দিয়া—ঢা-বি ১১৫৫]
ভালরূপে সেহি তোমার বুঝিলাম মন ॥
[ভালরূপে সেই তোমার ভাঙ্গিল ভাবন ॥—১১৫৫]

যেমন রমণী সঙ্গে পাঞাছিলা সুখ।
তাহার লাবণ্য জলে ধোয় জাঞা মুখ॥
নরোত্তমদাসে বোলে পুর মনোরথে।
ফিরিয়া জাইতে বোল আর কিবা সাধে॥

—ঢা-বি, ১১৫৪ ও ১১৫৫ পুঁথি অবলম্বনে।

প্রভাতে পরের বাড়ী কোন্ লাজে আস।
এমতি নিলাজ হাসি সেইখানে হাস॥
বিজহ বিজহ বন্ধু আইলা কোন্ কাজে।
সেই সে রমণী ধনি তোমাকে যে সাজে॥
মল্লিকা মালতি যুথি নাগেশ্বর গাঁথি।
আসিবা আসিবা বলি পোহাইলুঁ রাতি॥
রজনি বঞ্চিয়া আইলা জ্বালাইতে আগুন।
বিহানে আইলা পোড়া ঘায়ে দিতে লুণ॥
যাঁহা বসি আছ তাহাঁ তুলি ফেলি মাটি।
এখনি উঠিয়া গেলে দিব ছড়া ঝাঁটি॥
যেমন নাগরী সঙ্গে পাইয়াছ সুখ।
তাহার লাবণ্য জলে ধোও গিয়া মুখ॥
হেটমাথে রহে নাগর নয়নে বহে লোর।
গোবিন্দদাস কহে কি কহব ওর॥

'পদরসসার' হইতে উদ্ধৃত—অপ্রকাশিত পদরত্নাবলী (সতীশচন্দ্র রায়), পৃঃ ২৮।

পীতাম্বরদাসের 'অষ্টরস ব্যাখ্যা'র খণ্ডিতার উদাহরণে এই কয়টী ছত্র পাওয়া যায় (পীতাম্বরের স্বরচিত)—

কেমন রমণী তোমার পাঞাছিল লাগ।
তাহাতে লাগিছে অঙ্গে কঙ্কণের দাগ॥
রজনী বঞ্চিলুঁ আমি রোদন করিঞা।
অন্ত গৃহে গেলা তুমি মোরে দুঃখ দিয়া॥
যেখানে বঞ্চিলে নিশি যাহ তার ঘরে।
প্রভাতে দিয়াছ দেখা আমা দগ্ধাবারে॥

[১৯]

খণ্ডিতা ॥ শ্রীরাধার উক্তি, শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ॥ সিন্ধুড়া ॥

বঁধু কহ না রসের কথা শুনি।
কেমন কামিনী সঙ্গে যাপিলা যামিনী রঙ্গে
কত সুখে পোহালা রজনী ॥ [ধ্রু]
নীল নলিনী আভা কে নিল অঙ্গের শোভা
কাজরে মলিন অঙ্গখানি।
চিকণ চূড়ার ছাঁদ কে নিলে বরিহা ফাঁদ
আজি কেন পিঠে দোলে বেণী ॥ [১]
ধন্য সে বরজ-বধূ যে পিয়ে অধর-মধু
পাষাণে নিশান তার সাথী।
রক্ত উৎপল ফুলে যৈছন[১] ভ্রমর বুলে
ঐছন ফিরয়ে তুন আঁখি ॥ [২]
রচিয়া সিন্দূরের বিন্দু কে নিল চন্দন-ইন্দু[২]
নাসা[৩] ছলে নাকের মুকুতা।
দ্বিজ চণ্ডীদাসে কয় এ কথা অন্যথা নয়
ভালে জানে বৃষভানুসুতা ॥ [৩]

নী ২২৪ ॥
১। যৈছে [র-ম] ॥
২। অমিয়া-সিন্ধু [র-ম] ॥
৩। নাসার [র-ম] ॥

ঢা-বি ১১৫৪ সংখ্যক পুঁথিতে নরহরিদাসের ভণিতায় ইহার অনুরূপ একটী পদ আছে। পদটী এই,—

বন্ধু হে কহ না রসের কথা শুনি।
কেমনে কামিনী সঙ্গে নিশি পোহাইলে রঙ্গে
কত সুখে গোঙাল্যা রজনী ॥
পরায়্যা কাজর-বিন্দু কে নিল চন্দন-ইন্দু
কে না দিল কঙ্কণের দাগ।
অধরের [?] আধা না পাঞা চরণ-সুধা
কাহার কৈর‍্যাছ অনুরাগ ॥

নীল নলিনী আভা কে নিল অঙ্গের শোভা
কাজরে মণ্ডিত মুখখানি।
চাঁচর চূড়ার ছাঁদ কে নিল বয়িহা ফাঁদ
আজি কেন পিঠে দোলে বেণী॥
পরায়্যা কঙ্কণ চুড়ী কে নিল বলয়া কাড়ি
কানে কড়ি নাসায় মুকুতা।
নরহরি দাসে কহে এ কথা অন্যের নহে
ভালে জানে বৃষভানুসুতা॥

[২০]

অনুরাগ॥ শ্রীরাধার উক্তি, পিরীতি-বর্ণনে॥ শ্রী ।

পিরীতি-নগরে বসতি করিব
পিরীতে বাঁধিব ঘর।
পিরীতি দেখিয়া পড়সী করিব
তা বিনু সকল পর॥ [১]
পিরীতি-দ্বারের কপাট করিব
পিরীতে বাঁধিব চাল।
পিরীতে আশকে সদাই থাকিব
পিরীতে গোঁয়াব কাল॥ [২]
পিরীতি-পালঙ্কে শয়ন করিব
পিরীতি-শিথান মাথে।
পিরীতি-বালিসে আলিস তেজিব
থাকিব পিরীতি সাথে॥ [৩]
পিরীতি-সরসে সিনান করিব
পিরীতি-অঞ্জন লব।
পিরীতি ধরম পিরীতি করম
পিরীতে পরাণ দিব॥ [৪]

পিরীতি নাসার বেশর করিব
তুলিবে নয়ান কোণে।
পিরীতি অঞ্জন লোচনে পরিব
দ্বিজ চণ্ডীদাস ভণে॥ [৫]

নী ৩৮৬॥

এই পদটী ঈষৎ পরিবর্ত্তিতরূপে নী-তে ৩৯০ সংখ্যক পদ হিসাবে পুনর্মুদ্রিত হইয়াছে। নী ৩৯০-এর পাঠ (নী-তে 'পীরিতি' বানান আছে)—

পিরীতি নগরে বসতি করিব পিরীতে বাঁধিব ঘর।
পিরীতি পড়শী পিরীতি প্রেয়সী অন্য সকলি পর॥
পিরীতি সোহাগে এ দেহ রাখিব পিরীতি করিব বল।
পিরীতির কথা সদাই কহিব পিরীতে গোঁয়াব কাল॥
পিরীতি-পালঙ্কে শয়ন করিব পিরীতি-বালিশ মাথে।
পিরীতি-বালিশে আলিস করিব রহিব পিরীতি সাথে॥
পিরীতি-সায়রে সিনান করিব পিরীতি-জল যে খাব।
পিরীতি-দুখের দুখিনী যে জন পরাণ বাঁটিয়া দিব॥
পিরীতি-বেশর নাসাতে পরিব রহিব বন্ধুয়া সনে।
হৃদয়-পিঞ্জরে পিরীতি থুইব দ্বিজ চণ্ডীদাস ভণে॥

ক-বি ৩৪৩৬ সংখ্যক পুঁথিতে পদটী যশোদানন্দনের ভণিতায় পাওয়া যায়। এই পুঁথির পাঠ (শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রমোহন বসু—The Padas of Chandidasa, Journal of the Dept. of Letters, Calcutta University, Vol. XVII, পৃঃ ১০।১১)—

পিরীতি নগরে বসতি করিব পীরিতে বান্ধিব ঘর।
পীরিতি কপাট দুয়ারে বসাব পীরিতে গুঁয়াব কাল॥
পীরিতি উপরে শয়ন কোরিব পীরিত বালিস মাথে।
পীরিত বালিসে আলিস ছাড়িব থাকিব পীরিতি সাথে॥
পীরিতি বেসর পরিব নাসীকা দুলাব নয়ান কোনে।
জসদানন্দন জানএ পীরিতি পীরিতি কেহ না জানে॥

॥ ২ ॥ 'আশক'—মূলতঃ আরবী ' 'ইশ্‌ক্' শব্দ-জাত—প্রেম অর্থে ব্যবহৃত। ফারসী ও হিন্দুস্থানীতে (উর্দ্দুতে) বিশেষ প্রচলিত।

[২১]

আক্ষেপানুরাগ ॥ শ্রীরাধার উক্তি, সখী-সম্বোধনে ॥ সিন্ধুড়া ॥

[১]কলঙ্কীর মুখ দেখি কলঙ্ক লাগিবে।
এ জনার মুখ আর দেখিতে না হৈবে ॥ [১]
ফিরি ঘরে যাও নিজ ধরম লইয়া।
[২]এ দেশে না রব মুঞি যাব বারাইয়া ॥ [২]
কাল মাণিকের মালা গাঁথি নিব[৩] গলে।
কানু গুণ যশ কানে পরিব কুণ্ডলে ॥ [৩]
কানু অনুরাগ[৪] রাঙ্গা বসন পরিয়া[৫]।
[৬]দেশে দেশে ভরমিব যোগিনী হইয়া ॥ [৪]
চণ্ডীদাস কহে কেনে হইলা উদাস।
মরণের সাথী যেই সে কি ছাড়ে পাশ ॥ [৫]

নী ২৭১ ; প-ক-ত ৮৪৪ ॥

১। কলঙ্কিনীর মুখ দেখি কলঙ্ক লাগিবে [বৃ-পু] ; দেখিলে কলঙ্কীর মুখ কলঙ্ক লাগিবে [নী ; র-ম] ; দেখিলে কলঙ্কিনীর মুখ কলঙ্ক লাগিবে [প-ক-ত] ॥

২। দেশে দেশে ভরমিব যোগিনী হইয়া [নী ও অন্যত্র] ; গৃহীত পাঠ [প-ক-ত] ॥

৩। নিজ [নী] ; নিব [র-ম ; প-ক-ত] ॥

৪। অনুরাগে [গী-ক (ঘ, চ)] ॥

৫। পরিব [নী] ; পরিয়া [প-ক-ত] ॥

৬। গৃহীত পাঠ [প-ক-ত] ; কানুর কলঙ্ক-পঙ্ক অঙ্গেতে লেপিব [বৃ-পু] ; কানুর কলঙ্ক ছাই অঙ্গেতে লেপিব [নী] ॥

॥ ৪ ॥ তুলনীয়, কৃ-কী—

'মাথা মুণ্ডিআঁ যোগিনী হয়াঁ বেড়ায়িবোঁ নানা দেশে।' (পৃঃ ৩৫০)।

'কাহ্নু বিণি মোঁ যোগিনী হৈবোঁ ভ্রমিবোঁ সকল দেশে॥' (পৃঃ ৩৭৬)।

এই পদটীর তৃতীয় ও চতুর্থ পয়ার দুইটী যদুনাথদাসের ভণিতাযুক্ত একটী পদে প্রায় অবিকৃত ভাবে পাওয়া যাইতেছে (অপ্রকাশিত পদরত্নাবলী, ২৮৩ পদ)। এই পয়ার দুইটীতেই পদটীর বৈশিষ্ট্য। ভাবটী চৈতন্যদেবের পরের যুগের বলিয়া মনে হয়

নী ২৭০ (=প-ক-ত ৮৪৩) সংখ্যক পদের প্রারম্ভে এই পয়ারটী আছে—

'ডাকিয়া শুধাও না প্রাণ আনচান বাসি।
কেবা নাহি করে প্রেম আমি হৈলাম দোষী।'

নী ২৭০ ; পদটীর অবশিষ্ট অংশ ত্রিপদীতে। কোনও কোনও পুঁথিতে পদটীর আদিতে উপরের প্রদত্ত এই পয়ারটী পাওয়া যায়। মূল পদের রচনাকালে এই পয়ারটী ছিল কি না, তাহা জানিবার উপায় নাই। পয়ারটীর নানা পাঠান্তর আছে ; তন্মধ্যে একটী পাঠান্তর ত্রিপদীতে (নী-কর্ত্তৃক প্রদর্শিত যথা—'তোমরা মোরে ডাকিয়া শুধাও না প্রাণ আন্‌চান বাসি')। আর একটী পাঠান্তর আছে, সেটীতে এই পয়ারের প্রথম ছত্রটী এইরূপে পাওয়া যায়—'ডাকিয়া হরিলা মন বিনোদিয়া বাঁশী' [প-র]। 'আনচান' শব্দ শ্রীকৃষ্ণ কীর্ত্তনে 'আনছান' রূপে পাওয়া যায়। হিন্দীর 'অনচৈন' শব্দ 'অন + চৈতন্য' শব্দ-জাত ; প্রাচীন বাঙ্গালা 'আনছান' ও আধুনিক বাঙ্গালা 'আনচান' ধ্বন্যাত্মক শব্দ বলিয়া অনুমান হয়।

---

[২২]
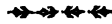
আপেক্ষানুরাগ ॥ শ্রীরাধার উক্তি, প্রিয়-সম্বোধনে ॥ সুহই

[১]কি মোহিনী জান বঁধু কি মোহিনী জান।
অবলার প্রাণ নিতে নাহি তোমা হেন ॥ [১]
ঘর কৈনু [২] বাহির, বাহির কৈনু[২] ঘর

রাতি কৈনু[২] দিবস, দিবস কৈনু[২] রাতি
বুঝিতে নারিনু বঁধু[৪] তোমার পিরীতি ॥ [৩]
কোন্ বিধি সিরজিল[৫] সোঁতের সেহালি[৬]।
এমন ব্যথিত নাই[৭] ডাকে রাধা বলি ॥ [৪]
[৮]বঁধু যদি তুমি মোরে নিদারুণ হও।
মরিব তোমার আগে দাঁড়াইয়া রও[৯] ॥ [৫]
[১০]বাশুলী আদেশে দ্বিজ চণ্ডীদাস কয়।
[১১]পরের লাগিয়া কি আপন পর হয় ॥ [৬]

নী ২৫৪ ॥

১। বঁধু কি জানি মোহিনী জান [প-সং ; কী ; প-ব] ॥

২। কৈলাম [প-র] ॥

৩। 'আপন কৈনু পর' স্থলে 'আপুনি হৈলু পর' [গীতকল্পতরু, খ ঘ পুঁথি] ; আপনা কৈলুঁ পর [ঐ, ক, চ পুঁথি] ॥

৪। শ্যাম [প-র]॥

৫। নিরমিল [কী]॥

৬। সেঁওলি [নী]; সেহালি [প-র]॥

৭। ডাকি বন্ধু বলি [র-ম]॥

৮। নিদারুণ নৈহ বন্ধু নিদারুণ নৈহ [প-সং; কী]; নিদারুণ নহ বন্ধু নিদারুণ নহ [প-র]; বঁধু যদি মোরে…… [র-ম]॥

৯। চাহিও [প-সং; কী]; রহ [প-র]; চাও [গীতকল্পতরু, খ, ঘ পুথি]॥

১০। চণ্ডীদাস বলে এই বাশুলী কৃপায় [নী-ধৃত পাঠান্তর]; চণ্ডীদাস কহে হিয়া শুনিয়া জুড়ায় [কী; প-সং; প-র]॥

১১। এমন পিরীতি আর না দেখি কোথায় [প-সং; কী; প-র]॥

নী-তে দ্বিতীয় পয়ারটী তৃতীয়রূপে এবং তৃতীয়টী দ্বিতীয়রূপে ছিল। বর্ত্তমান ক্রম কীর্ত্তনানন্দ ও পদসংগ্রহের অনুমোদিত। বিভিন্ন কবির পদে দ্বিতীয় ও তৃতীয় পয়ার দুইটী ঈষৎ পরিবর্ত্তিত আকারে পাওয়া যায়।

শ্রীযুক্ত সুকুমার সেন বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের পুঁথি-শালায় রক্ষিত একখানি সুপ্রাচীন পুঁথিতে (পুঁথিসংখ্যা ২৪১৬, ১০৯০ সালের লেখা) "রায় রাঘবেন্দ্র" ভণিতাযুক্ত পদে উক্ত পয়ার দুইটী পাইয়াছেন। পদটী এই—

তুমা না ছাড়িব বন্ধু তুমা না ছাড়িব।
বীরলে পাঞাছি হিয়া মাঝারে রাখিব॥
রাতি কৈলাঙ দিন বন্ধু দিন কৈলাঙ রাতি।
ভুবন ভরিঞা রহিল তুমার খেআতি॥
ঘর কৈলাঙ বন বন্ধু বন কৈলাঙ ঘর।
পর কৈলাঙ য়াপুনি আপুনি হলাঙ পর॥
সকল তেজিয়া দুরে লইলাঙ স্বরণ।
রায় রাঘবেন্দ্র কহে উ রাঙ্গা চরণ॥

পয়ার দুইটী সৈয়দ মর্ত্তুজার একটী পদেও আছে।

ভবানন্দকৃত হরিবংশেও পয়ার দুইটী পাওয়া যায়—

কি বোলিমু আরে নাথ কি বোলিমু আর।
পরিণাম ভাবিতে না ছাড়ি লোকাচার॥
নিঃশ্বাস ছাড়িতে অবসর নাহি ঘরে।
সুখে তোমা সম্ভাষি শাশুড়ী যদি মরে॥

দুই কুলে গোয়াল জাতি কে বা কি না বোলে।
তেঁহ মোর প্রাণ পোড়ে তোমা না দেখিলে॥
ঘর কৈলু বাহির বাহির কৈলু ঘর।
পর কৈলু আপনা আপনা কৈলু পর॥
রাত্রি কৈলু দিবস দিবস কৈলু রাতি।
অঙ্কুরে ভাঙ্গিব জানি যোগের পিরীতি॥
যে ভিন্ন না জানি তারে ভজিলে কি হয়।
ভবানন্দ বোলে উহা দড়াইলে হয়॥ (পৃঃ ৮০)॥

পয়ার দুটীর মূল রচয়িতা কে, জানিবার উপায় নাই। বড়ু চণ্ডীদাস হওয়া অসম্ভব নয়; কিন্তু ভবানন্দের হরিবংশের মত পুস্তক এবং ১০৯০ সালের পুঁথির প্রমাণও অগ্রাহ্য করিতে পারা যায় না।

[২৩]

আক্ষেপানুরাগ॥ শ্রীমতীর উক্তি, স্বগত-কথনে॥ ধানশী॥

[1]কাহারে কহিব মনের মরম[2]
কেবা যাবে পরতীত।
হিয়ার মাঝারে মরম বেদনা
সদাই চমকে চিত॥ [১]
গুরুজন আগে [3]দাঁড়াইতে নারি
[4]সদা ছল ছল আঁখি।
পুলকে আকুল দিক নেহারিতে
সব শ্যামময় দেখি॥ [২]
[5]সখীর সহিতে যমুনা যাইতে
সে কথা কহিবার নয়।
[6]যমুনার জল করে ঝলমল[7]
[8]তাহে কি পরাণ রয়॥ [৩]
[9]কুলের ধরম রাখিতে নারিনু
[10]কহিলাম সবার আগে।
[11]কহে চণ্ডীদাস শ্যাম সুনাগর[12]
সদাই হিয়ায়[13] জাগে॥ [৪]

নী ৩৫৮ ॥ পদটী 'অপ্রকাশিত পদরত্নাবলী'তে স্বর্গীয় সতীশচন্দ্র রায় মহাশয় 'রামচন্দ্র' এই ভণিতায় প্রকাশ করিয়াছিলেন (সংখ্যা ৪১০, পৃঃ ১২৬, ব-সা-প ২০১ সংখ্যক পুঁথিতে প্রাপ্ত)। নী ২৮২ সংখ্যক পদের আরম্ভের ত্রিপদীটীর সহিত এই পদের আরম্ভের ঐক্য আছে ; যথা নী ২৮২—

'কাহারে কহিব মনের মরম কেবা যাবে পরতীত।
কানুর পিরীতি ঝুরি দিবারাতি সদাই চমকে চিত ॥'

নী ২৮২-র অবশিষ্ট অংশটুকু পাওয়া যায় না। পদসুধানিধিতে পদটীর প্রথম পয়ারের দ্বিতীয় ছত্রটী এইরূপ—'কানুর পিরীতি ভাবি দিবারাতি সদাই চমকে চিত ॥'

শ্রীযুক্ত সজনীকান্ত দাস মহাশয়ের প্রাচীন পদসংগ্রহের পুঁথিতে পদটী জ্ঞানদাসের ভণিতায় পাওয়া যায়।

১। মনের মরম কাহারে কহিব [র ২২৭৫] ॥

২। মনের কথা [অপ্রঃ প-র] ॥

৩। বসিতে না পাই [অপ্রঃ প-র] ॥

৪। ছল ছল করে আঁখি [র ২২৭৫] ॥

৫। সখীর সঙ্গে যদি জলেরে যাই সে কথা কহিল নয় [অপ্রঃ প-র] ॥ 'যমুনা যাইতে' স্থলে 'জলেরে যাইতে' [নী] ; গৃহীত পাঠ [র ২২৭৫] ॥

৬। মুকুত কবরী [র ২২৭৫ ; সজনী বাবুর পুঁথি] ॥

৭। করে টলমল [ঢা-মি ৫] ; যমুনার জল [র ২২৭৫ ; সজনীবাবুর পুঁথি] ; আকুল কবরী [অপ্রঃ প-র] ॥

৮। তাহারি [র ২২৭৫] ; ইথে কি [অপ্রঃ প-র] ॥

৯। রাখিতে নারিনু কুলের ধরম [র ২২৭৫] ॥

১০। কহিল তো সভা আগে [র ২২৭৫] ॥

১১। চণ্ডীদাস কহে [র ২২৭৫] ; রামচন্দ্র কহে [অপ্রঃ প-র], জ্ঞানদাস কহে [সজনী বাবুর পুঁথি] ॥

১২। নাগর [অপ্রঃ প-র] ॥

১৩। মরমে [অপ্রঃ প-র] ॥

পদসুধানিধিতে ত্রিপদীটী এই আকারে পাওয়া যায়—

'চণ্ডীদাস কয় কলঙ্কে কি ভয় যে জনা পিরীতি করে।
হৃদি সরোবরে ডুবে থাকি সদা কি করে আপনা পরে ॥'

[২৪]

আক্ষেপানুরাগ ॥ শ্রীরাধার উক্তি, মুরলী-নিন্দনে ॥ তুড়ি ॥

[১]মুরলীর স্বরে রহিবে কি ঘরে
[২]গোকুল-যুবতীগণে।
[৩]কালিয়া নাগর কালি দলি তার
বিষ মিশায়েছে তানে ॥ [১]
কি রঙ্গ লীলা মিলায় শিলা
শুনিলে সে ধ্বনি কাণে।
যমুনা পবন স্থগিত গমন
ভুবন মোহিত গানে ॥ [২]
আনন্দ উদয় শুধু সুধাময়
ভেদিয়া অন্তরে টানে।
[৪]রয়্যা রয়্যা জ্বালা জীয়ে কি অবলা
হানয়ে[৫] মদন বাণে ॥ [৩]
কুলবতী কুল কৈল নিরমূল
নিষেধ নাহিক মানে।
চণ্ডীদাস ভণে রাখিও মরমে
[৬]বাঁশী কি মোহিনী জানে ॥ [৪]

নী ২৬৪ ॥

১। দারুণ মুরলী স্বরে কেমনে রহিব ঘরে [সা-কু ৩]; রহিব কে ঘরে [র ২২৭৪] ॥

২। আকুল গোকুল প্রাণে [ঢা-মি ৫]; গোকুল আকুল প্রাণে [র ২২৭৪, র ২৭৭০; ঢা-বি ১১৮/৮৫ R]; গোকুল আকুল করে বাণে [সা-কু ৩] ॥

৩। কালিয়া নাগর কালিদহে বিষ মিশাঞিয়াছে তার তানে [ঢা-মি ৫]; কালিয়া নাগর কালি দলি তায় বিষ মিশাএেছে তানে [ঢা-বি ১১৮/৮৫ R]; কালিয়া নাগর রসের সাগর বিষ মিশায়েছে তানে [র ২২৭৪, ২৭৭০]; কালিয়া নাগর বাহে কালি দমন তাহে বিষ মিশায়েছে তার তানে [সা-কু ৩]; আকুল হইয়া বাহির হইবে না চাবে কুলের পানে [নী] ॥

৪। রঞা রঞা জালা [র ২২৭৪]; রয়্যা রয়্যা জালা [র ২৭৭০]; মরমে জ্বালা [নী] ॥

৫। হানিল [র ২৭৭০], হানিলে [র ২২৭৪] ॥

৬। গৃহীত পাঠ [র ২২৭৪]; কেমন মোহিনী জানে [ঢা-মি ৫]; কি মোহিনী কালা জানে [নী]; কি যেন মোহিনী জানে [র ২৭৭০]॥

প্রথম ত্রিপদীটীর এই পাঠান্তর নী-তে আছে,—

মুরলীর স্বরে বাহির কি করে গোকুল আকুল প্রাণে।
কালিয়া নাগরে কাল নদী তাহে বিষ মিশাইলা তানে॥

বিষ্ণুপুর পাটরাপাড়া-নিবাসী শ্রীযুক্ত প্রহ্লাদচন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের বাটীর একখানি পুঁথিতে এই পদটী শিবরামের ভণিতায় নিম্নে প্রদত্ত পাঠে পাওয়া গিয়াছে,—

বাঁশীর সরে গো রইব কি ঘরে গোকুলে আকুল প্রাণে।
কালিয়ার তার কালি দলি তায় বিষ মিশাইয়াছে তানে॥
আনন্দ উদয় সুখ সুধাময় শুনিতে সুন্দর কানে।
রঞ্জা রঞ্জা জালা জিয়ে কি অবলা হানিছে মদন বানে॥
কিবা রঙ্গ লীলা মিলায়ে গো শিলা ভেদিয়া হৃদয় টানে।
জমুনা পয় * স্থগিত গমন ভুবন মোহিলা গানে॥
কুলবতীর কুল কল্যা নিরমূল কালা নিসদ না মানে।
শিবরামে কয় ধিরজ কি রয় কি মেনে মো নিদানে॥

'যমুনা পবন' পাঠান্তরও পাওয়া যায়।

[২৫]
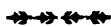
আক্ষেপানুরাগ॥ শ্রীরাধার উক্তি, সখা-সম্বোধনে॥ শ্রীরাগ॥

আমার মনের কথা শুন লো সজনি।
শ্যাম বন্ধু পড়ে মনে দিবস রজনী॥ [১]
কি বা গুণে কি বা রূপে মোর মন বাঁধে।
মুখেতে না সরে বাণী দুটী আঁখি কাঁদে॥ [২]
চিত্তের অনল কত চিতে নিবারিব।
না যায় কঠিন প্রাণ কারে কি বলিব॥ [৩]
চণ্ডীদাস বলে প্রেম কুটিলতা রীত।
কুলধর্ম্ম লোকলজ্জা নাহি মানে চিত॥ [৪]

নী ২৮৪। পদটী র-ম-তে এই ভাবেই পাওয়া—নী-র পাঠান্তর নগণ্য। ক-বি ৩৬১ সংখ্যক পুঁথিতে এই পদের ভণিতা নাই। প-ক-ত-তে এই পদটী একটু পরিবর্ত্তিত আকারে জ্ঞানদাসের ভণিতায় পাওয়া যায় (পদ-সংখ্যা ৯২৩)। প-ক-ত-র পাঠ—

মনের মরম কথা শুন লো সজনি।
শ্যামবন্ধু পড়ে মনে দিবস রজনী ॥ [১]
চিত্তের আগুনি কত চিতে নিবারিব।
না যায় কঠিন প্রাণ কারে কি বলিব ॥ [২]
কোন বিধি সিরজিল কুলবতী বালা।
কে বা নাহি করে প্রেম কার এত জ্বালা ॥ [৩]
কিবা সে মোহন রূপ মন মোর বাঁধে।
মুখেতে না সরে বাণী দুটী আঁখি কাঁদে ॥ [৪]
জ্ঞানদাস কহে সখি এই সে করিব।
কানুর পিরীতি লাগি যমুনা পশিব ॥ [৫]

এই পদটী প-স (পদামৃতসমুদ্র), প-র-সা ও প-র এবং প-ক-ত-র একাধিক পুঁথিতে জ্ঞানদাসেরই ভণিতায় পাওয়া গিয়াছে। প-র-সা-তে অতিরিক্ত এই পয়ারটী আছে—

ঘরে হইতে বাহির বাহির হইতে ঘর।
দেখিবারে করি সাধ নহি সতন্তর ॥

পদামৃত-সমুদ্রের পাঠে পয়ারগুলির ক্রম একটু অন্যরূপ। আরম্ভ প-ক-ত-র পয়ার দিয়া; দ্বিতীয় পয়ারটী প্রায় নী-র অনুরূপ ('কিবা রূপে কিবা গুণে মন মোর বান্ধে। মুখে না নিঃসরে বাণী দুটী আঁখি কান্দে॥')। প-ক-ত-র দ্বিতীয় পয়ার=পদামৃতের তৃতীয় পয়ার, এবং প-ক-ত-র তৃতীয় পয়ার=পদামৃতের চতুর্থ পয়ার। তৎপরে ভণিতার পয়ার এইরূপ:—'জ্ঞানদাস কহে মুঞি কারে কি বলিব। বন্ধুর লাগিয়া আমি সাগরে পশিব॥' প-র-সা-র ভণিতাংশে—'কানুর লাগিয়া আমি অনলে পশিব ॥'

পদসুধানিধিতে জ্ঞানদাসের ভণিতায় নিম্নলিখিত রূপে পদটী মিলিতেছে—

কিবা রূপে কিবা গুণে মন মোর বান্ধে।
মুখেত না সরে বাণী দুটী আঁখি কান্দে॥ [১]
আমার মরম কথা শোন গো সজনি।
শ্যামবন্ধু পড়ে মনে দিবস রজনী ॥ [২]
কোন্ বিধি সিরজিল কুলবতী বালা।
কেবা নাহি করে প্রেম কার এত জ্বালা ॥ [৩]
চিতের আগুনি কত চিতে নিবারিব।
না যায় কঠিন প্রাণ কারে কি বলিব ॥ [৪]
ঘর হইতে বাহির বাহির হৈতে ঘর।
দেখিবারে করি সাধ নহি স্বতন্তর ॥ [৫]
জ্ঞানদাসেতে কহে সেই সে করিব।
কানুর পিরিতি লাগি সাগরে পশিব ॥ [৬]

[২৬]

আক্ষেপানুরাগ ॥ শ্রীরাধার উক্তি, সখী-সম্বোধনে ॥ তুড়ী ॥

কানড় কুসুম জিনি কালিয়া বরণ খানি
তিলেক নয়ানে যদি[১] লাগে ।
ছাড়িয়া[২] সকল কাজ [৩]জাতি কুল শীল লাজ
মরিবে[৪] কালিয়া অনুরাগে ॥ [১]
সই আমার বচন যদি রাখ ।
[৫]ফিরিয়া তাহার পানে [৬]না চাহ নয়ান-কোণে
কালিয়া বরণ যার[৭] দেখ ॥ [ধ্রু]
পিরীতি আরতি মনে যে করে কালিয়া সনে
কখন তাহার নহে ভাল ।
কালিয়া রভস[৮] কলা মনেতে[৯] গাঁথিয়া মালা
জাগিয়া জপিয়া[১০] প্রাণ গেল ॥ [২]
নিশি দিশি অনুক্ষণ প্রাণ[১১] করে উচাটন
বিরহ আনলে জ্বলে[১২] তনু ।
ছাড়িলে ছাড়ন[১৩] নয় পরিণামে কিবা হয়[১৪]
কি মোহিনী জানে কালা কানু ॥ [৩]
দারুণ মুরলী স্বর[১৫] না মানে[১৬] আপন পর
মরমে ভেদিয়া যার থাকে ।
দ্বিজ[১৭] চণ্ডীদাসে কয় তনু মন তার নয়
যোগিনী হইবে[১৮] সেই[১৯] পাকে ॥ [৪]

নী ২৬১ ॥

১। যার [র ২৭৬৯] ॥

২। ছাড়িয়া [মু-শ ; র-ম] ; ছাড়ায় [নী] ; তেজিয়া [প-ক-ত] ; ছাড়য়ে [সা-প ২০১] ॥

৩। তেজি কুল ভয় লাজ [নী ; ঢা-বি ২৬৪৮] ; ধৃত পাঠ [র-ম ; প-ক-ত] ॥

৪। মরিব [নী] ; মরিবে [প-ক-ত ; র-ম ; ঢা-বি ২৬৪৮ ; র ২৭৬৯] ; সে মরে [মু-শ] ॥

৫। ফিরিয়া নয়ান-কোণে না চাহিও তার পানে [নী ; প-ক-ত ; র-ম] ; ফিরিয়া নয়ান কোণে না চাহিও মোর পানে [ঢা-বি ২৬৪৮] ; তাহার পানে [মু-শ] ॥

৬। না চাইহ তার পানে [প-ক-ত]; না চাহ নয়ান কোণে [মু-শ]; না চাহি তাহার পানে [র ২৭৬৯]; না চাহ.কালিয়া পানে [র ২৭৭০]॥

৭। নাহি [র ২৭৬৯]॥

৮। ভূষণ [নী; র-ম]; রভস [প-ক-ত]; কাল যে বরণ [মু-শ]; ঐকেত বরণ [ঢা-পু]॥

৯। গলাতে [ক-বি ২৯৮]॥

১০। জাগিয়া জাগিয়া [গী-ক (ক, খ)]; জপিয়া জাপিয়া [র-ম]; জাগিয়ে জাপিতে [ঢা-পু]; ভাবিয়া জপিয়া [ক-বি ২৯১]॥

১১। মন [ঢা-পু]॥

১২। গেল [র ২৭৬৯]॥

১৩। ছাড়ান নহে [মু-শ]; ছাড়ান নয় [র ২৭৭০]॥

১৪। হএ [মু-শ]॥

১৫। বদন-স্বর [র ২৭৬৯]॥

১৬। জানে [মু-শ]॥

১৭। চণ্ডীদাসেতে কয় [সা-কু ৩; র ২৭৬৯; ক-বি ২৯১; ঢা-বি ২১৮ R]; ঢা-বি ২৭৪৮ পুঁথিতে দ্বিজ শ্যামদাসের ভণিতায় আছে—'দ্বিজ শ্যামদাসে কয়' ইত্যাদি॥

১৮। হইব ঐ [ঢা-বি ২১৮ R]; হইবে ঐ না [সা-কু ৩]; হইব [মু-শ]; হইবে [নী; র-ম; প-ক-ত]; হইবে এই [সা-প ২০১]; হইব সোই [গী-ক (ঘ)]॥

১৯। অই [ঢা-বি ২৮৪৮]॥

পদটীর মধ্যে বড়ু চণ্ডীদাসের ঝঙ্কার অনেকটা পাওয়া যায়—কিন্তু এটী অন্য কবির নামের সহিতও জড়িত হইয়াছিল। চণ্ডীদাসের ভাব এবং কোনও কোনও ছত্রের প্রতিধ্বনি ইহাতে বিদ্যমান থাকা স্বাভাবিক।

(পদকল্পতরু গ্রন্থে এই পদ রূপানুরাগের মধ্যে আছে। আমরা এই একটী পদের জন্য পৃথক্ বিভাগ না করিয়া, ইহাকে আক্ষেপানুরাগের মধ্যে সখী-সম্বোধনে দিলাম। পদের মধ্যে 'রূপ', 'পিরীতি', 'মুরলী'—তিনেরই কথা আছে; সুতরাং এ পদ শুদ্ধ রূপানুরাগের মধ্যে পড়ে কি না, সে বিষয়েও সন্দেহ রহিয়া গেল।)

[২৭]

আক্ষেপানুরাগ ॥ শ্রীমতীর উক্তি, সখীর প্রতি ॥ শ্রী বা ধানশী ॥

সুখের লাগিয়া এ ঘর বাঁধিনু
আগুনে[১] পুড়িয়া গেল।
অমিয়া-সাগরে[২] সিনান করিতে
সকলি গরল ভেল ॥ [১]
[৩]সখি, কি মোর কপালে লেখি।
শীতল বলিয়া ও চাঁদ সেবিনু
ভানুর[৪] কিরণ দেখি ॥ [ধ্রু]
[৫]উচল বলিয়া অচলে চড়িনু
পড়িনু অগাধ জলে।
[৬]লছমী চাহিতে দারিদ্র্য বেড়ল
মাণিক হারানু হেলে ॥ [২]
[৭]নগর বসালেম সাগর বাঁধিলাম
মাণিক পাবার আশে।
সাগর শুখাল মাণিক লুকাল
অভাগীর করম দোষে ॥ [৩]
পিয়াস লাগিয়া জলদ সেবিনু
[৮]বজর পড়িয়া গেল।
[৯]কহে চণ্ডীদাস শ্যামের পিরীতি
মরমে রহল শেল ॥ [৪]

নী ৩১১ মূল। প-ক-ত-তে এই পদটী জ্ঞানদাসের ভণিতায় আছে, আবার বৃন্দাবন দাসের 'রসনির্য্যাস' নামক প্রাচীন (অমুদ্রিত) পদসংগ্রহ গ্রন্থে, প-র-সা-তে ও অন্যত্র চণ্ডীদাসের ভণিতাই মিলিতেছে। পদটী সত্যই কাহার রচনা, তাহা নির্ণয় করা দুঃসাধ্য ॥

স্বর্গীয় সতীশচন্দ্র রায় মহাশয় প-ক-ত-তে সর্ব্বত্র ক্রিয়াপদে 'নু' স্থলে পূর্ব্বরূপ 'লুঁ' ধরিয়াছেন, পাঠান্তরে তাহা আর প্রদর্শন করা হইল না ॥

১। আনলে [প-ক-ত]॥

২। হিল্লোলে [প-র]॥

৩। সখি হে কি মোর করমে লেখি [প-ক-ত]; 'সখি হে' স্থলে 'সই' [প-র-সা ; প-র] ॥

৪। রবির [প-ক-ত]; ভানুর [নী ; প-র ; প-র-সা]॥

৫। নিচল ছাড়িয়া উচলে উঠিতে (পাঠান্তর উঠিলুঁ) পড়িলুঁ অগাধ জলে [প-ক-ত]; উচল হইতে নিচলে চাপিয়া [র-ম-ধৃত প্রাচীন কাব্যসংগ্রহের পাঠান্তর]॥

৬। লছিমী চাহিতে দারিদ্র্য বাঢ়ল [প-ক-ত]; লছমী সেবিতে দারিদ্র্য বেঢ়ল [র-ম]॥

৭। এই পুরা ত্রিপদীটী প-ক-ত-তে নাই॥

৮। পাইনু বজর তাপে [প-র-সা ; র-ম ও নী-ধৃত পাঠান্তর]॥

৯। জ্ঞানদাস কহে কানুর পিরিতি মরণ অধিক শেল [প-ক-ত] ; হৃদয়ে রহিল শেল [প-র] ; জ্ঞানদাস কহে পিরীতি করিয়া পাছে কর অনুতাপে [নী ও র-ম-ধৃত পাঠান্তর ; প-র-সা]॥

[২৮]
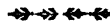
আক্ষেপানুরাগ॥ শ্রীরাধার উক্তি, স্বগত-কথনে॥ শ্রী॥

পিরীতি বলিয়া এ তিন আখর
এ তিন ভুবন[১]-সার।
এই মোর মনে [২]হয় রাতি দিনে
ইহা বই নাহি আর॥ [১]
বিহি একচিতে[৩] ভাবিতে ভাবিতে
নিরমাণ কৈল 'পি'।
[৩]রসের সায়রে [৪]মথন করিয়া
তাহে উপজিল 'রী'॥ [২]
[৫]পুন যে মথিয়া অমিয়া হইল
তাহে ভিয়াইল 'তি'।
সকল সুখের এ তিন আখর
তুলনা[৬] দিব যে কি॥ [৩]
যাহার মরমে পশিল[৭] যতনে
এ তিন আখর সার।
ধরম করম সরম ভরম
কি বা জাতি কুল তার[৮]॥ [৪]

এ হেন পিরীতি না জানি কি রীতি
পরিণামে কি বা[৯] হয়।
পিরীতি বন্ধন[১০] [১১]বড়ই বিষম
দ্বিজ চণ্ডীদাসে কয়॥ [৫]

নী ৩৭৯। এই পদ ও পরবর্ত্তী পদের মধ্যে সাদৃশ্য লক্ষণীয়—পরবর্ত্তী পদটী নী-তে খণ্ডিত আকারে মিলিতেছে॥

১। ভুবনের [ঢা-মি ২১ জ]॥

২। কি বা রাত্র দিন [ঢা-মি ২১জ]॥

৩। সুধার সায়রে [নী]; সুখের সাগর [ঢা-মি ২১ জ]; গৃহীত পাঠ [র-ম]॥

৪। মন্থন করিতে [ঢা-মি ২১ জ]॥

৫। গৃহীত পাঠ [র-ম]; পীরিতি রসের সায়র মথিয়া তাহে উপজিল রি [নী]; অমিয় মথিয়া যে রস হইল তাহে ভিয়াওল তি [ঢা-মি ২১জ]; অমিঞা ছানিঞা তাহে উপজিল তাহে ভিজাইল তি [ঢা-বি ২১৮R]॥

৬। তুলনা [ঢা-মি ২১জ ; র-ম]; উপমা [নী]॥

৭। লাগিল [ঢা-মি ২১জ]॥

৮। আর [ঢা-মি ২১ জ]; কি তার জনমে আর [নী-প্রদত্ত পাঠান্তর]॥

৯। জানি [নী]; কিবা [র-ম ; ঢা-মি ২১জ]॥

১০। পরাণ [ঢা-মি ২১জ]; বন্ধন [র-ম ; নী]॥

১১। না যায় খণ্ডন [নী]; বড়ই বিষম [র-ম ; ঢা-বি ২১৮R]; দুখ সুখ মান [ঢা-মি ২১ জ]॥

[২৯]

আক্ষেপানুরাগ॥ শ্রীরাধার উক্তি, পিরীতি-গঞ্জনে॥ শ্রী ॥

পিরীতি বলিয়া এ তিন আখর
বিদিত ভুবন মাঝে।
তাহে যে পশিল সেই সে জানিল
কি তার কুল ভয় লাজে॥ [১]

বেদ-বিধি পর সব অগোচর
ইহা কি জানএ[১] আনে।
রসে গর গর রসের অন্তর
সেই সে মরমে জানে ॥ [২]
তুহুঁক অধর সুধারস বাণী
তাহে উপজিল 'পি'।
হিয়ায় হিয়ায় পরশ করিতে
তাহার তুলনা কি ॥ [৩]
কহে চণ্ডীদাস শুন বিনোদিনী
পিরীতি রসের ভোর।
পিরীতি করিয়া ছাড়িতে নারিবে
আপনি হইবে চোর ॥ [৪]

নী ৩৮৫। নী-প্রদত্ত পাঠ খণ্ডিত॥

১। প্রাপ্ত পাঠে 'জানে'; ছন্দের অনুরোধে 'জানএ' রূপ গৃহীত হইল॥

কৃষ্ণদাস-কৃত রত্নসার গ্রন্থে (ক-বি ১১১১ পুঁথিতে) এই পদটী পরিবর্ত্তিত পাঠে তরুণী-রমণের ভণিতায় পাওয়া যাইতেছে। ক-বি ১১১১ পুঁথির পাঠ এইরূপ (শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রমোহন বসু কর্ত্তৃক The Padas of Chandidasa, Journal of the Department of Letters, Calcutta University, Vol. XVI-এর ৭৭ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত)—

ইহা জানি চণ্ডীদাস তরনিরমণ। গিত ছন্দে গাইলেন পিরিতি সে ধন॥ তথাহি পদং।

পিরিতি বলিয়া তিনটী আখর বিদিত ভুবন মাঝে।
জাহারে পসিল সেই সে মজিল কি তার কলঙ্ক লাজে॥
{ তুহার অধর সুধারস পানে তাহে উপজিল পি।
নয়ানে নআনে বান বরিখনে তাহে উপজিল রি॥
হিয়ায় হিয়ায় পরস করিতে তাহে উপজিল তি।
এ তিন আখর অতি মনহর ইহার তুলনা কি॥
তাহে দুখ সুখ হয় পরতেক সদাই সুখের পারা।
তরনি রমন করে নিবেদন মরিলে না জায় ছাড়া॥

ক-বি পুঁথির দুইটী ত্রিপদী ({ বন্ধনী দ্বারা চিহ্নিত) 'সিদ্ধান্তচন্দ্রোদয়ে'ও ঈষৎ পাঠান্তর সহ পাওয়া যায় (শ্রীযুক্ত সুকুমার সেন, সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ৪০ বর্ষ, ১ম সংখ্যা, পৃষ্ঠা ৩২)॥

[৩০]

আক্ষেপানুরাগ ॥ শ্রীরাধার উক্তি, পিরীতি-গঞ্জনে ॥ তোড়ী ॥

[১]কি না জ্বালা হৈল মোরে কানুর পিরীতি।
আঁখি ঝুরে[২] পুলকিত[৩] প্রাণ কাঁদে নিতি ॥ [১]
[৪]খাইতে সোয়াথ নাহি নিন্দ গেল দূরে।
[৫]নিরবধি প্রাণ মোর কানু করি ঝুরে ॥ [২]
পহিল পাউসের[৬] মীন মরণ না জানে[৭]।
নব অনুরাগে চিত[৮] ধৈরজ[৯] না মানে ॥ [৩]
[১০]এ না রস যে না জানে সে না আছে ভাল।
হৃদয়ে বিঁধিল[১১] মোর কানু-প্রেম-শেল ॥ [৪]
নিগূঢ় পিরীতি খানি[১২]আরতির[১৩] ঘর।
[১৪]বড়ু চণ্ডীদাস ইথে পড়িল ফাঁফর ॥ [৫]

নী ৩৫৫ ॥

১। গৃহীত পাঠ [প-র-সা]; কি হইল মোর কানুর পিরিতি [ঢা-বি ২৬৪৮]; কি হৈল মোর কানুর পিরীতি [নী; র-ম]; কি হৈল কি হৈল মোরে—[প-ক-ত; পদসুধানিধি; র ২৭৭০; ক-বি ২৯১]; কি না জানি হৈল মোরে—[প-সং]; কি না জানি হৈল মোর—[কী]; কি হৈল কি হৈল মোরে শ্যামের—[ক-বি ২৯৮]; কি না হৈল সখী মোরে—[প-র]; কি না হৈল মোর এ—[ঢা-পু]; কি না হৈল কানুর পিরিতি [ঢা-বি ২৩৫৩]; কি না জ্বালা হৈল কালা কানুর পিরীতি [কীর্ত্তনীয়া শ্রীযুক্ত ফটিকচন্দ্র চৌধুরী কর্ত্তৃক গীত পাঠ]॥

২। ঝুরে [র-ম; প-ক-ত; র ২৭৬৯, ২৭৭০; কী; ক-বি ২৯৮]; মোরে [নী]; ঝরে [গী-ক (ঘ)]; দিবা নিশি প্রাণ কাঁদে আঁখি ঝুরে নিতি [পদসুধানিধি]॥

৩। সদা মোর [ক-বি ২৯৮]; পুলকেতে [নী]; পুলকিত [র-ম; প-ক-ত; র ২৭৬৯, ২৭৭০; ঢা-বি ২৩৫৩, ২৬৪৮; কী]; তনু কান্দে নিতি [ঢা-বি ২৩৫৩]॥

৪। গৃহীত পাঠ [ক-বি ৬৩১]; সেই হইতে স্বস্তি নাই নিদ গেল দূরে [পদসুধানিধি; শুইলে সোয়াস্তি নাই নিদ গেল দূরে [নী]; সেই হৈতে স্বস্তি নাহি [র ২৭৭০; ক-বি ২৯৮]; নিদ গেও [প-সং]; নিন্দ গেল [পু-ক-ত]; সুইতে সোয়াস্ত্য নাই [ঢা-বি ২৬৪৮]; খাইতে সোয়াস্থ নাই [ঢা-বি ২৩৫৩]॥

৫। কানু কানু করি প্রাণ নিরবধি ঝুরে [ঢা-বি ২৬৪৮; নী]; 'নিরবধি' স্থলে 'দিবানিশি' [পদসুধানিধি; ঢা-মি ৫]; কানু লাগি প্রাণ মোর—[র ২৭৭০]; দিবানিশি কানু লাগি প্রাণ মোর ঝুরে [ফটিকচন্দ্র চৌধুরী]; নিরবধি প্রাণ মোর কানু লাগি ঝুরে [ক-বি ৬৩১]; নিরবধি প্রাণ মোর কানু করি ঝুরে [ঢা-বি ২৩৫৩]॥

৬। পহিল পাউথের [পদসুধানিধি]; পানীর [র-ম]; পুখুরের [ঢা-বি ২৩৫৩]; পালুক [সা-প ২০১]; পাউক [কী]; পাউসে [ঢা-বি ২৬৪৮]; নবীন পাউসের [নী]॥

৭। গুণে [র ২২৭৪]; গণে [ঢা-বি ২৩৫২]॥

৮। তনু [ঢা-মি ৫]; অনুরাগ চিত [ঢা-বি ২৬৪৮]॥

৯। নিষেধ [নী]; ধৈরজ [কী; প-সং; প-ক-ত; র-ম]; নিবোধ [ঢা-বি ২৩৫৩, ২৬৪৮; ক-বি ৩৩১]॥

১০। যে না জানে এ না রস [প-সং]; ইহ রস—[পদসুধানিধি]; যে না বুঝে [ক-বি ৩৩১; ঢা-বি ২৩৫৩]; গৃহীত পাঠ [নী; ঢা-বি ২৬৪৮]॥

১১। পশিল [প-ক-ত; পদসুধানিধি]; রহিল [র-ম]; লাগিল [প-র]; হৃদয় বিন্ধিলে মোর কানুর [ঢা-বি ২৩৫৩]॥

১২। প্রাণথানি [ক-বি ২৯৩]॥

১৩। আগুনের [প-সং; কী; প-র]; আরতির [নী, ও অন্যত্র]॥

১৪। সা-কু ৬ এবং ক-বি ২৯৩ পুঁথিতে 'বড়ু চণ্ডীদাস' ভণিতা আছে। ইথে চণ্ডীদাস কবি হইল ফাঁফর [নী]; 'কবি' স্থলে 'বড়ু' [র-ম; প-ক-ত; পদসুধানিধি]; তবে [র ২২৭৪; ঢা-বি ২১২৮R]; কহে চণ্ডীদাস ইথে পড়িল ফাঁফর [সা-কু ৩]; দ্বিজ চণ্ডীদাস কহে পড়িল ফাঁফরে [ঢা-মি ৫]; ইথে চণ্ডীদাস তবে পড়িল ফাঁফর [প-সং; র ২১১০; ক-বি ২৯৮]॥

ঢা-বি ২৩৫৩ পুঁথিতে ভণিতার শেষ পয়ারটী নাই।

ঢা-মি ৫ পুঁথিতে ৭ ও ৮-এর পংক্তিদ্বয় নাই; ও রতন লাইব্রেরীর ২১৬৯ পুঁথিতে ৮ ও ৯-এর পংক্তিদ্বয় নাই; র ২১৬৯-এর ভণিতা এইরূপ—

এ না রস যে না জানে সে না আছে ভাল।
ইথে চণ্ডীদাস ফাঁফর পড়িল॥

ঢা-বি ২৬৪৮-এ যদুনাথদাসের ভণিতা পাওয়া যায়—'ইথে জদুনাথ দাস পড়িল ফাঁপড়।' রসকল্পবল্লীর ক-বি পুঁথিতে এই পদটীর রচয়িতা হিসাবে কপালটুকীতে অন্য নাম কাটিয়া চণ্ডীদাসের নাম দেওয়া আছে, কিন্তু উক্ত গ্রন্থের ঢা-বি পুঁথিতে এই পদ জ্ঞানদাসের বলিয়া ধরা হইয়াছে। পদটীতে বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রেষ্ঠ রচনার ঝঙ্কার আছে, তথাপিও প্রাচীন পুঁথিতে মতান্তর থাকায় আমরা ইহাকে 'পরিশিষ্ট' শ্রেণীতেই রাখিলাম।

মুর্শিদাবাদ জিলা নিবাসী (দৌলতগঞ্জ ডাকঘর) কীর্ত্তনিয়া শ্রীযুক্ত ফটিকচন্দ্র চৌধুরী মহাশয়কে কীর্ত্তনকালে চতুর্থ পয়ারটীর পরিবর্ত্তে আমরা এই পয়ারটী গান করিতে শুনিয়াছি—'শিশুকাল হৈতে আমি শ্যাম-অনুরাগী। যে মোরে ত্যজিতে বলে হবে বধভাগী॥' ইহাঁকর্ত্তৃক গীত পদের পাঠে চণ্ডীদাসেরই ভণিতা আছে।

সাহিত্য-পরিষদের ৯৮২ সংখ্যক পুঁথিতে শ্রীযুক্ত সুকুমার সেন 'নরহরি'র (খুব সম্ভব নরহরি সরকারের) ভণিতায় পদটী পাইয়াছেন এবং এটী নরহরির ভণিতায় পদামৃতসমুদ্রেও (নরহরির একমাত্র কবিতারূপে) আছে, সে বিষয়ে তিনি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। সাহিত্য-পরিষদের পুঁথির পাঠ এই—

কি না হৈল সই মোরে কানুর পিরিতি।
আঁখি ঝুরে পুলকেতে[১] প্রাণ কাঁদে নিতি ॥
খাইতে সোয়াথ নাহি নিন্দ গেল দূরে।
নিরবধি প্রাণ মোর কানু[২] লাগি ঝুরে ॥
[৩]যে না জানে এই রস সেই আছে ভাল।
মরমে রহল মোর কানু প্রেম শেল ॥
নবীন পাউথে[৪] মীন মরণ না জানে।
শ্যাম অনুরাগে চিত ধৈরজ না মানে ॥
আগমে পিরিতি মোর নিগমে তরাস[৫]। (=নিগমেতে সার)
কহে নরহরি মুঞি পড়িনু[৬] পাথার ॥

পদামৃত-সমুদ্রের পাঠান্তর (পৃঃ ৪১৪-৪১৫, বহরমপুর-সংস্করণ)—

১। পুলকিত।
২। কাহ্নু।
৩। যে না জানে এ না রস সেই সে আছে ভাল।
৪। পাউথ।
৫। নিগমে ত সার।
৬। পড়িলুঁ।

রসকল্পবল্লীর পাঠ—[কলিকাতার পুঁথি] বড়ু চণ্ডীদাস ঠাকুর।

কি না হৈল্য মোরে সেই কানুর পিরিতি।
আঁখি ঝুরে পুলকিত প্রাণ কান্দে নিতি ॥
নবীন পাউসের মীন মরণ না জানে।
নব অনুরাগে চিত নিরোধ না মানে ॥
খাইতে সোয়াস্ত নাই নিন্দ গেল দূরে।
নিরবধি প্রাণ মোর কানু করি ঝুরে ॥
জে না জানয়ে ওনা রস সে না আছে ভাল।
হৃদয়ে রহল মোর কানু প্রেম শেল ॥
ঘর কৈলুঁ বাহির বাহির কৈলুঁ ঘর।
পর কৈলুঁ আপনা আপন কৈলুঁ পর ॥

[ঢাকা মিউজিয়মের পুঁথি (১৬৬৩ শকাব্দায় অনুলিখিত)] জ্ঞানদাস ঠাকুর ॥ অথ দৈন্য ॥

কি না হইল সই কানুর পিরিতি।
আখি ঝুরে পুলকিত প্রাণ কান্দে নিতি॥
নবিন পাওখে মীন মরণ না জানে।
নব অনুরাগে চিত নিরোধ না মানে॥
জে না জানে প্রেম রস সে না আছে ভাল।
হৃদয়ে রহল মোর কানু প্রেম শেল॥
খাইলে সোয়াস্থ নাহি নিন্দ গেল দুরে।
নিরবধি প্রাণ মোর কানু করি ঝুরে॥

[৩১]

আক্ষেপানুরাগ॥ শ্রীরাধার উক্তি, সখীর প্রতি, গুরুজনাদি-নিন্দনে॥ পটমঞ্জরী ॥

নিশ্বাস ছাড়িতে না দেয় ঘরের[১] গৃহিণী।
বাহিরে বাতাসে ফাঁদ পাতে[২] ননদিনী॥ [১]
[৩]শুন শুন প্রাণপ্রিয় সই।
[৪]তুমি সে আমার হও তেঁই তোমায় কই॥ [২]
বিনি ছলে [৫]ছল করি সদাই ধরে চুরি[৬]।
হেন মনে করে জলে প্রবেশিয়া মরি॥ [৩]
সতী সাধে দাঁড়াই[৭] যদি সখীগণ সঙ্গে।
পুলকে পূরয়ে তনু শ্যাম-পরসঙ্গে॥ [৪]
পুলক ঢাকিতে নানা[৮] করি পরকার।
নয়নের ধারা মোর বহে অনিবার॥ [৫]
[৯]পোড়া লোকে না জানে পিরীতি বলে[১০] কারে।
[১১]তুমি যদি বল্য সমাধান দেই[১২] ঘরে॥ [৬]
[১৩]চণ্ডীদাস বলে শুন আমার যুকতি।
[১৪]অধিক যাতনা যার অধিক পিরীতি॥ [৭]

নী ২৯৬। ঢা-বি ২৬৪৮-এ পদটী সম্পূর্ণ পাওয়া যায়, কিন্তু আরম্ভ 'শুন শুন প্রাণ-প্রিয় সই' ইত্যাদি পয়ার লইয়া। ৩-এবং ৪এর পংক্তিদ্বয় কী-তে নাই॥

১। গৃহের [র ২৭৬৯]॥

২। পাড়ে [গী-ক (খ)]॥

৩। শুন প্রাণের প্রিয় সই [ক-বি ২৯১]॥

৪। তুমি সে আমার তেঁই তোমার আগে কই [ক-বি ২৯১ ; ঢা-বি ২৬৪৮ ; র ২৭৭০]; তুমি সে আমার হও তেঁই তোমার আগে কই [র ২৭৬৯ ; ঢা-মি ৫]॥

৫। গৃহীত পাঠ [প-সং ; কী ; মু-শ]; ছার দেশে [নী]; ছলে সে [প-ক-ত]; ছলিতে সে [ঢা-মি ৫]; ছুঁইতে [র ২২৭৪, ২৭৭০ ; ক-বি ২৯১ ; ঢা-বি ২১৮/৮৫ R]; ছলয়ে সদাই ধরে চুলি [র-ম]; সমগ্র পংক্তি—

বিনি ছলে ছুতা পাতে সদাই ধরে চুরি [ঢা-বি ২৬৪৮]॥

বিনি ছলে ছুঁইতে সদাই করে চুরি [র ২৭৬৯]

৬। চুরি [নী]; চুলি [নী-প্রদত্ত পাঠান্তর, ও অন্যত্র কচিৎ]॥

৭। দণ্ডাই [র ২৭৬৯]; না দাঁড়াইয়ে [ঢা-বি ২৬৪৮]; পাতাই [ক-বি ২৯১]; যদি থাকি [ব ২৭৭০]; 'যদি' শব্দ গী-ক (ক, খ) ও প-র-সা এবং প-র পুঁথিতে নাই॥

৮। নানা করি [নী ; ঢা-বি ২৬৪৮]; করি কত [প-র ; প-সং]; কত করি [ঢা-মি ৫]; পুলক কাটিতে নানা [ঢা-বি ২১৮/৮৫ R]॥

৯। পাড়ার লোকে [প-ক-ত ; প-সং ; কী]॥

১০। বলি [প-ক-ত; র ২৭৬৯]॥

১১। তুমি যদি বল সই সমাধিয়ে ঘবে [নী]; তুমি বল নিজ মনে সমাধিয়ে ঘরে [ঢা-মি ৫]; তুমি যদি বল সমাধান দিয়ে ঘরে [ঢা-বি ২৬৪৮]; সমাধান দিয়ে তারে [প-সং ; কী]; সমাধিয়ে [ঢা-বি ২১৮/৮৫ R]; তুমি যদি বল সই নিষেধিয়ে ঘরে [সা-কু ৩]; গৃহীত পাঠ [নী-ধৃত পাঠান্তর ও প-ক-ত অনুসারে]॥

১২। দিয়ে [প-ক-ত]॥

১৩। ভণিতার পয়ারটী ঢা-বি ২৬৪৮ পুঁথিতে যদুনাথ দাসের নামে এইরূপ পাওয়া যায়, 'যদুনাথ দাস কহে আমার যুগতি। অধিক জাতনা জার দ্বিগুণ পিরীতি॥'

১৪। অধিক যাতনা যার দ্বিগুণ পিরীতি [নী]; অধিক জ্বালা যার তার অধিক পিরীতি [র-ম]; অধিক জ্বালা তার যার—[প-ক-ত]; অধিক যাতনা যার তার অধিক পিরীতি [প-সং ; কী]। ছন্দের অনুরোধে 'তার' শব্দটী ত্যাগ করিয়া শেষোক্ত পাঠ গ্রহণ করা হইয়াছে॥

পদটী সাধারণতঃ চণ্ডীদাসের ভণিতায় মিলিলেও, দুইখানি পুঁথিতে 'যদুনাথ দাস' ভণিতায় পাওয়া যাইতেছে ; ঢা-বি ২৬৪৮ (উপরে উদ্ধৃত), এবং ঢা-বি ২৩৫৩ পুঁথির পাঠ দেখিয়া মনে হয়, দুইটী বিভিন্ন পদ ইহাতে মিলিয়া গিয়াছে ; ঢা-বি ২৩৫৩ পুঁথির সম্পূর্ণ পাঠটী এই (পাঠটীও যথেষ্ট বিকৃত) :—

পরাণ পিয়া সই। তুমি সে আমার তেঞ্চি তোমার আগে কই॥
নিশ্বাস ছাড়িতে নাই ঘরের ঘরণি। বাহিরে বাতাসে ফাঁদ পাতে ননদিনী॥
নানা ছলে ও সে সদাই ধরে চুরি। হেন মনে করে জলে প্রবেশিয়া মরি॥
ভাবিতে চিন্তিতে মোর হেন করে হিয়া। বিরলে বসিয়া কাঁদি কালাগুণ সোঙরিয়া॥
বন্ধুর পিরীতি মোর পাষাণের রেখা। কি খেনে আনিঞা বিধি করিঞাছে দেখা॥
ছার লোকে* না বুঝে পিরীতি বলে কারে। তুমি যদি বোল সমাধান দিয়ে ঘরে॥
যতুনাথ কহে এ নহে জুগতি। যতেক যন্ত্রণা তার দ্বিগুণ পিরীতি॥

পদটীর রচয়িতা কে, তাহা জানিবার উপায় নাই। তবে আমাদের দেখা অধিকাংশ পুঁথিতে পদটী চণ্ডীদাসের ভণিতাতেই পাওয়া গিয়াছে।

---

[৩২]
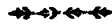
আক্ষেপানুরাগ॥ শ্রীরাধার উক্তি, সখী-সম্বোধনে॥ শ্রী বা সিন্ধুড়া বা বেলোয়ার

কানু সে জীবন জাতি প্রাণ ধন
দুখানি আঁখির তারা।
পরাণ অধিক হিয়ার পুতলী
নিমিখে নিমিখে হারা॥ [১]
তোরা কুলবতী ভজ নিজ পতি
যার মনে যেবা লয়।
ভাবিয়া দেখিলাম শ্যাম বন্ধু বিনা
আর কেহ মোর নয়॥ [২]
কি আর বুঝাও ধরম করম
মন সতন্তর নয়।
কুলবতী হৈয়া পিরীতি আরতি
আর কার জানি (=জনি?) হয়॥ [৩]
যে মোর করমে লিখন আছিল
বিহি ঘটায়ল মোরে।
তোরা কুলবতী দেখিলুঁ যুকতি
কুল লইয়া থাক ঘরে॥ [৪]

গুরু দুরজন বলে কুবচন
সে মোর চন্দন চুয়া।
শ্যাম অনুরাগে এ তনু বেচিনু
তিল তুলসী দিয়া॥ [৫]
পড়শী দুর্জ্জন বলে কুবচন
না যাব সে লোক পাড়া।
চণ্ডীদাস কয় কানুর পিরীতি
জাতি কুল শীল ছাড়া॥ [৬]

নী ২৯৯। পদটী জ্ঞানদাসের রচিত—নী জ্ঞানদাসের ভণিতার পাঠান্তর দিয়াছেন, এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তিনখানি পুঁথিতে এই পদে জ্ঞানদাসেরই ভণিতা আছে। উপরে প্রদত্ত পাঠ নী অবলম্বন করিয়া—কিন্তু দুই একটী স্থলে অন্য পুঁথির পাঠ অনুসারে একটু পরিবর্ত্তিত করা হইয়াছে। ঢাকার পুঁথিতে বিভিন্ন ত্রিপদীর কলিগুলির (বা ত্রিপদীগুলির) একটু অদল-বদল দেখা যায়। নিম্নে ঢাকার পুঁথি তিনখানির পাঠ প্রদত্ত হইল।

[১] ঢা-বি—২৬৫৮। পত্র ৮৩ খ। প্রাপ্তিস্থান ঢাকা।

সিন্ধুড়া।

কানু সে জীবন জাতি প্রাণ ধন
দুখানি আঁখির তারা।
পরাণ অধিক হিয়ার পুতলী
নিমিখে নিমিখে হারা॥
তোমরা কুলবতি ভজহ নিজ পতি
(জার মনে) যেবা লয়।
ভাবিয়া দেখিলুঁ শ্যাম বন্ধুয়া বিনু
আর কেহ মোর নয়॥
সই কি আর বুঝাও ধরম বিচার
মন সতন্তর নয়।
কুলবতি হইয়া রসের পরাণ
আর কার জানি হয়॥
যে মোর করমে লিখন আছিল
বিহি ঘটাওল মোরে।
তোমরা কুলবতি দেখিলে মুকতি
কুল লইয়া থাক ঘরে॥

গুরু পরিজন বোলে কুবচন
না যাব সে লোক পাড়া।
জ্ঞানদাস কহে কানুর পিরিতি
জাতি কুল সিল ছাড়া॥

[২] ঢা-বি ২৬৪৭। পত্র ১২৪ খ। প্রাপ্তিস্থান ঢাকা।

বেলোয়ার।

কানু সে জীবন জাতি প্রাণ ধন
দুটি আঁখির তারা।
হিয়ার ভিতরে পরাণ পুতলি
নিমিখে নিমিখে হই হারা॥
কি মোরে বুঝাহ ধরম বিচার
মন সতন্তর নয়।
কুলবতি হৈয়া রসের পরাণ
আর কার জানি হয়॥
গুরু দুরুজন বোলে অনুক্ষণ
যে যার মনেতে লয়।
নিশ্চয় করিয়া মনে দঢ়াইলুঁ
শ্যাম বিনে কেহ মোর নয়॥
যে মোর কপালে আছিল লিখন
বিধি ঘটাইল মোরে।
তোমরা কুলবতি ভজ নিজ পতি
কুল লঞা থাক ঘরে॥
কুলবতিগণ বলে কুবচন
না যাব সে লোক পাড়া।
জ্ঞানদাস কহে কানুর পিরীতি
লোক বেদ সব ছাড়া॥

[৩] ঢা-বি ২৩৫৩। পত্র ৩৬ খ। প্রাপ্তিস্থান শ্রীখণ্ড, বর্দ্ধমান

সিন্দুড়া।

সই কানু সে জীবন জাতি পরাণ ধন
দুখানি আখ্যের তারা।
পরাণ অধিক হিয়ার পুতলি
নয়ান নিমিখে হএ হারা॥

কি আর বুঝাও মোরে ধরম বিচার
মন সতন্তর নয়।
কুলবতী হৈয়া রসের পরাণ
আর কারো জানি নয়॥
তোমরা কুলবতি ভজহ নিজ পতি
যার যেই মনে লয়।
ভাবিয়া দেখিলুঁ শ্যাম বন্ধু বিনু
আর কেহ মোর নয়॥
যে মোর করমে আছিল লিখন
বিধি ঘটাওল মোরে।
তোমরা কুলবতি দেখিলুঁ যুকতি
কুল লঞা থাক ঘরে॥
গুরু দুরুজন বলে কুবচন
না জাব সে লোক পাড়া।
জ্ঞানদাস কহে কানুর পিরিতি
জাতি কুল শিল ছাড়া॥

[৩৩]

আক্ষেপানুরাগ॥ শ্রীরাধার উক্তি, সখী-সম্বোধনে ॥ ধানশী ॥

না বল না বল সখি না বল এমনে।
পরাণ বাঁধিয়া আছি সে বঁধুর সনে॥ [১]
ত্যজিলে কুল শীল এ লোকলাজ।
কি গুরু গৌরব গৃহের কাজ॥ [২]
ত্যজিয়ে সব লেহা পিরীতি কৈনু।
যে হইবে বিরতি ভাবে ত্যজিয়া মৈনু॥ [৩]
যে চিতে দঢ়ায়েছি সেই সে হয়।
ফেলিল বাণ যে রাখিল নয়॥ [৪]
ঠেকিল প্রেম-ফাঁদে সকলি নাশ।
ভালে সে চণ্ডীদাস না করে আশ॥ [৫]

নী ৩২১ ॥

১। নী-ধৃত পাঠ 'দাঁড়ায়েছি'; গৃহীত পাঠ ঢা-বি পুঁথিদ্বয় অনুসরণ করিয়া। পদটী অন্যত্র জ্ঞানদাসের ভণিতায় পাওয়া যায়। যথা—

[ঢা-বি ২৬৪৮, পত্র ৮৪ক; প্রাপ্তি-স্থান ঢাকা]

মল্লার

না বল না বল সখী না লয় মনে।
পরাণ বান্ধিয়াছো সে বন্ধু সনে॥
তেজিলুঁ কুল শীল এ লোক লাজ।
কি গুরু গৌরব এ গৃহ কাজ॥
তেজি সব নেহা পিরিতি করিলুঁ।
যে মোরে বলে তারে জীয়ন্তে মইলুঁ॥
কি কাজ করিতে কি হেন পারা।
পতির পিরিতি বিষের জালা॥
যে চিতে দড়াইয়াছি সেই সে হয়।
খেপিল বাণ যেন রাখল নয়॥
ঠেকিলে প্রেমের ফাঁদে সকলি নাসে।
ভাল সে জ্ঞানদাস না করে আসে॥

এই পদটী ঢা-বি ২৩৫৩ নং পুঁথিতে ভণিতাহীন অবস্থায় নিম্নলিখিতরূপে পাওয়া গিয়াছে। পদের আগাগোড়া সবই উলট-পালট অবস্থায় আছে, ইহা লক্ষ্য করিবার বিষয়।

সুহই॥

কি কাজ করিতে কি হেন পারা।
পতির পিরিতি বিষের জালা॥
যে চিতে দড়াঞাছি সেই সে হয়।
খেপিল বাণ যেন রাখিল নয়।
তেজিলুঁ কুল শীল এ লোক লাজ।
এ গুরু গৌরব এ গৃহ কাজ॥
যে নব নেহা নিছনি কৈলুঁ।
যে মোরে বোলে তার জীয়ন্তে মইলুঁ॥
না বোল না বোল সখি কিছু না লয় মনে॥
সে বন্ধু বান্ধিয়াছি পরান সনে॥

—[ঢা-বি ২৩৫৩, পত্র ৩৫ক]।

[৩৪]

আক্ষেপানুরাগ ॥ শ্রীরাধার উক্তি, পিরীতি-গঞ্জনে ॥ শ্রী

পিরীতি বলিয়া একটী কমল
[১]রসের সায়র মাঝে।
প্রেম পরিমল লুবধ[২] ভ্রমর
ধাওল[৩] আপন কাজে ॥ [১]

ভ্রমর জানয়ে কমল-মাধুরী
তেঁই-সে তাহার বশ।
রসিক জানয়ে রসের চাতুরী
আনে করে[৪] অপযশ ॥ [২]

সই এ কথা বুঝিবে কে।
যে জন জানয়ে সে যদি না কহে
কেমনে ধরিব দে ॥ [ধ্রু][৫]

ধরম করম [৬]লোক চরচাতে
এ কথা বুঝিতে নারে।
এ তিন আখর [৭]যাহার মরমে
সেই সে বুঝিতে পারে ॥ [৩]

[৮]কহে চণ্ডীদাস শুন হে নাগরী
পিরীতি রসের[৯] সার।
পিরীতি রসের[১০] [১১]রসিক নহিলে
কি ছার পরাণ[১২] তার ॥

নী ৩৩৫ ॥

১। ফুটাল রসের সায়র মাঝে [ক-বি ৩২৭]; রূপীনু হীয়ার মাঝে [ক-বি ৩৪৩ : ক-বি ২৩৮৩] ॥

২। লোভিত [ক-বি ৩৪৩৬] ॥

৩। ধায়ল [ক-বি ৩৪৩৬] ॥

৪। কহে [ক-বি ৩৪৩৬] ॥

৫। ক-বি ৩৪৩৬ পুঁথিতে এই ধুয়ার অংশটীর পরিবর্ত্তে এই ত্রিপদীটী আছে—

সুজন কুজন পুজন না জানে
তাহারে কহিব কি।
পরাণে পরাণে যে জন মিলয়ে
তাহারে পরাণ দি ॥

৬। চর্চ্চা যে জন [ক-বি ৩২৭] ; লোক চরাচর [ক-বি ৩৪৩৬] ॥

৭। তাকর হৃদয়ে [ক-বি ৪২৭] ; জাহার রিদয়ে এ তিন আখর [ক-বি ৩৪৩৬] ॥

৮। ভনে নরহরি শুনহ সুন্দরী [ক-বি ৩২৭] ; কহে নরহরি শুন সুনাগরি [প-ক-ত-তে ৮৯১ সংখ্যক পদের পাদটীকায়, সতীশচন্দ্র রায় প্রদত্ত, প-র-সা হইতে প্রাপ্ত পাঠ] ; কহে নরহরি শুন গো সুন্দরী [ক-বি ৩৪৩৬ ; ক-বি ২৩৮৬] ॥

৯। সুখের [প-র-সা] ॥

১০। মরম [প-র-সা] ॥

১১। মরমে নহিল [প-র-সা] ॥

১২। জীবন [ক-বি ৩৪৩৬] ॥

এই পদটী শ্রীখণ্ডের নরহরি সরকার ঠাকুরের রচিত বলিয়া মনে হয়।

[৩৫]

আক্ষেপানুরাগ ॥ শ্রীমতীর উক্তি, সখী-সম্বোধনে ॥ শ্রী রা ধানসী ॥

সই কাহারে করিব রোষ।
না জানি না দেখি সরল হইলুঁ
সে পুনি আপন দোষ ॥ [ধ্রু]
বাতাস বুঝিয়া পেলাই থু, পা
বাড়াই বুঝিয়া থেহ।
মানুষ বুঝিয়া কথা যে কহিয়ে
রসিক বুঝিয়া নেহ ॥ [১]
মড়ক বুঝিয়া ধরিয়ে ডাল
ছায়ায় বুঝিয়া মাথা।
গাহক বুঝিয়া গুণ প্রকাশিয়ে
বেথিত বুঝিয়া ব্যথা ॥ [২]

অবিচারে সই করিনু পিরীতি
কেন কৈল হেন কাজে।
চণ্ডীদাস কহে ধীর হ সুন্দরী
কহিলে পাইবা লাজে ॥ [৩]

নী ৩৪৭। পদটী প-ক-ত-তে চণ্ডীদাসের পরিবর্তে প্রেমদাসের ভণিতায় পাওয়া যায় (সংখ্যা ২৫৪)। পাঠান্তর নগণ্য, প-ক-ত-র সংশোধিত পাঠ-ই আমরা গ্রহণ করিলাম।

॥ ১ ॥ 'বাতাস বুঝিয়া অর্থাৎ কোন্ দিক্ হইতে বায়ু প্রবাহিত হইতেছে, তাহা স্থির করিয়া থুথু ফেলি।...সেই প্রকার (পাদবিক্ষেপ-স্থলের) স্থিরতা বুঝিয়া পা বাড়াই।... মানুষ বুঝিয়া অর্থাৎ সুজন কি কুজন তাহা স্থির করিয়া কথা কই...।' (সতীশচন্দ্র রায়)।

॥ ২ ॥ 'মড়ক অর্থাৎ কীটাদি জনিত জীর্ণতা বুঝিয়া (গাছে চড়িতে হইলে) ডাল অবলম্বন করি।' (সতীশচন্দ্র রায়)।

[৩৬]

আক্ষেপানুরাগ ॥ শ্রীরাধার উক্তি, সখী-সম্বোধনে ॥ শ্রীরাগ ॥

শ্যামের পিরীতি বিরতি[১] হইলে
তবে কি পরাণ[২] ফলে।
[৩]পরাণ পিরীতি সমান করিলে[৪]
কে তারে জীয়ন্ত বলে ॥ [১]
[৫]যদি হাম শ্যাম- বন্ধু লাগি পাও
তবে সে এ দুখ টুটে।
আন মন্ত্র[৬] শুনি মনের আগুনি
ঝলকে ঝলকে উঠে ॥ [২]
[৭]পরাণ সমান পিরীতি-রতন
[৮] হৃদয়-তুলে।
পিরীতি-রতন[৯] অধিক[১০] হইলে
পরাণ[১১] উঠিল তুলে ॥ [৩]
জাতি কুল বলি[১২] দিনু[১৩] তিলাঞ্জলি
আর[১৪] [illegible] চলাতে।
[১৫]তনু মন ধন জীবন যৌবন
[১৬]নিছিনু কালা-পিরীতে ॥ [৪]

হিয়ায় রাখিব[১৭] [১৮]কারে না কহিব
[১৯]পরাণে পরাণ জড়া।
কি[২০] জানি কি খেনে কি দিয়া কি কৈলে[২১]
মরিলে[২২] না যায় ছাড়া ॥ [৫]
তিলেকে[২৩] মরিয়ে[২৪] যদি না দেখিয়ে
[২৫]স্বপনে সে শ্যাম বন্ধু।
[২৬]কহে চণ্ডীদাস মরমে রহিল
পিরীতি অমিয়া-সিন্ধু ॥ [৬]

নী ৩৮১। পদটীর নানা পাঠান্তর আছে। প-ক-ত, প-র, প-র-সা, কী প্রভৃতি সংগ্রহ-গ্রন্থে চণ্ডীদাসের নামে পাওয়া যায়, কিন্তু ঢা-বি ২৬৪৮ পুঁথিতে 'অনন্ত-দাস' ভণিতায় পদটী পাইতেছি—

দাস অনন্ত ভণে মরমেতে হানে
পিরিতি অমিয়া সিন্ধু।

প্রকৃত রচয়িতা কে, তাহা জানিবার উপায় নাই—তবে ইহাতে বড়ু চণ্ডীদাসের রচনার ঝঙ্কার পাওয়া যাইতেছে।

১। মুরতি [নী ; প-ক-ত ; প-র ; প-র-সা] ; কিরিতি [প-র পাঠান্তর]; মিরিতি [প-সং ; র ২২৭৪ ; কী ; ব-সা-প ২০১] ; বিরতি [ঢা-বি ২৬৪৮] ॥

পরাণে [প-ক-ত] ; গরল [প-সং ; প-র ; কী] ॥

পরাণে পিরীতে [প-ক-ত] ॥

করিতে [প-সং] ॥

শ্যামধনের নাগালি পাইলে [প-সং] ; যদি সে শ্যাম চাঁদের লাগি পাউ [র ২২৭০ ; যদি সে শ্যামধনের বারেক লাগালি পাঙ, তবে সে এ দুখ টুটে [ঢা-বি ২৬৪৮]

উপায় [নী ; র ২২৭৪, ঢা-বি ২৬৪৮] মত [প-ক-ত] ॥

পরাণ রতন পীরিতি পরশ [নী] ॥

৮ জুকিনু [নী] ; জুখিনু [প-ক-ত ; ঢা-বি ২৬৪৮] ॥

৯ ব্যাধি [র ২২৭০] ; সরল [প-সং ; কী] ॥

১০ দ্বিগুণ [কী ; র ২২৭০ ; ক-বি ২৯১ ; র ২২৭৪] ॥

১১ বেয়াধি [র ২২৭০, ক-বি ২৯১] ; মিরিতি [র ২২৭৪] ॥

১২ রতি [ক-বি ২৯১] ॥

১৩ দিয়ে [নী] ; দিনু [কী ; র ২২৭৪ ; ঢা-বি ২৬৪৮ ; প-ক-ত] ॥

১৪ আর [প-ক-ত] ; কি আর [ঢা-বি ২৬৪৮ ; নী] ; কি করিবে [প-সং] ॥

১৫। তনু মন ধন [প-সং ; কী]॥

১৬। মিছিলাঙ শ্যামের পিরীতে [প-সং] ; শ্যামের রীতে [র ২২৭৪] ; শ্যাম পিরীতে [র ২২৭০]॥

১৭। হিয়ায় [প-সং ; কী ; র ২২৭৪ , ঢা-বি ২৬৪৮]॥

১৮। লাগিয়া রাখিব [র ২২৭০, ২২৭৪] ; লাগিয়া থাকিব [প-সং ; কী]॥

১৯। পরাণে পরাণ জোড়া [নী]॥

২০। না [প-সং ; কী ; র ২২৭৪]॥

২১। কৈলে [প-ক-ত] ; কৈল [নী ; ঢা-বি ২৬৪৮]॥

২২। মৈলেহ [প-সং ; কী] ; মল্যেহ [ঢা-বি ২৬৪৮] ; গৃহীত পাঠ [নী, প-ক-ত] ; ছাড়িলে [র ২৭৭০]॥

২৩। তিলেক [নী]॥

২৪। করিয়ে [ঢা-বি ২৬৪৮]॥

২৫। সপনি সে শ্যাম বন্ধু [ঢা-বি ২৬৪৮] ; আপনি যে শ্যাম [র ২৭৭০] ; স্বপনে সে শ্যামবন্ধু [প-সং ; প-র ; কী] ; শয়নে স্বপনে বন্ধু [নী ; প-ক-ত]॥

২৬। দাস অনন্ত ভণে মরমেতে হানে [ঢা-বি ২৬৪৮] ; চণ্ডীদাসে কহে মরমে হানয়ে [প-সং ; ঢা-বি ২১২৮ R ; ঢা-মি ৫] ; মরমে হানিলে [কী] ; মরমে হানয়ে [র ২৭৭০]॥

[৩৭]

আক্ষেপানুরাগ ॥ শ্রীরাধার উক্তি, নায়ক-সম্বোধনে ॥ সুহই ॥

[১]বঁধু কি আর বলিব তোরে।
[২]আপনা খাইয়া পিরীতি করিনু[৩]
রহিতে নারিনু[৪] ঘরে ॥ [ধ্রু]
[৫]কামনা করিয়া সাগরে
সাধিব মনের সাধা।
মরিয়া[৬] হইব নন্দের[৭] নন্দন
তোমারে করিব রাধা ॥ [১]
পিরীতি করিয়া ছাড়িয়া যাইব
রহিব কদমতলে[৮]।
ত্রিভঙ্গ হইয়া মুরলী পূরিব[৯]
যখন যাইবে জলে ॥ [২][১০]

[11]মুরলী শুনিয়া মুরছা হইবে
সহজে কুলের বালা।
[12]চণ্ডীদাস কয় তবে সে জানিবে
পিরীতি কেমন জ্বালা ॥ [৩]

নী ১৪২। পদটী ক-বি ৩২১৭থ পুঁথিতে, ব-সা-প ২০১ পুঁথিতে এবং ঢা-বি ২৬৪১ পুঁথিতে জ্ঞানদাসের ভণিতায় আছে।

১। বন্ধু হে কি আর [ক-বি]; ওহে বন্ধু আরি কি [ব-সা-প]; বন্ধু হে বন্ধু কি আর [ঢা-বি]॥

২। আপনা খাইয়া [ব-সা-প ; ঢা-বি]; অল্প বয়সে [নী ; ক-বি]॥

৩। বরিয়া [ক-বি ; নী]; করিনু [ব-সা-প ; ঢা-বি]॥

৪। নারিনু [ব-সা-প ; ঢা-বি]; না দিলি [নী]; নারিলাঙ [ক-বি]॥

৫। কাম সাগরে কামনা করিয়া [ব-সা-প]; গৃহীত পাঠ [অন্যত্র]॥

৬। আপনি [ব-সা-প]; মরিয়া [অন্যত্র]॥

৭। শ্রীনন্দের [নী ; ক-বি]॥

৮। মথুরাপুরে [ব-সা-প]॥

৯। পুরিব [ক-বি ; ঢা-বি]; বাজাব [নী]; সমগ্র ছত্র ব-সা-প পুঁথিতে—'আমার বিচ্ছেদে তাপিনী হইয়া রহিতে নারিবে ঘরে'॥

১০। ব-সা-প-তে দ্বিতীয় ত্রিপদীর শেষার্দ্ধ লইয়া একটী অতিরিক্ত ত্রিপদী আছে—

নতুবা যাইব যখন জলে রহিব কদম্বতলে।
ত্রিভঙ্গ হইয়া মুরলি পুরিব যখন আইবা জলে॥

১১। মুরছা হইয়া পড়িয়া রহিব সহজে কুলের বালা [ব-সা-প]; মুরুলি শুনিয়া মুরছা হইবে সহজে কুলের বালা [ক-বি]; মুরলী শুনিয়া মুরছা হইবে সহজ কুলের বালা [ঢা-বি]; মুরলী শুনিয়া মোহিত হইবা সহজ কুলের বালা [নী]॥

১২। 'যে বোল সে হয় বোলে জ্ঞানদাস [ব-সা-প]; জ্ঞানদাস কহে তবে সে জানিবে [ক-বি ; ঢা-বি]; চণ্ডীদাস কয় তখনি জানিবে [নী]॥

[৩৮]

মাথুর বিরহ॥ সখীর উক্তি, শ্রীকৃষ্ণের প্রতি॥

বঁধু এবে সে গেল হে জানা।
নয়ান থাকিতে আধুঁয়া হয়াছি
না চিনি পিতল সোনা॥ [১]
বঁধু আর কি বলিব তোরে।
আদর করিয়া রাঙ্গের পসরা
তুলিয়া লইয়াছি শিরে॥ [২]
কে তোরে মধুকর বলে।
নবীন নলিন দূরে পরিহরি
মাতিলে শিমুল ফুলে॥ [৩]
বঁধু হে এমন হয়াছ কেনে।
জগজনে বলে শ্রীমধুসূদন
তাহা গেল এত দিনে॥ [৪]
চণ্ডীদাস বলে এ নহে কাজ।
পিরীতি বিরহ যে বা নাহি বুঝে
তাহার নাহিক লাজ॥ [৫]

এই পদটী ব ২৭৬৯ পুঁথিতে উপরে প্রদত্তরূপে পাওয়া যাইতেছে। কিন্তু সতীশচন্দ্র রায় মহাশয় পদরত্নাকর হইতে পদটী ধনঞ্জয়ের ভণিতায় নিম্নলিখিতরূপে 'অপ্রকাশিত পদরত্নাবলী'তে মুদ্রিত করিয়াছেন,—

কামোদ কল্যাণ।

বন্ধু ইবে সে জানিলাম তোমা।
দু আঁখি থাকিতে নয়ানে আন্ধুয়া
না চিনু পিতল সোনা॥
বন্ধু রহুক ডারিয়া দূরে।
আদর করিয়া রাঙ্গের পসরা
তুলিয়া লৈয়াছ শিরে॥
বন্ধু এমন হইলে কেনে।
জগতে জানয়ে শ্রীমধুসূদন
তাহা গেল এত দিনে॥

বন্ধু হেন হৈলে কার বোলে।
নবীন কমল দূরে পরিহরি
মাতিলে শীমলি ফুলে॥

বন্ধু এ নহে উচিত কাজ।
ধনঞ্জয় বোলে কি আর বোলসি
যাহার নাহিক লাজ॥

পদটী ধনঞ্জয়ের বলিয়াই মনে হয়।

[৩৯]
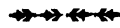
মাথুর বিরহ॥ সখীর উক্তি, শ্রীকৃষ্ণ-সম্বোধনে॥ শ্রী॥

ধিক্ ধিক্ ধিক্ তোরে রে কালিয়া
কে তোরে কুবুদ্ধি দিল।
কে বা সেধেছিল পিরীতি করিতে
মনে যদি এত ছিল॥ [১]
ধিক্ ধিক্ বন্ধু লাজ নাহি বাস
না জান লেহের লেশ।
এক দেশে এলি অনল জ্বালায়ে
জ্বালাইতে আর দেশ॥ [২]
অগাধ জলের মকর যেমন
না জানে মিঠ কি তিত।
সুরস পায়স চিনি পরিহরি
চিটাতে আদর এত॥ [৩]
চণ্ডীদাস ভণে মনের বেদনে
কহিতে পরাণ ফাটে।
(তোমার) সোনার প্রতিমা ধূলায় গড়াগড়ি
কুবুজা বসিল খাটে[১]॥ [৪]

১। পাঠান্তর—পাটে॥

নী ৭১০ ॥ এই পদই ঈষৎ পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত আকারে নী ৭১১ রূপে মিলিতেছে।
নী ৭১১ র পাঠ—

ধিক্ ধিক্ ধিক্ নিঠুর কালিয়া
কে তোরে এ বুদ্ধি দিল।
কে বা সেধেছিল পীরিতি করিতে
মনে যদি এত ছিল॥
ধিক্ ধিক্ ধিক্ নিঠুর কালিয়া
লাজের নাহিক লেশ।
এক দেশে এলি অনল জ্বালায়ে
জ্বালাইতে আর দেশ॥
জনম অবধি কালিয়া বদন
না ধুলি লাজের ঘাটে হে।
ব্রজগোপী হতে মথুরা-নাগরী
কত রূপে গুণে বটে হে॥
কিংবা কুবুজা নামে কুবুজিনী
তেঞি সে লেগেছে মনে।
আপনি যেন (যেমন ?) ত্রিভঙ্গ মুরারি
বিহি মিলাইছে জেনে॥
কিংবা কুবুজা গুণে গুণবতী
গুণেতে করেছে বশ।
পিরীতি সুখের কি জানে যজিতে
কিবা সে রেখেছে যশ॥
যতেক তোমারে পীরিতি করুক
তেমন পীরিতি হবে না।
রাধানাথ বিনে কুবুজার নাথ
কেহ ত তোমারে কবে না॥
কি আর কহিব মনের বেদনা
কহিতে যে দুখ পাই(য়)।
চণ্ডীদাস কহে কহিতে বেদনা
পরাণ ফাটিয়া যায় (য়)॥

পদরসসার ও পদরত্নাকর গ্রন্থদ্বয়ে অনুরূপ একটি পদ ধনঞ্জয়ের ভণিতায় আছে (সতীশচন্দ্র রায়, "অপ্রকাশিত পদরত্নাবলী", পৃঃ ১৬৫)। ধনঞ্জয়ের ভণিতাযুক্ত পাঠ এই—

ধিক্ ধিক্ ওহে নিঠুর কালিয়া
কে তোরে এ বুদ্ধি দিল।
পিরিতি করিতে কেবা সাধ্যাছিল
মনে যদি এত ছিল॥

রাধা পরিহরি রসিক মুরারি
কি সুখ পাইলে এত।
বিনি অপরাধে কণ্টকে রুন্ধিলে
সেহেন পিরিতি-পথ॥

ছি ছি লাজের নাহিক লেশ।
এক দেশ আল্যে জালায়্যা পোড়ায়্যা
জ্বালাইতে আর দেশ॥

গোকুল নগরে ডাকাতি করিয়া
বধিলে কুলের বধূ।
দেশে কে না জানে চোরা-কানু নাম
বিদেশে হৈয়াছ সাধু॥

জনম অবধি কালিয়া-বদন
না ধুল্যে লাজের ঘাটে।
গোপিনী অধিক মথুরা-নাগরী
কত রূপে গুণে বটে॥

একে সে কুবুজা রূপ-গুণবতী
তেঞি সে তাহার রস।
পিরিতি আথর কি জানে যজাত্যে
কি গুণে কর্যাছে বশ॥

আভাগী রাধার শিরে কর দিয়া
কি বোল বলিয়াছিলে।
তবে কোন সত্যে তারে পরিহরি
মথুরা নগরে আল্যে॥

বহু দুখে আমি আস্যাছি মথুরা
ভ্রমিব সভার ঘরে।
সব নাগরীরে কব তোমার গুণ
দেখি কে পিরিতি করে॥

ধনঞ্জয় কহে শ্যামের নিকটে
দূতী মুখে যত কয়।
যেমতি বধির কবি-বর (করীবর ?) থাকে
তেমতি সকল সয়॥

পদটী মূলে ধনঞ্জয়-রচিত বলিয়াই মনে হয়। তবে প্রথমে যে রূপটী দেওয়া হইল [নী ৭১০], তাহার তৃতীয় ও চতুর্থ ত্রিপদী দুইটীর রচয়িতা কে, তাহা নিঃসন্দেহে বলা যায় না।

[৪০]

মাথুর বিরহ ॥ শ্রীরাধার উক্তি, সখী-সম্বোধনে ॥ ধানশী ॥

সই, জানি কুদিন সুদিন ভেল।
মাধব মন্দিরে তুরিতে আওব
কপাল (=কাপালিক) কহিয়া গেল॥ [ধ্রু]

চিকুর ফুরিছে বসন খসিছে
পুলক যৌবনভার।
বাম অঙ্গ আঁখি সঘনে নাচিছে
দুলিছে হিয়ার হার॥ [১]

প্রভাত সময়ে কাক কোলাকুলি
আহার বাঁটিয়া খায়।
পিয়া আসিবার নাম শুধাইতে
উড়িয়া বসিল তায়॥ [২]

মুখের তাম্বুল খসিয়া পড়িছে
দেবের মাথার ফুল।
চণ্ডীদাস বলে সব সুলক্ষণ
বিহি ভেল অনুকূল॥ [৩]

নী ৭২৪॥ এই পদটী নিম্নলিখিতরূপে ঢা-বি ১১৫৪ সংখ্যক পুঁথিতে আছে,—

প্রভাত কালের কাককলরব আহার বাঁটিয়া খায়।
বন্ধুয়া আসিবার কথা শুধাইতে উড়িয়া বসিল তায়॥

কেশ ফুরিছে বসন উড়িছে পুলকে অঙ্গ ভরে গো।
বাম আঁখি মোর সঘনে নাচিছে দুলিছে হিয়ার হার গো॥
সখি হে কুদিন সুদিন ভেল।
তুরিতে মাধব মন্দিরে আসিবে কপালি কহিয়া গেল॥
দেয়াসি আনিয়া দেবীরে পূজিলুঁ খসিল মাথার ফুল।
চণ্ডীদাস কহে সব সুলক্ষণ বিধি ভেল অনুকূল॥

পীতাম্বরদাসের রসমঞ্জরীতে এই পদটী তৎপিতা গোপালদাসের ভণিতায় পাওয়া গিয়াছে। রসমঞ্জরীর পাঠ যথা—(বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ সংস্করণ, পৃঃ ৬১।৬২)—

ভাটিআলী।

চিকুর পরিছে (=ফুরিছে) বসন খসিছে পুলক মোহর (দেহের ?) ভার।
বাম অঙ্গ আখি সঘনে নাচিছে নাচিছে হিআর হার ॥
সজনি মাধব মিলব গোঅ (=মোয় ?)।
সখি অব সুলখন এখন পাইলুঁ স্বরূপে কহিনু তোঅ ॥
দেখিলুঁ সপন চারু চন্দন গিরির উপরে বসি।
মালতীর মালা হিআপর শোভএ মাধব মিলল আসি॥
প্রভাত সমঅ কাক কলাকলি আগর বাটিয়া আঅ (=আহার বাঁটিয়া খায়)।
বঁধু আসিবার নাম কহিলে উড়ি বৈসে আন ঠাঅ॥
হাথের বসন (=বাসন) খসিঞা পড়িছে দেবে (=দেবের) মাথার ফুল।
গোপালদাসে কহে সব সুলখন বিধি ভেল অনুকূল॥

অনুরূপ একটী পদ পদকল্পতরুতে জ্ঞানদাসের ভণিতায় পাওয়া যায় (পদসংখ্যা ১৯৭৭)—

সুহই।

আজু পরভাতে কাক-কলকলি আহার বাঁটিয়া খায়।
বন্ধু আসিবার নাম সোধাইতে উড়িয়া বৈসয়ে তায়॥
সখি হে কুদিন সুদিন ভেল।
তুরিতে মাধব মন্দির আওব কপালি কহিয়া গেল॥
সুচারু বদন দেখিলু স্বপন গিরির উপরে শশী।
মালতীর মালা দধির ডালা নিকটে মিলিল আসি॥
গণক আনিয়া পুন গণাইলুঁ সুদশা কহিল মোরে।
অন্তরে বাহিরে যতেক গণিল সুখের নাহিক ওরে॥
মোর একাদশ গৃহে বৈসে পাঁচ সপ্তমে বৈসয়ে গুরু।
ভৃগু ভানু-সুত দ্বিতীয়ে বৈসয়ে প্রভাতে শিখি বিচারু॥

দেয়াশিনী আনি দেব আরাধিলুঁ পড়িল মাথার ফুল।
বন্ধুর নামে আগ তোলাইলুঁ কোলে মিলাইল কুল॥
কুলপুরোহিত আশীষ করিল সুপতি মিলিবে পাশে।
তোর দুরদিন সব দূর গেল কহই সে জ্ঞানদাসে॥

প-ক-ত ১৯৭৮ সংখ্যক পদ অনুরূপ ভাবের, জ্ঞানদাসের ভণিতাযুক্ত, এবং ১৯৭৯ পদও তদ্রূপ—বংশীদাসের রচিত;—এই পদের একটী পংক্তি 'হাতের বাসন খসিঞা পড়িছে' (রসমঞ্জরীর পাঠে এই পংক্তিটী আছে) পীতাম্বর দাস নিজ পিতার নামের ভণিতা দিয়া উদ্ধার করিয়াছেন বলিয়া মূল পদটী গোপালদাসের বলিয়াই অনুমিত হয়। একই বিষয়বস্তু লইয়া জ্ঞানদাস ও বংশীদাসের পদদ্বয়কে স্বতন্ত্র রচনা বলা চলে।

[৪১]

আত্ম নিবেদন ॥ শ্রীরাধার উক্তি, শ্রীকৃষ্ণ-সম্বোধনে ॥ সিন্ধুড়া ॥

আইস আইস বন্ধু আধ আঁচরে বৈস
নয়ান ভরিয়া তোমা দেখি।
অনেক দিবসে মনের মানসে
সফল করিয়ে আঁখি॥ [১]

বন্ধু আর কি ছাড়িয়া দিব।
হিয়ায় মাঝারে যেখানে পরাণ
সেইখানে লঞা থোব॥ [ধ্রু]

কাল কেশের মাঝে তোমারে রাখিব
পূরাব মনের সাধ।
গুরু জন জিজ্ঞাসিলে তাহারে প্রবোধিব
পরিয়াছি কাল পাটের জাদ॥ [২]

নহে ত লেহের নিগড় করিয়া
বান্ধিব চরণারবিন্দ।
কে বা নিতে পারে নেউক আসিয়া
পাঁজরে কাটিয়া সিন্ধ॥ [৩]

এই পদটী প-ক-ত-তে ভণিতাহীন অবস্থায় পাওয়া গিয়াছে (পদসংখ্যা ১৯৮৭), প-র-সা ও প-র-তেও পরিবর্ত্তিতরূপে পদটী পাওয়া যায়। উপরে প্রদত্ত পাঠ সতীশচন্দ্র রায় মহাশয়ের প-ক-ত হইতে গৃহীত ; পাঠান্তর প-ক-ত-তে পাওয়া যাইবে। পাঠান্তর-প্রসঙ্গে সতীশ বাবু মন্তব্য করিয়াছেন—'নহে ত' ইত্যাদি কলি প-র-সা ও প-র পুঁথিতে নাই,—উহার পরিবর্ত্তে প-র পুঁথিতে নিম্নলিখিত প্রক্ষিপ্ত দুইটী কলি আছে। যথা—

'কাল কপালে শোভে চন্দন-তিলক
রূপার বরণ চীত।
আন ঘরে তুমি যে হও (সে হও ?)
আমার ঘরের কালা মাণিক॥
চণ্ডীদাস কয় শুন বিনোদিনী
পূরিল মনের আশ।
শুভ দিন ভেল দুরদিন গেল
বন্ধুয়া মিলিল পাশ॥'

অতএব পদটী 'চণ্ডীদাস' ভণিতায়ও পাওয়া যাইতেছে। কিন্তু অন্য কবির ভণিতাও পাইতেছি। যথা ঢা-বি ২৬৪৭ পুঁথিতে 'শ্যামদাস' ভণিতায় ও ঢা-বি ১১৫৪ পুঁথিতে 'বংশিবদন' ভণিতায় আছে। সম্পূর্ণ পাঠ দুইটী উদ্ধার করিয়া পাঠান্তর প্রদর্শিত হইল—

ঢা-বি ২৬৪৭। পত্র ৬৫।

বড়াড়ি রাগ।

বন্ধু আইস আইস আধ আচলে বৈস
নয়ান ভরিয়া তোমা দেখি।
কাল কপালে তোমার চন্দন-তিলক
রূপার অধিক চিক।
আর ঘরে তুমি যেমন তেমন
আমার কালিয়া মানিক॥
কালা কেশের মাঝে লুকাইয়া রাখি তোমা
পুরিব মনের সাধ।
গুরুজন কহিলে বলিব তাহারে
পরিয়াছি কালা পাটের জাদ॥
সুমেরু জিনিয়া সোনা নিছিয়া পেলিব তোমা
পরস নিছিব রাঙ্গা পায়।
ও রূপ লাবণ্য দিঠি ভরি না পেখব
শ্যামদাস গুণ গায়॥

ঢা-বি ১১৫৪, শেষ পত্র, ৺সতীশচন্দ্র রায় মহাশয়ের পুঁথি।

বন্ধু আস্থ আস্থ আধ আচরে বৈস
নঞান ভরিয়া তোমা দেখি।
তিলে আধ তোমা বিনে পরাণ জেমন করে
সেই সে পরাণ তার সাখি॥

কাল কপালে তোমার চন্দন তিলক
রূপার অধিক চিক।
আরের ঘরের জে হও সে হও তুমি
আমার ঘরের কালা মাণিক॥

কালা কেশের আড়ে লুকাইয়া রাখিব তোরে
সাধিব মনের সাধ।
জদি গুরু জনে জিজ্ঞাসা করে
তারে বলিব কালা পাটের জাদ॥

সুমেরু জিনিঞা সোনা নিছিয়া পেলিব তোমা
পরস নিছিব রাঙ্গা পায়।
তুয়া রূপ মাধুরী না দেখিলে প্রাণে মরি
বংশিবদনে গুণ গায়॥

আবার 'সঙ্কীর্ত্তনামৃত' গ্রন্থে (দীনবন্ধু দাসের সঙ্কলিত, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ হইতে প্রকাশিত পৃঃ ১৫১) পদটী 'উদ্ধব দাস'-এর ভণিতায় মিলিতেছে:

চণ্ডীদাস-পদাবলী

[গ]

দীন চণ্ডীদাসের পদ

[শ্রীকৃষ্ণের জন্ম ও বাল্যলীলাবিষয়ক পদ—বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদে রক্ষিত ১৯৪৯ সংখ্যক পুঁথি হইতে গৃহীত, ও সংশোধিত বানানে মুদ্রিত। { } বন্ধনীর মধ্যে মূল পুঁথির পত্রসমাবেশ নির্দিষ্ট হইল।]

শ্রীশ্রীকৃষ্ণ ॥

নারায়ণপরা বেদা নারায়ণপরাক্ষরাঃ।
নারায়ণপরা মুক্তির্নারায়ণপরা গতিঃ ॥ ৪ ॥

[১]

[ব্রহ্মা ও রুদ্রসমীপে অসুরভার-পীড়িতা বসুন্ধরার গমন] ॥ রাগ শ্রী ॥

কংসরাজ নরপতি জনম লভিয়া ক্ষিতি[১]
অসুরদলেতে[২] কৈল ভার।
বসুমতি ভারাক্রান্তে ভাবিতে লাগিল আন্তে
কিসে মোর হইবে[৩] নিস্তার ॥
সহিতে না পারি বল কবে যাই রসাতল
এই মত ভাবে বসুমতি।
চিন্তিত হইলা মনে যাইব কাহার স্থানে
কাঁহা গেলে ঘুচিব দুর্গতি ॥
অসুরের বড় বল ভারে হই টলবল
কোথা যাই কি করি উপায়।
ভাবে তায় বসুন্ধরা মনেতে করিল সারা
যাব মেন ব্রহ্মার সভায় ॥

ব্রহ্মা রুদ্র দুই দেবা তাহার করিব সেবা
এই মনে চিন্তিল[৪] উপাএ।
এই মনে দড়াইয়া চলল আনন্দ হইয়া
গেলা সেই দেবের সভাএ॥

গেলা পৃথ্বী স্বর্গপুরে ব্রহ্মা রুদ্র একেশ্বরে
বসিয়া আছেন দুই জনে।
হেন কালে বসুমতি অনেক করিল স্তুতি
মুঞি প্রভু আইল দরশনে॥

কহে ব্রহ্মা মহেশ্বর কেন আইলে সুগোচর
কহ শুনি কোন বিবরণ।
কহে তবে করপুটে দুই দেব সন্নিকটে
মোরে রক্ষা কর দুই জন॥

কোন প্রয়োজন আছে কহ কহ মোর কাছে
শুনি তার করিব বিচার।

*   *   *   *

কহে তবে বসুন্ধরা হইয়া {২} কাতর পারা
শুনি দেব ধরণীর কথা।
শ্রবণ পরশি শুনি ব্রহ্মা দেব শূলপাণি
চণ্ডীদাস বড় পায় ব্যথা[৫] ॥ ১ ॥

* পুঁথিতে এই ত্রিপদীর দ্বিতীয় কলিটী নাই।

১। পুঁথিতে 'ক্ষেতি'॥

২। দলন॥

৩। হইব॥

৪। চিন্তিত॥

৫। বেথা॥

[২]

[উভয়ের নিকট বসুমতীর দুঃখ নিবেদন] ॥ বরাড়ী ॥

করি কর[১] জোড় কহিতে লাগিল
শুনহ বচন মোর।
কংস দুরাচার করে অবিচার
ভারেতে[২] হইল ভোর ॥
দুষ্ট দুরাচারে সকলি সংহারে
তোমার যতেক সৃষ্টি।
সংহারে সকল হইয়া বিকল
দেখিল আপন দৃষ্টি ॥
যজ্ঞ তপ দান সব করে আন
হিংসাতে সকলি নাশে।
বেদ অধ্যয়নে কিছুই না মানে
বড়ই পাইয়া ত্রাসে ॥
তোমার সৃজন এ সব ভুবন
সে সব করয়ে দূর।
গো ব্রাহ্মণ করয়ে হিংসন
দুর্জ্জন বড়ই অসুর ॥

* * * *

এতেক সংসার আর পারাপার
মোর দুঃখ কর দূর ॥
এ কথা শুনিঞা ব্রহ্মা শূলপাণি
কহেন উত্তর বোল।
ইহার উপায় আছএ কারণ
কহিব বচন ওর ॥
কহে শূলপাণি শুনহ ধরণি
তোর ভার হব দূর।
অসুর সংহারি ভার দূর করি
কহিমু ইহার ওর ॥

পুঁথিতে ত্রিপদীটির প্রথম কলি নাই।

চণ্ডীদাস বলে শুন দুই জনে
ইহার উপায় বল।
যেমত ধরণী মনে সুখ মানি
সকল হইএ ভাল॥ ২ ॥

১। পুঁথিতে 'করো'॥
২। ভাবেতে॥

[৩]

[ব্রহ্মা ও রুদ্র কর্ত্তৃক অসুর কৃত উৎপাতের কারণ চিন্তা]॥ জয়শ্রী ॥

করজোড়ে আছে বসুমতি দেবী
কহেন কাতর বাণী।
কিরূপে আমার পরিত্রাণ হএ
কহত ঠাকুর তুমি॥
ব্রহ্মা রুদ্র দুই বসি এক ঠাঞি
যুগতি হইল সারা।
সত্য যুগ পরে বেদে নাম ধরে[১]
দ্বাপরে আছয়ে ধারা॥
পূর্ণ সনাতন নিখিল কারণ[২]
কৃষ্ণবর্ণ অবতার।
বেদে যে কহিল তাহাই হইল
শুনহ বচন পার॥
দুই জন ইহা করিল বচন
কহিয়া বেদের বাণী।
শুক্ল রক্ত পীত বরণ বিভিন্ন
কৃষ্ণ অবতার গুণি॥
তেঁই[৩] সে উৎপাত অসুর ভারেতে[৪]
ধরণি রহিতে নারে।
অতএব নানা বেদ অধ্যয়ন
ঠেলয়ে অসুরাসুরে॥

চণ্ডীদাস[৫] কহে সেই সে দেখহে
তার সে তোমরা মূল।
কেমতে এ সব পরিণাম হয়ে
ইহ দুঃখ কর দূর ॥ ৩ ॥

১। পুঁথিতে 'ধর' ॥
২। পুরণ। 'কারণ' পাঠ সমীচীনতর বোধে প্রদত্ত হইল।
৩। তেই ॥
৪। ভাবেতে ॥
৫। চণ্ডিদাসে ॥

[৪]

[গাভীরূপিণী বসুমতী সহ ব্রহ্মা ও রুদ্রের ক্ষীরোদ-সাগর-তীরে বিষ্ণু-সমীপে গমন] ॥ কানড়া ॥

ব্রহ্মা মহেশ্বর কহেন উত্তর
শুনহ ধরণি বোল।
গাভীরূপ[১] ধরি যাহ তথা চলি[২]
ক্ষীরোদ সায়র কোল ॥
যথা ভগবান অনন্ত শয়ন
সেখানে চলহ তুমি।
তোমার[৩] গোচরে সব বিবরণ
কহিতে কহিব আমি ॥
এ বোল শুনিতে বসুমতি চিতে
আনন্দ হইলা বড়ি।
দুই জন কাছে বিনতি করিয়া[৪]
চরণ ধরিয়া পড়ি ॥
{ ৬ } দুই দেব যায় ক্ষীরোদ শায়র[৫]
যথাই ঈশ্বর আছে।
হোথা দুই জনে বসুমতী সনে
চলিলা তাহার কাছে ॥

গাভীরূপ ধরি চলিল ধরণী
দুহার পাছেতে গড়ি।
চলিলা যেখানে অনন্ত শয়নে
সেখানে যাইয়া পড়ি॥

ক্ষীরোদ সায়রে পরম ঈশ্বরে
বৈকুণ্ঠ বৈভব তেজি।
অনন্ত উপরে প্রভু ভগবানে
আছয়ে নিদ্রায় মজি॥

লক্ষ্মী দেবী করে চরণ সেবন
নিদ্রায় বিভোল প্রভু।
হেনক সময় যাই বসুমতী
কাতর হইয়ে তভু॥

লক্ষ্মী দেবী তারে পুছিতে লাগিল
কেন বা আইলে গাবি।
কি নিমিত্তে কান্দ[৬] কহ না উত্তর
নিজের অন্তরে ভাবি॥

কহিতে লাগিল সেই গাভীবর
লক্ষ্মীর আদেশে কয়।
চণ্ডীদাসে বলে বড়ই অদ্ভুত
শ্রবণ পাতিঞা রয়॥ ৪॥

১। গাভীরূপ: মূলে আছে 'নারী রূপ', অর্থসৌকর্যোর জন্য 'গাভীরূপ' পাঠ মুদ্রিত হইল।

২। পুঁথিতে 'জথা বলি'॥

৩। তোমারো॥

৪। করিঞা॥

৫। 'ক্ষীরোদ সায়র': পুঁথিতে আছে 'ক্ষীরোদের সায়'।

৬। কন্দ॥

[৫]

[লক্ষ্মীর নিকট বসুন্ধরার দুঃখ নিবেদন, ও তৎকর্ত্তৃক বসুন্ধরাকে আশ্বাস প্রদান] ॥ পূরবী রাগ ॥

কহে বসুমতী লক্ষ্মীর আদেশে
শুনেন শ্রবণ ভরি।
অসুরের ভার সহিতে নারিয়া[১]
আইল এ সুরপুরী ॥
মুঞি নহু গাভী অবলা জনম
মোর নাম বসুন্ধরা।
অসুর দুর্গতি দেখি বিপরিতি
আইলু [হেথায়] ত্বরা ॥
দুর্গতি নাশিতে আর কেবা আছে
গোলোক-ঈশ্বর বই।
তেঞি সে আইলুঁ[২] প্রভুর গোচর
সকল বেদনা কই ॥
এ কথা শুনিতে লক্ষ্মী মহাদেবী
দয়া উপজিল তায়।
সকলি সফল করিব তোমার
কোনহুঁ না হব দায় ॥
প্রভু দয়াময় গুণের সাগর
এ তিন ভুবন দাতা।
তেঁহ[৩] সে করিব তোমার[৪] তারণ
পতিতপাবন কর্ত্তা ॥
চিন্তা না করিহ খেনেক থাকিহ
প্রভুর নিদ্রায়ে মন।
নিদ্রাভঙ্গ হলে সব নিবেদিবে
দীন চণ্ডীদাস[৫] কন ॥ ৫ ॥

১। পুঁথিতে 'নারিঞা' ॥
২। আইলু ॥
৩। তেহ ॥
৪। তুমার ॥
৫। চণ্ডীদাসে ॥

[৬]

[বিষ্ণুর নিদ্রাভঙ্গ, ও গাভীরূপিণী বসুন্ধরাকে দেখিয়া আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা] ॥ রাগ সুই ॥

ঐছন ধরণি তিলেক দাণ্ডাই
ব্রহ্মার পলক ছায়া।
চৌদ্দ মন্বন্তর গেলা কত যুগ
যেমত বিম্বক কায়া॥
হেনক সমএ প্রভু ভগবান
নিদ্রাএ উঠিল পুনি।
আখি কচালিয়্যা প্রিয়া পানে চায়্যা
কহেন মধুর বাণী॥
ভৃঙ্গারের জল আনি যোগাইল[১]
সেই লক্ষ্মী দেবরাণী।
কর জোড় করি কহিতে লাগিলা
সেই সে গাভী রাণী॥
কটাক্ষ ইঙ্গিতে চাহি দয়াময়
কেন বা আইলে হেথা।
কহিতে লাগল সকল বৃত্তান্ত
পুরুব কাহিনী কথা॥
কহেন ধরণী শুনি[২] চক্রপাণি
হাসিয়া মুদিলা আখি।
ধিয়ানে জানল সকল বৃত্তান্ত
পাইল অসুর সাখি॥
সত্য ত্রেতা গেল দ্বাপর হইল
তিন জন্ম গত[৩] প্রায়।
কংস দ্বাপরেতে[৪] জন্ম মুক্ত লাগি
আপন স্বভাবে {৪} ধায়॥
পুন মুক্ত হব পুরুব কাহিনী
আমার বচন আছে।
জানিঞা সকল প্রভু গদাধর
পুন সে কারণ পুছে॥

কহ বসুমতি কি তোর দুর্গতি
শ্রবণ ভরিয়া শুনি।
কহে চণ্ডীদাস কহ বসুমতি
পুরুব বৃত্তান্ত বাণী।

১। পুঁথিতে 'জগাইল'॥
২। স্থন॥
৩। গতি॥
৪। দ্বাপরে॥

---

[৭]

[বিষ্ণুর নিকট বসুমতীর দুঃখ নিবেদন ও তৎকর্তৃক বিষ্ণুর স্তব]॥ শ্রীনট॥

কহে বসুমতী শুন প্রাণপতি
অসুর প্রবল বড়ি।
ব্রহ্মার যতেক সৃষ্টি আদি করি
সকল করএ ডেড়ি॥
যজ্ঞ দান ব্রত, আর কত শত
সৃজন করএ বাদ।
সিংহ বিনে আন নাহি জানে কেন
পূরএ সিংহের নাদ॥
তপ ছাড়ি যোগী হইয়া বিয়োগী
কানন ছাড়িয়া ধায়[১]।
দুষ্ট কংশহয়্যে[২] বুলএ ফিরিয়্যা
দেখে মহা ভয় পায়[৩]॥
অসুরের ভয়ে যাই রসাতলে
শুনহ গোলোক হরি।
রাখ প্রাণনাথ যে হয় উচিত
এই নিবেদন করি॥

তুমি দীনবন্ধু করুণার সিন্ধু
অগতি গতির পার।
তুমি পরাৎপর দিন নিশি কাল
খেচর মূরতি[৪] সার॥
তুমি আদি অন্ত আকাশ মণ্ডল
তোমাতে নাটক ছায়া।
নিশা নিশি যত কাল মূর্ত্তি যত
তোমাতে পশিয়া মায়া॥
তুমি চন্দ্র সূর্য্য অনাদি পুরুষ
মণ্ডল আকার[৫] কায়া।
তব লোমকূপে যাওয়া আসা[৬] করে
কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ড ছায়া॥
তুমি সে সৃজন পুরুষ ভূষণ
তুমি সে দেবের মূল।
চণ্ডীদাসে বলে তার অবহেলে
অতিদুখ কর দূর॥ ৭ ॥

১। পুঁথিতে 'ধাএ'॥
২। হয়্যে॥ শুদ্ধ পাঠে 'হয়্যে' স্থলে 'ভয়ে' হইতে পারে।
৩। পায়ে॥
৪। মুরূতি॥
৫। আকার মণ্ডলা॥
৬। জাণ্ডা এস্তা॥

[৮]

[বিষ্ণুকর্ত্তৃক ধরণীকে আশ্বাস প্রদান ও তাঁহার নিঃশ্বাস হইতে রূপসীর উৎপত্তি] ॥ **শ্রীপঠমঞ্জরী** ॥

এ কথা শুনিঞা হাসিয়া শ্রীহরি
কহিতে লাগল পুনি[১]।
ইহার উপায় রচিব সকল
নিজ স্থানে যাহ তুমি॥

ধরণীরে তুষি বৈকুণ্ঠ ঈশ্বর
ছাড়িলা[২] নিঃশ্বাস নাসা।
তাহে উপজিল এক নিরমল
রূপসী সুন্দরী পাশা (?) ॥
অতি অনুপাম ভুবন-ভূষণ[৩]
নাহিক তুলনা[৪] দিতে।
লাখবান সোনা তপত বরণা
দেব বিদ্যাধরী জিতে ॥
নয়ন খঞ্জন ওষ্ঠ রাতা সম
দশন কুন্দের কলি।
তাহাই দেখিয়া ফুলের ভরমে
উড়িয়া পড়িছে অলি ॥
বিম্ব যুগ দেখি কীর শুকপাখী
সে যে[৫] খাইতে চাহে।
উড়ি উড়ি ফিরে ফলের ভরমে
ওষ্ঠ ঠোকারিয়া যাএ ॥
নিবিড় নিতম্ব করি-অরি জিনি
কিবা সে বাহুর ঠান।
চরণ যুগল যেমন হিঙ্গুল
দীন চণ্ডীদাসে গান ॥ ৮ ॥

১। পুঁথিতে 'সুনি'
২। ছাড়িআ ॥
৩। ভুবন ভুবন ॥
৪। তোলনা ॥
৫। সেজ ॥

[৯]

[লক্ষ্মীর অনুরোধে মহেশ্বরকে বিষ্ণুর রূপসী সমর্পণের ইচ্ছা]॥ বরাড়ি ॥

দেখিয়া {৫} মূরতি[১] জগতের পতি
চাহল লক্ষ্মীর পানে।
কর জোড় করি কহেন প্রেয়সী
কহ প্রভু কোন কামে ॥

কহে ভগবান্ শুনহ বচন
হইল নিঃশ্বাস এক।
তাহে উপজিল[২] এই সে রূপসী
আগে দেখ পরতেক ॥

এমন রূপসী কাহে সমর্পিব
ইহাই ভাবিএ মনে।
হাসি লক্ষ্মী দেবী সরস হইয়া
চাহেন চরণ পানে ॥

ইহার উপায় এক নিবেদিএ
শুনহ কমল আঁখি।
ইহার বরণ করিতে আছয়ে
সকল ভাবিএ দেখি ॥

প্রভুর ইঙ্গিত পাইয়া প্রেয়সী
জানল সকল[৩] কাজ।
ইহারে বরণ করাহ কারণ
আছে এক দেবরাজ ॥

ভোলা মহেশ্বর কৈলাশ-ঈশ্বর
ইহারে বরণ করি।
লক্ষ্মীর বচন কমল লোচন
লইল মানস[৪] পুরি ॥

চণ্ডীদাস বলে অদভুত কথা
বড়ই বিষম কথা।
এ সব কাহিনি দশমে না পাবে
আনহু পুরাণে জাতা ॥ ৯ ॥

১। পুঁথিতে 'মুরুতি' ॥
২। উপজল ॥
৩। সকলী ॥
৪। মনস ॥

[১০]

[বিষ্ণুসমীপে ব্রহ্মা ও রুদ্রের আগমন এবং তাঁহাদের নিকট বিষ্ণুকর্ত্তৃক কংশের অত্যাচার বর্ণনা]॥ কানড়া ॥

সিদ্ধ পুরাণে ব্যাসের বর্ণনে
এ সব কাহিনী আছে।
শ্রীভাগবতে না পাবে বেকতে
এ কথা কহিব পাছে ॥
কমল-লোচন জানিয়া কারণ
মুদিল নয়ন দুটি।
হেনক সময়ে ব্রহ্মা শূলপাণি
আইল নিকট লুটি ॥
ব্রহ্মা রুদ্রে পহু বসাই হরষে
কহেন মধুর বাণী।
ভাল হইল তুহে আইলে এথাই
শুন ব্রহ্মা শূলপাণি ॥
ওই দেখ আগে আল্য বসুমতী
শ্রবণ করিল অতি।
অসুরের ভার সহিতে নারিয়া
ক্ষীরোদে আইলা ইথি ॥

কংশ ধ্বংস করে সকল সৃজন
যজ্ঞ ব্রত যত হিংসে।
অতি দুরাচার করে অবেভার
সেই সে অসুর কংশে॥
নানা পীড়া পাতে ব্রতী ব্রত যত
সৃজন করএ বাদ।
নানা রূপে ফিরে অসুর দলন
পুরতে(এ ?) সিংহের নাদ॥
চণ্ডীদাস বলে বড়ই বিপাক
অসুর করএ বল।
ধরণী ধরিত্রী প্লইসএ পাতালে
যেন করে টলবল॥ ১০ ॥

[১১]

[বিরিঞ্চি ও রুদ্রের কথায় বিষ্ণুর পূর্ব্বস্মৃতি উদয় এবং ব্রজে কৃষ্ণাবতার গ্রহণেচ্ছা] ॥ সিন্ধুড়া

এ কথা শুনিয়া বিরিঞ্চির[১] দেবা
কহিতে লাগল তায়ে।
পুরুব কাহিনি অবতার বেদ
সেই হল্য অভিপ্রায়ে॥
তিন বর্ণ ভেদ সেই সে আমার
দ্বাপরে লেখিল যেহ।
তার শেষ ভেল জানহ সকল
আসিয়া মিলল এহ॥
সত্য ত্রেতা পরে দ্বাপর ভিতরে
কৃষ্ণ অবতার গণি।
চতুর্ভুজ জন্ম লখি(ভ ?)ব জননী
দ্বিভুজ হইব পুনি॥

সেই সে লিখিল পুরাণ কথন
দশম আখ্যান রীতে।
দ্বিভুজ মুরলী বদনে সদনে
করিব ব্রজের ভিতে॥

{৬} বসুদেব-সুত দেবকী-নন্দন
পুন সে নন্দের ঘরে।
বিহার[২] করিব ব্রজশিশু সনে
আনন্দ কৌতুক সরে॥
ব্রজলীলা যত করিব বেকত
এহ অবতার গণি।
এই অবতার লিখি সারোদ্ধার
ব্যাসের কলম বাণী॥
ভব বিরিঞ্চির দুহাঁর কথায়ে
পুরুব পড়িল মনে।
কৃষ্ণ অবতার জনম লভিব
সেই ব্রজভূম স্থানে[৩]॥
এই সারোদ্ধার করিলা বিচার
কহিতে লাগল তায়।
অপরূপ কথা শুনহ শ্রবণে
দীন চণ্ডীদাসে গায়॥ ১১॥

১। পুঁথিতে 'বিরিচির'॥
২। বেহার॥
৩। স্থান॥

[১২]

[বসুন্ধরাকে নিজ অভিপ্রায় জানাইয়া বিদায় দানান্তে ব্রহ্মা ও রুদ্রের সহিত পরামর্শ করিয়া দেবগণের সহিত বিষ্ণুর অবতার গ্রহণ] ॥ মানব ॥

কহেন গোলোক- ঈশ্বর হরষে
শুন বসুমতি তুমি।
দৈবকী উদরে যাইয়া সাদরে
জনম লভিব আমি॥

[এ] কথা যখন শুনিল শ্রবণে
আনন্দ হইলা চিতে।
কহেন জগত- ঈশ্বর বচন
তোমারে[১] কহিল রীতে॥
কংশ ধ্বংস করি ভার দূর করি
তোমারে[১] করিব সুখী।
যাহ নিজ স্থানে সন্দেহ না মানি[২]
পাইবে ইহার সাখি॥
ধরণী বিদায় করি দেব হরি
বসিলা শয়ন সাজে।
বসুমতী দেবী আনন্দ কৌতুকে
চলে নিকেতন মাঝে॥
পুন দুই দেবে কহেন ঈশ্বর
এই সে হইল সারা।
কৃষ্ণ অবতার হইব সাদর
করিব কেমন ধারা॥
ব্রজ শিশুগণ দ্বাদশ গোপাল
কাহারে কহিব আগে।
পশ্চাৎ আমার গমন হইব
যাইব পশ্চাৎ ভাগে॥
এ কথা শুনিঞা ভব বিরিঞ্চির
কহিতে লাগল তায়।
ব্রহ্মা হর আদি দ্বাদশ দেবতা
ধরিব বালককায়॥
কহেন গোলোক- ঈশ্বর তখন
শুনহ আমার বাণী।
জন্ম লহ[৩] গিয়া সভে আগে হয়্যা
জনম লভহ[৪] পুনি॥

[গ] দীন চণ্ডীদাসের পদ

প্রভুর কথায়[৫] আনন্দ হইয়া
চলএ দেবতা যত।
গোপকুলে গিয়া জনম লভিল
হইয়া বালক মত॥
তবে হলধর আপুনি অনন্ত
রোহিণী উদরে জম্মে।
আন গোপকুলে আন দেবগণ[৬]
জনম লভিল মর্ম্মে॥
দ্বাদশ বালক আগে জনমিল
বাড়এ গোপের কুলে।
গোলোক ঈশ্বর পাছু জনমিল
দীন চণ্ডীদাস বলে॥ ১২॥

পুঁথিতে 'তুমারে'
মানে॥
লেহ॥
নরহ॥
কথায়ে॥
৬। দেবতাগণ॥

[১৩]

[বিষ্ণুকর্ত্তৃক মহেশ্বরকে রূপসী অর্পণ]॥ রাগ গড়া

প্রভুর নিঃশ্বাসে রূপসী জন্মিল
তাহার শুনহ বাণী।
দেব সুরপুরে পুষ্পমাল্য গন্ধে
বরণ করিল আনি॥
দেব শূলপাণি আনি চক্রপাণি
থাপিল তাহার হাথে।
ইহার পোষণ করিবে যতন
দিলাঙ তোমার হাথে॥

যখন সপ্তম বালক ধরিব
সেই সে অস্থুর কংস।
{৭} মায়ের বেদন বড় উপজিব
করিব বালক ধ্বংস॥

এ সব আগেতে উৎপাত হইব
অষ্টম গর্ভের কালে।
এই সে রূপসী কাত্যায়নী নাম
জন্মিল নন্দের ঘরে॥

যশোদা উদরে জন্মিব সাদরে
ভাণ্ডিব কংসেরে দিয়া।
আমারে লইব বস্থুদেব পিতা
রাখিব তথাই লয়্যা॥

গোকুলে রাখিব নন্দের ভুবনে
ভবানী আনিব ইথে।
এই সব হব অষ্টম গর্ভেতে
কহিল পুরুব রীতে॥

গোলোক ঈশ্বর এ কথা কহিয়া
ভব বিরিঞ্চির আগে।
ব্রজ গোপকুলে স্থখে জন্ম গিয়া
যাইব পশ্চাত ভাগে॥

চণ্ডীদাস বলে দৈবকী উদরে
জন্মিব গোলোক হরি।
অষ্টম গর্ভেতে প্রভু ভগবান
রাসলীলা অবতারি॥ ১৩॥

[১৪]

[শ্রীকৃষ্ণের জন্ম, এবং পুত্রমুখ দেখিয়া দৈবকীর হর্ষ ও বিষাদ] ॥

মাসে ভাদ্র মাস জগ[ত] ঈশ্বর
পাইয়া অষ্টমী তিথি।
রোহিণী নক্ষত্র শুভ ক্ষণ দিন
জন্মিলা জগ[ত]পতি ॥

কারাগারে আছে দৈবকী সুন্দরী
প্রহরী জাগিয়া থাকে।
সে দিন নিদ্রায় আকুল হইয়া
চেতন নাহিক কাকে[১] ॥

প্রহরী সকল হইয়া বিকল
ঘুমায়[২] আনন্দ-সরে।
মায়াতে আচ্ছাদি সকল শরীর
আপনা জানিতে নারে ॥

প্রসবিয়া সুত দেখিয়া মোহিত
দৈবকী আনন্দ বড়ি।
এমত ছাওয়ালে দুষ্ট কংস আসি
এখনি [মা]রিব ডোড় ॥

সপ্ত পুত্র মারে দুষ্ট কংসাসুরে
সে শোক হিয়াতে জাগে।
নিরবধি তাহা পুড়িছে হিয়াতে
আর শোক আসি লাগে ॥

মুঞি অভাগিনী বড়ই দুখিনী
জনম ঐছনে গেল।
আনন্দ অন্তরে ছাওয়াল দেখিয়া
কেমতে হইব ভাল ॥

চণ্ডীদাস বলে চিন্তা না করিহ
ইহার আপদ নাই।
আনন্দ কৌতুকে পুত্রমুখ হের
কহিনু তোমার[৩] ঠাঁই॥ ১৪ ॥

১। পুঁথিতে 'কাথে'॥
২। ঘুমাএ॥
৩। তুমার॥

[১৫]

[বসুদেব ও দৈবকীর খেদ, এবং কংশভয় হইতে কৃষ্ণকে রক্ষা করিবার উপায় উদ্ভাবন]॥ কামোদ॥

পুত্রমুখ হেরি দৈবকী সুন্দরী
কান্দিয়া আকুল বড়।
এমত ছাওয়ালে[১] কিরূপে রাখিব
আমারে হইল পাড়॥
ভাবয়ে অন্তরে দৈবকী সুন্দরী
দেখিয়া পুত্রের মুখ।
হরষ অন্তরে বিকল হইছে
আনছান করে বুক॥
কি বুদ্ধি করিব কেমত উপায়ে[২]
বাঁচয়ে এহেন[৩] শিশু।
মনে আনছান না পারে বলিতে
উপায়[৪] না লাগে কিছু॥
মনেতে চিন্তিল দৈবকী সুন্দরী
শুন বসুদেব পতি।
দেখিএ ছাওয়াল[৫] এমত মুরুতি
জগতে না দেখি কতি॥

কান্দে দুই জনে রাখিব কেমনে
দুর্জ্জন কংসের হাথে।
এই বোল বলি দুহেঁ করাঘাত
হানিছে আপন মাথে॥
শুনিল যে বাণী আসিয়া এখনি
শিলাতে আছাড়ি মারে।
এমত ছাওয়ালে[১] রাখিবার তরে
অনেক ভাবন করে॥
এই কাল সোনা পাইছে বেদনা
দুহার যাতনা[২] দেখি।
{৮} প্রভু বিশ্বম্ভর দিয়া মায়া ডোর
মনেতে দিছেন সাখি॥
আসি কহে কাণে পবন গমনে
শ্রবণে কহেন কথা।
নন্দ ঘোষ ঘরে রাখহ ছাওয়ালে[১]
ঘুচুক হিয়ার বেথা॥
এ কথা শ্রবণে শুনি বসুদেব
ভাঙ্গিল যেমত ঘোর।
নিরমল বুদ্ধি পায় এই শুদ্ধি
চণ্ডীদাস কহে ওর॥ ১৫॥

১। পুঁথিতে 'ছাআলে', 'ছাআল'॥
২। উপায়॥
এহন॥
উপাএ॥
জতনা॥

[১৬]

[দৈবকী কর্তৃক শ্রীকৃষ্ণের রূপ-বর্ণনা] ॥ সুই সিন্ধুড়া ॥

শুন বসুদেব রায়।
এমত ছা[ওয়া]লে এ মহী মণ্ডলে
না দেখি কোনহুঁ ঠাই ॥
নব জলধর করে ঢল ঢল
বরণ অঞ্জন সম।
নীল যে মুকুর অতসীর ফুল
তেমতি দেখয়ে ভ্রম ॥
নয়ান খঞ্জন[১] পাখিয়া সমান
চৌরস কপাল পাটি।
তাহে নানা চিত্র বিচিত্র লিখন
বিহি সে লেখিল কটি ॥
মুখ শশধর নাসা সে সুন্দর
যেমত কীরের চঞ্চু।
দশন কুন্দের কলিকা সমান
যেমত কুমুদ-বন্ধু ॥
রূপের ছটায়ে আন্ধার ঘরেতে
জ্বলিয়া জ্বলিয়া উঠে।
জেন কোটি চান্দ উদয় করিল
রসের পসরা হাটে ॥
কি বা বাহুযুগ যেমন মৃণাল
তৈছন গঠন ভাতি।
কুম্ভস্থল যেন হস্তি শিরসম
দেখিয়া তাহার পাতি ॥
করিঅরি জিনি নিতম্ব বাখানি
চরণ রাতুল দেখি।
যেমন হিঙ্গুল দলিয়া অনল
পাইয়ে তেমত সাখী ॥

চরণ অঙ্গুলে দশ শশধর
উদয় হইঞা আছে।
দৈবকী কহেন শুন বসুদেব
আগে আসি দেখ কাছে॥
এমন মধুর মুরুতি না দেখি
আপন গিয়ান কালে।
কোন দেব আসি জনম লভিল
অভাগী দৈবকী ঘরে॥
দেবের দেবতা এ নহে মানুষ
এ সব লক্ষণ যার।
চণ্ডীদাস বলে তোর ভাগ্যফলে
সে ফল ফলয়ে কার॥ ১৬॥

১। পুঁথিতে 'অঞ্জন'॥

[১৭]

[শরীর-লক্ষণ দেখিয়া সনাতন পুরুষ জ্ঞানে বসুদেব ও দৈবকী কর্তৃক শ্রীকৃষ্ণের স্তব]

॥ নটনারায়ণ॥

মধুর মুরুতি দেখিঞা দৈবকী
তটস্থ হইয়ে রয়।
[১]এ জন না হয় মানুষের কায়া
আপনি হিয়াতে কয়॥
দেবচিহ্ন যত দেখিল বেকত
চতুর্ভুজ রূপধারী।
শঙ্খ চক্র হের দেখ গদা পদ্ম
এই সে দেবের হরি॥
বনমালা গলে হিয়া মাঝে দোলে
মণি সে কৌস্তুভ মাঝে।
হাসিতে অমিয়া রাশি বরিখয়ে
জননী লক্ষণ কাজে॥

দৈবকী দেখিয়া বসুদেব কহে
শুন্যাছি পুরাণ কথা।
যেই নারায়ণ পরম কারণ
তেঁহো সে দেবের ধাতা॥
শুন্যাছি পুরাণে ব্যাসের বচনে
গোলোক ঈশ্বর যেই।
বুঝিল সে জন { ৯ } লইল জনম
মনেতে জানিল সেই॥
গোলোক তেজিঞা এখানেতে আসি
জনম লভিলা[২] আসি।
আনন্দে দুজনে কহেন বচনে
সেই অভিপ্রায় বাসি॥
কোলেতে লইয়া কহেন দঢ়িয়া
পুত্রমুখ পানে চাঞ্যা (=চেয়ে)।
এখনি আসিঞা দুষ্ট কংশচর
শিলাতে মারিব ঠাএ (=ঠায়)॥
স্তবন করেন হয়্যা একমন
তুমি কি দেবের হরি।
তুমি সনাতন পরম কারণ
আমি সে বুঝিতে নারি॥
চণ্ডীদাসে বলে শুনহ জননি
এ কথা অন্যথা নহে।
জগতের পতি জনমিল ইথি
সেহ সে নিশ্চয় হয়ে॥ ১৭॥

১। পুঁথিতে 'তিন জন না হয়ে'॥
২। লভিলান॥

[১৮]

[দৈবকীর স্তব শুনিয়া শ্রীকৃষ্ণকর্ত্তৃক তৎপ্রতি মায়া প্রয়োগ ও চতুর্ভুজ-রূপ ত্যাগ করিয়া দ্বিভুজ-মূর্ত্তি পরিগ্রহণ] ॥ বাগীশ্বরী ॥

তুমি হিতকারী দেবতা শ্রীহরি
গোলোক-ঈশ্বর হঞা।
মুঞি অনাথিনী তোমাকে না[1] চিনি
আমার কি গুণ পাঞা॥

দেবের দেবতা পরম ঈশ্বর
তুমি সে সভার মূল।
পরাৎপর যার এ মহীমণ্ডল
চৌদ্দ ব্রহ্মাণ্ডের পুর[2]॥

এ সব যাহার বৈভব সায়র
অনন্ত স্তবন[3] করে।
কোটি ব্রহ্মা যার কটাক্ষ নিমিখে
তিলেক গড়িতে পারে॥

যোগী ফণী মুনি[4] যে পদ ধেয়ায়[5]
কহিয়ে কহিতে নারে।
যার নাম শুনি চারু বেদধ্বনি
নিরবধি নাম ধরে॥

মায়ের বচন শুনিয়া ঈশ্বর
দিল মায়াডোর ফেলি।
জানিল জননী ঈশ্বর বলিয়া
জানে দেব বনমালী॥

ঈশ্বর গেয়ান[6] জানিল কারণ
দিলা সে মায়ার ডোর।
দেবজ্ঞান ছিল তাহা কতি গেল
পুত্রজ্ঞানে ভেল ভোর॥

বাছা বাছা বলে অতি কুতূহলে
নিছনি লইয়া মরি।
তোমা হেন ধনে রাখিব কেমনে
বুক বিদরিয়া মরি॥
চণ্ডীদাস বলে চতুর্ভুজ ছাড়ি
দ্বিভুজ হইলা পুনি।
অপার[৭] মহিমা রসের গরিমা
বড় অপরূপ বাণী॥ ১৮॥

১। পুঁথিতে 'তুমা কেবা'॥
২। পর॥
৩। শ্রবণ॥
৪। ফনি মনি॥
৫। ধিআন্তে॥
৬। গিয়ান॥
৭। আমার॥

[১৯]

[শ্রীকৃষ্ণকে গোকুলে রাখিয়া, যশোদার কন্যাকে লইয়া আসিবার জন্য দেবগণ কর্ত্তৃক বসুদেবকে পরামর্শ প্রদান ও বসুদেবের গোকুল-যাত্রা]॥ মালব রাগ॥

বসুদেব-কাণে কহে দেবগণে
শুনহ আমার বাণী।
এহেন ছাওয়ালে[১] রাখহ গোকুলে
বিলম্ব না কর তুমি॥
গোলোক-বিহারী[২] লঞা এই বেলি
গোকুলে লইয়া যাহ।
বিলম্ব না কর ওহে বসুদেব
কি আর চৌদিকে[৩] চাহ॥

নন্দের ঘরেতে ছাওয়াল[৬] রাখিয়া
আনিবে যশোদাকন্যা।
পরম রূপসী জিনিয়া উর্ব্বশী
সেই সে জগতধন্যা॥
আজি[৭] নিশাকালে জন্মিল গোকুলে
যশোদা প্রসবে কন্যা।
সেই কন্যা লঞা তুরিতে আসিয়া
দৈবকীরে দিবে আন্যা॥
এ কথা শ্রবণে কহিয়া যতনে
দেবতা চলিয়া গেল।
তবে বসুদেব ঘোর অন্ধকার
শুনিয়া চেতন ভেল॥
এই সে যুগতি মানল কি রীতি
ভাবে বসুদেব রায়।
চৌদিগে তসলা[৮] যাইব কেমনে
নিশাচর জাগে তায়॥
{ ১০ } প্রহরী সকল আছয়ে সাদরে
ডাণ্ডুকা আমার পাএ।
কেমতে বাহির হইব দুআর
ভাবে বসুদেব রায়ে॥
বিশ্বম্ভর হরি তারে কোলে করি
ভাবে বসুদেব তথি।
না পারে যাইতে পড়িল বিপাকে
জানিল জগতপতি॥
মায়া মোহ দিল প্রহরী সকল
নিদ্রায়ে আকুল ভেল।
দ্বারের তসলা আপনি খসিল
চৌদিগে মুকুত হৈল॥

চণ্ডীদাস বলে বসুদেব-পায়
আপনি ডাণ্ডুকা খসে।
সুখী হঞা তবে বসুদেব রায়
লঞা যায় হৃষীকেশে ॥ ১৯ ॥

১। পুঁথিতে 'ছাআলে' ॥
২। বেহারি ॥
৩। চৌদিগে ॥
৪। ছাআল ॥
৫। আনি ॥
৬। সতনা ॥

[২০]

[শ্রীকৃষ্ণকে লইয়া বসুদেবের যমুনা পার হইবার চেষ্টা ও শ্রীকৃষ্ণকর্ত্তৃক দুর্গা-স্মরণ] ॥ কামোদ

হরষ হইঞা হরি যায় লঞা
সুখে, পাছু পানে চায়।
দুষ্ট কংশ-ভয়ে হেন মনে লয়ে
যেমন পাছেতে ধায় ॥
রক্ষ রক্ষ প্রভু দেব হৃষীকেশ
সঙ্কট না হয়ে জৈছে।
গোকুল যাবত না যাই বেকত
খেমা কর প্রভু তৈছে ॥
এই মনে মনে ভাবিঞা নিদানে
তরাসে[১] চলিঞা যায়।
গোলোক-ঈশ্বর ভাবিল অন্তর
মন্দ মন্দ বৃষ্টি গায় ॥
বসুদেব-কোলে প্রভু বিশ্বম্ভরে
প্রবেশি যমুনাকূলে।
যমুনা-তরঙ্গ দেখে বসুদেব
পরাণ উঠিল হেলে ॥

গদাধর কোলে দাণ্ডাইয়া কূলে
ভাবে বসুদেব রায়।
কি বুদ্ধি করিব পড়িলুঁ সঙ্কটে
ভাবি নানা[২] অভিপ্রায়॥
যমুনা-তরঙ্গ দেখি বসুদেব
বিস্মিত হইলা মনে।
পার হঞা যাব কেমন প্রকারে
এই যমুনার বানে॥
চিন্তিত দেখিয়া প্রভু ভগবান
অভয়া[৩] করিল ধ্যান।
জানিঞা অন্তরে শৈলসুতা দেখি
আসি হরি বিদ্যমান॥
কহিতে লাগিল[৪] প্রভু ভগবান
বসুদেব মোর পিতা।
নন্দঘোষ ঘরে আমারে রাখিতে
লইঞা যাবেন ওথা॥
যমুনা-তরঙ্গ দেখি বসুদেব
আমারে লইঞা কোলে।
যাইতে না পারে রহি এই ধারে
দীন চণ্ডীদাসে বলে॥ ২০ ॥

১। পুঁথিতে 'রাসে'॥
২। ভাবিনা॥
৩। বসু ভয়॥
৪। কহি লাগল॥

[২১]

[শ্রীকৃষ্ণের নির্দ্দেশ-অনুসারে দুর্গার শিবারূপ ধারণ করিয়া বসুদেবকে পথ প্রদর্শন] ॥ শ্রীরাগ ॥

তুমি শিবা-রূপ হঞা। আগে যাহ পার হঞা॥
তবে সে জানিব কাজ। যাইব বসুদেবরাজ॥
শুনিঞা ঈশ্বর-বাণী। শিবারূপ হইল পুনি॥
চলিল যমুনা[১] বাইয়া। বসুদেব দেখে চায়্যা॥

ঘুচিল মনের ধান্দে। অচিরে[২] লঞা যদুচান্দে॥
ধীরে ধীরে চলি যায়। কোলে লঞা যদু রায়॥
মাঝ যমুনাতে গিঞা। দাণ্ডাই চকিত হঞা॥
{১১} চণ্ডীদাস কহে তায়। শুনহ বসুদেব রায়॥ ২১॥

১। পুঁথিতে 'জবুমা'॥
২। 'নাচির'॥

[২২]

[যমুনাকর্ত্তৃক শ্রীকৃষ্ণের স্তব, ও যমুনার প্রার্থনা-মত শ্রীকৃষ্ণের যমুনা-জলে পতন]॥ শ্রীগান্ধার॥

সূর্য্যের নন্দিনী ধনী করপুটে কহে বাণী
শুন প্রভু জগত-ঈশ্বর।
মুই হওঁ কোন ছার কিবা জানি সুবেভার
যাহ তুমি গোকুল-নগর॥
হাম সত্য ভাগ্যবতী সংসারে নাহিক কতি
যার পদ ধেয়ানে না পায়।
সে জন আমার মাঝে গোকুল-নগরে সাজে
মোরে কৃপা করিতে জুয়ায়॥
তুমি দীনবন্ধু নাম অশেষ সুখের ধাম
পতিত-পাবন নাম ধর।
মোর নীরে করি স্নান যদি কর সুপয়ান
তিলেক আমার ভাগ্য কর॥
যমুনার স্তব শুনি হরষ হইয়া পুনি
জলেতে পড়িলা যদুরায়।
কি হল্য কি হল্য বলি চরি দিগে সুনেহালি,
কোথা গেলা কি করি উপায়॥
নিমিখ দেখিতে মাত্রে গেলা শিশু কোন ভিতে
দেখিতে দেখিতে গেলা কতি।
ভাল মন্দ না জানিল বড়ই বেদনা দিল
কান্দে বসুদেব হয়্যা নতি॥

দেখা দিয়া রাখ প্রাণ হিয়া করে আনছান
বুক চাহে মেলিতে বিদরে।
কি কাজ করিলে তুমি কেমতে যাইব আমি
চণ্ডীদাস কহে কিছু আরে॥ ২২॥

[২৩]

[যমুনা-জলে শ্রীকৃষ্ণের পতনে বসুদেবের খেদ, ও শ্রীকৃষ্ণকে পুনঃপ্রাপ্তি]॥ বিহাগড়া॥

হাতে হইতে পিছলিয়া কোথারে পড়িল গিয়া
কোনখানে দেখিতে না পাই।
আকুল হইয়া চিত্তে গেলা শিশু কোন ভিতে
মাঝ-পথে তোমারে হারাই॥
কান্দে উচ্চস্বর রায়ে পরাণ বেরাতে চায়ে
শিশু হয়্যা এমত বঞ্চনা।
মথুরা যাইতে সাধ দিলে এত বিসম্বাদ
মাঝ-দরিয়াতে দিলে হানা॥
কি বলিব ঘরে গিয়া হেন পুত্র হারাইয়া
দৈবকীরে কি বোল বলিব।
মাঝ-পথ-যমুনাতে শিশু এড়ি আই(ল) তাথে
শুনি হিয়া কেমনে পাত্যাব॥
ভাল ছিল কংশ পতি যাইত করিত গতি
আমি সে করিল কোন কাজ।
আকাশ ভাঙ্গিল মুণ্ডে পড়ি যেন এক দণ্ডে
আকাল চড়ক পড়ে বাজ॥
পুন নৌকা আনি জলে ডুবাইল অবহেলে
কি লইয়া যাব নিজ ঘর।
হিয়া হইতে নীলমণি কাড়িয়া লইল জানি
পাঞ্জরে বিন্ধিয়া লাখ শর॥

কান্দয়ে করুণা স্বরে হিয়া বিদরিয়া মরে
তিল মাত্র সোয়াস্ত না পায়।
চৌদিগে খুঁজিয়া বুলে না পাইয়া সে ছাওয়ালে
বসুদেব কান্দে উভরায়॥
বাপের করুণা শুনি দয়া উপজিল পুনি
দয়ার দরিয়া যতুরায়।
পুন হাতাড়িয়া দেখি আসিয়া করেতে ঠেকি
শিশু পায়্যা আনন্দ হিয়ায়॥
ঘুচিল অশেষ তাপ কোথারে গেছি[লি বাপ]
{১২} অভাগারে বধিয়া পরাণে।
চণ্ডীদাস কহে তায় শুন বসুদেব রায়
ঝাট লঞা করহ গমনে॥ ২৩॥

[২৪]

[শিশু কৃষ্ণকে লইয়া বসুদেবের নন্দগৃহে গমন, নন্দের কন্যা জন্মের কথা শ্রবণ, ও নন্দের হস্তে শিশু সমর্পণ]॥

শিশু কোলে করি বসুদের রায়
গোকুলে প্রবেশে গিয়া।
নন্দের মহলে অতি কুতূহলে
গেলা সে আনন্দ হইয়া॥
পুত্র কোলে করি নন্দ নন্দ বলে
শুনিঞা বাহির হইয়া।
দেখি বসুদেবে নন্দ কহে তবে
হরষ হইয়া কহে॥
সপ্তম গর্ভেতে পুত্র উপজিল
সকলি বধিল কংশে।
অষ্টম গর্ভেতে এই পুত্র হল্য
ইহারে [করিত] ধ্বংসে॥

এই পুত্র আমি তোমা সমর্পিল
তুমি সে পরম বন্ধু।
এই নিবেদন করিল তোমারে
এই সে শোকের সিন্ধু॥

বহু তপ ফলে এ ধন পাঞাছি
বহুত কামনা করি।
দেবতা দিয়াছে এ ধন সম্পদ
[রাখুক] ঈশ্বর হরি॥

হরি দেব সাধি দিয়াছেন বিধি
এই সে বালক মোর।
ভয় মহাভয় পায়্যা ম[হাশয়]
আইলুঁ তোমার ওর॥

নন্দ বলে আজি এই নিশা যোগে
হয়্যাছে রূপসী কন্যা।
সংসারে[র সার] [সব রমণীর]
মণি সুন্দরি ধন্যা॥

ভাল ভাল বলি কহে বসুদেব
চলহ দেখিব তারে।
মনের আনন্দে ব[সুদেব নন্দে]
প্রবেশে সূতিকা-ঘরে॥

দেখিল সে কন্যা পরম রূপসী
রূপের তুলনা নাঞি।
বসুদেব বলে [এই শিশু] নেহ
দিলাঙ তোমার ঠাঞি॥

লালন পালন করিবে ছাওয়ালে
এই সে তোমার পুত্র।
মনের আনন্দে [শিশুরে] দিলাঙ
কহিল ইহার সূত্র॥

এ বোল শুনিঞা আনন্দ যশোদা
বালক লইঞা কোলে।
লক্ষ লক্ষ চুম্ব [দিল] সে বদনে
চণ্ডীদাস সুখী ভালে ॥ ২৪ ॥

[২৫]

[শ্রীকৃষ্ণকে পুত্ররূপে পাইয়া নন্দ ও যশোদার আনন্দ] ॥ নটনারায়ণ ॥

পুত্র কোলে করি যশোদা সুন্দরি
[আনন্দ হি]ল্লোলে ভাসে।
প্রসব বেদনা সব পাসরিঞা
মনের সহিত হাসে ॥
পরম ঈশ্বর দেব হৃষীকেশ
[দেব নারা]য়ণ হরি।
তারা তুষ্ট হঞা অনুকূল হঞা
মোরে [পু]ত্র দিল হরি ॥
এমত ছাওয়াল হউক বলিয়া
[মোর ম]নে ছিল সাধ।
বিধাতা সাপক্ষ হই তার পক্ষ
ঘুচিল মনের বাদ ॥
পুত্রমুখ হেরি যশোদা সুন্দরী
আনন্দে নাহিক থেহা।
সুখের আবেশে নিরন্তর ভাসে
ধরন না যায় দেহা ॥
শিব আরাধিয়া গৌ[রী সে]বিয়া
পাইল অমূল্য ধন।
এত দিনে মোর দুঃখ দূরে গেল
সুস্থির হইল মন ॥

ঐছন পুত্রের [আছিল বা]সনা
বিধি আনি দিল কোলে।
হরষ বদনে শ্রীমুখ চুম্বনে
করেন আনন্দ হেলে॥
শুন ওহে নন্দ কি আজু আনন্দ
শুভ দিন হৈল মোর।
ধন্য করি মানি আপনার প্রাণি
এ ধন পাইল [কোর]॥
{ ১৩ } এ নন্দ যশোদা সুখে ভাসে সদা
রাত্রি অবশেষ কালে।
গাভীর দোহন করল তখন
আনি যোগাইল ভালে॥
কটোরী পূরিত দুগ্ধ নিযোজিত
পিয়াই বালক মুখে।
চণ্ডীদাস বলে দেখি ভেল সুখী
ঘুচিল সকলি দুখে॥ ২৫॥

[২৬]

[বসুদেব কর্ত্তৃক নন্দের নিকট হইতে নবজাত কন্যা গ্রহণ]॥ রাগ কামোদ॥

বসুদেব কয় করিয়া বিনয়
এই নিবেদন মোর।
সদা সাবধানে থাকিহ যতনে
কংশ-চর যত চোর॥
করিব সন্ধান অন্যের বন্ধান
চরে আরোপিব দেশে।
যেমত বেকত না হয় সতত
সদাই থাকিবে কাছে॥

এই বোল চাল[১] হইল সকল
কহে বসুদেব রায়।
আমারে রহিতে না হয় উচিতে
মোর মনে হেন ভায়॥
পূরুবে দেবের আছয়ে বচন
কহিল কংশের পাশে।
দৈবকী-উদরে অষ্টম গর্ভেতে
সে তোমা করিবে নাশে॥
এই পুত্র হৈল অষ্টম গর্ভেতে
দৈব বাক্য নহে আন।
এ সব ফলিব দেব সুবচন
বিপাক পড়িব জান॥
আর দেব-বাক্য সেই হব সাক্ষ্য
পূরব কাহিনী আছে।
নন্দসুতা আনি কংশেরে ভাণ্ডিব
সেই সে হইল কাছে॥
এই সুতা[২] দেহ না কর সন্দেহ
তুরিতে মথুরা যাই।
বিলম্ব না সহে তিলেক বেয়াজে
কহিলাম তোমার ঠাঁই॥
সেই কন্যা দিল বসুদেব কোলে
তুরিতে লইঞা যাএ।
প্রবেশ করিল আপন মন্দিরে
দীন চণ্ডীদাস গাএ॥ ২৬॥

১। পুঁথি 'চার'॥
২। সুত॥

[২৭]

[বসুদেবের প্রত্যাগমনান্তর শিশু-কন্যার ক্রন্দন শুনিয়া কংশের নিকট নবজাত কন্যাকে লইয়া প্রহরীর আগমন] ॥ ধানশী ॥

আপন মন্দিরে প্রবেশিবা মাত্রে
দুয়ারে তসলা লাগে।
পুন বসুদেবে লাগিল শিকল
প্রহরী উঠিয়া জাগে॥

সেই নন্দ-সুতা দৈবকীরে দিল
ভূতলে রাখিল ফেলি।
কান্দিতে লাগিল উমা উমা উমা
এই সে শবদ বলি॥

রোদনের ধ্বনি শুনিয়া প্রহরী
জাগিয়া উঠিয়া বসি।
দৈবকী উদরে পুত্র প্রসবিল[1]
হেন মন [ল]য়ে আসি॥

প্রহরী যাইঞা সূতিকা-মন্দিরে
দেখল একটি কন্যা।
কাড়িয়া লইল পরম রূপসী
এ মহীমণ্ডলে ধন্যা॥

সেই কন্যা লঞা প্রহরী ধাইঞা
চলিল রাজার দ্বারে।
দ্বারিয়া দেখিয়া[2] কহিতে লাগিল
প্রহরী যুড়িয়া করে॥

সুন্দরী দুয়ারী[3] কহে বেরি বেরি
শুন কংশ নরপতি।
অষ্টম গর্ভেতে দৈবকী-উদরে
কন্যা হৈল এক প্রতি[4]॥

এ কথা যখন শুনিল শ্রবণে
চমকিত হৈল কংশ।
অষ্টম গর্ভেতে কখন জন্মিল
আসিয়া কোন[৫] বংশ॥
বাহির হইল কংশ দূত-মুখে শুনি
কহ কোন জন্মাইল।
কহ কোন বাণী তুয়া মুখে শুনি
অধিক হরষ ভেল॥
কর জোরে বলে দুয়ারী প্রহরী
শুনহ নৃপতি রায়।
অষ্টম গর্ভেতে কন্যা প্রসবিল[১]
দীন চণ্ডীদাসে গায়॥ ২৭॥

১। পুঁথিতে 'প্রবেশিল'॥
২। দ্বারিঞা দেসিআ॥
৩। সুন্দরি দ্বায়ারি॥
৪। পতি॥
৫। কৌন॥

[২৮]

[কংশের আজ্ঞায় শিশু কন্যাকে বধের চেষ্টা—কন্যার আকাশমার্গে গমন ও কংশ-বধের ভবিষ্যদ্বাণী]॥ সুই (সুহই)॥

এ কথা শুনিঞা বলে কংশ রায়
দেবতার কথা মিথ্যা।
{১৪} কহিলা অষ্টম গর্ভে পুত্র হব
প্রসব হইল সুতা॥
দেববাক্য আন নহিল পূরিত
কি জানি এই সে সুতা।
অষ্টম গর্ভের এই পুত্র রিপু
ইহারে বধহ তথা॥

রাজ-আজ্ঞা পাঞা প্রহরী যতেক
চলিলা সে কন্যা লঞা।
শিলায় মারিতে গেলা সে তুরিতে
অতি হরষিত হঞা ॥
ধরি সুতা-পায়ে উঠাইঞা ঠায়ে
শিলাতে আছাড়ে যবে।
পিছলিয়া হাথ আকাশে চলিল
কহিতে লাগিল তবে ॥
মোরে কি ধরিবে আরে দুষ্ট কংশ
তোমারে বধিব যে।
তোমারে বধিব সেই সে পুরুষ
গোকুলে জন্মিল সে ॥
এ কথা কহিয়া চলিল ভবানী
আকাশ মণ্ডল দিয়া।
শুনি কংশাসুর তটস্থ হইল
কাষ্ঠের পুতলি কায়া ॥
দেবকথা কভু নাহি হয় আন
কহিয়া চলিল সেই।
ভয়ে মহাভয় পাঞা কংশ রায়
ভাবিতে লাগিলা তাই ॥
ধরিল ধরণী এই বাক্য শুনি
তেজিল আহার পানী।
আনি দূতগণে সভারে চাপিল
চণ্ডীদাসে কহুঁ পুনি ॥ ২৮ ॥

[২৯]

[কংশ কর্ত্তৃক চারি দিকে চর-প্রেরণ—চরগণের গোকুলে আগমন] ॥ কানড়া ॥

কালি যে জন্মিল গোকুল নগরে
তাহারে আনিবে হেথা।
ওই অন্বেষণ কর দূতগণ
বিষম হইল কথা॥
চর আদেশিয়া ভেজিল গোকুলে
দূত করে অন্বেষণ।
চারি দিগে খুঁজে গিঞা ঘরে ঘরে
রাজদূত চরগণ॥
প্রতি ঘরে ঘরে গোপের নগরে
ফিরি সে[ই] কয় জনে।
না পাইঞা তত্ত্ব চলিলা তুরিত
কহিতে কংশের স্থানে॥
গোচর করিছে প্রহরী সকল
কহিছে রাজার কাছে।
প্রতি ঘরে ঘরে খুঁজিয়া বিকল
সভার নাছেতে নাছে॥
একটি সন্ধান পাইল রাজন
শুনিল লোকের মুখে।
কালি নিশাকালে একটি ছাওয়াল
যশোদা প্রসবে সুখে॥
ঘানাঘোনা শুনি না দেখি নয়ানে
গোচর করিলাম তোয়ে।
এই নিবেদন করিল সদন
নন্দের ঘরেতে হয়ে॥
শুনি কংশ তবে চর আদেশিল
গোপনে যাইবে ত্বরা।
আনিবে ছাওয়ালে নিবিড়ে কাড়িয়া
নাহিক জানয়ে কারা॥

গেলা দূতগণ করে অন্বেষণ
গোকুল নগর মাঝে।
প্রতি ঘরে ঘরে নগর চাতরে
ফিরই আপন কাজে॥
চণ্ডীদাস কহে আরে কংশ-চর
অবোধ দেখিয়ে বড়।
নন্দ-সুত প্রতি কাহার শকতি
এ কথা বিষম বড়॥ ২৯॥

১। কানা ঘোষা॥

---

[৩০]

[চরগণ কর্ত্তৃক যশোদার নিকটে কংশের অভিসন্ধি নিবেদন, ও তদনন্তর কংশের নিকটে গিয়া শ্রীকৃষ্ণের জন্মের কথা ও তাঁহার রূপ বর্ণন]॥ কামোদ॥

দেখিল নয়ানে এই সত্য বটে
যশোদা প্রসবে পুত্র।
ফিরই সকল দূত চরগণ
কহিছে সকল সূত্র॥
প্রহরী সকল কহিতে লাগল
হিতের বচন সারা।
শুনগো যশোদা রিপু কংশ ওথা
জানিল সকল ধারা॥
মো সভা ভেজিল এই অন্বেষণ
দেখিয়ে ছাওয়াল তোর।
মুরতি দেখিয়া শুনগো যশোদা
মনেতে হইলু ভোর॥
{১৫}হিত কহি তোরে এমত ছাওয়ালে
বাহির না কর কভু।
ছাওয়ালে ধরিতে মো সভা ভেজিল
কংশ

চর দূতগণ কহিল কারণ
চলি গেলা মধুপুরে।

[এই ত্রিপদীর দ্বিতীয় অংশ পুঁথিতে নাই]

গিয়া মধুপুরে রাজাএ গোচরে
শুন মহারাজ কংশ।
গোকুল নগরে খুঁজি ঘরে ঘরে
নন্দের হইল বংশ॥

দেখিল গোচর শুন নৃপবর
রাত্রে সে জন্মিল পুত্র।
নন্দের ঘরের ছাওয়াল দেখিল
কহিল এ সব সূত্র॥

এ কথা শুনিয়া কংশের পরাণ
উড়িল চিন্তিত মনে।
দেবতার বাক্য কভু নহে আন
জানিল মরম স্থানে॥

কহে বেরি বেরি কহ ফিরি ফিরি
দেখিল কেমত শিশু।
উদগারিয়া কহ ভয় না করিহ
কপট না রাখ কিছু॥

তবে কহে দূত চর আদিগণ
শুন নৃপ মহারাজ।
দেখি[ল] মূরতি যেন মৃত্যু জ্যোতি
যশোদা মন্দির মাঝ॥

আকর্ণ নয়ন কিবা সে বয়ান
অধর যেমত রাতা।
যেন কোন আসি দৈবতা প্রবেশি
জনম লভিল এথা॥

কাড়িয়ে লইতে যবে মনে করি
আচম্বিতে হেদে আঁখি।
যেন ঘোরতর অন্ধকার সম
দেখিতে নাহিক দেখি॥
গিয়া নন্দ-ঘরে তাহার দুয়ারে
বাহির হইতে নারি।
সেই সে ছাওয়াল কিবা জানে তন্ত্র
চণ্ডীদাস কহে ভালি॥ ৩০॥

১। পুঁথিতে 'মৃঘহুতি' [=মৃদু জুতি? মেঘ-জ্যোতি?]॥

[৩১]

[কংশের চিন্তা এবং সভাসদ্গণের পরামর্শ ও প্রবোধ]॥ জয়শ্রী॥

দূত-মুখে শুনি কংশ ভয় মানি
চিন্তিত হইল ভারি।
সেই সে অষ্টম গর্ভে-জনমিয়া
এই সে করিব গারি[১]।
কিসে নষ্ট হয় চিন্তিত উপায়
ধরণী ধরিয়া বসি।
মনে মনে গুণে না দেখে নয়নে
হেনক মরমে বাসি॥
পাত্রমিত্রগণ আসিয়া দেআন
বসিলা, অসুর কংশে।
সেই রাত্রিকালে অষ্টম-গর্ভেতে
জন্মিল নন্দের বংশে॥
জন্মিল দৈবকীর উদর ভিতরে
আমারে ভাণ্ডিল এহ।
মনেতে জানিল কন্যা যে কহিল
ইহার উপায় কহ॥

পাত্রমিত্রগণ কহেন কারণ
ইহার উপায় আছে।
কহে পাত্রগণে বিচার করিয়া
কহিব তোমার কাছে ॥
চিন্তা না করিহ শুন মহারাজা
কাড়িয়া আনিব শিশু।
যাতে নষ্ট হয় চিন্তিব উপায়
বিস্ময় না ভাব কিছু ॥
তুমি মহারাজ কংশ নৃপতি
এতেক মহিমা যার।
আমরা থাকিতে কিসের দুর্গতি
কণ্টক রাখিব তার ॥
সুখে মহারাজা কর সুখকেলি
বিলাস বৈভব যত।
আনন্দে ফিরয়ে জগত-মণ্ডলে
চণ্ডীদাস কহে তত্ত্ব ॥ ৩১ ॥

১। পুঁথিতে 'গাড়' ॥

[৩২]

[শ্রীকৃষ্ণজন্মের পরে নন্দ-গৃহে আনন্দ উৎসব] ॥

এথা নন্দ-ঘরে {১৬} আনন্দ বাধাই
যতেক গোপের পাড়া।
আনন্দ-মগন যত গোপগণ
দিছে জয় জয় সাড়া ॥
দুন্দুভি বাজনা কাংস্য[1] করতাল
ভেউর মৃদঙ্গ ডম্ফ।
কাড়া সে দগড়ি ঢাক ঢোল আদি
বাজে আর জগঝম্প ॥

ভুজঙ্গ মহুরি লাখে লক্ষ কত
বাজন শুনিয়ে সাড়া।
বাদ্যের শবদে কিছুই না শুনি
শ্রবণে না শুনি বাড়া ॥

গোকুল নগরে বাদ্যের শবদে
নাচয়ে ধরণী ধবা।
কেহো সে আপন আপন না জানে
সুখেতে হইয়া ভোরা ॥

কোলের বালক কান্দিয়া বিকল
না খায় মায়ের স্তন।
পরকান কিছু শুনিতে না পায়
এক দৃষ্টে রহে মন ॥

নিদ্রা গেল দূরে বাদ্যের শবদে
গোকুলে যতেক লোক।
আনন্দে মগন যত গোপগণ
নাহি জানে কিছু শোক ॥

সুখের সায়রে আহিরিণী যত
নাহি জানে দিবা নিশি।
যেমত ঢালিআ কেহ সে আনিঞা
দিলেক অমিয়ারাশি ॥

নন্দের মহলে আনন্দ বাধাই
লুটি[ছে] ভাণ্ডার যত।
বিপ্রগণে দেই দুগ্ধবতী গাভী
যূথে যূথে কত শত ॥

কনক রজত বস্ত্র অলঙ্কার
দিছেন বিপ্রেরে দান।
যত বিপ্রগণ আশিস্ কারণ
করেন মঙ্গল গান ॥

মঙ্গল উচ্চার করেন রসাল
শিরে দিয়ে দূর্ব্বা ধান।
যুগে যুগে জিয় না হইও খণ্ডায়ু
ইহাতে নাহিক আন॥
নানা উপচার বিবিধ মিষ্টান্ন
শাকর মিঠাই আদি।
নানা সে মধুর রম্ভা নারিকেল
আনি যোগাইল বিধি॥
লাখ লক্ষ কত কোটি শত শত
ধেনু আনি নিয়োজিয়া।
[এই ত্রিপদীর দ্বিতীয় অংশ পুঁথিতে নাই]
গিয়া শিবালয়ে তাহার মন্দিরে
শিরেতে ঢালিছে দুগ্ধ।
পূজক ব্রাহ্মণ পুত্র যত জন
মহাদেব হয় স্নিগ্ধ॥
নানা দেবা দেবি সভাকারে সেবি
পূজেন বিধান মতে।
চণ্ডীদাস কহে কি বা সে আনন্দ
কি দেখিয়ে চতুর্ভিতে॥ [৩২]

১। পুঁথিতে 'কান্ত'॥

[৩৩]

[গোপীগণকর্ত্তৃক শ্রীকৃষ্ণকে আশীর্ব্বাদ ও শিশু শ্রীকৃষ্ণের রূপের প্রশংসা]॥ ধানশী॥

নানা অর্ঘ্য সহ যতেক রমণী
লইয়া কাঞ্চন-থালা।
তাহাতে কাঞ্চন আর দূর্ব্বা ধান
আশিস্ করেন তারা॥

গোপের রমণী এ বৃদ্ধ ব্রাহ্মণী
আশিস্ করেন চিতে।
তোমার বালকে রাখুক দেবতা
দশ দিক্‌পাল যুতে॥
হরি নারায়ণ পরম কারণ
অচ্যুত অনন্ত আদি।
এ সব দেবতা রাখুন তোমায়
এই সে আশিস্ বিধি॥
দেখিয়ে বালকে একদিঠে থাকে
নয়ন পালট নহে।
দেখিয়া সৌন্দর্য্য কেহ নহে ধৈর্য্য
মরমে মরমে কহে॥
কহে যশোদায় তোমার বালক
দেখিয়া হইলুঁ সুখী।
কোথা আরাধিলে কি দেব পূজিলে
ধন্য করে তোরে লিখি॥
এমত ছাওয়ালে হেদে গো যশোদা
নিছনি লইয়া মরি।
কোথাহ না দেখি এমত মূরতি
দেখিয়ে নাগর ভালি॥
এই সে কহিলা যতেক যুবতী
হরষ হইয়া মনে।
এমন আপন না দেখি গিয়ানে
দীন চণ্ডীদাস ভণে॥ ৩৩॥
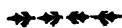
[৩৪]

[গোপগণের আনন্দ প্রকাশ ও নন্দোৎসব] ॥ সুই ॥

দধি ভারে ভারে আনি গোপবরে
হরিদ্রা ফেলায়ে তায়।
আনন্দ করিয়া নন্দ ঘোষ আনি
দিছেন সভার গায় ॥

এ দধি হরিদ্রা পিচক ভরিয়া
ভিজল যতেক জনে।
যেমত নদীর সিনান করয়ে
তেমত হইলা মনে ॥

{১৭} গোকুল নগরে দধি হরিদ্রায়ে
ভাসল নগর গলি।
উঠু ডুবু করে যতেক নগরে
কহিছে ভালি রে ভালি ॥

নানা উপচার বিবিধ শাকর
মিঠাই পুরিছে চিনি।
দিয়া সব জনে অখিল ভরিয়া
চিনি চাঁপাকলা ফেণি ॥

তইল [তৈল] হলদি দুখিত জনেরে
দেই সে আঁচল ভরি।
চণ্ডীদাস বলে কি আজু আনন্দ
গোপের নগর পুরি ॥ ৩৪ ॥

[৩৫]

[নন্দোৎসব]॥

নব নর্ত্তা* ভেল সকল নগর
আনন্দ হইলা বড়ি।
সুখের সায়রে সভাই ভাসল
নিজ গৃহ সবে ছাড়ি॥
গৃহের বাসনা তেজে সব জনা
দিবা নিশি নাহি জানে।
শ্রীমুখ মণ্ডল নিরখিয়া রয়
দুখ বালা† নাহি জানে [জ্ঞানে]॥
এই মত সভে আনন্দ উচ্ছব
নন্দের মহল পানে।

[ইহার দ্বিতীয় কলিটি নাই]

নব নব রামা দেখি তার প্রেমা
কহিছে সভার আগে।
এমত ছাওয়ালে কখন না দেখি
সভার হিয়াতে জাগে ॥
বড় ভাগ্যবতী এ নন্দ যশোদা
তপের নাহিক ওর।
তপের মহিমা দিতে নাহি সীমা
এমত ছাওয়াল কোর॥
নব নব রামা এ সব বচনে
হেরই বালক মুখ।
গৃহকাজে চিত না রএ বেকত
দূরে যাউক যত দুখ॥

* নর্ত্তা=নরতা, ন'রাতিয়া—শিশুর জন্মের ষষ্ঠ রাত্রে ষাটিয়ারা বা ষেটেরা পূজা, এবং নবম রাত্রে নবরাত্রিক বা নরতা পূজাবিধি কোনও কোনও অঞ্চলে আছে।

† বালা—বালাই, ফারসী বলা।

নন্দের আনন্দ তুষি সব জন
দিছেন অনেক দান।
ধেনু লাখ শত দুগ্ধবতী কত
ইহা না করেন আন॥
সব সমাধান করিলা করণ
এ নব নর্ত্তার বিধি।
বহু ধন দিয়া সবারে তুষিল
চণ্ডীদাস বলে সিদ্ধি॥ ৩৫ ॥

[৩৬]

[শ্রীকৃষ্ণের বাল্য-ক্রীড়া ও যশোদার আনন্দ] ॥ কাফি ॥

সভারে বিদায় করি নন্দ ঘোষ
যতেক গোপের নারী।
যথা যোগ্য লোক তেল দিয়া সুখে
বস্ত্র অলঙ্কার ভারি॥
গোপগণ যত লাখ লক্ষ কত
সভারে বিদায় করি।
আনন্দ সায়রে ভাসেন সভাই
বিহরে গোলোক হরি॥
এই মত দিন দিনে দিনে বাড়ে
নন্দদুলালিয়া কানু।
হরষ বদনে নন্দরাণী মুখ
হেরয়ে শ্যামল তনু॥

যেমত অমিয়া সায়রে ভাসল
আনন্দে নাহিক ওর।
পুত্রমুখ হেরি গৃহ কর্ম্ম[1] করি
বালক করিঞা কোর॥
এক দিন রাণী নন্দ দুলালিয়া
রাখেন আঙ্গিনা মাঝ।
কুলার উপরে সুতাইআ রাণী
করেন গৃহের কাজ॥
নব ঘন রূপ তাহাতে স্বরূপ
আঙ্গিনা করিছে আলা।
কর পদ নাড়ি গোলোক ঈশ্বর
করেন আনন্দে খেলা॥
খেনে গৃহকর্ম্ম করে নন্দরাণী
খেনেক দেখয়ে মুখ।
পুত্রমুখ হেরি যশোদা সুন্দরী
বাড়য়ে মনের সুখ॥
কোন গোয়ালিনী আহীররমণী
আসিঞা করিল কোল [কোলে]।
মুখে মুখ দিয়া বদন ভরিয়া
চুম্বন করেন ছেলে (=ছাওয়াল)॥
শ্রীঅঙ্গ পরশ যবে পায় রামা
বাড়য়ে আনন্দ চিত।
কত সুখ পায় আপনা আপনি
কহে চণ্ডীদাস রীত॥ ৩৬॥

১। পুঁথিতে 'কীর্ত্তি'॥

[৩৭]

[যশোদার প্রতি গোপীগণের উক্তি] ॥ সুই ॥

তবে কহে সেই গোপের রমণী
শুন গো যশোদা রাণী।
বড় অপরূপ শুন কহি কথা
এ[কটি কহিয়ে বাণী] ॥
অনেক ছাওয়ালে কোলে কবি কত
চুম্বন করিয়ে মুখ।
তোমার নন্দনে চুম্বন করিতে
বাড়য়ে অনেক সুখ॥
[যে সুখ শুন]হ লাগিল মরমে
ছুঁইতে বালক অঙ্গ।
যেমত গোলোক বৈভবেতে সুখ
পাইলাম তেমত রঙ্গ॥
অঙ্গ নিউ[ছিতে] [সুখ ক]ত ভেল
এ কোন্ বুঝিতে নারি।
কোন্ দেব আসি জনম লভিল
তোমারে কহিলাম ভালি॥
এমন ম[ানুষে] [না হয়] শকতি
দেখিয়ে দেবতাচিহ্ন।
সরস কপাল নয়ান যুগল
চরণের চিহ্ন ভিন্ন॥
কিবা কোন দেব [ছলিতে আইল]
বুঝিতে নারিনু এহ।
দেবতা আকৃতি দেখিল প্রকৃতি
না হয় মানুষদেহ॥

দেখি তোর পুত্র হেন [করে মনে]
[এহ] উদ্ধারিব বংশ।
জানিলু হৃদয়ে নাহিক সংশয়ে
কোন দেবতারই অংশ ॥
চণ্ডীদাস কহে এই পুত্র হইতে
[মজিবে কংশের] গারি।
কত কোটি বংশ উদ্ধারিব অংশ
এই শিশু দেব হরি ॥ ৩৭ ॥

[৩৮-৩৯]

[গোপালকে দেখিতে মহাদেবের যোগিবেশে আগমন] ॥ কানড়া ॥

খেলায় আঙ্গিনা মাঝারে [গোপাল]
মায়ের আনন্দ অতি।
খেনে গৃহকর্ম্ম করেন যশোদা
স্থির চিত্ত নহে মতি ॥
হেনক সময়ে ভোলা মহেশ্বর
[আইলা যোগী]র বেশ।
মাথায় জটা- ভার মনোহর
বিভূতি মাখিয়া কেশ ॥
ভালে আধ চন্দ দেখিতে সু[ন্দর]
[পরিধানে বাঘাম্বর]।
গলায় শোভিছে ভুজঙ্গ-পইতা
তাহে হাড়মালা পুর ॥
করেতে শোভয়ে এ শিঙ্গা ডম্বরু
বিভূতি [ভূষিত অঙ্গ]।
[গাহিছে] মধুর অতি সে সুস্বর
করি কত রঙ্গ ভঙ্গ ॥

দেখিয়া যশোদা অপূর্ব্ব কাহিনী
কটিতে বাঘের ছাল।
[নাচিয়া গাহিয়া] [আ]পনা আপনি
সদাই বাজায় গাল ॥

কহে নন্দরাণী কেবা বট তুমি
কেন বা আইলে এথা।

[দ্বিতীয় কলিটি নাই]

কহ কার লাগি এমন বিয়োগী
ভ্রমণ দেশেতে দেশে।
শুনিল তোমার একটি নন্দন
দেখিতে আছয়ে আশে ॥

[ঘুরিতে ফি]রিতে আইল এথাই
শুনহ যশোদা মাই।
আমারে দেখাহ তোমার নন্দন
যেন অতি সুখ পাই ॥

[যোগিরূপে ক]হে ভোলা মহেশ্বর
আইলা দরশন আশে।
সব দেবগণ আনন্দে মগন
পাঠাইল যোগিবেশে ॥

আনন্দে যশোদা যোগীরে লইয়া
চলিল মন্দির পানে।
জয় জয় ধ্বনি করি শূলপাণি
যায়েন আপন মনে ॥

[অঙ্গনে নন্দের] নন্দন খেলায়
কর পদ ছুটি নাড়ি।
দেখি মহাদেব হরষ বদনে
শিঙ্গা শবদ এড়ি ॥

দেখিল স[ম্মুখে] [জগত কা]রণ
ভ্রূকুটি করিয়া নাচে।
দেখিয়া নর্ত্তন নন্দের নন্দন
মুচকি হাসিলা কাছে॥
জানিল [শঙ্কর] [দেখিতে] সে হরি
আল্যা সে কৈলাস ছাড়ি।
আমারে দেখিতে আসি এই ভিতে
মনেতে অ[ানন্দ বড়ি]॥
{১৯} ভ্রূকুটি নাচনে দেখিয়া নয়ানে
দেবের ঈশ্বর হরি।
উলসিত হয়ে হিয়ার ভিতরে
মনেতে জানিল [বড়ি]॥
হাসিতে লাগিলা যোগীরে দেখিয়া
এ কথা না জানি কেহ।
দুহেঁ দুহাঁ জানে দুহাঁর মরম
বালক জানিল [সেহ]॥
[না করি] বন্দনা পাইয়া বেদনা
সেই যোগী নিল কোলে।
শ্রীঅঙ্গপরশ পাঞা সেই যোগী
ডুবিল আনন্দ[জলে]॥
[অশ্রুতে] আকুল নয়ন যুগল
খেনে বোধ নাহি মনে।
এ সব মাধুরী কেহো নাহি জানি
দীন চণ্ডীদাস ভণে॥ [৩৮-৩৯]

[৪০]

[যোগিরূপী মহাদেবের গোপালকে ঔষধ দান] ॥

দেখিয়া রোদন পাইঞা বেদন
কোলেতে করিল শিশু।
বসিল আঙ্গিনা কোলেতে [লইয়া]
[বলি]তে লাগল কিছু ॥
না কান্দ না কান্দ নন্দের নন্দন
বাজায়ে ডম্বুর শিঙ্গা।
ভ্রূকুটি করিয়া নাচেন [শঙ্কর]
[কান্ধেতে] শোভে ভুজঙ্গা ॥
বসি মহেশ্বর কহেন উত্তর
না কান্দ না কান্দ আর।
ধুতুরার ফুল লহ দুলালিয়া
[গাঁথিয়া কানেতে পর] ॥
এ কথা শুনিঞা নন্দের নন্দন
চাহিলা শিবের পানে।
চমকি হাসিঞা আকুল কান্দিয়া
স্বরূপ [জানিল মনে] ॥
কহেন যশোদা ওহে যোগিবর
কিছুই ঔষধি জান।
আমার ছাওয়ালে কিছু বান্ধি দেহ
কান্দিয়ে [আকুল কেন] ॥
কহে তবে যোগী শুন নন্দরাণি
ছাওয়ালে ঔষধ মোর।
গলে বান্ধি দিলে এমন ঔষধ
কিছু ভয় [নাহি তোর] ॥

শুনি নন্দরাণী হরষ বদনে
দেহত ঔষধখানি।
বান্ধিলে এ টোনা তবে সুখী হব
এই ত মায়ের প্রাণি॥
[এ কথা শুনিয়া] গোলোক ঈশ্বর
হাসেন আপন মনে।
কর-সূত্রে হর বান্ধিল ঔষধ
দীন চণ্ডীদাস ভণে॥ [৪০]

[৪১]

[মহাদেবকর্তৃক গোপালের রক্ষা বন্ধন]

বান্ধিয়া ঔষধ গলার উপরে
অতি হরষিত হঞে।
হরের মহত্ত্ব রাখিতে ঈশ্বর
তবে সে কান্দ[না যাঞে]॥
কহে শুন বাণী শুন হে যোগিআ
যদি জান কিছু মন্ত্র।
ঝাড়হ ছাওয়ালে ওহে যোগিবর
যে বা জান [মন্ত্র তন্ত্র]॥
এই নিবেদন করিয়ে যতন
তুমি সে যোগিআ সিদ্ধা।
তেঁই সে যতন করিয়ে এমন
তন্ত্র মন্ত্র [নহে মিথ্যা]॥
শুনিয়া বচন করয়ে যতন
কোলেতে গোকুলপতি।
তন্ত্র মন্ত্র ঝাড়ে সেই যোগিবর
ঝাড়েন ম[ন্ত্রেতে তথি]॥

[দক্ষিণে] নারায়ণ পরম কারণ
বামে সে বামনপতি।
পদ্মনাভ হৃদি কেশব অচ্যুত
অনন্ত মুরারি [গতি]॥
... ... বগর্ভ শ্রীমধুসূদন
বাসুদেব জনার্দ্দনে।
বরাহ নৃসিংহ আর প্রজাপতি
আর সিংহ নারায়ণে॥
[এইরূপে] ঝাড়ি সেই যোগিবর
হাসেন সে চক্রপাণি।
মায়ের আনন্দ বিহরে আনন্দ
চণ্ডীদাস ই[হা ভণি]॥ [৪১]

[৪২]

[মহাদেবকর্ত্তৃক গোপালের জন্য দেবগণের নিকট প্রার্থনা] ॥ রাগশ্রী ॥

মায়ের আনন্দ দেখিয়া বড়।
গোলোক ঈশ্বর জানি দড়॥
{২০} যত ঝাড়ে তন্ত্র মন্ত্রের সার।
যশোদার সুখ বারহি বার॥
কহে যোগী তবে ঝাড়য়ে মন্ত্র।
রাখহ [সকলে গোকুলচন্দ]॥
সব দেবগণ হরষ হঞা।
রাখহ ছাওয়ালে এ বর দিঞা॥
সভাই সহায় হইবে ইথে।
আশিস্ করহ [যশোদাসুতে]।
এই মন্ত্র ঝাড়ি যোগিয়া হরে।
বিনতি করি সে গোচর তরে॥
এই মন্ত্র দিল ছাওয়াল অঙ্গে।
চণ্ডী[দাস ইহা ভণয়ে রঙ্গে]॥ [৪২]

[৪৩]

[যশোদা ভিক্ষা দিতে চাহিলে মহাদেবকর্তৃক কৃষ্ণমহিমা কথন] ॥ বতিশ্রী ॥

এইরূপে হর ভোলা মহেশ্বর
করিল দরশন স্নেহে।
নন্দরাণী কহে মোর ভাগ্য [বড়]
[আইলা আমার] গৃহে ॥
কিছু ভিক্ষা লহ ওহে যোগিবর
এই মোর মনে ভায়।
হেন জনে তেজি আনে বিনা [কাজে]
[ভিক্ষা দিব] আমি কায় ॥
তবে কহে যোগী শুন নন্দরাণি
কি আছে ভিক্ষার ফলে।
কোটি কোটি যুগ ফল [তপস্যার]
[পা]ইলে আপন কোলে ॥
তোমার নন্দনে দেখি মোর মন
হরষ হইল বড়ি।
ইহারে দেখিতে বড় সা[ধ হয়]
[যাইতে] না পারি ছাড়ি ॥
ইহার দরশে কত হয় ফল
কহনে নাহিক যায়।
এ জন তোমার মন্দিরে বিহরে
[ভাগ্য কি বলিব] তায় ॥
যবে তুমি হর গৌরী আরাধিলে
বহুক তপের ফলে।
কিছু কিছু তাহা মোর মনে পড়ে
এ [শিশু পাইলে কোলে] ॥
তাহে হর গৌরী কৃপাবান্ হইয়া
দিলা সে তোমারে বর।
সেই ফল ইথে এমন সম্পদ
পাইলে [আপন ঘর] ॥

এ কথা যখন শুনি যোগিমুখে
সন্দেহ পাইল রাণী।
চণ্ডীদাস কহে আগম কথন
সে কথা [আনে না জানি] ॥ ৪৩ ॥

[৪৪]

[মহাদেবকর্তৃক যশোদার ভাগ্যপ্রশংসা ও গোপালের করকোষ্ঠী বিচার] ॥ নটরাগ ॥

রাণি তোমার ভাগ্যের নাহি সীমা।
এমত ছাওয়াল আসি তব গৃহে পরকাশি
দিতে নাহি যাহার উপমা ॥
[সামান্য] মানুষ নহে জানিবে সে সুহৃদয়ে
দেবের দেবতা এই জনা।
গোলোকবৈভব তেজি গোপের কুলেতে আসি
[তুলেতে তু]লিয়া দেহ সোনা ॥
দেখিল সকল চিহ্ন দেখি চিহ্ন ভিন্ন ভিন্ন
সকল লক্ষণ দেব সত্য।
তোমার এ [পুণ্য বল] [শুদ্ধ ভ]ক্তি গঙ্গাজল
তথির কারণ হেন পুত্র ॥
তোমা সম ভাগ্যবতী সংসারে নাহিক কতি
কহিলাহ এই স[ত্য বাণী]।

[ইহার দ্বিতীয় কলিটি নাই]

[ব্রহ্মা রু]দ্র যত দেবা যাহার চরণ সেবা
দেবের গোচর নহে যেহ।
সে জন তোমার ঘরে আনন্দে বিহার করে
[গোলোক]সম্পদ জান এহ ॥

যোগীর বচন শুনি　　　হরষিত নন্দরাণী
কহেন যোগীরে কর যোড়ি।
দেখ দেখি ছুটী [করে]　　[আয়ু এ ক]তেক ধরে
এ কথা কহিবে মোরে দড়ি ॥
শুনি তবে যোগিবরে　　ছাওয়ালের করে ধরে
পাইল লক্ষণ জ[ত জত]।
[ইহার দ্বিতীয় কলিটি নাই]
[ধনু শঙ্খ] চক্র দশ　　ধ্বজ পদ্ম রথ শেষ
মৎস্য যব জন্থু ফল তায়।
পুটরেখা ঊর্দ্ধরেখা　　কি তার ক[রিব লেখা]
চণ্ডীদা[স] কিছুই সুধায় ॥ ৪৪ ॥

[৪৫]

[মহাদেবকর্ত্তৃক গোপালের গ্রহফল কথন]॥ গড়া ॥

তোমার তুলনা তুমি কিছু নিবেদিয়ে।
কোন সে লক্ষণ দেখি [ছাওয়ালে চাহিয়ে] ॥
[কহি]ল যোগিয়া তবে হরষ হইয়া ।
কহিতে লাগিলা যোগী হাসিয়া হাসিয়া ॥
সুন্দরী যশোদা শুন অ[ামার বচন]।
{২১} তোমার পুত্রের দেখি অনেক লক্ষণ ॥
দীর্ঘ আয়ু চিরজীবী এই সে দেখিল।
শুক্রস্থানে কেতু আছে প্রমাণ বলিল ॥
[শত্রু খর]তর সেই মরিব তখনি।
পঞ্চম সে বৃহস্পতি ফল অনুমানি ॥
ইহার সংসার কেহো পীড়া না করিব।
[যে জন হিংসিবে] সব রিপু সে মারিব ॥
চণ্ডীদাস কহে শুন যশোদা সুন্দরি।
অতি সুলক্ষণ দেখি যোগিয়া ভিখারী ॥ ৪৫ ॥

[৪৬]

[কবি চণ্ডীদাসকর্ত্তৃক বর্ণিত লীলায় পৌরাণিক মূল কথন ॥]

এ কথা কহিল আগম পুরাণে
লিখিল ব্যাসের সূত্র।
অষ্টাদশ গ্রন্থ কোনখানে আছে
ফুটকে কহিল [মাত্র] ॥
ব্রহ্ম-বৈবর্ত্তে লিখন পুরাণে
নবম অধ্যায় পাবে।
মহাদেব যোগী আইলা গোকুলে
কৃষ্ণ দরশন লোভে ॥
[এ সকল কথা] এ লিঙ্গ পুরাণে
লিখিয়াছেন ব্যাস বরে।
লিঙ্গের পুরাণে পঞ্চম অধ্যায়
পাইবে মনের সরে ॥
এ স[ব কাহিনী] কৃষ্ণ দরশন
আইলা যে শূলপাণি।
আগমে পাইবে এ সব বচন
যে কথা কহিল আমি ॥
দশমে [এ কথা] [না লিখে]ন ব্যাস
নহে ভাগবত লেখা।
অন্য উপদেশ পুরাণ কহিল
শিবে কৃষ্ণ সহ দেখা ॥
[দেব শূলপাণি] ভক্তগণমণি
ভাগবতে কেনে নাহি।
অন্য উপদেশ কহিয়ে এ সব
আগে যে কহিল তাহি ॥
দশম [স্কন্ধেতে] নহে দরশন
অন্য উপদেশবাণী।
চণ্ডীদাস কহে মধুর বচন
ফুটকে কহিল আমি ॥ ৪৬ ॥

[৪৭]

[মহাদেবকর্ত্তৃক যশোদাকে পূর্ব্ববৃত্তান্ত কথন]॥

তবে কহে সেই যোগিয়া ভিখারী
শুনহ যশোদা মাতা।
এমত ছাওয়ালে নিবিড়ে রাখিহ
[শুনহ আমার কথা] ॥
ইহ সে হয়েন পুরুষ উত্তম
ইহার আপদ নহে।
তথাপি গোপতে রাখিবে ছাওয়ালে
কহিল কিছুই তোহে ॥
পুরু[ব কাহিনী] [শু]ন নন্দরাণি
যে কালে এ কথা হয়।
সে দিনে দেবের সুরপুর মুঞি
গেছিলাম আমি তায় ॥
বসু[মতী লয়া] গেছিলা আরজী
যথাহ বৈকুণ্ঠনাথ।
কংশের ভারেতে টলবল মানি
কহিতে লাগল সাথ ॥
[অসুরের ভারে] পাতালে প্রবেশি
শুনহ গোলোক হরি।
প্রবেশি পাতালে দুষ্ট কংশ লাগি
তুমি সে এ সৃষ্টিধারী ॥
[শুনি দেবদেব] কহিলা উত্তর
যাহ ত ধরণি তুমি।
মধুপুরে গিয়া দেবকী উদরে
জনম লভিব আমি ॥
[অষ্টম গর্ভেতে] উতপতি হঞা
বধিব সে কংশাসুর।
বধিয়া কংশেরে তোমারে তুষিব
সব ভার করি দূর ॥

নন্দে[র নন্দন] হইব যখন
কহিব জগত জনে।
নন্দগৃহে গিয়া করিব বিহার
দীন চণ্ডীদাস ভণে ॥ ৪৭ ॥

[৪৮]

[মহাদেবকর্ত্তৃক যশোদাকে সতর্ক থাকিতে উপদেশ দান] ॥ কামোদ ॥

এই বলি তবে গোলোক ঈশ্বর
ধরণী বিদায় দিয়া।
গোলোক তেজিয়া জনম লভিয়া
দৈবকী উদরে গি[য়া] ॥
[সেই] ভগবান তোমার নন্দন
জানহ কারণ কথা।
তথির কারণে রাখিহ গোপনে
শুন যশোমতী মাতা ॥
[অনেক] খুজিব দুষ্ট কংশাসুর
পাঠাব অসুরগণে।
অষ্টম গর্ভেতে জনম লভিল
ইহা দুষ্ট কংশ [জানে] ॥
{২২} তত্ত্ব কথা যত শুনি নন্দরাণী
চিতে ভেল বড় ভয়।
আদর করিয়া পুছে বেরি বেরি
কেমতে রাখিব তায় ॥
কহে যোগী তবে শুনহ যশোদা
ইহার আপদ্ নাঞি।
ইহারে কে করে আনহ সঙ্কট
কহিল তোমারে ঠাঞি ॥

ত্রিজগতধাতা জনমিল এথা
কি করিতে পারে কংশ।
এই সে পুরুষে হইয়া হরষে
অসুর করিব ধ্বংস॥
তবে সে কহিল সাবধান হইয়া
পালন করহ বালা।
চণ্ডীদাস কহে যার পরাক্রমে
কিছুই জানেন ভোলা॥ ৪৮॥

[৪৯]

মহাদেবের ব্রজবালক-সঙ্গে বাল্যক্রীড়া] ॥ রাগশ্রী ॥

এ কথা সকল শুনিতে যশোদা
চাহিয়া বালক পানে।
বৈকুণ্ঠের সুখ কতেক মানল
হইল আনন্দ মনে॥
তবে নন্দসুত মধুর হাসিয়া
পিয়েন মায়ের স্তন।
যোগী পানে বালা কটাক্ষ করিলা
দুহে দুহা ভেল মন॥
কটাক্ষ-ইঙ্গিতে হরষে জানল
সেই ছাওয়ালের বাণী।
হরি হরি বলি নাচেন আনন্দে
দিলা সে শিঙ্গার ধ্বনি॥
তেজিয়া নন্দের মন্দির হরষে
হইলা ব্রজের বালা।
কতি গেল ছার সে শিঙ্গা ডম্বরু
করি শিশু সঙ্গে খেলা॥

দ্বাদশ বালক তার মুখ্য জন
ইহ সে সুবল সখা।
কৃষ্ণ অম্বেষণ যোগীর সুসন
গেছিলে করিতে দেখা॥
অপার মহিমা দেবতার কথা
এ লীলা কহিল তত্ত্ব।
চণ্ডীদাস কহে ব্রজলীলা গীত
জনম লভিল সত্য॥ ৪৯॥

[৫০]

[শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলা সূত্র]॥

মধুর সখাক না হয়েন মর(?)
মিতা সনে ইহান মেলা।
তেজিয়া গোলোক- বৈভব সম্পদ
করিতে বালক খেলা॥
ব্রজরস লাগি হইঞা বিয়োগী
পুরুব বৃত্তান্ত কথা।
তার মর্ম্ম লাগি এই সে বিয়োগী
জন্মি ব্রজেশ্বরী যথা।
সেই সে কারণে জনম এ স্থানে
এই সে গোকুললীলা।
মধু আস্বাদন করি পুন পুন
করিব যুগতি খেলা॥
বৃন্দাবন রস রস আস্বাদিতে
জন্মিল গোলোক হরি।
এ কথা অনেক কহিব বিস্তার
যে লীলা যখন করি॥

এবে কহি শুন বাল্যলীলা রস
পাছেতে মধুর রস।
ক্রমে ক্রমে বলি শুন ভক্তগণ
যে রসে যে হয় বশ ॥
মধুর লালসা মধুর কারণে
জানল সকল বাণী।
অকথ্য কথন না হয় অকারণ
পূরিত করিঞা ছেনি ॥
এবে কহি শুন বাল্যলীলা কিছু
শ্রবণ পরশি শুন।
চণ্ডীদাস কহে রসলীলা সার
সংসারে নাহিক হেন ॥ ৫০ ॥

[৫১]

[কংশকর্ত্তৃক সভাসদ্গণকে শ্রীকৃষ্ণজন্মকথন] ॥ জয়শ্রী

চিন্তিত হইঞা রাজা কংশে তবে
ধরণী ধরিঞা বসি।
চাণুর মুষ্টিক আর যত বীর
ডাক দিতে সভে আসি ॥
শুন হে চাণূর মুষ্টিক অসুর
শুনহ বৃত্তান্ত কথা।
মোরে যে বধিব প্রবল প্রতাপ
শ্রীহরি জন্মিল ওথা ॥
গোকুলে জন্মিল যশোদা উদরে
ভবানী বলিয়া নাম।
তাহারে আনিয়া আমারে ভাণ্ডিলা
শুনিল তাহার ঠাম ॥

তাহারে বধিতে শিলার উপরে
যবে আছাড়িব লঞা।
হাথ পিছলিয়া {২৩} গেলা এহি কয়্যা
আকাশমণ্ডল দিয়া॥
সেই সে ভবানী কহে এক বাণী
মোরে সে বধিবি কি।
তোরে যে বধিব গোকুল নগরে
তাহাই কহিয়া দি॥
গোকুলে জন্মিল তোর রিপু হয়্যা
এ কথা শুনিল কানে।
চিন্তিত হইয়া কহে কংশ রাজা
দীন চণ্ডীদাস ভণে॥ ৫১॥

[৫২]
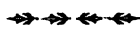
[চাণূর মুষ্টিক কর্ত্তৃক কংশকে অভয় দান]॥ সুহই॥

কহে কংশাসুর শুনহ অসুর
সে নহে মানুষ কায়া।
মানব শরীরে হইলা উৎপত্তি
দেবের দেবতা হয়্যা॥
দেব ভগবান ইথে নহে আন
জন্মিলা গোকুল পুরে।
দেবীর কথায়ে বিস্মিত অন্তরে
বৃত্তান্ত কহিল তোরে॥
শুনিয়া চাণূর মুষ্টিক কহেন
শুন কংশ নৃপপতি।
মহিষীর গর্ভে জন্মিল যে জন
কে বল গোলোক-পতি॥

গোলোক-বৈভব তেজিয়া সে জন
কিসের কারণে জন্ম।
যত শুন রাজা সব অবিচার
এ নহে দেবতাধর্ম্ম॥
আনন্দ করিয়া রাজকাজ যত
করহ আপন মনে।
যদি সত্য হয় এ সব বচন
তাহারে বধিব বাণে॥
কি করিতে পারে মানুষ-শরীরে
চিন্তা না করিহ তুমি।
কটাক্ষ পলকে সেই শিশু রাজা
আমি দিব তারে আনি॥
এ বোল শুনিয়া হরষ অন্তর
কহেন এ কংশ রায়।
নানা চর আনি পাঠাল সকলি
দীন চণ্ডীদাসে গায়॥ ৫২॥

১। পুঁথিতে 'মনের'॥

[৫৩]

[নন্দের মথুরায় গমন, কংশকে রাজকর দান ও বসুদেবের সঙ্গে মিলন] ॥ গড়া॥

গোকুল নগরে পুত্রোৎসব করি
ভাবে নন্দ ঘোষ রায়।
রাজার মেলানি করিতে ঘোষের
মনে হইল অভিপ্রায়॥
দধি দুগ্ধ যত শকটে পূরিত
আর রাজকর লয়্যা।
সাজিল আনন্দে মনের সানন্দে
অতি হরষিত হয়্যা॥

গিয়া রাজদ্বারে দুয়ারি গোচরে
মিলিয়া কংশের ঠাম।
দধি দুগ্ধ ঘৃত দিয়া নিয়োজিত
কহে সব পরিণাম ॥
কহেন কংশেরে শুন নৃপবরে
একটি ছাওয়াল হইল।
তথির কারণে তোমারে মেলানি
রাজকর আনি দিল ॥
ভাল ভাল বলে রাজা কংশাসুর
আনন্দ শুনিল বড়।
ভাল হইল পুত্র হইল বৃদ্ধ কালে
শুনিল শ্রবণে দড় ॥
বিদায় হইয়া নড়ি নন্দ ঘোষ
মিলি বসুদেব পুরে।
কোলাকোলি করি আনন্দ হইল
পরম পিরীতি স্বরে ॥
দুজনে কহেন সরস বচন
অন্ত উপদেশ বাণী।
চণ্ডীদাস বলে দোহার মিলনে
কত সুখ হইল জানি ॥ ৫৩ ॥

[৫৪]

[বসুদেবকর্ত্তৃক নন্দকে সতর্কীকরণ ও নন্দের গৃহাগমন] ॥ বরাড়ি

কহে বসুদেব শুন নন্দ ঘোষ
বালক দিয়াছি তোহে।
বুঝিয়া যা কর তোমারে সঁপিলু
কি করে আমার মোহে ॥

বংশ রক্ষা যদি পারহ রাখিতে
তবে সে বড়াই বড়।
ইহাকে অধিক আর কি বলিব
তোমারে কহিল দড়॥
যাহ নিজ ঘরে এখানে না থাক
শুন নন্দঘোষ রায়।
বহুত আপদ বালক উপরে
তোমারে কহিল তায়॥
{২৪} নন্দঘোষ নড়ে তুরিত গমনে
চলিলা গোকুল পুরে।
গিয়া নিজ ঘরে অতি কুতূহলে
বালক করিল কোলে॥
লক্ষ লক্ষ চুম্ব বদন-কমলে
ভাসয়ে আনন্দ-সরে।
গাভী বৎস যত মেলে লাখ শত
ঘোষ গেলা আন ঘরে॥
আনন্দে বিহরে নন্দের কুমার
মায়ের আনন্দ দেখি।
চণ্ডীদাস বলে এক দিঠি রাণী
নাহি সে পালটে আঁখি॥ ৫৪॥

[৫৫]

[চাণূর মুষ্টিকের পরামর্শে বৃন্দাবনে পূতনাকে পাঠাইতে কংসের মন্ত্রণা] ॥ গড়াশ্রী॥

মধুপুরে কংশ সভা করি বৈসে
ডাকিয়ে বান্ধবগণে।
মন্ত্রণা কারণ চাণূর মুষ্টিক
যুগতি করিছে মনে॥

কহে তবে কংশে চাণূর মুষ্টিক
শুনহ অসুরধাতা।
একটি বচন মনেতে পড়িল
বড়ই আশ্চর্য্য কথা॥
তোমার ভগিনী পূতনা সুন্দরী
তাহা বোলাইঞা আনি।
তাহারে পাঠাহ গোকুল নগরে
এই সে ভালই মানি॥
তাঁহার স্তনেতে বিষ মাখাইঞা
যাউক মায়ার ছলে।
নানা মায়াবতী কত ছলা জানে
যাউক গোকুল পুরে॥
বিষ স্তনে মাখি হইঞা রূপসী
গিয়া সে নন্দের বাড়ী।
মায়া ছলা করি শিশু কোলে ধরি
করুণ নিঃশ্বাস এড়ি॥
এই সে যাইঞা বিষ-স্তন দিয়া
মারুক ছাওয়াল কোরে।
বিষ-স্তন পানে বালক মরিব
কণ্টক ঘুচিব তোরে॥
ভাল ভাল বলি কংশাসুর অতি
হইলা সুখিত চিতে।
[তবে] সে মহলে অতি কুতূহলে
পূতনা ডাকিল ভিতে॥
আইল পূতনা রাজার সাক্ষাতে
দাণ্ডাএ যুড়িয়া কর।
কোন আজ্ঞা হয় আইল সদয়
শুন কংশ নৃপবর॥

শুন গো ভগিনি আমার কাহিনী
বড়ই বিপাক দেখি।
চণ্ডীদাস বলে এখনি এমনি
মহাভয় কেনে লেখি ॥ ৫৫ ॥

[৫৬]

[কংশকর্ত্তৃক পূতনাকে কৃষ্ণের বধোপায় কথন ও পূতনার সম্মতি] ॥ শ্রীনারায়ণ ॥

কহে তবে কংশে গোপকুলে বংশে
জন্মিল গোলোকহরি।
নন্দঘরে তার উৎপত্তি হইল
সে জন আমার বৈরী ॥
রিপু বলবান যে দেশে জন্মিল
তাহার কল্যাণ নাই।
কণ্টক থাকিতে জানিহ দুর্গতি
কহিলাম তোমার ঠাঞি ॥
সভা বোলাইঞা এই সারোদ্ধার
করিল অসুরগণে।
নন্দের কুমারে বিষ-স্তন পানে
বধিতে করিলাম মনে ॥
তুমি গিয়া ওথা মার নন্দসুত
বিষের [স্তন] ভোজনে।
এই সে কারণে আইল সদনে
ভাবিয়া তোমার স্থানে ॥
আমি সে থাকিলে সভার সুদশা
এ কথা কহিব ভালে।
কণ্টক মরিলে সুখে রাজ্য হয়ে
তোরে সে কহিয়ে হেলে ॥

ভাল ভাল বলি পূতনা কহেন
যাইয়া গোকুলপুরে।
বিষ-স্তন পানে বধিব বালক
নিশ্চয় কহিলা তোরে॥
রাজ আভরণ দেহ ত আনিঞা
উত্তম বসন ভাতি।
এ সব পরিয়া মায়াধারী হইয়া
গোকুলে যাইব [তথি]॥
{২৫} নানা অলঙ্কার সুবস্ত্র সুন্দর
দিলা সে পূতনা কাছে।
কহে কংশ তবে শুনহ ভগিনি
উখালী আস্যহ পাছে॥
কহেন পূতনা মোরে আছে জানা
যাহাই করিব আমি।
বালক বধিয়া এক দণ্ড পরে
নিশ্চয়ে জানিহ তুমি॥
এ কথা শুনিয়া হরষ রাজার
আনন্দে নাহিক ওর।
নিজ নিকেতন কংশের গমনে
সুখেতে হইলা ভোর॥
কহে গিয়া তবে কংশ নৃপবর
আপন বান্ধব পাশে।
কহিতে লাগল সকল বৃত্তান্ত
সভার মনেতে বাসে॥
পাঠাইল তাই শুন কহি ভাই
পূতনা গোকুলে গেলা।
নানা অভরণ বিধির বিধান
ভগিনী পূতনা নিলা॥

গমন করিল গোকুল নগরে
কহিল সভায় স্থানে।
অবোধ কংশের বচন শুনিয়া
দীন চণ্ডীদাস ভণে॥ ৫৬॥

[৫৭]

[পুতনার রূপ বর্ণন] ॥ বরাড়ি ॥

যায় পুতনা রিপুর ছলে
হরষ হঞা মনে।
কিসে ছটা রাঙ্গা ঝটা
লোটন ফুলের সনে॥
চারি পাড়্যা তাথে এড়া
রাঙ্গা ফুলের মালা।
সিথার সিন্দুর দেখা[য়] মধুর
কিবা করে আলা॥
নাসার বেসর কিবা সোসর
মনহরণী পাখা।
বিমল দশন পর্য্যা ভূষণ
তাহে যাইছে দেখা॥
নয়ান কোণে হানে বাণে
তায় কাজলের রেখা।
ফুলের কাছে ভ্রমর নাচে
যেমত নাড়্যা পাখা॥
কানের সোনা নাড়ে ঘনা
তার উপরে চাকি।
হৃদয় মাঝে কাঁচুলি সাজে
পুন পুন তা দেখি॥

গলায় সাজে কনক-মালা
তাহে মুক্তাপাতি।
মাথার বেণী ঝাঁপা খানি
তাহে পড়্যাছে গতি॥
বাহে টাড় হাথে শাঁখা
তাহে কঙ্কণ সাজে।
দেখি হেন রূপ রূপসী
দেবের মন মজে॥
আধ উড়নী মনহরণী
চিত হরণীর পারা।
দেখ্যা মদন করে মোহন
চেতন করে হারা॥
চলল গতি জেন হাথি
আধ নয়ানে চায়।
দেখ্যা মদন করে বেদন
চণ্ডীদাস গায়॥ ৫৭॥

[৫৮]

[পূতনার ব্রজে গমন, যশোদার সঙ্গে কথোপকথন ও শ্রীকৃষ্ণদর্শন] ॥ রামকেলি ॥

চলিল পূতনা তবে গোকুল নগরে।
প্রবেশ করিল গিয়া নন্দের মন্দিরে॥
হরষে আপন স্তনে বিষ মাখে রাখি।
রিপুর স্বভাবে যায় নন্দসুতে ভাখি॥
গিয়া সে নন্দের ঘরে পূতনা রাক্ষসী।
মায়াডোর দিয়া সে গলায় দিল ফাঁসি॥
{২৬} শুন গো যশোদা রাণি আইল এথাই।
শুনিল লোকের মুখে সুখী ভেল তাই॥

নন্দের বৃদ্ধ বয়সে হইল তার পুত্র।
ভাগ্যবতী বড় তুমি গোপকুল গোত্র ॥
দিয়াছেন বিধি তোরে হেনক ছাওয়াল।
শুনিঞা আমার চিত্ত আনন্দ বিশাল ॥
নন্দরাণী বলে সেহ তোমার আশীর্ব্বাদে।
এ ধন পাইনু আমি দশের প্রসাদে ॥
তোমাকে দিয়াছে নিধি বিধি বড় রঙ্গী।
উঁকি পাড়ি দেখে পুত্র করি রঙ্গ ভঙ্গী ॥
যশোদার কোলে শিশু জানিল তখনি।
বিষ-স্তন মাখিয়া সে আইলা এখনি ॥
হৃদয়ে জানিল ইহ নন্দের কুমার।
জননীর কোলে শিশু কান্দয়ে আপার ॥
কহেন পুতুনা তবে শুন নন্দরাণি।
বাল[ক] বোধাহ আগে মুখে স্তন টানি ॥
দুগ্ধ পিয়াও আগে বালকের মুখে।
চণ্ডীদাস বলে রাণী হরষ হঞা বুকে ॥ ৫৮ ॥

[৫৯]

[পুতনাকর্ত্তৃক শ্রীকৃষ্ণকে বিষস্তন্য দান] ॥ তুড়ি ॥

কহে তবে পুন পূতনা রাক্ষসী
না কান্দ না কান্দ আর।
মুখ ভরি আগে দুগ্ধ পান কর
বহিছে পুএর (?) ধার ॥
মায়ারূপে তবে পূতনা রাক্ষসী
করিছে কতেক ছলা।
নন্দরাণী তবে পূতনার মোহে
মায়াতে ভুলিয়া গেলা ॥

শুন গো যশোদা কোথা আরাধিলা
পাইলে এমত শিশু।
ফলের কারণে এ হেন নন্দন
কহনে না যায় কিছু॥
এমত ছাওয়ালের হেদে গো যশোদা
বালাই লইঞা মরি।
এমন সুন্দর মদন মোহন
বদন গঠন চারি॥
গোকুল নগরে গোপ ঘরে ঘরে
আছয়ে কতেক বালা।
এমন সুন্দর না দেখি কোথাহ
বরণ চিকণ কালা॥
তুমার ভাগ্যের ফল সে সুফল
পাইলে এমন নিধি।
অনেক তপের ফল অরজিতে
দেখিয়া দিয়াছে বিধি॥
এ বোল বলিঞা পূতনা রাক্ষসী
কতেক করিছে মায়া।
মায়ের সমান স্নেহ অতিশয়
তেমতি করিছে দয়া॥
অহা মরি মরি কহে বেরি বেরি
ও মোর বাছনি ধনে।
ইহাই বলিয়া কোলে লয়ে শিশু
মুখে দিলা বিষস্তনে॥
জানিল তখন নন্দের নন্দন
সফল করেন তার।
চণ্ডীদাস বলে শিশু করি কোলে
কান্দয়ে বারহু বার॥ ৫৯॥

[গ] দীন চণ্ডীদাসের পদ

[৬০]

[পূতনাবধ] ॥ রামকেলি ॥

কান্দিয়া আকুল দুগুণ হইল
নন্দের নন্দন হরি।
হরষে পূতনা দেখিয়া কান্দনা
মুখে স্তন দিল ভরি ॥
{২৭} যুড়িল চমক[১] পাইল ধমক
ন নাড়ী বেড়িল কোটা (?)।
এ কে এ কে বলি কান্দয়ে রাক্ষসী
কি করে নন্দের বেটা ॥
উহু মরি মরি কহে বেরি বেরি
তত সে শুষেন বালা।
নিবিড় করিঞা কর আরোপিল
স্তনের উঠিল জ্বালা ॥
ছাড় ছাড় বালা স্তনে উঠে জ্বালা
বুক বিদরিয়া যায়।
হৈল মেনে মোর জন্ম স্তন পান (?)
বাপু বাপু বলে মায় ॥
আস্তস্ত পর্য্যন্ত শরীর সকল
শুষিতে দুগ্ধের সনে।
রাখ রাখ বাপ্ জনক জননী
ইহাই বলেন ঘনে ॥
পরিত্রাণ সবে গোকুল নগরে
কম্পিত হইল সব।
বলে বাপ বাপ রাখ রাখ বলি
কে এত করিছে রব ॥
নন্দের নন্দন করে দুগ্ধ পান
আপন যতেক শক্তি।
তেজিল শরীর পূতনা রাক্ষসী
তার ভেল তায় মুক্তি ॥

পড়িল পূতনা ছয় ক্রোশ যুড়ি
ভাঙ্গিয়া কতেক গাছ।
গোকুল নগরে কত ঘর ভাঙ্গে
কেহো ত না লাগে কাছ॥
অতি ভয়ঙ্কর দেখিতে দুষ্কর
দ্বাদশ ক্রোশের প্রস্থ।
একেক যোজন পড়িয়া রহিল
পূতনার দুই হস্ত॥
মস্তক ডাগর মোউর (=মেরু) মন্দার
নাসিকা শিখর দুই।
দন্ত সারি হেন নাদন[২] প্রমাণ
শ্রবণ পুখুর সেই॥
উদর ডাগরি দীঘল পুখুরি
চরণ এ দুহি কহি।
যেমন ক্রোশ সম এ দুই চরণ
চণ্ডীদাস কহে এহি॥ ৬০॥

১। চুমক (চুম্বিয়া?)॥
২। নাদন—লাঠী॥

[৬১]

[নন্দ যশোদার ভীতি ও গোপালকে সান্ত্বনা দান]॥ গড়া॥

গোকুল নগর ভেল চমৎকার
দেখিয়া শরীর তার।
ভয়ে মহাভয় পাইল সকল
দেখে অদভুত আর॥
রাক্ষসীর বক্ষঃ- স্থলেতে বসিয়া
নন্দের নন্দন শিশু।
এ কি পরমাদ বিষম সম্বাদ
চরিত বুঝিব কিছু॥

সভে এই বালা তিন দিন হৈলা
ইহার কৌতুক এত।
এমত রাক্ষসী কেমতে বধিল
এ কথন কব কত॥

সন্দেহ লাগিল সভার অন্তরে
একি একি হল্য বলে।
গিয়া নন্দরাণী বাছা বাছা বলি
ছাওয়াল করিলা কোলে॥

মরি বালাই লঞা নিছনি লইঞা
এ কোন ধরণ[১] তোর।
পুত্র কোলে করি যশোদা সুন্দরী
কি মন লইল মোর॥

শুনি নন্দ ঘোষ ধাইয়া আইল
পুত্র পুত্র করি বলে।
ও মোর দুলাল বাছনি বলিয়া
তুরিতে করিলা কোলে॥

দেব হৃষীকেশ অচ্যুত মাধব
গোবিন্দ বামন হরি।
{২৮} এ সব দেবতা রাখিহ ছাওয়ালে
মারিল ··· করি॥

পুত্র কোলে করি যশোদা সুন্দরী
চুম্বন করিছে মুখে।
হরষ হইঞা এ নন্দ যশোদা
শিশু শুতাওল সুখে॥

দুগ্ধ পিয়াছিল যশোদা জননী
সন্দেহ লাগিল মনে।
এমত ছাওয়াল এ হেন রাক্ষসী
মারিল আপন মনে॥

এমনে মানুষ শরীর না হয়ে
দেবের শকতি জানি।
গোলোক ঈশ্বর জানিল অন্তরে
চণ্ডীদাস ইহা মানি ॥ ৬১ ॥

১। ধরণ—রীতি ॥

---

[৬২]

[পরিক্ষিতের প্রশ্ন ও শুকদেবের উত্তর দান] ॥ শ্রীকানড়া।

রাজা পরিক্ষিত কহিতে লাগল
সন্দেহ হইলা মনে।
শুনহ গোসাঞি ব্যাসের নন্দন
পুছিয়ে তোমার স্থানে ॥
কহ বিচারিঞা শুনিয়ে শ্রবণে
কহিয়ে তোমার কাছে।
কি গতি পাইল পূতনা রাক্ষসী
এ কথা সন্দেহ আছে ॥
কহিতে লাগল ব্যাসের নন্দন
শুন শুন মহারাজা।
কোনহ সন্দেহ হইল তোমার
কহ [শুনি] মহাতেজা ॥
কহে পরিক্ষিত শুন শুকদেব
এই সে সন্দেহ মোর।
রিপু ছলে আসি হৈল স্বর্গবাসী
শুনিতে হইল ভোর ॥
এ জন মুকুতি হৈল তার গতি
কেমত ধরণ এহ।
রিপুর স্বভাবে প্রাণ তেয়াগিয়া
ধরিল উত্তম দেহ ॥

[গ] দীন চণ্ডীদাসের পদ

তবে শুকদেব কহিতে লাগল
শুন নৃপবর তুমি।
না কর সন্দেহ সকল বৃত্তান্ত
বিচারিয়া কহি আমি ॥
দেহের স্বভাব কোন দেব পায়
এ কীট পতঙ্গ যত।
এক দেহ ইহা নহে ভিন্ন ভিন্ন
কহিয়ে দেবের মত ॥
এক দেহ ধরে শূকরের কায়া
করয়ে বিষ্ঠার পান।
তথাপি সে দেহে পরম পুরুষ
তাথে আছে ভগবান ॥
ইহাকে অস্পৃশ্য নহে কোন জীব
সকল জীবেতে হীন।
ইহার ঘটেতে পরম পুরুষ
তাহাতে পাইবে চিন ॥
সব ঘটে রহি প্রভু ভগবান
কীট পতঙ্গাদি যত।
চণ্ডীদাস কহে শুকদেব-বাণী
এই হয় বিধিমত ॥ ৬২ ॥

[৬৩]

[শুকদেবের উত্তর দান] ॥ নটনারায়ণ ॥

বিধির নির্ম্মাণ এ দেহ গঠন
ধরিল উত্তম কায়া।
তখনি সে দেহে পরম পুরুষ
ঘটেতে করেন দয়া ॥

সর্ব্বত্র দেহের মূল ভগবান
দেহে দেহে আছে স্থিতি।
স্থাবর জঙ্গম এ কীট পতঙ্গ
সভাতে আছয়ে গতি॥
পুরুবে অনেক তপ ফলার্জ্জিত
ধরিয়া এমত দেহা।
তাহাতে মরয়ে আপনা আপনি
বান্ধয়ে মায়ার গেহা॥
আপনি মরয়ে বিষভাণ্ড খেয়া
আনের কি দোষ আছে।

[ইহার পর পুঁথি খণ্ডিত]॥

শ্রীগৌরপদ-তরঙ্গিণী

সম্পাদক—শ্রীযুক্ত মৃণালকান্তি ঘোষ, ভক্তিভূষণ

পণ্ডিত জগদ্বন্ধু ভদ্র-সঙ্কলিত শ্রীগৌরপদ-তরঙ্গিণীর দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইল। গ্রন্থ-সম্পাদক শ্রীযুক্ত মৃণালকান্তি ঘোষ মহাশয়কৃত দীর্ঘ ভূমিকা ও পদ-কর্ত্তৃগণের বিস্তৃত পরিচয় থাকায় গ্রন্থের উপযোগিতা বৃদ্ধি পাইয়াছে। এই বৃহৎ গ্রন্থে শ্রীচৈতন্য সম্বন্ধে বঙ্গের বিখ্যাত পদকর্ত্তৃগণের রচিত প্রায় দেড় হাজার প্রাচীন পদ সঙ্কলিত হইয়াছে। এই গ্রন্থের মূল্য, পরিষদের সদস্য-পক্ষে—৩॥০ এবং সাধারণের পক্ষে ৪॥০ টাকা।

শ্রীশ্রীপদকল্পতরু

স্বর্গীয় সতীশচন্দ্র রায়, এম্-এ-সম্পাদিত

বৈষ্ণবদাস-রচিত বিশাল পদসংগ্রহ গ্রন্থ। বড় বড় পাঁচ খণ্ডে সমাপ্ত।

পদকল্পতরুর পাঁচখানা পুথি ও পদরসসার, পদরত্নাকর প্রভৃতি নবাবিষ্কৃত কয়েকখানা পদাবলীর প্রাচীন পুঁথি মিলাইয়া সম্পাদিত। পদের নিম্নে প্রয়োজনীয় পাঠ-বিচার ও ব্যাখ্যা সহ সমস্ত পাঠান্তর এবং দুরূহ বাক্যাবলীর বিস্তৃত টীকা দেওয়া হইয়াছে। পরিশিষ্টে ব্যুৎপত্তি ও প্রয়োগ সহ পদাবলী-শব্দকোষ, পদাবলী ও পদকর্ত্তৃগণের সূচী ও বিস্তৃত ভূমিকা সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। এই সংস্করণটিকে পদাবলীর বিশ্বকোষ বলা যাইতে পারে। মূল্য—সাধারণের পক্ষে ও সদস্য-পক্ষে যথাক্রমে—

১ম খণ্ড—১॥০, ১৲; ২য় খণ্ড—১৸০, ১।০; ৩য় খণ্ড—১৸০, ১।০;
৪র্থ খণ্ড—১॥০, ১৲; ৫ম খণ্ড—১।০, ১৵০; পাঁচখণ্ড একত্র ৬॥০, ৫৲

প্রবাসী (বৈশাখ, ১৩৩৯)—পদকল্পতরু, ক্ষণদা-গীতচিন্তামণি, গীতচন্দ্রোদয়, পদামৃত-সমুদ্র প্রভৃতি প্রসিদ্ধ বৈষ্ণব পদ-সংগ্রহগ্রন্থের অন্যতম পুঁথি। খ্রীষ্টীয় ১৮শ শতকের মাঝামাঝি বৈষ্ণবদাস (গোকুলানন্দ সেন) ইহার সঙ্কলন সম্পূর্ণ করেন বলা হয়। পদের সংখ্যা তিন হাজারের কিছু উপর। পদতল্পতরু ব্যতীত বৈষ্ণব-পদাবলীর এত বড় পুস্তক এ যাবৎ মুদ্রিত হয় নাই। চারি খণ্ডে মূলাংশ শেষ হয়। মূল প্রতি পদের নীচে পাঠান্তরাদি এবং আবশ্যক টীকা সংযোজিত হইয়াছে। পাঠ নির্ণয়াদি ব্যাপারে সম্পাদক মহাশয়ের প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য ও রসজ্ঞতাই সূচিত করে। পদকল্পতরু ৫ম খণ্ড মূল চারি খণ্ডের পরিশিষ্ট আকারে রচিত। ইহাতে পদসূচী; পদকর্ত্তৃসূচী, সুদীর্ঘ ভূমিকা এবং একটি শব্দার্থসূচী আছে। ভূমিকাভাগে পদ-সংগ্রহ, পুঁথির পরিচয়, ন্যূনাধিক দেড় শত পদ-কর্ত্তার বিবরণ ও তৎসহ পদনির্ব্বাচন সম্পর্কে যাবতীয় জ্ঞাতব্য, পদাবলীর ভাষা, ছন্দ, অলঙ্কার, কবিত্ব ও বিশেষত্ব ইত্যাদি বিবিধ বিষয় যথাসম্ভব আলোচিত হইয়াছে। ইহাতে পদাবলী ও পদকর্ত্তা সম্বন্ধে অনেক নূতন কথা জানিবার আছে। * * * পদকল্পতরুর এরূপ সংস্করণ ইহার পূর্ব্বে আর হয় নাই, তাহা অসঙ্কোচে বলা চলে। * * *

শ্রীশ্রীসংকীর্ত্তনামৃত

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ-সম্পাদিত

দীনবন্ধুদাস-রচিত

এই গ্রন্থে প্রাচীন বিশিষ্ট পদকর্ত্তৃগণের অনেক উৎকৃষ্ট পদ সংগৃহীত আছে।

মূল্য সদস্য-পক্ষে ॥৵০, সাধারণ পক্ষে ৸০।